শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২৭শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৮১ | ১ম সংখ্যা



শ্রীমধ্বাচার্য্য-পূজিত 'শ্রীশ্রীবালগোপাল'

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, মেথরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক. ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ., বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

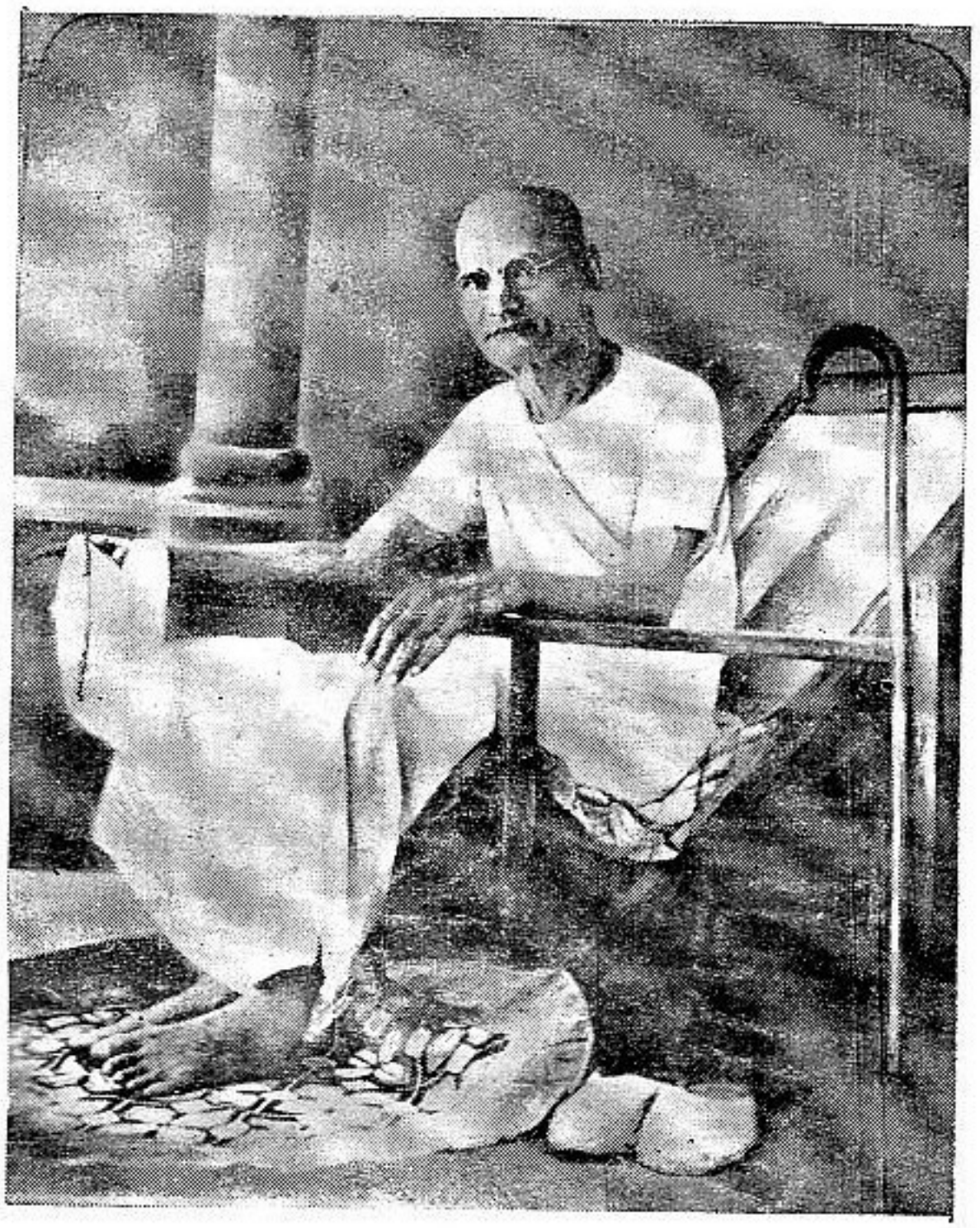

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥
অতিমর্ত্ত্যচরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ পালিনে।
জীবদুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেমদায়িনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

সপ্তবিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৯ বিষ্ণু হইতে গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৮১ ফাল্গুন হইতে ১৩৮২ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭৫ মার্চ্চ হইতে ১৯৭৬ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা—
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—৭·০০ টাকা ॥*॥

সপ্তবিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি	৩।১১২
২। অবিধেয় বিচার—কর্ম্ম	১১।৩৭৭
৩। অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গী	৬।২০৭, ১১।৩৯১
৪। অর্চ্চন	৪।১৪১, ৫।১৬২
৫। আত্মার নিত্যা-বৃত্তি—শ্রীল প্রভুপাদকৃত	১।৯, ২।৪৬
৬। উপনিষৎ-সার (বৃহদারণ্যক)	৩।৯৯
৭। এসেছে ভবে গোলোকনাথের দাস	১২।৪৩৫
৮। কলি	৪।১২২, ৫।১৫৪
৯। কাশীতে শ্রীল শ্রোতী মহারাজের হরিকথা	৬।১৯৫
১০। কিছুক্ষণ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে	১২।৪৩৬
১১। কৃপা-প্রার্থনা (বিরহ-মহোৎসবে)	৯।৩৩১
১২। কৃপা-প্রার্থনা (বিরহ-মহোৎসবে)	১০।৩৫৮
১৩। কৃষ্ণদাস—শ্রী	১০।৩৫৩, ১১।৩৮৭, ১২।৪৪৩
১৪। কেদার-বদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী	২।৭৭
১৫। কেদার-বদ্রী-পরিক্রমা—শ্রী (সাময়িকী)	৮।২৯৩
১৬। গিরিরাজ গোবর্দ্ধনপূজা ও তাৎপর্য্য—শ্রী	২।৬২
১৭। গিরি মহারাজের স্বধামে প্রয়াণ—শ্রী	৫।১৮০
১৮। গুরু মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল	৯।৩৩৫
১৯। গৌড়ীয়ের সপ্তবিংশ-বর্ষ	১।৩৬
২০। জগদ্‌গুরু-পদবীর পরিভাষা	৪।১৩০
২১। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রী	৩।১১৩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
২২। জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব—শ্রীশ্রী	৮।২৯৮
২৩। জীব ও জড় সমস্তই কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ	১২।৪১৯
২৪। ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৭।২৫৭
২৫। ঠকিয়াছি, কি জিতিয়াছি ?	১০।৩৬২, ১১।৪০১
২৬। তুমি প্রভু (কবিতা)	৬।২০৬
২৭। দীনের প্রসূনাঞ্জলি (শ্রীল গুরুপাদপদ্মে)	৯।৩২৪
২৮। ধর্ম্ম, জীবনে বিপ্লব	৭।২৩৮,
২৯। ধামসে বা	৩।৮৩, ৪।১১৯, ৫।১৫০, ৬।১৮৭, ৭।২২৬, ৮।২৬৬, ৯।৩০৫ ১০।৩৪৩, ১১।৩৭৩
৩০। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব	৩।১০৪
৩১। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা (নিমন্ত্রণ-পত্র)	১২।৪৪৭
৩২। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস	১।১৫
৩৩। নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম	৬।২০১
৩৪। নেপালস্থ শ্রীপশুপতিনাথ দর্শন	৫।১৮২
৩৫। পরম সুখ (কবিতা)	১১।৩৯৬
৩৬। পারমার্থিক-শিক্ষা	১।২৬
৩৭। পিছলদা মঠে স্নানযাত্রা—শ্রী	৫।১৮১
৩৮। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—শ্রী	৮।২৮৯, ৯।৩১৭
৩৯। প্রশ্নোত্তর	৭।২৪৪, ৮।২৭৯, ১১।৪০৮
৪০। বিজয়ায় গৌড়ীয়-গীতি	৮।২৮৭
৪১। বিরহ-মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৭।২৬১
৪২। বেদান্তসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন	৩।৯৪, ১২।৪২৮
৪৩। বৈষ্ণবের বংশ	৫।১৬৮
৪৪। বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম—শ্রী	৬।২৩১
৪৫। ব্রজমণ্ডল-দ্বারকাদি-পরিক্রমা—শ্রী	১০।৩৬৭, ১১।৪০৫

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৪৬। ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	১১।৪১০
৪৭। ভক্তি	১২।৪২৪
৪৮। ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি—শ্রীল গুরুমহারাজের আবির্ভাবে	২,৬৯, ৩।১১১, ১১।৩৯৮
৪৯। মহাভাগবত মুনিবাহন	৫।১৭৩
৫০। যে কথা কীর্ত্তনে সাধ জাগে মনে	৭।২৫২
৫১। রথযাত্রা—শ্রী (কবিতা)	৫।১৬৭
৫২। রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৬।২১৬
৫৩। রামচন্দ্র খাঁন	৬।১৯৭
৫৪। শ্রবণ ও দর্শন	৬।২১১, ৭।২৫৩
৫৫। শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা	১।১৭
৫৬। শ্রীগুরু-আরতি	৪।১৩৬, ৫।১৪৭
৫৭। শ্রীমদ্দ্বাদশ-স্তোত্রম্—শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্	১।১
৫৮। শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা—শ্রীল গুরুপাদপদ্মের	১।২
৫৯। শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য	১।৩১, ২।৬৬
৬০। শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্—শ্রীব্রহ্মা-কৃতং	২।৪৩
৬১। শ্রীবিষ্ণু-স্তোত্রম্—শ্রীগরুড়-কৃতং	৩।৭৯, ৪।১১৭
৬২। শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্—শ্রীকুন্তীদেবীকৃতং	৬।১৮৩, ৭।২২৩
৬৩। শ্রীমদ্ভাগবত	৬।১৮৭
৬৪। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রায় পুরী দর্শন	৬।২১৮
৬৫। শ্রীসঙ্কর্ষণ-স্তোত্রম্—শ্রীরুদ্র-কৃতং	৮।২৬৩
৬৬। শ্রীনৃসিংহস্তবঃ—শ্রীব্রহ্মা-কৃতং	৯।২৯৯
৬৭। শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্—শ্রীব্রহ্মা-কৃতং	১০।৩৩৯, ১১।৩৭১
৬৮। শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মার্কণ্ডেয়স্য স্তুতিবচনম্	১২।৪১১
৬৯। শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	১২।৪১৫

প্রবন্ধের নাম		সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৭০।	সনাতনধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনে শ্রীচৈতন্যদেব	৪।১৩৭
৭১।	সম্বন্ধ-বিচার	৮।২৭১, ৯।৩০৯
৭২।	সন্দর্ভসার—(প্রীতিসন্দর্ভ)	১।২৩, ২।৫৫, ৩।৯২, ৪।১২৬, ৫।১৫৯, ৮।২৭৫, ৯।৩১৩, ১০।৩৪৯
৭৩।	সদ্‌গুণ ও ভক্তি	৬।১৯২
৭৪।	সাধুজনসঙ্গ	২।৫১, ৩।৮৭
৭৫।	সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল ও দ্বারকাধাম	৪।১৪৫, ৬।২২১
৭৬।	Statement about ownership and Particulars about Newspaper "Shri Goudiya-Patrika"—	১।৪২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৭শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ১৬ গোবিন্দ, ৪৮৮ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৩৮১; ইং ১৪।৩।১৯৭৫ } ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদানন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্

শ্রীমদ্ভাগবত-স্তোত্রম্

[সংক্ষিপ্ত-সারম্]

বন্দে বন্দ্যং সদানন্দং বাসুদেবং নিরঞ্জনম্।
ইন্দিরাপতিমাদ্যাদি-বরদেশ-বরপ্রদম্ ॥১।১

যিনি ব্রহ্মপ্রমুখ বরদেশ্বরগণের প্রতিও বরপ্রদ এবং নিখিল লোকের বন্দনীয়, সেই কমলাপতি সদানন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীবাসুদেবকে বন্দনা করি ॥১।১

বশী বশে ন কস্যাপি যোঽজিতো বিজিতাখিলঃ।
সর্ব্বকর্ত্তা ন ক্রিয়তে তং নমামি রমাপতিম্ ॥২।৫

যিনি সর্ব্বজগতের বশীকর্ত্তা, সর্ব্বলোকবিজেতা, সর্ব্বকর্ত্তা, স্বয়ং কাহারও দ্বারা বশীভূত, বিজিত বা কৃত নহেন, সেই রমাকান্তকে প্রণাম করি ॥২।৫

কুরু ভুংক্ষ্ব চ কর্ম্ম নিজং নিয়তং হরিপাদবিনম্রধিয়া সততম্ ।
হরিরেব পরো হরিরেব গুরুর্হরিরেব জগৎপিতৃ মাতৃগতিঃ ॥ ৩।১

হে জীব ! শ্রীহরি-পাদপদ্মে প্রণত-চিত্ত হইয়া সর্ব্বদা স্বীয় নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং তদুচিত ফলভোগ কর। শ্রীহরিই পরম পুরুষ, শ্রীহরিই গুরু এবং শ্রীহরিই জগতের পিতা, মাতা ও একমাত্র গতি ॥৩।১

নিজপূর্ণসুখামিত-বোধতনুঃ পরশক্তিরনন্তগুণঃ পরমঃ ।
অজরামরণঃ সকলার্ত্তিহরঃ কমলাপতিরীড্যতমোঽবতু নঃ ॥৪।১

পরমপুরুষ কমলাপতি পরিপূর্ণজ্ঞানানন্দ-বিগ্রহ, পরশক্তিবিশিষ্ট, অনন্তগুণ, অজরামর, সকলদুঃখহর এবং বন্দ্যপ্রবর। তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৪।১

অধিক বন্ধং রন্ধয় বোধাচ্ছিন্ধি পিধানং বন্ধুরমদ্ধা ।
কেশব কেশব শাসক বন্দে পাশধরার্চ্চিত শূরবরেশ ॥৫।২
দামোদর দূরতরান্তর বন্দে দারিতপারগ-পার পরস্মাৎ ॥৫।৮

হে কেশব ! কেশব ! শাসক ! বরুণ-পূজিত ! শূরবরেশ্বর ! আপনাকে বন্দনা করি। আপনি প্রজ্ঞান-প্রদানদ্বারা আমাদের প্রবল সংসার-বন্ধন নাশ করুন এবং বিচিত্র মায়িক আবরণ ছেদন করুন ॥৫।২

হে দামোদর ! হে অসজ্জনদুর্লভ ! হে ভবার্ণবপারগামি-মুক্তগণের আশ্রয় ! আপনাকে বন্দনা করি ॥৫।৮

দেবকিনন্দন নন্দকুমার বৃন্দাবনাঞ্চন গোকুলচন্দ্র ।
কন্দফলাশন সুন্দররূপ নন্দিতগোকুল বন্দিতপাদ ॥৬।৫

হে বৃন্দাবনবিহারিন্ ! গোকুলানন্দন ! পূজিতচরণ ! কন্দফলভোজিন্ ! সুন্দরমূর্ত্তে ! গোকুলচন্দ্র ! নন্দকুমার ! দেবকিনন্দন ! (আপনাকে প্রণাম) ॥৬।৫

ব্রহ্মেশ-শক্র-রবি-ধর্ম্ম-শশাঙ্কপূর্ব্ব-
গীর্ব্বাণ-সন্ততিরিয়ং যদপাঙ্গলেশম্ ।
আশ্রিত্য বিশ্ববিজয়ং বিসৃজত্যচিন্ত্যা
শ্রীর্যৎকটাক্ষবলবত্যজিতং নমামি ॥৭।২

ব্রহ্মা, শম্ভু, ইন্দ্র, সূর্য্য, যম, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার অপাঙ্গ-দৃষ্টির লেশমাত্র আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বে উৎকৃষ্টরূপে বিরাজমান, সেই অচিন্ত্য-স্বরূপা শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥৭।২

অক্ষয়ং কর্ম্ম যস্মিন্ পরে স্বর্পিতং
প্রক্ষয়ং যান্তি দুঃখানি যন্নামতঃ ।

অক্ষরো যোঽজরঃ সর্ব্বদৈবামৃতঃ
কুক্ষিগং যস্য বিশ্বং সদাজাদিকম্ ॥৮।১১

যে পরমপুরুষে সম্যগ্‌ভাবে অর্পিত হইলে কর্ম্মসমূহ অক্ষয় হয়, যাঁহার নামোচ্চারণে দুঃখরাশি বিনষ্ট হয়, যিনি নিত্যকাল অজর অমৃত অক্ষয়বস্তু এবং চতুর্ম্মুখাদি এই বিশ্ব সর্ব্বদা যাঁহার কুক্ষিগত, (তাঁহাকে নমস্কার) ॥৮।১১

অতিমত তমোগিরি-সমিতিবিভেদন
পিতামহভূতিদ গুণগণনিলয়।
শুভতম-কথাশ্রয় পরম সদোদিত
জগদেক-কারণ রাম রমারমণ ॥
বিধি-ভবমুখ-সুর-সতত-সুবন্দিত
রমামনোবল্লভ ভব মম শরণম্ ॥৯।১-২

হে অতিপূজিত! অজ্ঞানগিরিপক্ষভেদন! চতুর্ম্মুখৈশ্বর্য্যপ্রদ! গুণগণনিলয়! পরমমঙ্গলকথাশ্রয়! নিত্যপ্রকাশ! জগদেককারণ! রমাকান্ত! পরম পুরুষ! রাম! হে ব্রহ্ম-শঙ্করাদি-সুরগণ-নিত্য-বন্দিত! রমাহৃদয়বল্লভ! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥৯।১-২

ত্রিগুণাতীত বিধারক পরিতো দেহি সুভক্তিম্।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥১০।৫

হে ত্রিগুণাতীত! হে পরমধারক! আপনি সর্ব্বতোভাবে উত্তমভক্তি প্রদান করুন। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥১০।৫॥

ইন্দীবরোদরনিভং সুপূর্ণং বাদিমোহদম্।
আনন্দস্য পদং বন্দে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যভিবন্দিতম্ ॥১১।৫

আনন্দময়ের পাদপদ্ম ব্রহ্ম-পুরন্দরাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে বন্দিত এবং নীলকমল-গর্ভসদৃশ মনোরম, পরিপূর্ণ ও বাদিগণের মোহপ্রদ। আমি তাহা বন্দনা করি ॥১১।৫

আনন্দ মুকুন্দারবিন্দনয়ন। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥
সুন্দরীমন্দির গোবিন্দ বন্দে। আনন্দতীর্থ-পরানন্দ-বরদ ॥১২।১-২

হে আনন্দময়! মুকন্দ! কমলনয়ন! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ! হে ব্রজসুন্দরীগণাশ্রয়! গোবিন্দ! হে আনন্দতীর্থের পরমানন্দ-বরপ্রদ আপনাকে বন্দনা করি ॥১২।১-২

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের

শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা *

স্থান :—ত্রিতাপশান্তি-নিকেতন (হরিসভা)

দেপাড়া, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

সময়—রাত্র ৮-১৫ মিঃ, মঙ্গলবার, ইং ১০।৩।১৯৫৩

আমরা অদ্য শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধের, দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে কিছু আলোচনা করিব।

শ্রীশুক উবাচ,—

গোবিন্দ-ভুজ-গুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরুদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসন-লালসঃ॥
কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দ-চরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥
তমেকদা তু দেবর্ষিং বসুদেবো গৃহাগতম্।
অর্চ্চিতং সুখমাসীনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ,—

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্।
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমশ্লোক-বর্ত্মনাম্॥
ভূতানাং দেব-চরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্॥
ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥ (ভাঃ ১১।২।১-৬)

এই কয়েকটি শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী জানাইলেন,—শ্রীনারদ-ঋষি কৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হইয়া গোবিন্দের ভুজদ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে প্রায়ই যাইতেন। অমরগণও যখন ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্ম ভজন করিয়া থাকেন, তখন মর্ত্ত্য-ব্যক্তি তাঁহার ভজন করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

---

* পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** প্রভুবর চুঁচুড়া সহরস্থ হরিসভা-প্রাঙ্গনে তিনদিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। উহা ক্রমান্বয়ে শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক

একদিন নারদ-ঋষি বসুদেব-মহারাজের গৃহে উপস্থিত হইলে বসুদেব প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে নারদ-ঋষি! আপনি আমাদের মঙ্গল কামনা করিয়াই এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। দেবতাগণের চরিত্র কখনও সুখ, আবার কখনও বা দুঃখের কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু আপনার শুভাগমন তদ্রূপ নহে। দেবতাগণ যেরূপ পূজা পান, তদ্রূপ ফল প্রদান করেন; পরন্তু আপনি কোনরূপ আকাঙ্ক্ষার প্রতীক্ষা না করিয়াই সকলকে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন।

ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্ম্মান্ ভাগবতাংস্তব।
যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো মুচ্যতে সর্ব্বতোভয়াৎ॥ (ভাঃ ১১।২।৭)

দাসীপুত্র নারদকে শ্রীবসুদেব 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ভাগবতধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলে সর্ব্বতোভাবে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, সেই ভাগবতধর্ম্মবিষয়ে শ্রবণেচ্ছু হইয়াছেন। এখানে 'তথাপি'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার কি তাৎপর্য্য? নারদ-ঋষির ন্যায় মহাপুরুষের দর্শনেই সকলে পবিত্র হয়। "গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥" গঙ্গাকে স্পর্শ করিলে পবিত্রতা আসে, কিন্তু আপনার দর্শনমাত্রেই যাবতীয় অমঙ্গল বিদূরিত হইয়াছে; তথাপি আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি—ভাগবতধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছি। এখানে প্রশ্নটী suggestive হইয়াছে। সূত গোস্বামীর নিকট শৌনকাদি ৬০ হাজার ঋষি প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—আপনি আমাদের মঙ্গলের বিষয় যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই কীর্ত্তন করুন; কিন্তু শ্রীবসুদেবের প্রশ্ন অন্য প্রকার—ভাগবতধর্ম্মই পরম মঙ্গলের বিষয়, তাহাতেই তিনি আকৃষ্ট। এখানে বিচার করিতে হইবে, বসুদেবের চিত্ত অনেক উন্নত।

শাস্ত্র বলেন,—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতম্"। যিনি বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত, তিনিই বসুদেব নামে খ্যাত। সত্ত্বগুণের মধ্যে মায়াশ্রিত ব্যাপার শুদ্ধিতা লাভ করিলে বিশুদ্ধসত্ত্ব হয়। মায়িক গুণ বিশেষরূপে অপগত হইয়াছে যে সত্ত্বগুণ হইতে, তাহাই বিশুদ্ধসত্ত্ব। পার্থিব কোন গুণজাত বস্তুর দ্বারা বসুদেবের হৃদয় তৈয়ারী হয় নাই। ৬০ হাজার ঋষির মধ্যে চিন্তামল ছিল। "নাসৌ ঋষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"—বিভিন্ন মত না থাকিলে ঋষি কিসের? ইঁহাদের অপেক্ষা শ্রীবসুদেবের বিচার অনেক উন্নত। তিনি জীবের বাস্তব মঙ্গল-বিধানের বিষয় অবগত ছিলেন। সূত গোস্বামীর ন্যায় বসুদেবও আত্যন্তিক কল্যাণ-বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন।

প্রত্যেক ভারতীয় চিন্তাস্রোত নারদ-ঋষিকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নারদ-ঋষিকে যিনি যেভাবে লইয়াছেন, তিনি তাঁহার নিকট হইতে সেই বস্তুই পাইয়াছেন। কিন্তু বসুদেব বলিলেন,—আমি আপনার নিকট হইতে ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য উপদেশ প্রার্থনা করি না। প্রাকৃত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির কোন উপদেশ-নির্দ্দেশ আমি চাহি না। অনুশীলন তো দূরের কথা, যাহা শ্রবণমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, কেবলমাত্র সেই ভাগবত-ধর্ম্মই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ"—ধর্ম্মের আবার ছলনা কিরূপে হয়? স্নেহ, মমতা প্রভৃতির মধ্যেও কপটতা, ছলনা রহিয়াছে। আপনারা জানেন- ভগবান্ অন্য সমস্তই দিয়া দেন, কিন্তু 'ভক্তি' কখনও দেন না। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তিধন না দেন, রাখেন লুকাঞা॥" অনেকেই আশা করেন,—কেহ যদি আমার পুত্রকে পোষ্য গ্রহণ করেন, তবে আমিই মালিক হইয়া যাইব, ইহা একপ্রকার ছলনা—কপটতা।

ভক্তি এমনই জিনিস, ভগবান্ নিজে ভক্তবশ হইয়া ভক্তের ভৃত্যের কার্য্য করেন। বসুদেব শ্রীনারদকে বলিতেছেন- আপনি আমাকে এমন উপদেশ দেন, যাহাতে ভগবানকে আমি চিরকালই আমার পুত্ররূপে রাখিতে পারি। বাৎসল্যের স্বভাব—স্নেহের পাত্রের প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা ও উদ্বেগযুক্ত থাকা; পাছে আমার পুত্রের কোনরূপ অমঙ্গল হয়- এই চিন্তাতেই ব্যস্ত। ভক্তবৎসল ভগবানকে নিত্যকাল নিজের নিকট রাখিবার জন্যই বসুদেব সর্ব্বদা সচেষ্ট।

"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম"। 'বিশ্রাম' শব্দটীর বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। ভগবান্ কামী ব্যক্তির কামনা পূরণ করিতে গিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও পরিশ্রান্ত হন। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে কোনরূপ কামনা-বাসনা না থাকায় তথায় ভগবান্ বিশ্রাম লাভ করেন। বসুদেব জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন,—কামনা-বাসনা রহিত না হইলে সর্ব্বতোভাবে ভগবদুপাসনা সম্ভব নয়—হৃদয়টীকে নিষ্কাম করিতে হইবে; নতুবা জন্ম-মরণমালার শেষ হইবে না।

শ্রীগীতা বলেন,—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" প্রাকৃত কামনা থাকিলেই অধঃপতন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—"জ্ঞানী মুক্তদশা পাইনু করি' মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধিশুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥" শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"যেঽন্যেরবিন্দাখ্য বিমুক্তমানিনঃ·····পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।" যাঁহারা নিজেরা বিমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন, ভগবানের উপাসনা না করায় তাঁহারা নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইবেন। ইহা স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবের বাণী।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিকে উপায় ও উপেয়স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনের উদ্দিষ্ট বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতেই লাভ করিতে পারা যায়। গ্রন্থকর্ত্তা নিজেই গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী রচনা করিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া থাকে। তজ্জন্য নারদের নিকট বসুদেব ভাগবতধর্ম্ম শুনিতে চাহিলেন। বেদান্ত-দর্শনের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়—'ভক্তি'। যাহারা 'জ্ঞান'কে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বলিয়া মনে করেন, তাহারা বেদান্তের তাৎপর্য্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ।

আপনারা "ত্রিতাপশান্তি-নিকেতন"-হরিসভায় ভাগবত শ্রবণের ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ মঙ্গলের কার্য্য করিয়াছেন। একমাত্র ভাগবত-শ্রবণের দ্বারাই হৃদয়ের যাবতীয় তাপের উপশম হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ত্রিতাপ ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণেই বিদূরিত হয়। উপনিষদের সারস্বরূপ, মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণেই জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়।

জ্ঞানের দ্বারা জীবের মোক্ষ সম্ভব নহে, বিশেষতঃ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান আত্মার অধঃপাত-কারক। জ্ঞানে 'মুক্তি' শব্দ প্রযুক্ত হইলেই সে-স্থলে অপ্রাকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানকে লক্ষ্য করে। দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্ম-সেবালাভই তথায় উদিষ্ট বিষয়। কৃষ্ণের পদনখ-জ্যোতিই 'ব্রহ্ম'। এই জন্যই আমরা "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্" বাক্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। 'সূর্য্যমণ্ডল' বলিতে যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্র-তেজোমণ্ডল লইয়াই সৌরজগৎ। শ্যামসুন্দরের জ্যোতিকে দেখিয়াই জ্ঞানিগণ তাহাকে তত্ত্ববস্তু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু উহা সম্যক্‌দর্শন নহে, উহা ভগবৎতত্ত্বের অসম্যক্ প্রতীতি মাত্র।

ব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়া—চিন্তাস্রোত হৃদয়ে প্রবেশ করিলে তখনই অধঃপতন আরম্ভ হইল। জীব ভগবানের অংশ, কলা; সে কিরূপে পূর্ণের সহিত সমান হইবে? "The part equal to the whole, which is absurd." তজ্জন্য মেকলে বলিয়াছেন—"More than a man you cannot be". আমরা মায়িক ধর্ম্মের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়াই ভগবান্‌কে জানিতে পারিতেছি না।

অদ্বৈতবাদিগণ মায়াবাদী ; তজ্জন্য তাহারা ব্রহ্মকে স্থাপন করিতে গিয়া মায়াময় করিয়া ফেলেন। তাহারা চরমে যাহা লাভ করিবেন তাহাও মায়া-মিশ্রিত। আমি জলের মধ্যেই থাকিব, অথচ গায়ে জল লাগিবে না—ইহা সঙ্গত নয়। অবিদ্যার মধ্যে থাকিব, অথচ অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইব, ইহা সম্ভব নহে। মায়াবাদিগণের মত—গুরুদেব "অনবগত স্যাৎ"। তাহারা গুরুকে অনবগত বলিয়াই মনে করেন। গুরুকে যদি মায়ার অধীন করা হইল, তবে তিনি বদ্ধ শিষ্যকে কিরূপে উত্তোলন বা উদ্ধার করিবেন ?

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

বেদান্ত দর্শন বলেন,—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে অথবা ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এই যে জিজ্ঞাসা—কাহাকে এই জিজ্ঞাসা, ইহা ব্রহ্মসূত্রের কোন সূত্রেই নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহা সুষ্ঠুভাবে উক্ত হইয়াছে। যিনি শব্দ-ব্রহ্মে অর্থাৎ বেদাদি-শাস্ত্রে পারঙ্গত এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের তত্ত্ব অবগত, যিনি ব্রহ্মে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই গুরু। তিনি আচার্য্য শঙ্করের কথিত 'অনবগত' কখনই নহেন বা হইতে পারেন না।

কেবল পাণ্ডিত্য থাকিলেই হইবে না, ভজনপ্রবীণ যিনি, যিনি অপ্রাকৃত রাজ্যে পৌঁছিয়াছেন, তিনিই গুরু হইবার যোগ্য। গুণেরই সর্ব্বত্র আদর ; কুলগৌরব বা প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের কোন প্রাধান্য নাই। বাড়ী ভাড়ার নালিশ করিতে হইলে ডাক্তার বাবুর নিকট গেলে চলিবে না। যাঁহার যাহাতে যোগ্যতা, তাহাই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে সুফল লাভ করিতে পারা যায়। তজ্জন্যই বসুদেব-মহারাজ নারদ-ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি সেই ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, যে-ধর্ম্ম শ্রবণে আমরা যাবতীয় অনর্থশূন্য হইয়া চরম মঙ্গল লাভ করিতে পারি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

আত্মার নিত্যা বৃত্তি *

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

আমাদের আজকার আলোচ্য বিষয়—"আত্মার নিত্যা বৃত্তি। কোনও বস্তুবিষয়ের জ্ঞানলাভ দুই প্রকারে সাধিত হয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞানজ ব্যক্তিগত ধারণায় বা সমষ্টিগত ধারণায় আরোহপন্থাক্রমে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে যে-বস্তুর কল্পিত প্রতিফলন, তাহা একপ্রকার জ্ঞান বটে, কিন্তু উহা দ্বারা বস্তুর বাস্তব সত্য নির্ণীত হয় না। বাস্তবজ্ঞান সাক্ষাৎ সেই নিত্যসত্ত্বাবান্ বস্তু হইতে নির্গত হইয়া আমাদের প্রাক্তন-জ্ঞান বা ধারণার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন, সূর্য্যের নিকট হইতে আলোক আগমন করিয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয়, তখন তাহার দ্বারা যে সূর্য্য দর্শন করা যায়, তাহাই সূর্য্য-সম্বন্ধে বাস্তবজ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, বাস্তবজ্ঞানই বেদ্য।

ইন্দ্রিয়-দ্বারা যে-জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নহে। যেমন কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' যদি কোন কাব্যরসে অনধিকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরিপক্ক-বুদ্ধি বালকের হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে সে ঐ কবির কাব্যের কোনই মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু তাহাই যদি আবার কোন পরিণতবয়স্ক পরিপক্কবুদ্ধি কাব্যবিষয়ে অধিকারি-ব্যক্তির আলোচনার বিষয় হয়, তাহা হইলে কবির কাব্য যথার্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে। জগতের জ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল, কালক্ষোভ্য। উহা অভিজ্ঞতা ও সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। বালকের জ্ঞান হইতে যুবার জ্ঞান অধিক, যুবার জ্ঞান হইতে প্রৌঢ়ের জ্ঞান, প্রৌঢ়ের জ্ঞান হইতে বৃদ্ধের জ্ঞান, অশীতি বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ হইতে শতবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধের জ্ঞান অধিক। আবার শতবৎসর পরমায়ু অপেক্ষা যদি কোন ব্যক্তি সহস্রবৎসর পরমায়ু লাভ করিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা কেহ যদি দশসহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান আরও অধিক হইতে পারে। এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া যিনি যত জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাঁহার জ্ঞান সেই পরিমাণে অধিক

---

* জগদ্গুরু পরমহংসস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ৬ই ভাদ্র, ১৩৩২, শনিবার (ইং ২২।৮।১৯২৫) অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকায় প্রদত্ত ভাষণ। **—প্রকাশক**

হইতে থাকিবে এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব জ্ঞান ক্ষুদ্র, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ নানাপ্রকার দোষ-যুক্ত বলিয়া উপলব্ধ হইবে। সুতরাং যে-জ্ঞান এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ ও কালক্ষোভ্য সেইরূপ জ্ঞান কখনও আমাদিগকে বাস্তবজ্ঞান বা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দিতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানের নাম অধিরোহ বা অক্ষোজ-জ্ঞান।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।৩২) এই অধিরোহজ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ, বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরংপদংততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতোযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অধিরোহ-বাদীর ধারণা এই যে, উপায়ের দ্বারা লভ্য উপেয়বস্তু লাভ হইলে উপায় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের উপায় ও উপেয়ে ভেদ আছে, এমন কি উপায় এতদূর অনিত্যক্রিয়াবিশেষ যে, উপায়ের হাত হইতে কোন প্রকারে পরিত্রাণ পাইলেই "রক্ষা পাইয়াছি" বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন।

সূর্য্য হইতে আলোক নির্গত হইয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয় তখন ইহাতে কোন বাধা নাই। ইহা নির্ব্বাধজ্ঞান। বহুদূরে অবস্থিত সূর্য্য, যেখানে সূর্য্য আছে সেইস্থান হইতেই যখন আলোক নির্গত হইয়াছে তখন সত্যের অপলাপ বা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। বাস্তব বস্তুর জ্ঞানটী আমার নিকটে অবতরণ করিয়া আমাকে বাস্তববস্তু দর্শন করাইতেছে, ইহারই নাম অবরোহবাদ।

নীচ হইতে উপরে উঠা অর্থাৎ জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া, জাগতিক অভিজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়সম্পত্তি লইয়া উপরের বস্তু দেখিবার প্রয়াসের নাম আরোহবাদ, উহার দ্বারা বস্তুর বাস্তব জ্ঞান হয় না। বস্তু অনেক সময়ে কল্পনার ছাঁচে কাল্পনিক বস্তু গঠিত হইয়া কাল্পনিক জ্ঞান উদয় করায়।

উপর হইতে নীচে অবতরণ করা অর্থাৎ বাস্তববস্তু স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট-বস্তু যখন নিজে তাঁহার নিজের স্বরূপ অবিকৃত নির্ব্বাধরূপে দর্শন করাইয়া থাকেন, তখনই বস্তু-বিষয়ে বাস্তবজ্ঞান লাভ হয়, ইহারই নাম অবরোহবাদ বা অধোক্ষজজ্ঞান।

"আত্মার নিত্যা বৃত্তি" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে "আত্মা" কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। "আত্মা" শব্দের অর্থ "আমি"। এই 'আত্মা' বা 'আমি' বিচার করিতে গিয়া

প্রথমমুখে বহির্জ্জগতের জীবের বিচার এই হয় যে, এই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্-নির্ম্মিত স্থূলদেহ-ই "আমি"। 'স্থূলদেহ-ই আমি' ইহা অনুভূতিতে আসিলে আমরা স্থূলশরীরকে নানাপ্রকারে সাজাইয়া থাকি; ভাল খাওয়া-দাওয়া থাকার জন্য ব্যস্ত হই। "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্" ইহাই আমাদের বৃত্তি বা ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

যখন আমরা কেবলমাত্র স্থূলশরীরকেই "আমি" মনে না করিয়া স্থূল-শরীরের মধ্যে যে একটু চেতনের বৃত্তি আছে অর্থাৎ স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের মিশ্রভাবকে বা চিদাভাসকে যখন আমাদের "আত্মা" বলিয়া মনে হয়, তখন আমরা সূক্ষ্মশরীরকেই "আমি" বলিয়া বিচার করি এবং নানাপ্রকার বাহ্যক্রিয়াকলাপাদির দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের উন্নতিবিধানকল্পে যত্ন করিয়া থাকি। তখন আমাদের বিচার উপস্থিত হয়, কেবল নিজ স্থূলশরীরেই "আমিত্ব" আবদ্ধ না রাখিয়া ঐ 'আমিত্ব'-কে কিছু বিস্তার করা যাউক্। তখন আমরা ভাবি হৃদয় বিশাল করা কর্ত্তব্য, পরোপকারব্রত, জগদ্‌বাসীর স্থূলশরীরের উপকার, স্থূলশরীরের সেবা-শুশ্রূষা ও রক্ষার জন্য দাতব্যচিকিৎসালয়, সেবাশ্রম প্রভৃতি খোলা আবশ্যক, সমাজসংস্কার করা কর্ত্তব্য, দেশের স্বাধীনতা-লাভ দরকার, সত্যকথা বলা কর্ত্তব্য, পাঁচটা লোককে খাওয়ান-দাওয়ান একটা ভাল কাজ, সামাজিক বিধি-বিধান করা কর্ত্তব্য, অশান্তি নিরাকরণ করা আবশ্যক, নীতি-পরায়ণ হওয়া উচিত, সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি, পরিপুষ্টি এবং তোষণের জন্য বিদ্যাভ্যাস, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার বা শাস্ত্রাদির আলোচনা আবশ্যক—এইরূপ নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ তখন আমাদের বৃত্তি বা স্বভাব হইয়া পড়ে। যখন আমরা স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরকেই "আত্মা" বলিয়া মনে করি তখন ঐ-সকল ক্রিয়াকলাপই আমাদের নিত্যা বৃত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রুতি ও তদনুগ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরকে "আত্মা" বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর দুইটি উপাধি বা "অনাত্মবস্তু"। আত্মা—অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল; দেহ ও মন—পরিবর্ত্তনশীল। মনের ধর্ম্মে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রণয় বিরাজিত। স্বার্থ-সিদ্ধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাত হইলেই বিবাদ এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত না হইলে প্রণয়। প্রতিমুহূর্ত্তে

আমরা দেহ ও মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি। প্রতিমুহূর্ত্তে দেহ-পরমাণুসমূহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নবপ্রসূত শিশুর দেহ, পঞ্চমবর্ষীয় বালকের দেহ, যুবার দেহ, প্রৌঢ়ের দেহ, বৃদ্ধের দেহ পরস্পর পৃথক্। আমাদের মনের অবস্থাও প্রতিমূহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রাতঃকালের মন, মধ্যাহ্নের মন, প্রদোষের মন, রাত্রিকালের মন এবং নিশীথের মনের অবস্থায় পরস্পর ভেদ। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় "আমি" বস্তুকে আবরণ করিয়া আর কিছু প্রদর্শন করিতেছে। আমরা যদি ধান্যক্ষেত্রে ধান্যের সহিত সমবর্দ্ধিত শ্যামা-ঘাস ও মুস্তক প্রভৃতি আগাছাগুলিকে দূর হইতে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে উহা দ্বারা যথার্থ বস্তুর নিরূপণ হইল না। ধান্যক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন করিলে উহাকে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিবার সার্থকতা হইবে।

অচেতন ও চেতনের বৃত্তির একত্র সমাবেশ হইয়া বর্ত্তমানে মিশ্রচেতন-ভাবকে আমরা অনেক সময় "আমি" বলিয়া মনে করি। কিন্তু চেতন স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। যদি মনই "আমি" হইত তাহা হইলে, মন—'আমি যাহা নই' তাহা আমাকে মনে করাইতেছে কেন? মন ত' চেতনের আলোচনা করে না, মন ত' সর্ব্বদা অচেতন-বস্তু-দর্শনে নিজকে নিযুক্ত করিয়া রাখে। মন—কেবল চেতন-ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে,—অচেতন ধর্ম্মের সহিত সম্যক্ সংমিশ্রণে কেবলচেতনধর্ম্মযুক্তবস্তুদর্শনে অসমর্থ। "আত্মা" কখনও 'অনাত্মার' অনুশীলন করে না। আত্মবস্তু—নিত্যবস্তু, অপরিণামী বস্তু। মনই যদি 'আত্মা' বা 'নিত্যবস্তু' হইত, তাহা হইলে আমি এক সময়ে মূর্খ, একসময়ে পণ্ডিত, একসময়ে নিদ্রিত, একসময়ে জাগরিতই বা কেন? আত্মার ত' কখনও চেতন বৃত্তি নাই।

আত্মার বৃত্তি একমাত্র আত্মার অনুশীলন। আত্মবৃত্তিতে অন্য কোন প্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তি বা ধর্ম্মের অপব্যবহারহেতু পরমাত্মা ব্যতীত খণ্ডবস্তুতে মমতানিবন্ধন আমাদের আত্মার বৃত্তি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি সুপ্ত'—এ'কথাও ঠিক নয়। কারণ চেতনের বৃত্তি কখনও সুপ্ত থাকে না। চেতনের বৃত্তি সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল, তবে আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন হয়, তখনই আত্মবৃত্তির যথার্থ ব্যবহার, যখন আত্ম-বৃত্তির দ্বারা আত্মানুশীলন হইতেছে না, তখন আত্মার বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে জানিতে হইবে। তখনও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অনিত্য বস্তুতে ধাবিত হইয়াছে এই মাত্র। যেমন, 'আমরা যদি কাশীতে যাইব'

মনে করিয়া হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত না হইয়া শিয়ালদহে উপস্থিত হইয়া দার্জ্জিলিংএর গাড়ীতে চড়িয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের ষ্টেসনে যাওয়া হইল, গাড়ীতে চড়া হইল, সর্ব্ববিধ শারীরিক চেষ্টা করা হইল ; কিন্তু আমাদের গন্তব্যপথে পৌঁছান হইল না। আমাদের আত্মার বৃত্তিটী ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, কিন্তু অনাত্মবস্তুতে নিযুক্ত করার দরুণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আত্মার বৃত্তি আছে, কিন্তু তাহার অপব্যবহার হইতেছে মাত্র। বর্ত্তমানে চেতনের বৃত্তিদ্বারা দর্শন, স্পর্শনাদি ব্যাপার নশ্বর বৃথাবিষয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। "আমি" বা "আত্মার" অনুশীলনীয় একমাত্র "পরম"+"আত্মা" অর্থাৎ "পরম-আমি" ; কিন্তু বর্ত্তমানে পরমবস্তুর অনুশীলন না হইয়া অ-পরম বস্তুর অনুশীলন হইতেছে। ঘ্রাণ এখন দুর্গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, রূপ অরূপ দর্শন করিতেছে, ভগবানের শ্রীরূপদর্শনে সমর্থ হইতেছে না। বৃত্তির প্রয়োগে ভুল হইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানে "আমার সুখ" ও "আমি—"এই উভয়ের মধ্যে যে-মিত্রতা তাহা কাল্পনিক মাত্র। আমি যদি প্রকৃতপক্ষে সুখের অধিকারী হই, আমাকে সুখাধিকার হইতে কে বঞ্চিত করে? সুন্দর-দন্ত, প্রখরদৃষ্টিশক্তিযুক্ত চক্ষু সব নষ্ট হইয়া যায়। বার্দ্ধক্যে স্পর্শশক্তিও কম হইয়া পড়ে। ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের *সুখ হইতে আমাকে কে বঞ্চিত করে? আসব* অর্থাৎ মদ্য আমাকে ক্ষণিকের জন্য আনন্দ প্রদান করিয়া পরমুহূর্ত্তেই আনন্দের অভাব আনিয়া দেয় কেন?

যাহারা দেহ ও মনের দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সেবা করে, তাহাদের জন্য সমুচিত দণ্ড অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইবে। নিত্যা বৃত্তির অপব্যবহার করার দরুণ এইরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশার মধ্যে যখন কেহ কৃপা করিয়া আমাদের দুর্দ্দশার কথাগুলি জানাইয়া দেন, যখন আমরা কায়মনোবাক্যে সেই মহান্-ভবের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎসেবায় উন্মুখ হই, তখনই আমাদের মঙ্গলোদয়ের কাল উপস্থিত হয়—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৮)

অনাত্মবৃত্তিতে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহের ক্রিয়া যদি আত্মার বৃত্তি হইত, তাহা হইলে সকলই আমার সঙ্গে গমন

করিত। আমার স্থূল ও সূক্ষ্মধারণা এবং আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এখানেই পড়িয়া থাকে।

তবে আত্মার বৃত্তি কি ?—এই অনুসন্ধান আমাদের চিত্তে উপস্থিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন, কেবল চেতনভাব বা চিন্মাত্রই আত্মার বৃত্তি। অবশ্য যে চিন্মাত্রোপলব্ধিতে জড় নিরাসপূর্ব্বক অপ্রাকৃতত্ব স্থাপিত হইয়াছে সেই চিন্মাত্রে দোষ নাই। কিন্তু যে চিন্মাত্রে চিৎ-এর বিলাস নাই, তাহাকে নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। পরমাত্মার সহিত আত্মার বিলীন হইয়া যাওয়ার বিচারে আত্মার কোন ক্রিয়া থাকে না। আত্মা চেতনধর্ম্মযুক্ত; চেতনের ক্রিয়া অর্থাৎ চিদ্বিলাস না থাকিলে আত্মার বিনাশমাত্র সাধিত হয়। ঐরূপ কাল্পনিক চিন্মাত্রের সহিত প্রস্তরতার ভেদ কোথায়? রূপদর্শন, ঘ্রাণগ্রহণ, শব্দশ্রবণাদির জন্য আনন্দের উদয় হয়। যেখানে চেতনের ক্রিয়া থাকে না, যেখানে আস্বাদ্য আস্বাদক ও আস্বাদন-ক্রিয়ার নিত্য অবস্থান নাই, সেই স্থানে আনন্দের উপলব্ধিই বা কোথায়? "ত্রিগুণাত্মক আমি" দোষযুক্ত বটে কিন্তু ত্রিগুণাতীত "আমি" পরম প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় বস্তু। উপাদেয়ের সহিত অনুপাদেয়ের সাম্য-বিচারে যদি উপাদেয় বস্তুও পরিত্যক্ত হইল, তাহা হইলে সেইরূপ নিষ্ক্রিয়াবস্থা ত—প্রস্তরাদি অচেতন বস্তুতেও রহিয়াছে। জড়দোষ নিরাকরণ করিতে গিয়া সদ্‌গুণেরও নিরাকরণ করিতে হইবে—এইরূপ যুক্তি বা চেষ্টা মূর্খতা বা আত্মবঞ্চনামাত্র। আমার একটী ফোড়া হইয়াছে, আমি কোন বৈদ্যের নিকট গমন করিয়া আমার ফোড়া নিরাময়ের জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, "তুমি গলায় ছুরি দাও, তাহা হইলে ফোড়ার যন্ত্রণা হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভে করিতে পারিবে।" ফোড়া আরোগ্য করাই আমার দরকার, আত্মবিনাশ আমার আবশ্যক নহে। মায়াবাদিগণ ফোড়া নিরাময় করিতে গিয়া আত্মবিনাশ করিয়া ফেলেন। এই অচিদ্বৈচিত্র্যযুক্ত পৃথিবীর অসুবিধারই চিকিৎসা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া চিদ্বৈচিত্র্যও নষ্ট করিতে হইবে—এইরূপ বুদ্ধি মূর্খতা মাত্র। ভক্তগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করেন না "আমি"র বৃত্তি—চেতনের বৃত্তি নষ্ট করা বিহিত হইতে পারে না। "আমি" নয় যে-বস্তু তাহার বিনাশ হউক্। চেতনের বৃত্তি আত্ম-বিনাশক সর্ব্বপ্রকারে নিষেধ ও ধিক্কার করিয়া থাকে। আত্মবিনাশরূপ কাল্পনিক শান্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তি চাহেন না। পরমাত্মার অনুশীলনই আত্মার নিত্যা বৃত্তি। **(ক্রমশঃ)**

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস

নামাচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ

সাধন-ভক্তি যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্ব্বসিদ্ধি হয় - এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সর্ব্বোত্তম সাধক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা, শিক্ষাষ্টকেই পাওয়া যায়। শ্রীমহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে এই শিক্ষার আচার্য্যরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

যবন-কুলে আবির্ভাব ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন-স্মরণ

প্রামাণিক গ্রন্থমতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যবনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ জানিতে পারা যায়। বনগ্রামের নিকটস্থ বুড়ন-নামে কোন গ্রামে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার প্রাক্তনীয় সংস্কার-ক্রমে হরিভজনে রতি হয়। গৃহত্যাগ করতঃ বেনাপুলের বনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নিরন্তর নাম-সংকীর্ত্তনে ও স্মরণে দিনযাপন করিতেন।

সৎসঙ্গে শ্রীনাম-শ্রবণাদির অপূর্ব্ব ফল

কতকগুলি বহির্ম্মুখ লোক তাঁহার বিরুদ্ধ হওয়ায় সেই স্থানটী পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। দুষ্ট ব্যক্তিগণ যে-বেশ্যাকে তাঁহার অমঙ্গল সাধনের জন্য পাঠাইয়াছিল, সেই বেশ্যা সুকৃতিক্রমে হরিদাসের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া ভক্ত হইয়া পড়িলেন। বেনাপুলের কুটীর সেই নবীন ভক্তাকে অর্পণ করিয়া হরিদাস সে-দেশ পরিত্যাগ করেন।

সপ্তগ্রামে অবস্থিতি ও শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার

হরিনাম গান করিতে করিতে গঙ্গাপার হইয়া সপ্তগ্রামে শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে অবস্থিতি করেন। আচার্য্যের সহিত তিনি ঐ গ্রামের মকররীদার মজুমদারোপাধিক শ্রীহিরণ্যগোবর্দ্ধনের সভায় যাতায়াত করিতেন। গোপাল চক্রবর্ত্তী-নামক কোন ব্রহ্মবন্ধুর সহিত শ্রীনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁহার অনেক বিতর্ক হয়। হিরণ্যগোবর্দ্ধন সেই ব্রাহ্মণকে কর্ম্ম হইতে বর্জ্জন করিলে পর বৈষ্ণবাপরাধে তাহার গলৎকুষ্ঠ হয়। ঐ সময়ে গোবর্দ্ধনপুত্র শ্রীল রঘুনাথ দাস নিতান্ত বালক বয়সেও হরিদাসের কৃপা প্রযুক্ত বৈষ্ণব-প্রবৃত্তি লাভ করেন। গোপাল চক্রবর্ত্তীর ক্লেশ শ্রবণ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে হরিদাস তাঁহার সেই বাসস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

ফুলিয়ায় যবনগণের অত্যাচার ও উৎপীড়ন

শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর আশ্রয়ে ফুলিয়া-গ্রামে গঙ্গাতীরে একটী গোফা করিয়া নির্জ্জনে হরিভজন করিতে লাগিলেন। ভক্ত যতই প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করুন এবং জনসঙ্গ পরিত্যাগ করুন, ভক্তি-প্রভায় তিনি কাহারও নিকট লুকায়িত থাকিতে পারেন না। ভক্তিপ্রভা বিস্তৃত হওয়ায় হরিদাসের প্রতি মুসলমানদিগের ঈর্ষা উদয় হইল। তাহারা মুলুকপতিদ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বিশেষরূপে নির্য্যাতন করে। হরিদাস সর্ব্বভূত দয়ায় পরিপূর্ণ। তাহাদিগের দোষ গ্রহণ না করিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ সে-স্থান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরায় স্বীয় গোফায় আসিলেন।

নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুসহ মিলন ও শ্রীক্ষেত্রে নির্য্যাণ

কিছুদিন পরে শ্রীধামে মহাপ্রভু উদয় হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে মিলিত হইয়া হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রয় করিলেন। সেই সময় হইতে তিনি মহাপ্রভুর নামপ্রচারে আচার্য্যস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। পরে যৎকালে মহাপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থিতি করেন, সে-সময়ে হরিদাসকে সিদ্ধবকুলে রাখেন। হরিদাসের নির্য্যাণে প্রভু স্বয়ং তাঁহাকে সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়া সমারোহের সহিত সংকীর্ত্তন ও বিরহ মহোৎসব সম্পাদন করেন।

শ্রীল হরিদাসের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগতে নামতত্ত্ব প্রকাশ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এই যে, যে-ভক্ত যে ভক্তি-বিষয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই সেই বিষয়ে নিজশিক্ষা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। হরিদাসকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মুখে নামতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করান। এই সকল বিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং এতদ্রূপ অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থে অনেকস্থলে বর্ণিত আছে।

শ্রীল হরিদাস সম্বন্ধে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত সহজিয়াদের ভ্রান্ত ধারণা

আমরা কোনসময়ে কোন বৈষ্ণব কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া শ্রীহরিদাস-প্রচারিত নামতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তদ্ব্যতীত কোন দূরদেশস্থ ভক্তগণের নিকট হইতে আমরা হরিদাস-সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে কতকগুলিতে সহজিয়া, বাউল এবং অসংলগ্ন বাক্য দেখিয়া সেগুলিকে যত্ন-সহকারে পরিত্যাগ করিয়াছি। দুই একখানি গ্রন্থ শুদ্ধ বৈষ্ণব-মত-সম্মত; একখানি গ্রন্থে ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরের রসিকার্থ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর-নির্দ্দিষ্ট নাম-ভজন-প্রণালীই মহাজনানুমোদিত

সাধন-ভজনের পদ্ধতি অনেক প্রকার। কিন্তু কেবল নামাশ্রিত ভজনের পদ্ধতি এই একই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর সময় হইতে মহাজনগণ শ্রীহরিদাসোক্ত ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতে ব্রজবনবাসী বৈষ্ণবসকলও এই প্রণালীতে ভজন করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে যে-সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন, আমরা স্বচক্ষে তাঁহাদের এই ভজন-প্রণালী দেখিয়াছি। নিরপরাধে নিঃসঙ্গে নিরন্তর শ্রীহরিনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ—ইহা যে একমাত্র ঐকান্তিক ভজন-পদ্ধতি, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শেষে শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামিদ্বয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের

শ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তার নাম।
কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম॥

সুস্বাদু ভোজনশীল জিহ্বাবেগ-দাস।
অতিরিক্ত ভোক্তা যেই উদরেতে আশ॥

যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর।
উপস্থবেগের বশে কন্দর্পতৎপর॥

এই ছয় বেগ যার বশে সদা রয়।
সে জন গোস্বামী করে পৃথিবী বিজয়॥১॥

অত্যন্ত সংগ্রহে যার সদা চিত্ত ধায়।
অত্যাহারী ভক্তিহীন সেই সংজ্ঞা পায়॥

প্রাকৃত বস্তুর আশে ভোগে যার মন।
প্রয়াসী তাহার নাম ভক্তিহীন জন॥

কৃষ্ণকথা ছাড়ি জিহ্বা আন কথা কহে।
প্রজল্পী তাহার নাম বৃথা বাক্য বহে॥

ভজনেতে উদাসীন কর্ম্মেতে প্রবীণ।
বহ্বারম্ভী সে নিয়মাগ্রহী অতি দীন॥

কৃষ্ণভক্ত সঙ্গবিনা অন্য সঙ্গে রত।
জনসঙ্গী কুবিষয়-বিলাসে বিব্রত॥

নানাস্থানে ভ্রমে যেই নিজ স্বার্থতরে।
লৌল্যপর ভক্তিহীন সংজ্ঞা দেয় নরে॥

এই ছয় নহে কভু ভক্তি-অধিকারী।
ভক্তিহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট বিষয়ী সংসারী॥ ২॥

ভজনে উৎসাহ যার ভিতরে বাহিরে।
সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পাবে ধীরে ধীরে॥

কৃষ্ণভক্তি-প্রতি যার বিশ্বাস নিশ্চয়।
শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্ জন সেই হয়॥

কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীরভাবে যেই।
ভক্তির সাধন করে ভক্তিমান্ সেই॥

যাহাতে কৃষ্ণের সেবা কৃষ্ণের সন্তোষ।
সেই কর্ম্মে ব্রতী সদা না করয়ে রোষ॥

কৃষ্ণের অভক্ত-জনসঙ্গ পরিহরি।
ভক্তিমান্ ভক্তসঙ্গে সদা ভজে হরি॥

কৃষ্ণভক্ত যাহা করে তদনুসরণে।
ভক্তিমান্ আচরয় জীবনে মরণে॥

এই ছয় জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
বিশ্বের মঙ্গল করে ভক্তি পরচারি॥ ৩॥

দ্রব্যের প্রদান আর আদান করিলে।
গোপনীয় বাক্যব্যয়ে আর জিজ্ঞাসিলে॥

ভোজন করিলে আর ভোজ্য খাওয়াইলে।
প্রীতির লক্ষণ হয় যবে দুই মিলে॥

ভক্তজন সহ প্রীতি সঙ্গ ছয় এই।
অভক্তে অপ্রীতি করে ভাগ্যবান্ যেই॥ ৪॥

কৃষ্ণসহ কৃষ্ণনাম অভিন্ন জানিয়া।
অপ্রাকৃত একমাত্র সাধন মানিয়া॥

যেই নাম লয়, নামে দীক্ষিত হইয়া।
আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী জানিয়া॥

নামের ভজনে সেই কৃষ্ণ-সেবা করে।
অপ্রাকৃত ব্রজে বসি সর্ব্বদা অন্তরে ॥

মধ্যম-বৈষ্ণব জানি ধর তার পায়।
আনুগত্য কর তাঁর মনে আর কায় ॥

নামের ভজনে যেঁই স্বরূপ লভিয়া।
অন্য বস্তু নাহি দেখে কৃষ্ণ তেয়াগিয়া ॥

কৃষ্ণেতর সম্বন্ধ না পাইয়া জগতে।
সর্ব্বজনে সমবুদ্ধি করে কৃষ্ণব্রতে ॥

তাদৃশ ভজনবিজ্ঞে জানিয়া অভীষ্ট।
কায়মনোবাক্যে সেব হইয়া নিবিষ্ট ॥

শুশ্রূষা করিবে তাঁরে সর্ব্বতোভাবেতে।
কৃষ্ণের চরণ লাভ হয় তাহা হ'তে ॥৫॥

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত তাঁর স্বাভাবিক দোষ।
আর তাঁর দেহ-দোষে না করিহ রোষ ॥

প্রাকৃত দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়।
দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয় ॥

হীন-অধিকারী হ'য়ে মহতের দোষ।
সিদ্ধভক্তে হীনজ্ঞানে না পাবে সন্তোষ ॥

ব্রহ্মদ্রব গঙ্গোদক প্রবাহে যখন।
বুদবুদফেন-পঙ্ক জলের মিলন ॥

অন্যজল গঙ্গালাভে হেয় কভু নয়।
তদ্রূপ ভক্তের মল কভু নাহি রয় ॥

সাধুদোষ-দ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ-আজ্ঞা ত্যজি।
গর্ব্বে ভক্তিভ্রষ্ট হৈয়া মরে অধো মজি ॥৬॥

কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা চতুষ্টয়।
উপমা মিশ্রির সহ স্বাদ তুল্য হয় ॥

অবিদ্যা পিত্তের তুল্য, তাতে জিহ্বা তপ্ত।
জিহ্বার আস্বাদ-শক্তি তপ্তহেতু সুপ্ত ॥

অপ্রাকৃত জ্ঞানে যদি লও সেই নাম।
নিরন্তর নাম লৈলে ছাড়ে পীড়াধাম ॥

নামমিশ্রি ক্রমে ক্রমে বাসনা শমিয়া।
নামে রুচি করাইবে কল্যাণ আনিয়া ॥৭॥

কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা চতুষ্টয়।
গুরুমুখে শুনিলেই কীর্ত্তন উদয় ॥

কীর্ত্তিত হইলে ক্রমে স্মরণাঙ্গ পায়।
কীর্ত্তন স্মরণকালে ক্রমপথে ধায় ॥

জাতরুচি-জন জিহ্বা মন মিলাইয়া।
কৃষ্ণ-অনুরাগি-ব্রজজনানুসরিয়া ॥

নিরন্তর ব্রজবাস মানস-ভজন।
এই উপদেশ-সার করহ গ্রহণ ॥৮॥

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি ॥

মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম।
যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব কাম ॥

বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন শৈল।
গিরিধারী গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল ॥

গোবর্দ্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট।
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট ॥

গোবর্দ্ধন গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি।
অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী ॥

নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ডতীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার ॥৯॥

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী।
হরিপ্রিয়জন বলি গায় সব ধর্ম্মী ॥

কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়তর জন।
সুখভোগবুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন ॥

জ্ঞানমিশ্রভাব ছাড়ি মুক্তজ্ঞানী জন।
পরাভক্তি সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হন ॥

ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ ॥

গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা।
সে রাধাসরসী প্রিয় হয় তাঁর সমা॥

সে কুণ্ড আশ্রয় ছাড়ি কোন্ মূঢ়জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন॥১০॥

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।
কৃষ্ণপ্রিয়া মধ্যে তাঁর সম নাহি ধনী॥

মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে।
গান্ধর্ব্বিকা তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে॥

নারদাদি প্রিয়বর্গের যে প্রেম দুর্ল্লভ।
অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ॥

কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
মধুর রসেতে তার স্নানে সিদ্ধি ধরে॥

অপ্রাকৃত ভাবে সদা যুগল সেবন।
রাধাপাদপদ্ম লভে সেই হরিজন॥১১॥

শ্রীবার্ষভানবী কবে দয়িতদাসেরে।
কুণ্ডতীরে স্থান দিবে নিজজন ক'রে॥

উপদেশামৃত-ভাষা করিল দুর্জ্জন।
পাঠকালে হরিজন করিহ শোধন॥

উপদেশামৃত ধরি রূপানুগভাবে।
জীবন যাপিলে কৃষ্ণকৃপা সেই পাবে॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের যে-সকল ভক্ত।
কৃষ্ণকৃপা লভিয়াছে গৃহস্থ বিরক্ত॥

ভাবীকালে বর্ত্তমানে ভক্তের সমাজ।
সকলের পদরজঃ যাচে দীন আজ॥

ভকতিবিনোদ প্রভু-অনুগ যে-জন।
দয়িত-দাসের তাঁর পদে নিবেদন॥

দয়া করি দোষ হরি' বল হরি হরি।
উপদেশামৃত-বারি শিরোপরি ধরি॥

—শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভু

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৪৬)

অবসর বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই গুণসকলের বিশেষ আবির্ভাব-হেতু এক ভগবানই লীলাবসরক্রমে পৃথক্ পৃথক্ ধীরোদাত্তাদি ব্যবহার-চতুষ্টয় প্রকাশ করেন। সেই সেই ব্যবহারে ধীরোদাত্ত যথা—

গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
অকথনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

যিনি গম্ভীর প্রকৃতি, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘাশূন্য ও অত্যন্ত বলবান্ তাঁহাকে ধীরোদাত্ত বলে। এই সকল গুণ শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ হইতে ইন্দ্রসম্ভাষ পর্য্যন্ত লীলায় ব্যক্ত হইয়াছে।

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

ধীরললিত নায়ক রসিক নবযৌবনসম্পন্ন, পরিহাসপটু, নিশ্চিন্ত প্রায়শঃ প্রেয়সীবশ হন। এ সকল গুণ ব্রজদেবীগণের সহিত লীলায় সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

শমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।
বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

যিনি শান্তপ্রকৃতি, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়াদিগুণযুক্ত, তাঁহাকে ধীরশান্ত বলে। এ সকল গুণ ধীরশান্তস্বভাব যুধিষ্ঠিরাদির সন্নিধানে তাঁহাদের পালনলীলায় শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল।

মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

যিনি মাৎসর্য্যবান্, অহঙ্কারী, ক্রোধী, চঞ্চল ও আত্মপ্রশংসাকারী, তাঁহাকে ধীরোদ্ধত বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণে এ সকল ভাব তাদৃশ স্বভাবযুক্ত অসুরগণের নিকট কখন কখন উদিত হয়। দুষ্টদণ্ডনের হেতু বলিয়া এসকলও গুণ।

এই প্রকারে উদ্দীপন সকলের গুণ ব্যাখ্যা করা হইল। গুণ, জাতি, ক্রিয়া, দ্রব্য ও কালভেদে উদ্দীপন পঞ্চবিধ। এ পর্য্যন্ত গুণ বলা হইল। অতঃপর জাতি বলা হইতেছে। জাতি দ্বিবিধ—শ্রীকৃষ্ণের জাতি এবং শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কিত-গণের জাতি। শ্রীকৃষ্ণের জাতি গোপত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি এবং শ্যামত্ব, কিশোরত্ব প্রভৃতি অন্যত্র তাঁহার উপমা বুদ্ধিজনক উদ্দীপন, তাঁহার সম্পর্কিত জন গো-গোপাদি, উদ্দীপনসকলের মধ্যে ক্রিয়া তাঁহার লীলা। সেই লীলা দ্বিবিধা। তন্মধ্যে ভগবৎসান্নিধ্যমাত্রে মায়াদ্বারা প্রদর্শিতা সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-

লীলা মায়িকী। তাঁহার শ্রীবিগ্রহচেষ্টা—হাস্য, বিলাস, খেলা, নৃত্য, যুদ্ধাদি স্বরূপশক্তিময়ী লীলা। সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার মায়াশক্তির কার্য্য হইলেও মায়া স্বয়ং তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। শ্রীভগবানের পুরুষাবতার শ্রীমহাবিষ্ণুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎ কার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রীমহাবিষ্ণু তাহাতে লিপ্ত নহেন, কেবল দৃষ্টিপাতমাত্র দ্বারা মায়াতে শক্তিসঞ্চার করেন। ভগবৎসান্নিধ্যবশতঃ জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় বলিয়া সে সকলকেও তাঁহার লীলা বলা হয়। সে-সকল লীলা মায়াবলম্বনে ব্যক্ত হয় বলিয়া মায়িকী।

শ্রীভগবান্ ঈশ্বর হইলেও স্বভাবতঃ তাঁহাতে লীলাবাঞ্ছারূপ কৌতুক আছে। বেদান্ত শাস্ত্রে (২।১।৩৩) তৎসম্বন্ধে উক্তি—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"। সুখোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন সুখের উদ্রেকে নৃত্যাদি করে, শ্রীভগবানও তদ্রূপ স্বরূপানন্দহেতু নানা লীলা প্রকট করেন। এইরূপ লীলা তাঁহার স্বভাব। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হইয়াছে—

এক এবেশ্বরস্তস্মিন্ সুরকার্য্যে সুরেশ্বরঃ।
বিহর্ত্তুকামস্তানাহ সমুদ্রোন্মথনাদিভিঃ॥ (ভাঃ ৮।৬।১৭)

যদিও শ্রীভগবান একাকী দেবকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ, তথাপি সমুদ্রমন্থনাদি দ্বারা বিহার করিবার অভিপ্রায়ে দেবগণকে সে সকল কার্য্য করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। অতএব লীলা করাই তাঁহার স্বভাবহেতু, তিনি যে যে জাতিতে অবতীর্ণ হন, তত্তৎ জাত্যুচিত লীলায় তাঁহার অভিনিবেশ শুনা যায়। মার্কণ্ডেয় মুনি বজ্রনাভকে বলিয়াছিলেন—

যস্যাং যস্যাং যদা যোনৌ প্রাদুর্ভবতি কারণাৎ।
তদ্ যোনি সদৃশং বৎস তদা লোকে বিচেষ্টতে॥
সংহর্ত্তুং জগদীশানঃ সমর্থোঽপি তদা নৃপ।
তদ্ যোনি সদৃশোপায়ৈর্বধ্যান্ হিংসতি যাদব॥ (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

হে বৎস! কারণবশতঃ শ্রীভগবান যে যে সময় মৎস্য-কূর্ম্মাদি যে যে যোনিতে আবির্ভূত হন, সেই সেই সময় তত্তৎ যোনিসদৃশ চেষ্টা করেন। হে নৃপ! হে যাদব! সমগ্র জগৎ সংহার করিতে সমর্থ হইলেও যোনিসদৃশ চেষ্টায় অসুরগণকে বধ করেন।

উক্ত নানা অবতারে শ্রীবিগ্রহচেষ্টা দ্বিবিধা—ঐশ্বর্য্যময়ী ও মাধুর্য্যময়ী। তন্মধ্যে মাধুর্য্যময়ী চেষ্টা প্রিয়জনে প্রেমময়ী। এজন্য তাহাই বিহারাধিক্যের হেতু। শ্রীশুকদেব পরম বিস্ময় ও সহর্ষে তাহাই বলিয়াছেন—(ভাঃ ১০।১৫।১৯)

এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্।
রেমে রমালালিত-পাদপল্লবো গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ॥

এই প্রকারে নিগূঢ়াত্মগতি শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার পদপল্লব শ্রীলক্ষ্মী স্বয়ং লালন করেন, তিনি স্বমায়াপ্রভাবে বিবিধ চরিত্রদ্বারা গোপনন্দনত্ব বিড়ম্বনপূর্ব্বক গ্রাম্যগণের সহিত গ্রাম্যবৎ বিহার করেন। শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদিরূপের পদপল্লব শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বয়ং লালন করেন, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে রমাদেবী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ লালন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। শ্রীকৃষ্ণের গণ—ব্রজবাসী জন, তাঁহারা অলৌকিক হইলেও শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিশেষে আবিষ্ট হইয়া লৌকিকের মত ব্যবহার করেন। শ্রীবলদেবের চরিত্রে দেখা যায়—প্রলম্বাসুরের আকাশচারী কলেবর দেখিয়া বলদেব নিজের অলৌকিকত্ব বিস্মৃত হইয়া সাধারণ লোকের মত ভীত হইয়াছিলেন, অন্যান্য ব্রজবাসীরাও তদ্রূপ লীলাবেশে আপনাদিগকে জগতের সাধারণ জন মনে করিতেন এবং তদনুরূপ চেষ্টা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তদনুরূপ ব্যবহার করেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই বিহার কিরূপ, তাহা বলা হইতেছে—গ্রাম্য-বালকগণের সহিত গ্রামাধ্যক্ষের বালক যেমন খেলা করে, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ গোপবালকগণ সহ ক্রীড়া করিতেন। ঐশ্বর্য্যপ্রচুর লীলা যাহাতে লক্ষিত হয়, এরূপ ক্রীড়া তিনি করিতেন না।

দামবন্ধন-লীলায় ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ রক্ষার জন্য গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণের অরুণ অধর কম্পিত হইতে লাগিল। নির্জ্জনেও তাদৃশ ভাব উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া উহা লৌকিক লীলায় আবেশের পরিচায়ক। তথায় যদি কেহ থাকিতেন, তবে উহা কপট ব্যবহার মনে করার অবকাশ থাকিত; কিন্তু নির্জ্জন স্থানেও ঐরূপ আচরণ যে যথার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রজেশ্বরীর প্রেমে মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন-অভিমানে নিজকে জননীর উপেক্ষিত বিবেচনা করায় তাদৃশ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

অঘাসুরের বধলীলায় গোপবালকগণ যখন অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ দীন বালকগণকে নিজ করচ্যুত ও মৃত্যুস্বরূপ অঘাসুরের জঠরানলে তৃণীভূত হইতে দেখিয়া করুণায় কাতর হইলেন। এস্থলে বালকগণের নিজকরচ্যুতি-জনিত অনুতাপ ও উহা দৈবকৃত মনন ধারণায় শ্রীকৃষ্ণের লৌকিকলীলায় আবেশ প্রতীতি হইতেছে। তিনি লৌকিক লীলায় আবিষ্ট না থাকিয়া ঐশ্বর্য্যপ্রধান অলৌকিক লীলায় রত থাকিলে তাহা ধারণা হইত না। ইহা তাঁহার লীলার পরিপাটী-বিশেষ।

জরাসন্ধযুদ্ধের পর শ্রীশুকদেব বলিলেন (ভাঃ ১০।৫০।২৯) –

স্থিত্যুদ্ভবান্তং ভুবনত্রয়স্য যঃ সমীহতেঽনন্তগুণঃ স্বলীলয়া।
ন তস্য চিত্রং পরপক্ষনিগ্রহস্তথাপি মর্ত্ত্যানুবিধস্য বর্ণ্যতে ॥

যাঁহার অনন্তগুণ, যিনি লীলাক্রমে ত্রিভুবনের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন, তাঁহার পক্ষে বিপক্ষনিগ্রহ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তথাপি তিনি মর্ত্ত্যজনের অনুকরণ করেন বলিয়া তাহা বর্ণন করিতেছি।

কৃষ্ণের সে সকল চরিত্রে যাহা কিছু অলৌকিক ছিল, তাহা কেবল সেই সেই লীলাতে আসক্ত, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যরূপে লীলাশক্তিই স্বয়ং সম্পাদন করিতেন। এজন্য নিগূঢ়াত্মগতি শ্লোকে 'ঈশচেষ্টিত' বলা হইয়াছে। ঈশ—সেই সেই লীলাযোগ্য সুসাধ্য দুঃসাধ্য সর্ব্বার্থসাধক চেষ্টিত লীলা যাঁহার, তিনি ঈশচেষ্টিত। তাদৃশচেষ্টা সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন--

অথোবাচ হৃষীকেশং নারদঃ প্রহসন্নিব।
যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য মানুষীমীয়ুষোরিতি ॥ (ভাঃ ১০।৬৯।৩৭)

মনুষ্যক্রীড়াবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাব দেখিয়া নারদ যেন হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—

বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দ্দর্শা অপি মায়িনাম্।
যোগেশ্বরাত্মন্ নির্ভাতা ভবৎপাদনিষেবয়া ॥ (ভাঃ ১০।৬৯।৩৮)

হে যোগেশ! হে পরমাত্মন্! মায়ি রুদ্রাদিরও দুর্দ্দর্শা আপনার যোগমায়াকে আপনার পাদপদ্মসেবা-প্রভাবে জানিতে পারিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলায় লীলাশক্তিকর্ত্তৃক অলৌকিক ব্যাপার-সম্পাদন দেখা যায়। মৃদ্ভক্ষণলীলায় শ্রীবলদেব প্রভৃতি গোপবালকগণ "শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছেন" বলিয়া ব্রজেশ্বরীর নিকট অভিযোগ করেন। ব্রজেশ্বরী তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মা, আমি মাটি খাই নাই, উহারা সকলে মিথ্যাবাদী। তবু যদি উহাদিগকে সত্যবাদী মনে কর, তাহা হইলে আমার মুখ নিজেই দেখ। যদি তাহাই হয়, তবে তুমি মুখ ব্যাদান কর—ব্রজেশ্বরী একথা বলিলে শ্রীহরি মুখ ব্যাদান করেন, কিন্তু ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণবদনে মৃত্তিকা না দেখিয়া বিশ্ব দর্শন করিয়াছিলেন। লীলাশক্তি এই প্রকারে বিশ্বদর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাক্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

পারমার্থিক-শিক্ষা

শিক্ষা ত্রিবিধা। দৈহিক (physical , মানসিক mental), ও পারমার্থিক (spiritual)। দেহের উন্নতিকল্পে যে-শিক্ষার প্রয়োজন, প্রথমতঃ তাহারই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। যদিও চার্ব্বাক নাস্তিক, তবুও তাহার মতবাদ- "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্" কিয়ৎ পরিমাণে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ শরীর অসমর্থ হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই বলিয়া ইহার যত্নের প্রতি অত্যাগ্রহ দেখাইতে হইবে না। সাধনোপযোগী দেহরক্ষা একান্ত কর্ত্তব্য। আদরের আধিক্যে 'দেহারামী' হইয়া পড়িতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধে আমরা দেখিতে পাই—"নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি" অর্থাৎ সুপথ্য খাদ্যাদি গ্রহণ করিলে ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

সুতরাং বর্ণাশ্রমিগণের মধ্যে যিনি যে-আশ্রমে থাকুন না কেন, স্বাস্থ্যকে অটুট রাখিতে হইলে পরিশ্রম ও খাদ্যের প্রতি সকলেরই প্রখর দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

জীবন ধারণের নিমিত্ত স্ব স্ব আশ্রমের দৈনন্দিন কৃত্য-সম্পাদনে যথোচিত কায়িক শ্রমের একান্ত আবশ্যক। যেমন ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরুগৃহে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ও মনকে সুস্থ ও প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন, তেমনই গৃহস্থের পক্ষে কৃষিকার্য্য ও বিভিন্ন জীবিকা-নির্ব্বাহের বৃত্তিদ্বারা দেহের রক্ত সঞ্চালনকার্য্য অব্যাহত রাখিতে হইবে। বনচারী ও সন্ন্যাসীর পক্ষেও শারীরিক কৃচ্ছ্রতাসাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। তৎপরে দেহের সবলতারক্ষার্থে খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় উপদিষ্ট সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিতে হইবে যথা—

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

অর্থাৎ, আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, রোগোৎপাদনশূন্যতা, সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধক, রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থায়ী ও হৃদয়গ্রাহী আহারসকল সাত্ত্বিকপ্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের প্রিয়। শাস্ত্রে ইহার বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ।
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥

অর্থাৎ, বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আহারদ্বারা সত্ত্বগুণ বিশোধিত হয়, শুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাবে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় শাশ্বৎস্মৃতির উদয় হয়। অবশেষে

অনুক্ষণ স্মৃতিফলে সর্ব্বগ্রন্থি মুক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ অমৃতত্বের অধিকারী হয়। অতএব পরিমিত নিরামিষ আহার গ্রহণ করা উচিৎ। অত্যাহার ও মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের অভিমত এই যে, নিরামিষ ভক্ষণে দীর্ঘায়ুঃ লাভ করা যায়। আয়ুঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলেও ভূতহিংসা হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ" ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, জীবহিংসায় নরকগতি হয়, ইহা সকলেই জানেন না।

মনের সহিত দেহ অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুক্ত। শারীরিক সুস্থতার উপর মনের প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অধিক বলিতে কি, দৈহিক ও মানসিক নিরাময়তা পারমার্থিকতার পরিপোষক।

নৈতিক জ্ঞানের যেখানে অভাব, সেখানে ধর্ম্মানুশীলনতা সুদূরপরাহত। ব্যবহারিক জগতে কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি সর্ব্বত্রই দুর্নীতির করাল ছায়াপাত করিয়াছে। এমন কি, ইহাকে পারমার্থিক ক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করিতে দেখা গিয়াছে। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য শিক্ষাই (Western education) ইহার মূলীভূত কারণ।

কোন কোন তথাকথিত বেদান্তিকের মতে 'গীতা অধ্যয়ন অপেক্ষা ফুটবল খেলা উত্তম'—ইহা নিছক ভ্রান্তধারণা ও ধর্ম্মহীনতার পরিচায়ক। এরূপ আদর্শ গ্রহণ করিয়া জগৎ নাস্তিকতায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। স্কুল-কলেজে যে শিক্ষাপদ্ধতি সুরু হইয়াছে, তাহাতে নৈতিক অবনতি (Moral degradation) অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটারের কদর্য্য অভিনয় দর্শনে নিষ্কলঙ্ক যুবকদিগের চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়িতেছে। ইহা কিরূপ প্রগতির যুগ, তাহা এ ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণা করা যায় না। গীতা বা ধর্ম্মগ্রন্থাদি অনুশীলন ত্যাগ করিয়া যদি শুধু ফুটবল প্রভৃতি ক্রীড়াদ্বারা অঙ্গ-সঞ্চালনের অভ্যাস করা হয়, তবে আধ্যাত্মিক উন্নতি কি প্রকারে সাধিত হইবে, ইহা কেহ কখন চিন্তা করেন কি?

পূর্ব্বকালে আর্য্য-ঋষি কর্ত্তৃক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ব্যবস্থা ছিল, তাহা সমাজে হিতকারক বই অন্যরূপ নহে। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারিগণ দ্বাদশ বৎসরান্তে শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের পর গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশ করিতেন। অধুনা সে আশ্রম লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ধর্ম্মীয় স্থানে গুরুগৃহের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায়। সেখানে অল্প সংখ্যক বালক মনঃশিক্ষার সুযোগ লাভ করিতেছে। এ সম্পর্কে বর্ত্তমান যুগে এই সকল বালক ও যুবকদের পিতামাতাকে শিক্ষা (P. T.

অর্থাৎ Parents Training) গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাই। যেমন স্কুলের শিক্ষকগণ B. T., B. Ed ও G. T. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন, তদ্রূপ পিতা-মাতা প্রাচীন কালের আদর্শে নিজ জীবনকে গঠিত করিয়া সন্তানদের নৈতিক ও পারমার্থিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করিবেন। এতদ্দ্বারা মানসিক উন্নতি (mental development) সম্ভবপর হইতে পারে।

সর্ব্বশেষে পারমার্থিক শিক্ষার প্রতি আমাদের সবিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে, যদ্দ্বারা সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়।

পারমার্থিক শিক্ষা কাহাকে বলে সর্ব্বাগ্রে তাহা জানিতে হইবে। পরমার্থ শব্দের উত্তর ষ্ণিক প্রত্যয় করিলে 'পারমার্থিক' শব্দ নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ পরমার্থ সম্বন্ধীয় যে বস্তু তাহাই পারমার্থিক। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে চতুর্ব্বর্গ বা চারি পুরুষার্থ কহে এবং পঞ্চম পুরুষার্থই 'পরমার্থ'। শ্রীভগবানে প্রেম-ভক্তিরই নামান্তর পরমার্থ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ব লয়াছেন—

রুচিভক্তি হইতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হইতে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥

সেই প্রেম-ভক্তিই মানব মাত্রেরই একমাত্র প্রয়োজন (Summum-bonum of human life.)।

এই প্রয়োজন-সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুপাদ-পদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। "আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।" কিরূপ গুরুপদাশ্রয় করা কর্ত্তব্য, সে প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু ব্যক্তি আত্যন্তিক মঙ্গল কিসে হয়, তাহা জানিবার জন্য সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি 'শব্দ ব্রহ্মে' অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং প্রাকৃত কোন ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু।

অপর শাস্ত্রমাধ্যমেও প্রকৃত সদ্গুরুর লক্ষণ শুনিতে পাই—

কিবা ন্যাসী কিবা বিপ্র শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

এই প্রয়োজন-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীঃ ৪।৩৪)

অর্থাৎ, তত্ত্বদর্শী-জ্ঞানিগণ তোমাকে তত্ত্ব উপদেশ করিবেন, তুমি তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও।

স্কুল-কলেজে ভর্ত্তি হইয়া যেরূপ সেখানকার আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়, তদ্রূপ পারমার্থিক শিক্ষা-কেন্দ্রে প্রবেশ লাভ করিয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশ-নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া নির্ব্বিচারে পালন করিতে হয়। জাগতিক স্কুলের রেজেস্ট্রী পুস্তকে নাম লিখিতে পারিলেই যেমন ছাত্ররূপে গণ্য হওয়া যায়, তেমনই পারমার্থিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেই 'বৈষ্ণব' আখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠার লোভে দলে দলে পরমার্থের উদ্দেশে অনেকে ধাবিত হইতেছেন বটে, কিন্তু হায়! অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইতেছে, কি ত্যাগী আশ্রমবাসী, কি গৃহস্থ অল্পাধিক বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবাচারের নিয়ম-নিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে। এখন হইতে সংশোধনপূর্ব্বক গুরু-পাদপদ্মে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিষ্ঠা সহকারে ভজনে প্রবৃত্ত হউন।

এ জগতে প্রসিদ্ধি আছে—

লোক দেখানো গোরাভঙ্গা তিলকমাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥

বর্ত্তমান কালে 'বৈষ্ণব' নামধারীর জীবন-চরিতে উপরি-উক্ত বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। আমরা জানি,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার॥
স্ত্রীসঙ্গি এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥'

এইরূপ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিভজন করিলে তবেই পরমার্থ-লাভের সম্ভাবনা আছে। যে-কাল পর্য্যন্ত আমরা গুপ্ত অবৈধ স্ত্রীসঙ্গাদি অনাচার বর্জ্জন করিতে না পারিব, ততদিন পরমার্থ সুদূরপরাহত।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে থাকিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিয়া তাঁহাদের প্রীতি-

বিধানই ভজনের প্রধান অঙ্গ। সংসারকে জয় করিবার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গে নামকীর্ত্তন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের উপদেশামৃতে অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে পরমার্থানুশীলনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাই, যথা —

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

অর্থাৎ, ভক্তিক্রিয়া যাজনে উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস, অভীষ্ট-প্রাপ্তিতে বিলম্ব হইলেও ধৈর্য্যধারণ, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলন ও কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগত্যাগ, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গির সঙ্গ এবং কৃষ্ণাভক্তরূপ দুঃসঙ্গত্যাগ এবং সাধুগণ যে সদাচার পালন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ভক্তি সিদ্ধ হন। এক কথায় ইহাই ভক্তির অনুকূল।

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তি র্বিনশ্যতি॥

অর্থাৎ অধিক সঞ্চয় বা ভক্ষণ, ভক্তির প্রতিকূল চেষ্টা, অনাবশ্যক গ্রাম্য-কথা, নিজাধিকারগত নিয়ম বর্জ্জন এবং অন্য অধিকারগত নিয়ম গ্রহণ, (বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গ, মায়াবাদী, ধর্ম্মধ্বজী প্রভৃতি) অভক্তসঙ্গ ও অসৎ তৃষ্ণাযুক্ত মতগ্রহণ-চাঞ্চল্য এই ছয়টি দোষকর্ত্তৃক ভক্তি বিনষ্ট হয়—ইহাই ভক্তির প্রতিকূল। ভক্তির অনুকূলতা গ্রহণ ও প্রতিকূলতা বর্জ্জনদ্বারা পরমার্থলাভে কৃত-কৃতার্থ হওয়া যায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আপনাকে তৃণ হইতে সুনীচ, বৃক্ষসম সহিষ্ণু ও অমানীমানদজ্ঞানে আরাধ্যদেব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এতৎ প্রসঙ্গে দৈনন্দিন কৃত্যরূপে নিম্নোক্ত ভজনাঙ্গ অনুশীলন কর্ত্তব্য,—

প্রত্যহ সংখ্যানির্ব্বন্ধপূর্ব্বক লক্ষনাম জপ, শ্রীমূর্ত্তি পূজন, তুলসী সেবন, হরি-মন্দির মার্জ্জন, একাদশ্যুপবাস, শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথিপালন, বৈষ্ণবসেবন ও বৈষ্ণবসঙ্গে নামকীর্ত্তন।

অতএব নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে ভজনপরায়ণ হইলে পারমার্থিক শিক্ষায় অগ্রগতি এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় দুর্ল্লভ মানবজন্ম সফলতায় পর্য্যবসিত হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

সূত বলিলেন,—অনন্তর উদ্ধব তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকীর্ত্তনতৎপর দেখিয়া সৎকার ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরীক্ষিৎকে বলিতে লাগিলেন; হে রাজন্! তোমার ভক্তি কৃষ্ণে একনিষ্ঠ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে তোমার চিত্ত নিমগ্ন হইয়াছে; অতএব তুমি ধন্য ও নিত্য পূর্ণকাম। হে তাত! কৃষ্ণ তোমার শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণপত্নী ও রাজা বজ্রনাভের উপর সৌভাগ্যবশতঃ তোমার যে-প্রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা তোমার মত ব্যক্তির উচিতই বলিতে হইবে। প্রভু কৃষ্ণ যাহাদিগের ব্রজবাসের জন্য পার্থের প্রতি আদেশ প্রদান করেন, অহো! নিখিল দ্বারকাবাসী হইতেও সেই ব্রজবাসিগণ ধন্য, সংশয় নাই। একে ত শ্রীকৃষ্ণের মানস-শশধর রাধিকার মুখপ্রভায় অন্বিত, তাঁহার বিহারভূমি গোপগণে সতত বিমণ্ডিত; তাহাতে আবার সতত কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণ, তদীয় ষোড়শকলা সংস্র চিৎশক্তির প্রভা উদ্ভিন্ন করিয়া তাঁহার স্বরূপতাপ্রাপ্ত হইয়া এই বিহারভূমে নিয়ত বিদ্যমান।

হে রাজন্! এই ব্রজভূমির মহিমা কি বলিব? এই স্থান শরণাগতগণের ভীতি হরণ করে। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাদে এই ব্রজভূমি প্রতিষ্ঠিত, যোগমায়ায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি এই ব্রজভূমেই অবতার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহারই বিরহে আত্মবিস্মৃত অত্রত্য ব্রজবাসিগণ নিতান্ত পীড়িত হইতেছে, সংশয় নাই। হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রকাশ ভিন্ন কাহারও কদাচিৎ আত্ম-প্রবোধ হয় না, কিন্তু জীবগণের হৃদয়ে তাঁহার প্রকাশ কিরূপে হইতে পারে, কেননা তাহারা মায়াদ্বারা সর্ব্বদা আবৃত। অষ্টাবিংশ দ্বাপরের অবসানে যখন হরি আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং নিজমায়া উৎসারিত করেন, তখনই তাঁহার প্রকাশ হয়। হে রাজন্! সে-কাল এখন অতিক্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে যেরূপে সেইরূপ প্রকাশ হয়, তাহা শ্রবণ কর।

হে নৃপ! অন্য সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাঁহার সুপ্রকাশ হয়। যেখানে বিষ্ণুভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তথায় শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিত। যে-স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের এক কিংবা অর্দ্ধশ্লোকও পাঠ হয়, সেই স্থানে ভগবান কৃষ্ণ তদীয় পত্নীগণসহ বিরাজ করেন। এই পুণ্য ভারতভূমে মানবজন্ম লাভ করিয়া যাহারা পাপবশে ভাগবত শ্রবণ না করে, তাহারা আত্মঘাতী। যাঁহারা সতত ভাগবত শাস্ত্রের সেবা করেন, তাঁহারা পিতা, মাতা এবং পত্নীর কুলপরম্পরার উদ্ধার সাধনে সমর্থ। ভাগবত

শ্রবণে বিপ্রগণের বিদ্যাবিকাশ, রাজাদিগের শত্রুজয়, বৈশ্যগণের ধনলাভ এবং শূদ্রগণ রোগবিহীন হয়। নারীগণের ভাগবত শ্রবণে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়; অতএব কোন্ ভাগ্যবান্ না ভাগবতের নিত্য সেবা করেন? অনেক জন্মের সিদ্ধি-বশেই ভাগবতশ্রবণ সংঘটন, ভগবদ্ভক্তগণের দর্শন এবং হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়। হে রাজন্! পুরাকালে সংখ্যায়ন এই ভাগবতশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া প্রীতিবশতঃ বৃহস্পতিকে উপদেশ প্রদান করেন। অনন্তর আমি বৃহস্পতির নিকট এই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করি এবং এই ভাগবতজ্ঞান লাভ করিয়াই আমি কৃষ্ণের প্রিয় হইয়াছি। হে বিষ্ণুরাত! বৃহস্পতি যে-আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করেন, যাহা শ্রবণ করিলে ভাগবতশ্রবণের সাম্প্রদায়িক জ্ঞান নিশ্চিত হয়, এক্ষণে সেই আখ্যায়িকা শ্রবণ কর।

বৃহস্পতি বলিলেন,—মায়াপুরুষরূপী কৃষ্ণ যখন দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সমুদ্ভূত হন। অনন্তর কৃষ্ণ সেই পুরুষত্রয়কে যথাক্রমে রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণাশ্রিত দেখিয়া তাহাদিগের স্ব স্ব অধিকার নির্দ্দেশ করেন। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার যথাক্রমে এই কার্য্যত্রয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে নিয়োজিত করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার নাভিকমল হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণকে এই কথা বলিতে লাগিলেন,—হে নারায়ণ! আপনি আদিপুরুষ ও সর্ব্বাত্মা আপনাকে নমস্কার। আপনি আমাকে রজোগুণযুক্ত ও পাপীয়ান্ জানিয়া সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; হে প্রভো! আমি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যাহাতে আমার হৃদয় আপনার স্মৃতিবিষয়ে বিমুখ না হয়, কৃপাপূর্ব্বক তাহাই করুন।

বৃহস্পতি বলিলেন,—ভগবান্ কৃষ্ণ পুরাকালে ব্রহ্মার এবম্বিধ ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করেন এবং তিনি বলিয়া দেন যে, হে ব্রহ্মন্! তুমি এই ভাগবত-সেবা কর, ইহার ফলে তোমার আত্মসিদ্ধি লাভ হইবে। তখন ভগবদ্বাক্যে ব্রহ্মা পরম প্রীত হইলেন এবং তিনি তদবধি কৃষ্ণপ্রাপ্তি কামনায় অহর্নিশ ভাগবতসেবা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর ব্রহ্মা সপ্ত আবরণ ছেদনকামনায় সপ্তাহকাল একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাগবত-সেবা করতঃ সিদ্ধমনোরথ হন এবং পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া সপ্তাহমধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিবিস্তার করেন।

অনন্তর প্রজাপালনকার্য্যে নিয়োজিত বিষ্ণু স্বীয় অর্থসিদ্ধির জন্য কৃষ্ণসমীপে এইরূপ প্রার্থনা করেন,—হে দেব! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা কর্ম্মজ্ঞান-

প্রযুক্ত করিয়া আমি যথোচিত প্রজাপালন করিব। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে, তখনই আমি অবতার পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের সংস্থাপন করিব। যাহারা ভোগার্থী তাহাদিগকে যজ্ঞফল, যাহারা মুক্তিকামী তাদৃশ বিরক্ত প্রাণিদিগকে পঞ্চবিধ মুক্তিদান করিব। কিন্তু হে পরমপুরুষ! যাহারা মুক্তি কামনা করে না, তাহাদিগকে কিরূপে পালন করিব এবং আমার ও কমলার কিরূপে প্রতিপালন হইবে, তাহা আদেশ করুন।

হে রাজন্! সেই আদি পুরুষ কৃষ্ণ তখন বিষ্ণুর প্রতি শ্রীমদ্ভাগবত আদেশ করেন এবং বলেন,—হে বিষ্ণো! সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্য তুমি ভাগবত-সেবা কর। অনন্তর পরমপুরুষের কথায় বিষ্ণু প্রীত হইলেন এবং প্রয়োজন-সাধনে সমর্থ হইয়া আমার সহিত মাসে মাসে পুনঃ পুনঃ ভাগবত স্মরণ করিতে লাগিলেন। যখন বিষ্ণু স্বয়ংবক্তা ও রমা শ্রবণরতা, তখন একমাসে ভাগবত সম্পূর্ণ হইত; আবার রমা যৎকালে বক্ত্রী হইতেন ও বিষ্ণু শ্রবণে রত থাকিতেন, তখন দুই মাসে ভাগবতশ্রবণ সম্পূর্ণ হইত। হে রাজন্! এই শেষোক্ত পাঠেই অধিকতর রসাস্বাদ হইত; কেননা যিনি প্রকৃত শ্রবণাধিকারী, সেই বিষ্ণু স্বীয় অধিকারে অবস্থিত হইলে লক্ষ্মীও নিশ্চিন্তমনে পাঠ করিতেন, এই জন্যই রমার পাঠে অধিকতর ভাগবতরসাস্বাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

অনন্তর সংহারাধিকারপ্রাপ্ত রুদ্র স্বীয় সামর্থ্যবৃদ্ধির জন্য সেই পরম পুরুষ সমীপে প্রার্থনা করেন। রুদ্র বলেন,—হে প্রভো! নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত এই ত্রিবিধ সংহারব্যাপারেই আমার প্রভূতশক্তি বিদ্যমান; কিন্তু হে দেবদেব! আত্যন্তিক সংহারে আমার শক্তি নাই, ইহা আমার একটী মহাদুঃখ, আর এই জন্যই আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। বৃহস্পতি বলিলেন,—তাঁহাকেও নারায়ণ শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করেন এবং রুদ্রও সেই কৃষ্ণকথিত ভাগবতের সেবা করিয়া তমোগুণ জয় করিয়াছিলেন। অনন্তর সদাশিব বর্ষমাত্র ভাগবতী কথার সেবা করিয়া আত্যন্তিক লয়ের শক্তি লাভ করেন। উদ্ধব বলিলেন,—অনন্তর আমি গুরু বৃহস্পতিসমীপে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য-পূর্ণ এই আখ্যায়িকা শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্ট হইলাম এবং তাঁহাকে প্রণাম করত বৈষ্ণবী রীতি অনুসারে মাসমাত্র ভাগবত-রসাস্বাদ করিয়া আমি সম্যক্‌রূপে ভাগবতের সেবা করিয়াছিলাম। আমি সেই ভাগবত সেবাপ্রভাবে কৃষ্ণের প্রিয়সখা হইয়াছি এবং নিত্যবিহারী হরি কর্ত্তৃক তদীয় বিরহকাতর স্বীয়

প্রেয়সী গোপিগণের বিরহব্যথা দূর করিবার জন্য আমার মুখে তাঁহার সংবাদ প্রদানার্থ আমি ব্রজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। যাহার যেরূপ জ্ঞান, আমারই মুখে সংবাদ পাইয়া গোপীগণ তাঁহাকে তৎস্বরূপে জানিতে পারিয়া বিরহব্যথা দূর করিতেন। আমি তাঁহার রহস্য সম্যক্ জানিতে না পারিলেও তাঁহার প্রভাব লোকচমৎকৃত। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃষ্ণসমীপে স্বর্গবাস প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেলে তিনি আমাকে শ্রীমদ্ভাগবতরহস্য প্রদান করেন।

শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থমূলের ন্যায় আমাকে ব্রজে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বদরীবনে গমন করিয়াছিলেন। আমি ব্রজবল্লীতে বাস করিতেছি। আমি সতত এই নারদকুণ্ডে স্বেচ্ছায় অবস্থান করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জীবগণের কৃষ্ণ প্রকাশ হয়, অতএব জীবগণের হিতকামনায় আমি সতত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছি, আমি আজ তোমাকে আমার সহায়রূপে প্রাপ্ত হইলাম, তুমিও এই কার্য্যের অনুষ্ঠানপর হও। সূত কহিলেন,—বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ উদ্ধবের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।

পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে হরিদাস! আপনি শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করুন, আর আমাকে আদেশ করুন, আপনার কিরূপ সাহায্য করিতে হইবে, আমি তাহা করিতেছি। সূত কহিলেন,—পরীক্ষিতের বাক্য শ্রবণে হৃষ্টহৃদয় উদ্ধব বলিতে লাগিলেন—কৃষ্ণ ভূতল পরিত্যাগ করিলে বলীয়ান্ কলি ধর্ম্ম-কার্য্যের অত্যন্ত বিঘ্ন প্রদান করিবে, অতএব তুমি দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া সেই কলির নিগ্রহ কর। আমিও ইত্যবসরে বৈষ্ণবী রীতি অবলম্বনপূর্ব্বক মাসমাত্র ভাগবতের রসাস্বাদ গ্রহণ করত তোমার সাহায্যে মধুরিপুর নিত্যধাম ধরামণ্ডলে এই ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিব।

সূত কহিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ উদ্ধবের বাক্যশ্রবণে হৃষ্ট হইলেন এবং চিন্তাতুর হৃদয়ে স্বীয় অভিলাষ উদ্ধবসমীপে বিজ্ঞাপিত করিতে লাগিলেন। পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে তাত! আপনার আদেশে অবস্থিত হইয়া আমি কলিনিগ্রহ করিব, কিন্তু আমার শ্রীমদ্ভাগবত-প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? আমি আপনার সম্পূর্ণ অনুগ্রহযোগ্য; এক্ষণে আপনার পাদতলের শরণ লইলাম। সূত বলিলেন,—পরীক্ষিতের বাক্য শুনিয়া উদ্ধব পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন।

উদ্ধব বলিলেন,—হে রাজন্! এ বিষয়ে তুমি কোন চিন্তা করিও না, তোমার অনুগ্রহে ভারতভূমে অনেক মানব শ্রীমদ্ভাগবত লাভ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইবে। মহাত্মা শ্রীশুকদেব তোমাকে শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণ করাইবেন, সন্দেহ নাই। হে রাজন্! সেই ভাগবতশ্রবণেই তুমি ব্রজপতির নিত্যধাম লাভ করিবে এবং তোমার এই আদর্শেই ভূতলে ভাগবতশাস্ত্রের প্রচার হইবে। অতএব হে রাজন্! তুমি কলিনিগ্রহার্থ গমন কর। সূত কহিলেন,—উদ্ধবকর্ত্তৃক আদিষ্ট রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহাকে পরিক্রমপূর্ব্বক দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাজা বজ্রনাভও প্রতিবাহুকে রাজ্য রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়া ভাগবতশ্রবণাশায় মাতৃগণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর উদ্ধব বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধনসমীপে মাসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত-রসাস্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

উদ্ধব এইরূপে ভাগবতরসাস্বাদ করিতে থাকিলে সচ্চিদানন্দরূপিণী কৃষ্ণলীলা তাঁহার মানসে প্রকাশ পাইল। তিনি সর্ব্বত্র বাসুদেবকেই দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—তাঁহার আত্মা এবং অন্যান্য সকলেই হরিরই অভ্যন্তরে অবস্থিত। বজ্রনাভ হরির দক্ষিণ পাদসরোরুহে বিরাজমান, তিনি যেন কৃষ্ণবিরহ হইতে স্বীয় আত্মাকে বিমুক্ত করিয়া ভূতলে শোভিত হইতেছেন। যিনি রাসরজনীর বিকাশ করিয়াছিলেন, মাতৃগণ সেই কৃষ্ণচন্দ্রের কলাপ্রভাবে স্ব-স্ব আত্মাকে দর্শন করত বিস্মিত হইতেছেন এবং তাঁহারা স্ব-স্ব গুরু বিরহব্যথা-বিমুক্ত হইয়া স্ব-স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্য যাঁহারা তাঁহার নিত্য-লীলারত, তাঁহারা যেন ব্যবহারিক লীলাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সদ্য অদৃশ্য হইতেছেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রেমতৎপর নরগণ গোবর্দ্ধনাদি কুঞ্জ, গো এবং বৃন্দাবনাদিতে নিত্যই কৃষ্ণসহ বিহার করিয়া থাকেন। ইহা কৃষ্ণপ্রেমিকেরাই দেখিতে পান। সূত কহিলেন,—যে-মানব এই ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, তাহার ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় এবং দুঃখহানি হইয়া থাকে।

—স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়

———

গৌড়ীয়ের সপ্তবিংশ-বর্ষ

মঙ্গলাচরণমুখে আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের বন্দনা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্রী "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" গৌড়-পূর্ণানন্দ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরিসেবিত **শ্রীবালগোপালজীউকে** বক্ষে ধারণপূর্ব্বক শুভ সপ্তবিংশ-বর্ষে পদার্পণ করিলেন। রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ—ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত; তজ্জন্য গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু চারিবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্ম-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনিকে এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—"আনন্দতীর্থ-নামা সুখময়-ধামা যতির্জীয়াৎ।" বিশেষ আনন্দের বিষয় এই, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদও দধি-মন্থন-দণ্ড-সূত্রধৃক্ শ্রীনর্ত্তন-গোপালের উদ্দেশ্যে যে স্তবগুচ্ছ রচনা করিয়াছেন, সেই **"শ্রীমদ্দ্বাদশস্তোত্রম্"** (সংক্ষিপ্তসারম্) দ্বারাই শ্রীপত্রিকার নববর্ষের মঙ্গলাচরণ ও শুভারম্ভ করা হইয়াছে। আমরাও বর্ষারম্ভে বেদ ও বেদশাস্ত্রানুগ গুরুবর্গের আনুগত্যে হনুমদ্ভীমাবতার শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ যতিরাজ ও তাঁহার পরমোপাস্য শ্রীবালগোপালদেবের স্তুতি ও জয়গানদ্বারা বক্তব্যের সূচনা করিতেছি—

"প্রধারা মধ্বো অগ্রিয়ো মহীরপো বিগাহতে। হবির্হবিঃষু বন্দ্যঃ॥
অস্মভ্যমিন্দ বিন্দ্রয়ুর্মধ্বঃ পবস্ব ধারয়া। পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমান্ ইব॥
(ঋগ্বেদ ৬।৭।১৬)

[বদরী-গমনে অগ্রণী, শ্রীবেদব্যাসের দ্বারা আহূত, আত্মাহূত শিষ্যগণের মধ্যে বন্দ্য অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে পূজিত শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য জলপ্রবাহবিশিষ্টা মহতী গঙ্গাদি-জ্ঞাননদী-ধারায় অবগাহন করেন। হে অভীষ্টপ্রদানকারি-মুখ্য-বায়ুর অবতার! আপনি পরমৈশ্বর্য্যপূর্ণ বিষ্ণুকে সুজনগণের সহিত যোজনা করিয়া দেন অর্থাৎ তাঁহাদের সম্বন্ধ-জ্ঞান উৎপাদন করেন। আপনার নাম—শ্রীমধ্ব। বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় আপনি আমাদিগের প্রতি জ্ঞানধারা বর্ষণ-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিচরণ ও আমাদিগকে পবিত্র করুন্।]

দেবকিনন্দন নন্দকুমার বৃন্দাবনাঞ্চন গোকুলচন্দ্র।
কন্দফলাশন সুন্দররূপ নন্দিতগোকুল বন্দিতপাদ॥
দামোদর দূরতরান্তর বন্দে দারিত-পারগ-পার পরস্মাৎ॥
(দ্বাঃ স্তোঃ ৬।৫, ৫।৮)

[হে বৃন্দাবন-বিহারিন্! গোকুলানন্দন! পূজিতচরণ! কন্দফলভোজিন্! সুন্দরমূর্ত্তে! গোকুলচন্দ্র! নন্দকুমার! দেবকি (যশোদা)-নন্দন! হে

দামোদর! হে অসজ্জনদুর্ল্লভ! হে ভবার্ণব-পারগামি-মুক্তগণের আশ্রয়! আপনাকে বন্দনা করি।]

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-স্থান

এস্থলে শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থপাদের আবির্ভাব স্থান—উড়ুপী-ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে গোকর্ণক্ষেত্র হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ গিরিশ্রেণী বিরাজিত, যাহা 'সহ্যাদ্রি', 'মলয়গিরি', '**কোলপর্ব্বত**' নামে খ্যাত। এই পবিত্র ভূভাগ 'পরশুরাম ক্ষেত্র'রূপে পরিচিত। ইহা আদি, মধ্য ও অন্ত-কেরল—এই তিন ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে আদি-কেরল উত্তর কর্ণাট ও দক্ষিণ কর্ণাট-ভেদে দ্বিবিধ প্রদেশে বিভক্ত। দক্ষিণ কর্ণাটক-প্রদেশই 'রজতপীঠপুর', আর ইহার অপর প্রাচীন নাম -উড়ুপীক্ষেত্র। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উড়ুপীর সন্নিহিত পাজকাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

উড়ুপী নামের সার্থকতা ও উড়ুপ-চন্দ্রের নিকট শিক্ষা

শ্রীপত্রিকা সপ্তবিংশ-বর্ষে প্রবেশ করায় উড়ুপী-ক্ষেত্রের সহিত অশ্বিনী, রোহিণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি সপ্তবিংশতি সংখ্যক তারকার কথা স্মৃতিপটে জাগরূক হয়। ইঁহারা সকলেই চন্দ্রের পত্নী। 'উড়ু' শব্দে নক্ষত্র এবং 'প'—পতি অর্থাৎ নক্ষত্রপতি চন্দ্র। চন্দ্রের তপঃপ্রসন্ন রুদ্র-দেবতার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র বলিয়া ঐ স্থান 'উড়ুপী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে – চন্দ্রের সপ্তবিংশতি পত্নী সকলেই দক্ষকন্যা। চন্দ্র কেবলমাত্র রোহিণীতেই অত্যাসক্ত হওয়ায় দক্ষ চন্দ্রকে 'কলাহীন হইয়া পড়িবে' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। তখন কলাক্ষয় নিবারণার্থ চন্দ্র অজারণ্যে তপস্যায় চন্দ্রমৌলীশ্বর রুদ্রদেবকে পরিতুষ্ট করিলে তিনি চন্দ্রের একপক্ষে কলাক্ষয় ও অপরপক্ষে কলাবৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তদবধি কৃষ্ণ ও শুক্ল-পক্ষের প্রচলন হইয়াছে। অলক্ষবেগযুক্ত কালপ্রভাবে যেরূপ চন্দ্রের কলা-সমূহের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে, চন্দ্রের কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না; সেইরূপ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জড় দেহেরই যাবতীয় বিকার ঘটিয়া থাকে, শুদ্ধ আত্মার কোনরূপ বিকৃতি হয় না। রবির কিরণ হইতেই উদ্দীপ্ত চন্দ্রের কলার হ্রাস ও বৃদ্ধি; তদ্রূপ ভগবদুন্মুখ ও ভগবদ্বিমুখ হইবার যোগ্যতা জীবে বর্ত্তমান, আমরা উড়ুপ চন্দ্রের নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিতে পারি।

গীতা-ভাগবত-উপনিষদে চন্দ্র-সূর্য্যাদি শ্রীভগবানের বিভূতিরূপে বর্ণিত

"একশ্চন্দ্রঃ তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি" বাক্যে তারাগণ অপেক্ষা চন্দ্রের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগীতা বলেন—

"রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশি-সূর্য্যয়োঃ' (গীঃ ৭।৮),

"আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্···নক্ষত্রাণামহং শশী ॥"(গীঃ ১০।২১),

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।" (গীঃ ১৫।৬)

অর্থাৎ হে কৌন্তেয় ! আমিই জলের রস, চন্দ্র-সূর্য্যের প্রভা। আমি দ্বাদশ-আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু-নামক আদিত্য, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সহস্রকিরণশালী সূর্য্য, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। আমার সর্ব্বপ্রকাশক ধামকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র নহে, অগ্নিও নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশং যক্ষ-রক্ষসাম্" (ভাঃ ১১।১৬।১৬), "তপতাং ত্র্যমতাং সূর্য্যং মনুষ্যানাঞ্চ ভূপতিম্" (ভাঃ ১১।১৬।১৭). "অপাং রসশ্চ পরম-স্তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ। প্রভা সূর্য্যেন্দু-তারাণাং শব্দোঽহং নভসঃ পরঃ ॥" (ভাঃ ১১।১৬।৩৪)

অর্থাৎ হে উদ্ধব ! আমি নক্ষত্র ও ওষধিগণের মধ্যে তাহাদের প্রভু চন্দ্র, যক্ষ-রাক্ষসগণের মধ্যে তাহাদের অধিপতি কুবের-স্বরূপ। আমি জলের মধ্যে মধুররস, তেজস্বিগণের মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র-তারকাগণের প্রভা এবং আকাশের শব্দ-স্বরূপ। উপনিষদ্ বলেন—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥"

(কঠ, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর)

অর্থাৎ সেই স্বতঃপ্রকাশিত পরব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কা কথা ? কিন্তু তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া সূর্য্য-চন্দ্রাদি সকলেই দীপ্তিমান্ হইয়া থাকে, তাঁহার অঙ্গকান্তিতেই সকল জগৎ দীপ্তি প্রাপ্ত হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও সর্ব্বারাধ্য তত্ত্ব

সুতরাং চিন্ময়-ভাস্কর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই তৎসৃষ্ট অনন্তকোটী জীবনিচয় ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অজ্ঞান-তমোনিহন্তা। ভক্তগণ ভক্তিযোগেই সেই

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন লাভ করেন। অমৃতত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম ও ব্রজরস সেই অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান। তিনিই অবতারগণের মূল পুরুষ ও সর্ব্বকারণকারণ। সেই পরমেশ্বর পরাৎপরতত্ত্ব ও অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত। ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ সেই নির্গুণ-সবিশেষতত্ত্ব শ্রীভগবানের পরমপদ দর্শন ও সেবা করেন। তিনিই সর্ব্ব-বেদবেদ্য ভগবান্ এবং বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবিৎ। যাঁহার চরণ-প্রক্ষালন-সলিল হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার উৎপত্তি, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যাঁহা অর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাঁহাকে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক শিবও শিবত্ব লাভ করিয়া ত্রিজগৎ পবিত্র করিতেছেন, ইহজগতে সেই শ্রীহরি ভিন্ন কে 'ভগবৎ'-শব্দবাচ্য হইতে পারেন ও জীবের বাসনারূপ হৃদয়-গ্রন্থি নাশপূর্ব্বক তাহাকে প্রেমানন্দের অধিকারী করিতে পারেন? অতএব যাহারা আধিকারিক দেব-দেবীকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-ঈশ্বরীজ্ঞানে উপাসনা করেন, তাহারা প্রতীকোপাসক, অহং-গ্রহোপাসক, বিশ্বরূপোপাসক; তাহারা সকলেই ন্যূনাধিক নাস্তিক।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত ও নব-প্রমেয়

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুসারে—(১) শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম, (২) জগৎ সত্য, (৩) ঈশ্বর, জীব ও জড়ে পরস্পর পঞ্চভেদ নিত্য, (৪) জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর, (৫) জীবগণের মধ্যে পরস্পর যোগ্যতার তারতম্য বর্ত্তমান, (৬) জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তিই 'মুক্তি', (৭) নির্ম্মলা অহৈতুকী ভক্তিই আত্মধর্ম্মের অভিব্যক্তির সাধন, (৮) শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই তিনটীই প্রমাণ, (৯) শ্রীহরিই একমাত্র অখিল-আম্নায়বেদ্য, ইহাই নব-প্রমেয়-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। গৌড়ীয় বেদান্তকেশরী শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও জানাইয়াছেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র মধ্বাম্নায় স্বীকারপূর্ব্বক ঐ ৯টী প্রমেয়ই উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকারের কারণ ও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্থাপন

শ্রীল শ্রীধরস্বামী 'ভাবার্থদীপিকায়' (ভাঃ ১২।১৩।১৯) লিখিয়াছেন—"শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপেণ ভগবদ্ধ্যান-লক্ষণং মঙ্গলমাচরতি,—কস্মৈ ব্রহ্মণে।" "ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, 'ব্রহ্মসম্প্রদায়' নামক একটী সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরু-

পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছে। শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসদিগের গুরুপ্রণালী। শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত' এবং শ্রীনিম্বাদিত্যের 'চিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভেদকে 'নিত্য' বলিয়া স্থাপন করায় অচিন্ত্যভেদাভেদ মতই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু কখনই শঙ্কর সম্প্রদায়ের অনুগত নহেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে সাত্বত-চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় স্বীকার করিবেন বলিয়া জগদ্‌গুরু হইয়াও শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে 'দীক্ষাগুরু'রূপে বরণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে 'দশাক্ষর মন্ত্র' গ্রহণলীলার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেও জানা যায়, প্রেম-প্রচারার্থই তিনি মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। মধ্ব মত কেবলাদ্বৈতবাদকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধদ্বৈতবাদরূপ মধ্ব-মতকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনিই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সনাতনত্ব ও সৎসাম্প্রদায়িকত্ব স্থাপন ও প্রমাণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বমত স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে প্রেমতরুর 'প্রথম অঙ্কুর' বলিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদও তাঁহার সন্দর্ভে শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যকে 'বৃদ্ধ বৈষ্ণব' বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীকোল-পর্ব্বত, ব্রজপত্তন ও কোলদ্বীপের সমন্বয়-সাধনমুখে ভক্ত-ভগবানের জয়গান

আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, সহ্যাদ্রি বা **কোল-পর্ব্বত**-পরিবেষ্টিত পুণ্যভূমি পরশুরাম-ক্ষেত্রের অনতিদূরে উড়ুপীতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ আবির্ভূত হন। এই কলিকালে ক্ষিতিপাবন শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক—চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্য্য জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করিবেন বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু ইঁহাদের

প্রচার্য্য তত্ত্ব, বিশেষতঃ শ্রীমধ্ব-বিচার স্বীকারপূর্ব্বক পূর্ণাঙ্গরূপে "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত" স্থাপন করেন। তজ্জন্য ইহাঁদের সম্মানার্থ শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যকেশরী জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর **ব্রজপত্তনে** (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে) ঊনত্রিংশৎ-চূড়াবিশিষ্ট বৃহৎ শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর সহিত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণসহ চারি আচার্য্যগণকেও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজও অভীষ্টদেবের অনুসরণে নবধাভক্তির পীঠস্থানস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত এই **কোলদ্বীপে** (গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনে) নব-চূড়া বিশিষ্ট অভ্রভেদী শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর সহিত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীলক্ষ্মী, ব্রহ্মা, চতুঃসন ও রুদ্রসহ যথাক্রমে শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী আচার্য্য-চতুষ্টয়কে নির্দ্দিষ্ট চতুষ্কোণে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সুখের বিষয় এই, তাঁহার অন্তরঙ্গ বিশ্রম্ভসেবকগণ শ্রীমন্দিরগাত্রে দশাবতারের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ ও শ্রীমন্দিরের বিবিধ প্রকার সংস্কার সাধনপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট পূরণ ও সর্ব্বতোভাবে সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমদানন্দতীর্থ মধ্বমুনি 'কোল'-পর্ব্বত হইতে 'ব্রজ'পত্তন, এবং তথা হইতে পুনরায় অভিন্ন-গোবর্দ্ধনাদ্রি কুলিয়া-পাহাড় 'কোল'দ্বীপে আবির্ভূত হইয়া বিরাজিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসরই শ্রীরূপানুগ-গৌর-বাণী-বিনোদ ধারায় স্নাত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শুভ বিজয়োৎসব পালনমুখে তাঁহার শুভাবির্ভাব-তিথির আরাধনা করিয়া থাকেন। পরিশেষে আমরা গুরু-গৌড়ীয়ের আনুগত্যে আশ্রয়-বিষয় শ্রীভগবানের বন্দনা গাহিয়া বক্তব্য সমাপন করিতেছি—

অধিক বন্ধং রন্ধয় বোধাচ্ছিন্ধি পিধানং বন্ধুরমন্ধা।
কেশব কেশব শাসক বন্দে পাশধরার্চ্চিত শূরিবরেশ॥

[হে কেশব! শাসক! শূরি-বরেশ্বর! আপনাকে বন্দনা করি। আপনি প্রজ্ঞান-প্রদান দ্বারা আমাদের প্রবল সংসার-বন্ধন নাশ করুন এবং বিচিত্র অবিদ্যাবরণ ছেদন করুন।]

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia). W. B.

2. Periodicity of its publication—Last day of every Bengali month i. e. once in a month

3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari, Bhakti-Bandhav.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
Address - Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

4. Publisher's Name — Do
Nationality— Do
Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name & address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari*, here by declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- Nabajogendra Brahmachari

Dated—24. 2. 75 *Signature of Publisher*

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম দুষ্টরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিশ্বশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৭শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ১৮ বিষ্ণু, ৪৮৯ গৌরাব্দ / সোমবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৮১; ইং ১৪।৪।১৯৭৫ } ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্"

[পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ]

নমো নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে।
নিত্যানন্দস্বরূপায় প্রযতাত্মন্ মহাত্মনে॥ ৪৫॥

হে সর্ব্বাত্মন্! আপনি নিত্যানন্দস্বরূপ, হে প্রযতাত্মন্! আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ এবং মহাত্মা, অতএব আপনাকে বারম্বার নমস্কার করি।৪৫॥

অণুর্বৃহৎ স্থূলতররূপ সর্ব্বগতাঽব্যয়।
অনাদি মধ্যান্তরূপ স্বরূপাত্মন্নমোঽস্তু তে॥৪৬॥

আপনি অণু, আপনি স্থূল, আপনার রূপ স্থূল হইতেও স্থূলতর, আপনি সর্ব্বব্যাপী এবং অব্যয়। আপনার স্বরূপের আদি, মধ্য এবং অন্ত নাই, অতএব আপনাকে নমস্কার করি॥৪৬॥

নিত্যজ্ঞানবলৈশ্বর্য্য বীর্য্যতেজো জবস্য বৈ।
মহাশক্তে নমস্তুভ্যং পূর্ণষাড়্‌গুণ্যমূর্ত্তয়ে ॥৪৭॥

হে মহাশক্তিসম্পন্ন! আপনার ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ এবং বেগ, নিত্য-জ্ঞানবিশিষ্ট ষাড়্‌গুণ্য-মূর্ত্তি পরিপূর্ণ আপনাকে নমস্কার ॥৪৭॥

ত্বং বেদপুরুষো ব্রহ্মন্ মহাপুরুষ এব চ।
শারীরপুরুষস্ত্বং স্যাচ্ছন্দঃপুরুষ এব চ ॥৪৮॥

হে ব্রহ্মন্! আপনিই বেদপুরুষ এবং আপনিই মহাপুরুষ। আপনি শারীরিক পুরুষ এবং ছন্দঃপুরুষ ॥৪৮॥

চত্বারঃ পুরুষার্থাস্ত্বং পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
বিভূতয়স্তব ব্রহ্মন্ পৃথিব্যগ্ন্যনিলাদয়ঃ ॥৪৯॥

আপনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটী পুরুষার্থস্বরূপ। আপনি পুরাণ এবং পুরুষোত্তম। হে ব্রহ্মন্! পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি আপনারই বৈভব ॥৪৯॥

তব বাচা সমুদ্ভূতৌ ক্ষ্মাবহ্নী জগদীশ্বর।
অন্তরীক্ষঞ্চ বায়ুশ্চ সৃষ্টৌ প্রাণেন তে প্রভোঃ ॥৫০॥

হে জগদীশ্বর! আপনার বাক্যে পৃথিবী এবং অনল উৎপন্ন হইয়াছে. হে প্রভো! আপনার প্রাণদ্বারা অন্তরীক্ষ এবং আকাশ সৃষ্ট হইয়াছে ॥৫০॥

চক্ষুষা তব সংসৃষ্টৌ দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চ তেঽব্যয়ঃ।
দিশশ্চ চন্দ্রমাঃ সৃষ্টাঃ শ্রোত্রেণ তব চানঘ ॥৫১॥

আপনার চক্ষুদ্বারা স্বর্গ এবং অব্যয় আদিত্য নির্ম্মিত হইয়াছে। হে অনঘ! আপনার কর্ণদ্বারা দিক্‌সকল এবং চন্দ্রমা সৃষ্ট হইয়াছে ॥৫১॥

আপশ্চ বরুণঃ সৃষ্টা মনসা তে মহেশ্বর।
উক্তে মহতি মীমাংসে যত্তদ্ব্রহ্ম প্রচক্ষতে ॥৫২॥

হে মহেশ্বর! আপনার মনোদ্বারা জল এবং বরুণ উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত মহৎবিষয়ে মীমাংসা দর্শন ইহাকেই ব্রহ্ম বলে ॥৫২॥

এতদেবাধ্বরেষ্বেবং এতদেব মহাব্রতে।
ছন্দোগেয় নমস্যে ত্বাং দিব্যং তে বপুরেব তৎ ॥৫৩॥

এইরূপে সমস্ত যজ্ঞে ইহাকেই ব্রহ্ম বলে। মহাব্রতাদি কার্য্যে ইহাই ব্রহ্ম। আপনি ছন্দসকলে গীত হয়েন, আপনার দিব্য মূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার ॥৫৩॥

আকাশ এতদেবেদমোষধিষ্বেবমেব হি।
নক্ষত্রেষু চ সর্ব্বেষু গ্রহেষ্বেতদ্দিবাকরে।
সর্ব্বভূতেষ্বেবং যত্তদ্ ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে শ্রুতিঃ ॥৫৪॥

এই আকাশ, সমস্ত ওষধির মধ্যেও তিনি, সমস্ত নক্ষত্রের মধ্যেও তিনি, গ্রহমণ্ডলের মধ্যেও তিনি এবং সূর্য্যেও তিনি। এইরূপে সকল ভূতে যে বস্তু আছে তাহাই ব্রহ্ম, ইহাই শ্রুতি বলিয়া থাকেন ॥৫৪॥

তদেব পরমং ব্রহ্ম প্রজ্ঞাতং সবিতামৃতং।
হিরণ্ময়োঽব্যয়ো যজ্ঞঃ শুচিঃ শুচিষদিত্যপি।
বৈদিকান্যভিধেয়ানি তব নান্যস্য কস্যচিৎ ॥৫৫॥

তাহাই পরম ব্রহ্ম, প্রজ্ঞা, সবিতা, অমৃত, হিরণ্ময়, অব্যয়, যজ্ঞ, শুচি এবং শুচিষৎ। এইরূপ বেদোক্ত নামসকল আপনি ভিন্ন আর কাহার কখন হইতে পারে না ॥৫৫॥

চক্ষুর্ম্ময়ং শ্রোত্রময়ং ছন্দোময়মনোময়ং।
বাঙ্ময়ং পরমাত্মানং পরেশং শংসতি শ্রুতিঃ ॥৫৬॥

হে কমলনেত্র! আপনি চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, ছন্দোময়, মনোময়, বাঙ্ময়, পরমাত্মা এবং পরেশ,—শ্রুতি এইরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন ॥৫৬॥

ইতি সর্ব্বোপনিষদামর্থস্ত্বং কমলেক্ষণ।
স্তোতুং ন শক্নুয়াং ত্বাং তু সর্ব্ববেদান্তপারগং ॥৫৭॥

হে কমলনেত্র! এইরূপে আপনিই সমস্ত উপনিষদের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, আপনি সমস্ত বেদান্তের পারগামী। আমি আপনাকে স্তব করিতেও অসমর্থ ॥৫৭॥

মহাপরাধমেতত্তু বৎসাপহরণং ময়া।
কৃতং তৎ ক্ষম্যতাং নাথ শরণাগতবৎসল ॥৫৮॥

হে নাথ! হে শরণাগত বৎসল! আমি বৎসদিগকে হরণ করিয়া মহা অপরাধ করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ॥৫৮॥

আত্মার নিত্যা বৃত্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪ পৃষ্ঠার পর)

আরোহবাদ দ্বারা লব্ধ নির্ব্বিশিষ্টভাব নাস্তিকতা মাত্র, উহা 'ধর্ম্ম' শব্দ-বাচ্য নহে। উহা *ধর্ম্ম-চাপা-দেওয়া-কথা মাত্র*। আমি আর যাইতে পারি না, যাইতে যাইতে যাওয়ার কথা চাপা দিয়া নির্ব্বিশেষভাবকে বরণ করা একটা জাগতিক অনুমিতি হইতে কষ্টকল্পনামাত্র।

অনাত্মবস্তুর দোষ আত্মবস্তু মধ্যে গণনা করা, অচিদ্বিলাসের হেয়তা চিদ্বিলাসমধ্যেও কল্পনা করা—অতিরিক্ত বাক্যবিন্যাস বা প্রজল্প মাত্র। দেহ ও মনের অনুশীলন "নিত্যবৃত্তি" শব্দবাচ্য নহে। "আমি" জিনিষটী "আমার" অনুসন্ধান করে। "আত্মা" "পরমাত্মা" অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

জগতে বিচারপ্রণালী লইয়া আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাবা খেলিতে পারি কিন্তু তাহাতে বাস্তব সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। আত্মার কথা দ্বারা আত্মার অনুশীলন হয়। ছান্দোগ্যের "কেন কং বিজানীয়াৎ" মন্ত্রে অনাত্ম-নিরাস সূচিত হইয়াছে। অনাত্মাতে যাহাদের 'আত্মা' বলিয়া বিচার উপস্থিত হয়, তাহাদের অক্ষজজ্ঞানোত্থ বিচার নিরাসন করিবার জন্য শ্রুতির এই মন্ত্র। কারণ বৃহদারণ্যক—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ. শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ, নিদিধ্যাসিতব্যঃ" মন্ত্রে আত্মার দ্বারা আত্মার অনুশীলনের কথাই বলিয়াছেন। মুণ্ডকের "দ্বাসুপর্ণা", শ্বেতাশ্বতরের "অবানিপাদঃ" মন্ত্র জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ এবং ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। একটী মাটীর জিনিষ অপর একটী মাটীর জিনিষের সহিত আলাপ করিতে পারে না। দুইটী মাটীর জিনিষ একসঙ্গে পরস্পর মারামারি করিয়া ভগ্ন হইয়া গেলেও কিছু হয় না। পরমাত্মা—প্রযোজক কর্ত্তা, জীবের তাৎকালিকবদ্ধ অভিমানের যোগ্যতানুসারে তাহাকে সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করান্। তখন বদ্ধজীবের অভিমানে জগৎরূপ ভগবান্ ভোগ্য হইয়া পড়ে। "ঈশাবাশ্য" শ্রুতি তাহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে না। সে মনে করে, জিহ্বা হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য 'কুক্কুর-দন্ত' হইয়াছে মৎস্য মাংসাদি বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য, উপস্থ হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয়চরিতার্থের জন্য। অনাত্মবৃত্তিতে "আমি" বহু স্ত্রীর ভর্ত্তা, বহুস্থানের মালিক। এইরূপ বুঝিতে জীব নিজেকে কর্ম্মফলের ভোক্তা কল্পনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়।

এই দুঃসঙ্গের প্রবলতা ও ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে সমগ্র জগৎ লালায়িত। যেখানে যত বক্তা, যেখানে যত ধর্ম্ম-প্রচারক, যেখানে যত ধর্ম্মের শ্রোতা সকলেই চান তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণের কি কথা আছে। তাঁহারা অনাত্ম-বৃত্তির কথার জন্য লালায়িত। "আমার ভোগ" "আমার ভোগ" 'দেহি' 'দেহি' রবে জগৎ পরিপূরিত। কেহই কৃষ্ণের ভোগের কথা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা একবারও কীর্ত্তন করে না। যেদিন হৃষীকেষের সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের মনে হইবে, সেই দিনই আমাদের মঙ্গল উপস্থিত হইবে।

দেবতা হউক, মানুষই হউক, ভগবদনুশীলনই সকলের একমাত্র কৃত্য। 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণ' শ্রুতি মন্ত্রে পুণ্য ও পাপময় কর্ম্মকাণ্ডকে নিরাস করা হইয়াছে। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" এই গীতোপনিষদ্‌বাক্যে "পরম সমতা" উপদিষ্ট হইয়াছে।

"মুক্তাঽপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"

—এই বাক্যে শ্রীধর মুক্তকুলেও নিত্য সেবাপরায়ণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেখানে যেখানে অস্তিত্ব বা অস্মিতা আছে, সেখান হইতেই পরম পুরুষের সেবা হওয়া উচিত। আমরা যেখানে অবস্থিত আছি, সেখান হইতে হরিসেবা আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহজগতে ও পরজগতে মানুষ, দেব, পশুপক্ষী যেখানে যতপ্রকার অস্তিত্ব তাহাদের সকলেরই ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। অন্য কিছু "বৃত্তি" শব্দ বাচ্য নহে। অন্য বস্তু বা অন্য বৃত্তি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যেদিন ভূলোক হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি গোলোকে নীত হইবে, যেদিন আমরা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিব, যে দিন সেই মুরলীধ্বনিতে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, সেদিন আমরা ব্যাকুল হইয়া অপ্রাকৃত রাসস্থলীতে গমন করিব। প্রাজাপত্য আমাদিগকে টানিয়া রাখিতে পারিবে না। লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, দেহসুখ, আত্মসুখ দুস্তর আর্য্য-পথ, নিজ-পরিজন, স্বজনাদির তাড়ণ ভর্ৎসন কিছুই আমাদিগের আকর্ষণের বস্তু হইবে না। আমরা জগতের যাবতীয় প্রতিষ্ঠাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, স্বর্গসুখাদিকে আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক মনে করিয়া মুক্তিকে শুক্তির মত জ্ঞান করিয়া অকিঞ্চনের ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। ভগবানের নাম-মাধুরিমা শ্রীগুরুবাক্যের দ্বারা আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে। চেতন-

চক্ষুদ্বারা ভগবানের শ্রীরূপ আমাদের নয়ন-পথে পথিক হইবে। সেই পরমাশ্চর্য্যরূপে আকৃষ্ট হইয়া আমরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইব।

গবানের কথামৃতে লুব্ধ হইয়া ভগবানের সেবায় আকৃষ্ট হইব। বাহ্য-জগতের ভেজাল কথা, পচা কথা, পুরাতন কথা, হেয়ধর্ম্মযুক্ত কথা আমাদিগকে আর প্রমত্ত করিবে না। আমরা নিত্যা বৃত্তি লাভ করিয়া স্থায়ীভাব রতিতে আলম্বন, উদ্দীপনরূপ বিভাব এবং অনুভাবাদি সামগ্রীর মিলনে কৃষ্ণ-ভক্তি-রস প্রকটিত করিয়া কৃষ্ণতোষণ করিতে সমর্থ হইবে। সর্ব্ব অনর্থ নিবৃত্ত হইলে যে পরম পীঠ লাভ হয় তাহাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম।

আত্মবৃত্তি পঞ্চবিধ রত্যাত্মিকা। পঞ্চবিধ রতির দ্বারা পঞ্চবিধ রস প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণসেবা করাই আত্মার নিত্যা বৃত্তি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চরস। শান্তরসটী প্রতিকূলভাব পরিত্যক্ত একটী নিরপেক্ষ অবস্থান মাত্র। দাস্যরস দ্বিতীয় রস। দাস্যরস কিৎয়পারিমাণে মমতা-যুক্ত; সুতরাং তারতম্যবিচারে দাস্যরস শান্তরসের গুণ-ক্রোড়ীভূত করিয়া শান্তরস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সখ্যরস আরও উন্নত, ইহাতে দাস্যরসের সম্ভ্রমরূপ কণ্টক নাই। উহাতে বিশ্রম্ভরূপ প্রধান অলঙ্কার বিরাজিত। বাৎসল্য রস দাস্যরস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাহাতে এতদূর মমতাধিক্য ঘনীভূতাকারে বর্ত্তমান যে, পরম বিষয়-বস্তুকেও পাল্য ও আশ্রিত জ্ঞান হয়। মধুর রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—এই চারি রসের চমৎকারিতা পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। এই পঞ্চবিধ রতিতে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই আত্মার অপ্রতিহতা অহৈতুকী নিত্যা বৃত্তি।

জীবের স্বরূপবিচারে—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচারে—

"কৃষ্ণের স্বরূপ জীবের নিত্য প্রভু।"

শ্রুতিমন্ত্রে যে "আত্মরতিঃ," "আত্মক্রীড়ঃ" প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই আত্মার নিত্যা বৃত্তি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। 'রজ্' ধাতু হইতে 'রতি' শব্দ নিষ্পন্ন। রনজ্ ধাতুর 'অনুরাগ' বা টান'। "আত্মা" শব্দে "আমি"; "পরমাত্মা" শব্দে পরম—আমি।" অর্থাৎ প্রভাব ও বৈভবশক্তিপূর্ণ কর্ত্তৃসত্তাধিষ্ঠান সমগ্র আমি বা পরমাত্মাও "আমি-ই"; বিষয়বিচারে 'পরম আমি, আশ্রয় বিচারে অনুশক্তিক প্রভু-বাধ্য বিভুর অধীন 'ক্ষুদ্র-আমি'।

তত্ত্বাস্যাদি শ্রুতি তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। বস্তু একটী, তাহাই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যযুক্ত অদ্বয় তত্ত্ব। "পরম—আমি" বা বিষয়-তত্ত্ব-"আমির" স্বার্থ পূরণ করাই আশ্রয়াস্মিতার নিত্যা বৃত্তি। কিন্তু এই স্থানে শ্রীমধুসূদন সরস্বতি পাদ সাযুজ্যমুক্তিকে নিত্য ভক্ত্যন্তর্গত বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'পরম আমি' হইয়া যাওয়ায় অর্থাৎ সাযুজ্যলাভ করাই "আমির" সালোক্যাদির ন্যায় অন্যতম স্বার্থ হইতে নিত্য বিলাস-বৈচিত্র্য বাধা পাইতেছে। সুতরাং এইরূপ বিচারের মূলে হৈতুক ভোগবাদ নিহিত। শুদ্ধাদ্বৈতবাদি শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং তদনুগত শ্রীধরের শুদ্ধ বিচারের সহিত মায়াবাদীর বিচারের ইহাই ভেদ। শ্রীধরের এই শুদ্ধ সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিয়া অক্ষজজ্ঞানিগণ 'ভক্তোক রক্ষক' শ্রীধরকে মায়াবাদীর অন্যতম মনে করিয়া ভ্রান্ত হন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর তদীয়সর্ব্বস্বভাব ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর বিশিষ্ট-ব্রহ্মবাদ লোকে বুঝিতে ভুল করিয়াছিল বলিয়াই সুদার্শনিকের ক্ষেত্রে শুদ্ধদ্বৈতবাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব।

সত্য বাস্তব সত্য, পরম সত্য একমাত্র কৃষ্ণদাস্যে আবদ্ধ। রসময় রসিক-শেখরের পাদপদ্মসেবায় প্রমত্তজনগণের শ্রীচরণে চিরবিকৃত হইতে পারিলে আমরাও সেই সেবার অধিকার পাইব। সেদিন আমাদের কবে হইবে?

শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি হইতে আমরা মানব জীবনের কর্ত্তব্য জানিতে পারি। তিনি জাগতিক অভ্যুদয়ের কোন ব্যবস্থাপত্র দেন নাই, তিনি জগতের মহত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠা ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন, যাহার মহত্ত্ব নাই তাহাকে মহত্ত্ব প্রদান করিবার উপদেশ দিয়াছেন, অপরে আক্রমণ করিলে তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া আক্রান্ত হইতে বলিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, 'তৃণাদপি সুনীচ' ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হইয়া কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন কর—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং-ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

'চেতো-দর্পণ-মার্জ্জন, শব্দদ্বারা চিত্তদর্পণে কুদার্শনিকের মতবাদ ও কৈতব রাশি এবং প্রাক্তন অনর্থ ও অভদ্ররাশির অপসারণ সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলে যাবতীয় অন্যাভিলাষ ও কুদার্শনিকের মতবাদ বিদূরিত

হয়। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলে কর্ম্মপ্রমত্ততারূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় আমাদের হৃদয়ে অখিল কল্যাণের কোমল কুমুদরাশি প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন বিদ্যাপতি, প্রতি পদে পদে আনন্দপয়োনিধিবর্দ্ধনকারী, অপ্রাকৃত পীযূষাস্বাদপ্রদাতা, প্রেমবিধাতা ও সুবর্ণবিশিষ্ট আত্মবিহঙ্গমের চিদাকাশে চিদ্বিলাস-সেবা-স্বাধীনতা-প্রদাতা।

কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের গ্রাহক নাই। অনাত্ম-প্রতীতিতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না, অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্মাদিরই বহুমাননা হইয়া থাকে। জগতে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হওয়া দূরে থাকুক, আংশিক কীর্ত্তন পর্য্যন্ত হইতেছে না। অকৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে, মায়ার কীর্ত্তনকে কৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও প্রবঞ্চনা চলিতেছে। কৃষ্ণনাম ব্যতীত জগতে আর কোন ঔষধ নাই—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই। বর্ত্তমান সময়ে হরিনামের মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। এমন হরিনামের দ্বারা, কৃষ্ণ-দ্বারা উদরভরণ, প্রতিষ্ঠা, কামিনীসংগ্রহ, রোগ-নিরাময়, দেশের সুবিধা, সমাজের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য সকলে ব্যস্ত। হরিনাম ভোগের যন্ত্র বা মুক্তিলাভের যন্ত্র নহে, বর্ত্তমানে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিগণ নামাপরাধ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। অষ্টপ্রহরের পর আবার খাওয়া দাওয়া থাকার কথা, আবার বাদ-বিসম্বাদের কথা, আবার ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা হইলে তাহাকে অষ্টপ্রহর বলা যায় না। নিরন্তর হরিনামগ্রহণই অষ্টপ্রহর। নামাপরাধ-গ্রহণ অষ্টপ্রহর নহে। নামাপরাধের ফল—ভুক্তি। বর্ত্তমানে বিকৃত অষ্টপ্রহরে হরিনাম বা বৈকুণ্ঠনাম কীর্ত্তিত হয় না। মায়ার নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। নামের ফলে কৃষ্ণপ্রীতির উদয় অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে মায়ার সংকীর্ত্তনকে 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বলিয়া জগতে জুয়াচুরি চলিয়াছে। এই জুয়াচুরি হইতে কোমলশ্রদ্ধ লোকদিগকে উদ্ধার করা একান্ত দরকার।

ভগবান্ ত্রিশক্তিধৃক্; বেদ বলেন,—"ত্রেধা নিদধে পদম্"। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থ শক্তিত্রয় তিনটী পদ। আমরা ভগবানের এই তিনটী শক্তি ভুলিয়া ভগবানের বিক্রম বুঝিতে পারিতেছি না। 'কৃষ্ণ'কে আমাদের ইন্দ্রিয়-

জ্ঞানিগণ মনে করিয়া নামাপরাধ করিতেছি, তাহাতে আমাদের কোনও মঙ্গল হইতে পারে না। কৃষ্ণ-নামে কৃষ্ণের তোষণ হয়, অমুক বড়লোক, অমুক অর্থদাতা, অমুক দেবতা সন্তুষ্ট হইবে—এরূপ নহে। কৃষ্ণবস্তুকে জড় ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত করিবার চেষ্টা মায়াবদ্ধ জীবের নিকট মায়া বা ভোগের উপকরণ অগ্রসর করিয়া দেওয়া মাত্র।

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তির মত—

'ভগবানের হাত পা, চক্ষু, নাক, মুখ, শরীর সব কাটিয়া দেও (!) ভগবানের সমস্ত ভোগ করিয়া লও (!), যত ভোগের যন্ত্র উপাদান মানুষ, পশু, পিশাচাদির জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু ভোগ' ও 'ত্যাগ' বিষ্ঠার তাজা ও শুকনা অবস্থাদ্বয়—উভয়ই পরিত্যাগের বস্তু।

'কৃষ্ণ' একজন ইতিহাসের মানুষ, 'কৃষ্ণ' একজন আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু—এইরূপ বুঝিতে কৃষ্ণভজন হয় না, মায়ার ভজন হইয়া থাকে। 'অহং মম বুদ্ধি' লইয়া কোটী কোটী বৎসর পিত্ত বৃদ্ধি করিলেও শ্রীনামের কৃপা লাভ হইবে না বা প্রেমফল লাভ করা যাইবে না।

কোটী জন্মে করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥
"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

সাধুজনসঙ্গ

মানব-জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

এই সুবিস্তীর্ণ জগতীতলে আমরা অসংখ্য মানব-নিচয় দেখিতে পাই। স্থূলভাবে সে সমস্ত মানব-মণ্ডলীকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। **প্রথম শ্রেণীর** মানবগণ ঈশ্বরবিমুখ। তাহারা মায়ামুগ্ধ হইয়া 'আমি'-'আমার' ইত্যাকার অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থপর হইয়া বিধি-বিহীন বা যথেচ্ছাচারী, কেহ নৈতিক, কেহ কর্ম্মী এবং কেহ বা জ্ঞানাভিমানী। **দ্বিতীয় শ্রেণীর** মানবগণ ঈশ্বর-উন্মুখ। তাঁহারা এই জগতে বর্ত্তমান থাকিয়াও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন উপায়াবলম্বনহেতু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কর্ম্মযোগী—নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্ম আচরণ করেন, কেহ জ্ঞানী—বৈরাগ্য সহকারে ঈশধ্যান প্রভৃতি ক্রিয়া করেন, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী—আসন-প্রাণায়াম সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগ-সাধন করেন, আর কেহ বা ভক্ত—সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনুকূল-ভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবমধ্যে ভক্তই শ্রেষ্ঠ

ইঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে কাঁহার যোগ্যতা অধিক তাহা বিচার করিতে হইলে সর্ব্বোপনিষৎ-সার শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রপর সরল-বিশ্বাসী সহজেই ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্র-বাক্যে সন্দিগ্ধ তর্কপর-ব্যক্তিগণ বহুতর সৃষ্টি করিয়াও এবিষয়ে মীমাংসা করিতে পারেন না। তর্কমন সব সময়েই তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র দূষিত রাখে। কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতির যোগ্যতা বিচার-স্থলে ভগবান্ কহিয়াছেন ; যথা, গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্-যোগী ভবার্জ্জুন ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৬-৪৭ ॥

তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান যোগাবলম্বী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মযোগী অপেক্ষাও যোগী অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ-পরায়ণ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ; অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। কিন্তু যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে অনন্যচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করেন, তাঁহারা সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ শ্রদ্ধাবান্ সাধকই ভক্ত-যোগী এবং "ভক্ত্যাঽমেকয়া গ্রাহ্যঃ", একমাত্র ভক্তি-দ্বারা সাধক আমাকে জানিতে পারে।

প্রকৃত সাধুসঙ্গের অভাবে কর্ম্মজ্ঞানাদির সৃষ্টি

এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া মানবগণ দেশভেদে সংস্কার, শিক্ষা ও সঙ্গক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিয়াছেন। সেইজন্য কর্ম্মপ্রিয়, কেহ জ্ঞানী, আর কেহ বা ভক্ত। ঈশ্বর স্বরূপতঃ কি বস্তু, জীবের স্বরূপ কি, মায়া-নির্ম্মিত এই জগতই বা কি এবং ইঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি, জীবের উদ্দেশ্য কি এবং কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-

তত্ত্বের বিশুদ্ধ বিচার এবং প্রকৃত সাধু-সঙ্গের অভাবও এই ভিন্ন ভাবের অন্য মুখ্যতম হেতু। বস্তুতঃ পরমেশ্বর এক বস্তু এবং জীবও স্বরূপতঃ এক বস্তু, তবে যে মানববৃন্দের মধ্যে এইরূপ রুচি-বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, তাহা সংস্কার, শিক্ষা ও সঙ্গ-জনিত-ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। সর্ব্বোপাধিমুক্ত, ভগবৎ-তত্ত্বাভিজ্ঞ সাধুর সঙ্গ ও উপদেশক্রমেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং তদ্রূপ সাধুর কৃপাবলেই সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। সাধু-সঙ্গ ও সাধু-কৃপা ব্যতীত বিশুদ্ধতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার অন্য উপায় নাই।

সাধুসঙ্গই সংসারোত্তরণের একমাত্র উপায়

কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে যত্নবান্ হইয়াও কোন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক অথবা অন্যায় আত্ম-নির্ভরবশতঃই হউক, সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না এবং সাধু-সঙ্গ লাভ করিবার চেষ্টাও করেন না। ইহা তাঁহাদের মায়া-মুগ্ধতার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা সংসার-সাগরে ভাসমান মানবের পক্ষে সাধু-সঙ্গই একমাত্র উপায়; তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,—

"ক্ষণমপি সজ্জন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥"

ভক্ত-সঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয়

কিন্তু দুঃখের বিষয় এবম্ভূত সাধুসঙ্গে তাঁহাদের রতি জন্মে না। যদি বা কেহ সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা মুখে স্বীকার করেন, অন্তর তাহা চায় না। ইহা দুর্ভাগ্যের পরিচয়। শাস্ত্রে আছে—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

ভক্তসঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয়। পূর্ব্ব-সঞ্চিত বহু সুকৃতি ফলেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়। যদিও সুকৃতির অভাব বশতঃ কাহারও ভাগ্যে সাধুসঙ্গ ঘটিতেছে না, ব্যাকুল হইয়া যত্ন ও চেষ্টা করিলে সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয় না। এ-জগতে স্থানে স্থানে সাধু বর্ত্তমান আছেন, চেষ্টা করিলেই তাঁহাদের দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চেষ্টা না করিয়াই ঘরে বসিয়া সাধুসঙ্গ হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিলে কি হইবে?

সংসার-প্রবিষ্ট জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই সুখলাভের উপায়

মানবগণ এই মায়িক সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পান্থহারা পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। কোন্ পথে গেলে সুখ হইবে, কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে--এবম্বিধ চিন্তায় আকুল হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভ হইলে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে, গন্তব্য পথ সম্মুখে দেখা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে,—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব-সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥
(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

[হে অচ্যুত, এইরূপে সংসরণশীল ব্যক্তির যৎকালে বন্ধনদশার শেষ হয়, তখনই সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে এবং যখন সৎসমাগম হয়, তখনই সাধুজনের পরম গতিস্বরূপ নিখিল কার্য্যকারণ নিয়ন্তা আপনার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহা হইতে মুক্তি লাভ হয়।]

মায়াভিনিবেশবশতঃ জীবের ভগবদ্বৈমুখ্য এত প্রবল হইয়াছে যে, বিষয়ী মানব এক মুহূর্ত্তও বিষয়-চিন্তা, বিষয়-সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। বিস্তর চেষ্টা করিয়াও মায়ার নিকট পরাজিত হইতে হয়। কিন্তু সাধুগণ যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাহা শ্রবণে অচিরেই মায়াবন্ধন খুলিয়া যায়। যথা, শ্রীভাগবতে,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎ-কর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

[সাধুদিগের প্রকৃত সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল শুদ্ধ হৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি, অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।]

ক্রমশঃ)

—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিলোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৪৭)

দামবন্ধন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ নরলীলায় আবিষ্ট থাকিলেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য হইতে যাবৎকাল শ্রীকৃষ্ণের বন্ধনেচ্ছা না হইয়াছিল, তাবৎকাল বহু রজ্জু গ্রথিত হইলেও তাঁহার উদরদেশে সে-সকলই দুই অঙ্গুলি কম হইয়াছিল। পরে—

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিশ্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥ (ভাঃ ১০।৯।১৮)

শ্রীকৃষ্ণকে অপরাধী মনে করিয়া যশোদাদেবী যখন বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন রজ্জু দুই অঙ্গুলি কম হইল। পরে আরও রজ্জু যোগ করিলেও দুই অঙ্গুলি কম হয়। এইরূপে যত রজ্জু যোগ করিয়াছিলেন, সকলই দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইতেছিল, কিন্তু যখন ব্রজেশ্বরী বাঁধিবার চেষ্টা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন কৃষ্ণ মায়ের পরিশ্রম দর্শনে স্বেচ্ছায় বন্ধন অঙ্গীকার করিলেন।

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি-প্রভাবে কালীয় হ্রদের জলপানে মূর্চ্ছিত সখাগণের বিষময় মোহ হইতে উদ্ধার এবং ব্রজরক্ষণাবেশেই দাবাগ্নিপানেচ্ছা হইলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। যমুনার হ্রদে কালীয় বাস করিত। তাহার বিষের প্রভাবে যমুনার জল দূষিত হওয়ায় তাহা পান করিবামাত্র প্রাণিগণ অচেতন হইয়া পড়িত। শ্রীভগবানের সহচরগণ ও গোবৎসাদি সকলেই উক্ত জলপানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাদৃষ্টিদ্বারা সকলকেই সুস্থ করিয়াছিলেন। আর কালীয়কে যমুনা হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত করায় যমুনার জল নির্ব্বিষ হইয়াছিল। তাহা এই শ্লোকে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্ব্বিষাভবৎ।
অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ ক্রীড়মানুষরূপিণঃ॥ (ভাঃ ১০।১৬।৬৭)

এখানে ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ অর্থে ক্রীড়া—লীলাদ্বারা মনুষ্যবালকরূপে স্থিত হইলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত ছিল। লীলানুরোধে মনুষ্যবৎ চেষ্টা করিলেও লীলাশক্তি সর্ব্বপ্রকার সমাধান করিয়া থাকেন।

রাসলীলা প্রসঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী নরলীলাতে লীলাশক্তিদ্বারা অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছিল।

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রমে ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ (ভাঃ ১০।৩৩।১৯)

শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইলেও ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। আত্মারামের অন্যের সহিত রমণ অসম্ভব হইলেও ব্রজদেবীগণের প্রেম-প্রভাবে তাহা সম্ভব হইয়াছিল। যত সংখ্যক রমণী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ততসংখ্যক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা লীলাশক্তি প্রভাবেই সম্পাদিত হইয়াছিল।

এই মাধুর্য্যময়ী লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের বিহারাধিক্য থাকায় ব্রহ্মা-শিবাদিরও পরম মধুর বলিয়া প্রতীত হয়।

সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্র-শর্ব্ব-পরমেষ্ঠি-পুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥
(ভাঃ ১০।৩৫।১৫)

নানাবিধ ক্রীড়ানিপুণ শ্রীকৃষ্ণ যখন অধরবিম্বে বংশী সংযোগ করিয়া বিবিধ স্বরালাপ করিতে থাকেন, তখন ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ সেই স্বরালাপ শ্রবণ করিয়া গান-তালাদির সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের তাল-স্বরাদির তত্ত্ববোধে অসমর্থ হইয়া অজ্ঞান হেতু ও বেণুমাধুর্য্য শ্রবণে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগদীশ্বরগণের মোহ জন্মিলে জগদীশিতব্য জনসাধারণের মোহ হওয়ার বিচিত্রতা কি অর্থাৎ সাধারণ জগজ্জীবের মোহ অবশ্যম্ভাবী।

লীলামানুষরূপী শ্রীকৃষ্ণের লোকমর্য্যাদাময়ী ধর্ম্মানুষ্ঠান-লীলা ধর্ম্মবীরাদি ভক্তগণের নিকট মধুর বোধ হইলেও একান্ত ভক্তের নিকট তাহা মধুর বোধ হয় না। যথা, শ্রীভগবানের উক্তি—

ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা।
তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ ॥
(ভাঃ ১০।৮৯।৪০)

হে ব্রহ্মন্, আমি ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও অনুমোদিতা, লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য আমি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। হে পুত্র, তুমি খেদ করিও না। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গার্হস্থ্যলীলা করিবার উদ্দেশ্যে আশ্রমোচিত সমস্ত ধর্ম্ম পালন করিতেন। সমাগত ব্রাহ্মণ এমন কি ভক্ত নারদেরও পরিচর্য্যা করিতেছেন দেখিয়া নারদ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের উক্ত প্রকারের উক্তি।

সুতরাং একান্তি ভক্ত নারদের ঈদৃশী লীলাতে রুচি নাই ইহাই বুঝাইতেছে। ধর্ম্মবীরাদি ভক্তগণের আস্বাদনীয়রূপে যেরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ জ্ঞানি ভক্তদের উপদেয়রূপে প্রকাশমান গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ঔদাসীন্য লীলাও উদ্ধবের উক্তিতে জানা যায়,—

তৈরেবং রমমাণস্য সংবৎসরগণান্ বহূন্।
গৃহমেধেষু যোগেষু বিরাগঃ সমজায়ত ॥ (ভাঃ ৩।৩।২২)

শ্রীকৃষ্ণ বহু বৎসর যাবৎ গার্হস্থ্য সুখভোগ করিবার পর গার্হস্থ্য ধর্ম্মে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল।

উদ্দীপন সমূহের মধ্যে শ্রীভগবানের দ্রব্য—অস্ত্র, বাদিত্র, স্থান, চিহ্ন, পরিবার, ভক্ত, নির্ম্মালা, তুলসী প্রভৃতি। বস্ত্রালঙ্কারাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত, তাহা প্রকৃত নহে। ইহা ভগবৎ-সন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে। ভূষণের ভূষণ অঙ্গ—এই ন্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-সৌরভ্যাদি দ্বারা ভূষিত হইয়াই বস্ত্রালঙ্কারাদি তাঁহাকে ভূষিত করে। স্বরূপ শক্তির বিলাসভূত বস্ত্রালঙ্কার পুষ্পাদিসকল প্রাপ্ত হইয়াই সৌন্দর্য্য-সৌরভ্যাদি গুণসকল তাঁহাকে বিশেষরূপে প্রকাশ করে। অতএব "পীতবসনধারী, বনমালায় বিভূষিত, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ শ্রীকৃষ্ণ" ইত্যাদি দ্বারা শ্রীভাগবতের ১০।৩২।২ শ্লোকে যে অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার ও পীতবস্ত্র বনমালাদির বিশেষ শোভাকরত্ব জানা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মথুরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন একটা রজক কতকগুলি উত্তম বস্ত্র লইয়া যাইতেছে। তাঁহারা তাহার নিকট সেগুলি চাহিতে সে কুপিত হইয়া বলিয়াছিল,—তোমরা সর্ব্বদা বনে ও পর্ব্বতে ভ্রমণ কর এইরূপ বস্ত্র কি কখনও পরিধান করিয়াছ? (ভাঃ ১০।৪১।৩৫ শ্লোক)। রজকের এই উক্তি হইতে আপাততঃ মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণবলরামের পরিধানে যে-বস্ত্র ছিল, তাহা রজকের নিকট রক্ষিত বস্ত্রসকল অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল; কিন্তু তাহা রজকের অসুর-প্রকৃতির দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট প্রতীত হইতেছিল। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় দেখা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম তখন সুবর্ণ ও অঞ্জন-চূর্ণদ্বারা ভূষিত বস্ত্রে শোভা পাইতেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৩।২২) "শ্যামং হিরণ্য পরিধিং" প্রভৃতি শ্লোকে তদ্রূপ উত্তমত্ব বর্ণিত হইয়াছে। রজকের নিকট বস্ত্র যাঞ্চা নিজের উৎকৃষ্ট বসনের অভাবের জন্য নহে, তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। সে সকল বস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত ছিল। নরকাসুর

যেমন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির প্রাদুর্ভাবরূপ ষোল হাজার কন্যা আহরণ করিয়াছিল কংসও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির অভিব্যক্তিরূপ বস্ত্রসকল আহরণ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল বস্ত্রই রজক হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় যষ্টি, বেণু, দ্বারকালীলায় চক্র, শঙ্খ প্রভৃতি, শ্রীবৃন্দাবন-মথুরাদির চিহ্ন,—পদচিহ্ন; পরিকর গোপাদি, নির্ম্মাল্য গোপী-চন্দন, এ সকল বিভিন্ন রসের উদ্দীপক। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি যেমন রসের উদ্দীপন করে তদ্রূপ ভক্তের নিজ যোগ্যতায়েও রসের উদ্দীপন বিভাব করাইয়া থাকে—যেমন শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কুব্জাত্ব দূর করিয়া দেওয়ায় কুব্জার, রূপ, গুণ সম্পন্ন হওয়ায় কামাতুরা হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের গুণাদির মত তাঁহার অঙ্গবিশেষও উদ্দীপন-বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ শ্রীর, সৌন্দর্য্যামৃতপূর্ণ মুখ নয়নের, বাহুসকল লোকপাল-গণের, পদাম্বুজ সারঙ্গগণের নিবাস অর্থাৎ শ্রী-অর্থে প্রেয়সীগণ। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ তাঁহাদের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের মুখ তাঁহাদের নয়নসকলের পানপাত্র। সমস্ত সৌন্দর্য্য নিহিত থাকায় প্রেয়সীগণের নয়ন তাঁহার সৌন্দর্য্যামৃত পান করেন। শ্রীকৃষ্ণের বাহু আশ্রিতগণের রক্ষক। সারঙ্গ শব্দে ভ্রমর ও ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের চরণকে কমল বলিয়া ভ্রমরের মত্ততা উদিত হয় এবং ভক্তগণও চরণ-মাধুর্য্যপানে বিহ্বল হন। এ সকলের মধ্যে বৃন্দাবনীয় উদ্দীপনসকলই উত্তম। যথা—

বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োর্নৃপ॥ (ভাঃ ১০।১১।৩৬)

বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন এবং যমুনাপুলিনাদি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের উত্তমা প্রীতি হইয়াছিল।

শ্রীব্রহ্মা "তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং" শ্লোকে এবং শ্রীউদ্ধব "আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাম্" শ্লোকে বৃন্দাবনের তৃণগুল্মলতাদিরও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়াছেন। অতএব শ্রীবৃন্দাবনের প্রকাশসকল এবং লীলাসমূহ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

ত্রৈলোক্য সম্মোহন-তন্ত্রে অষ্টদশাক্ষর মন্ত্র প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে—

সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ।
তেষাং মধ্যেঽবতারাণাং বালত্বমতিদুর্লভম্॥

হে মহাভাগগণ! শ্রীকৃষ্ণের সহস্র সহস্র অবতার আছেন, তন্মধ্যে বালত্ব অতি দুর্লভ। ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বালত্বের প্রসিদ্ধি।

হরিলীলা গ্রন্থের টীকায় উদাহৃত স্মৃতিবচনেও উক্ত হয়,—

গর্ভস্থসদৃশো জ্ঞেয় আষ্টমাদ্বৎসরাচ্ছিশুঃ।
বালশ্চাষোড়শাদ্বর্ষাৎ পৌগণ্ডশ্চেতি প্রোচ্যতে॥

অষ্ট বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শিশু, তাহাকে গর্ভস্থের মত জানিবে। আর ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বালা। তাহাকে পৌগণ্ডও বলা হয়। ভক্ষ্যাভক্ষ্য, বাচ্যাবাচ্য প্রভৃতি বিচারেই শিশুর মত জানিতে হইবে। যথা—

জাতমাত্র শিশুস্তাবৎ যাবদষ্টৌ সমা বয়ঃ।
স হি গর্ভসমোজ্ঞেয়ঃ ব্যক্তিমাত্র প্রদর্শকঃ॥
ভক্ষ্যাভক্ষে তথা পেয়ে বাচ্যাবাচ্যে তথামৃতে।
তস্মিন্ কালে ন দোষঃ স্যাৎ স যাবন্নোপনীয়তে॥ (মনু)

শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই প্রকার বিচার অবশ্য গ্রহণীয় নহে। এইরূপে শ্রীভগবানের মনোহর অবতার, বীর্য্যসকল ও বাল্যলীলাদি যাহা শ্রীমদ্-ভাগবত ও অন্য পুরাণে বর্ণিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করিয়া জীব শ্রীকৃষ্ণের উত্তমা ভক্তি লাভ করে। (শ্রীভাঃ ১১।৩১।২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

উপনিষৎ-সার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪০৫ পৃষ্ঠার পর)

(১০) ছান্দোগ্য উপনিষৎ

ছান্দোগ্য উপনিষৎ সামবেদের 'তলবকার ব্রাহ্মণের এক অংশ। ইহার দশটি অধ্যায় আছে। উহার মধ্যে প্রথম দুই অধ্যায়কে 'মন্ত্রা ব্রাহ্মণ' বলে এবং শেষ অষ্ট অধ্যায়ের বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সামবেদের ছন্দ-গায়ককে ছন্দোগ বলে এবং উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় ইহার 'ছান্দোগ্য' উপনিষৎ নামকরণ হইয়াছে। সমস্ত উপনিষদের মধ্যে এই উপনিষৎখানি বৃহৎ। ইহাতে আত্মতত্ত্বের অত্যন্ত ক্রমবদ্ধ এবং যুক্তিযুক্ত কথন সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই জগতে আসিয়া জীবাত্মা যে অবিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আপনার সত্যস্বরূপ ভুলিয়া যাইতেছে এবং এই প্রপঞ্চকে সত্য মনে করিতেছে, ইহার নিরাকরণ এই উপনিষদে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে আখ্যায়িকা ও প্রশ্নোত্তররূপে আত্মজ্ঞানের মহান্ তত্ত্ব এরূপভাবে লিখিত হইয়াছে যে, উহার দুরূহতা ও নীরসতা অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছে এবং সামান্য পাঠক মাত্রে ইহা মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইবে।

ইহার প্রথম অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপ বোধ করাইবার জন্য অদ্বৈত বিজ্ঞানের বর্ণন করা হইয়াছে। অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট মানব নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, এজন্য প্রথম অধ্যায়ে সাকারোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে উক্ত আছে যে, উপাসনা তিন প্রকার এবং উহার ফলও বিভিন্ন। যে ব্যক্তি সকামভাবে উপাসনা করে, সে ধূম-মার্গদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় এই জগতে ফিরিয়া আসে। নিস্কামভাবে উপাসনা-কারী অর্চ্চ-মার্গদ্বারা স্বীয় উপাস্যের লোক প্রাপ্ত হইয়া সেখানে বাস করিতে থাকে। এই দুই মার্গগামী ও আচরণ হীন মনুষ্য অধোগতি লাভ করে। এবং বিভিন্ন যোনী ভ্রমণের ক্লেশ সহ্য করে। ইহা হইতে পৃথক্ অল্প তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া এবং তদনুসারে আচরণ করিয়া 'জীবন্মুক্তি' লাভ করে। এমন কি ইচ্ছা করিলে শরীরকে পঞ্চতত্ত্বে লয় করিয়া আত্মরূপে স্থিতি প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাম (শ্রেষ্ঠ) ও অসাম (অশ্রেষ্ঠ) উপাসনা বর্ণনমুখে পাঁচ এবং সাত অবয়বের (অঙ্গের) পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে প্রত্যেক তত্ত্বে পাঁচ প্রকার উপাসনার কথা বলিয়া আধ্যাত্মিক বৃত্তিকে বৃদ্ধি করিবার প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কয়েক প্রকার সকাম যজ্ঞোপাসনার বর্ণনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সকামোপাসনার ফলস্বরূপ আদিত্যের স্বতন্ত্র-উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে। আদিত্যকে দেবতাদিগের নিকট 'মধু' বলিয়া তাহা দ্বারা আত্মজ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে। উপনিষদের এই মধু-বিদ্যা অতিশয় গূঢ় এবং আত্মতত্ত্বে ভরপুর।

চতুর্থ অধ্যায়ে বায়ু ও প্রাণের সাক্ষাদুপাসনামার্গ সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে। ইহার প্রারম্ভে বিখ্যাত পৌত্রায়ণ রাজা রৈক্বমুনির আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা উপলব্ধির বিষয় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে শ্রদ্ধালু,

বিনীত ও উদার হওয়া কর্ত্তব্য। তদনন্তর এই অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ সত্যকাম জাবালের আখ্যান কথিত হইয়াছে। যিনি আচার্য্যের সম্মুখে নিজের অবৈধ জন্মের কথা প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণের পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রাকৃতিক পদার্থদ্বারা স্বয়ং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে শরীরের বিভিন্ন অবয়বের আপন আপন শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরিশেষে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পরে পঞ্চাগ্নি-উপাসনাকারী গৃহস্থের পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাদ্বারা অন্য উচ্চ কোটী-উপাসনাকারী নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারীর তেজমার্গের স্থিতির বর্ণন করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে আচাররহিত, কেবল ভোগময় জীবন নির্ব্বাহকারীর বৈরাগ্য উৎপাদন করিবার জন্য কষ্টময় স্থিতির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতু ও তাহার পিতা উদ্দালকের আখ্যায়িকা দ্বারা এই শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে যে, সমস্ত জগতে এক আত্মাতত্ত্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং যিনি সর্ব্বত্র এক আত্মতত্ত্বই দেখে, প্রাণীমাত্রে একতা অনুভব করে, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

সপ্তম অধ্যায়ে সনৎকুমার-নারদ-সংবাদে নাম, বাণী, মন, সংকল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, জল, তেজ, আকাশ, স্মরণ, শব্দ ও প্রাণের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়া অন্তে 'ভূমা'র (ব্রহ্মতত্ত্ব) জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। যখন মনুষ্য স্বীয় আত্মার অতিরিক্ত কিছুই দেখে না, শোনে বা বা জানে না উঁহাই 'ভূমা' (অতিশয় অথবা পূর্ণ) বলিয়া প্রসিদ্ধ। যখন মনুষ্য অন্যকে দেখে, শুনে এবং জানে, তখন তাহাকে 'অল্প' বলা যায়। 'ভূমা' অমৃত (অবিনাশী) এবং 'অল্প' মর্ত্ত্য (বিনাশী) কথিত হয়। এই নিমিত্ত ভূমার উপাসনা করা এবং উহাতে স্থিতি-প্রাপ্তিই ব্রহ্মলোকের নিশ্চয়-মার্গ।

অষ্টম অধ্যায়ে মানব-শরীরের মধ্যস্থিত হৃদয়-কমলে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। যেহেতু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের অনুভব করিতে সমর্থ হন, পরন্তু মন্দবুদ্ধি উহা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হয়। ব্রহ্মকে জানিবার ও উপাসনা করিবার যথাযোগ্য বিধি বুঝবার জন্য সগুণ-উপাসনার কথা বলিয়াছেন। সগুণোপাসনাই লাভযোগ্য। জন্মান্তরের অভ্যাস দ্বারা যে ব্যক্তি ব্রহ্মবেত্তার স্থিতি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তিনিই স্বভাবতঃ সাংসারিক ধন, স্ত্রী প্রভৃতি হইতে আসক্তিচ্যুত হন; পরন্তু অন্য লোকের পক্ষে বিষয়তৃষ্ণা

ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। সেজন্য তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রমদ্বারা আত্মোন্নতি করা সুলভ। এই প্রকার আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে যিনি গন্তা, গমন, গন্তব্য-ভেদ বিস্মৃত এবং দেহের অহঙ্কারশূন্য হন, তিনি অগ্নির ইন্ধন সদৃশ স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। যে ব্যক্তি গন্তা, গমন ও গন্তব্যের মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তিনি স্বীয় হৃদয়স্থিত ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া সুষুম্না-দ্বারা উচ্চগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। এই প্রকাশ লোকের জন্য সাধন ও উপাসনার বিধান এই অষ্টম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে ইন্দ্র ও বিরচনের শিক্ষাপ্রদ উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকায় ভৌতিক-বাদী ও আত্মবাদীর মধ্যে ভেদ প্রদর্শন করিয়া আত্মার শ্রেষ্ঠতা ও অমরতা সিদ্ধ করিয়াছেন।

সংক্ষেপতঃ এই ছান্দোগ্যোপনিষৎ আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যার এক মহা-নিধিস্বরূপ। ইহা দ্বারা ভববন্ধন ছিন্ন করিতে এবং অমৃতত্বপ্রাপ্তির মার্গ অবগত হইতে পারা যায়। ইহাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ। আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়া সাধারণ মনুষ্যশ্রেণী হইতে উন্নীত হইয়া দেবকোটি মধ্যে পরিগণিত হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনপূজা ও তাৎপর্য্য

দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় স্বয়ং প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীবলদেব প্রভুর সহিত ব্রজলীলা করিতে করিতে একদিন দেখিলেন যে, ব্রজবাসী শ্রীনন্দ-প্রমুখ গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন। তখন নিখিল ভূতান্তর্য্যামী লীলাময় শ্রীভগবান্ এই যজ্ঞ কাহার উদ্দেশ্যে ও কি কারণে অনুষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনন্দমহারাজ বলিলেন, "এই যজ্ঞ দেবরাজ ইন্দ্রের প্রীতিবিধানের জন্য। কারণ ইন্দ্র আমাদের জল প্রদান করিয়া থাকেন তৎফলে তৃণ ও শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। আমাদের গোধনই প্রধান। সেই জন্য উক্ত বারিবর্ষণফলে তৃণ জন্মাইলে গাভীগণ খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং আমরাও শস্যাদি লাভ ও তৃষ্ণায় জলপান করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারি। ইহা শ্রবণান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "জলদানের প্রকৃত কর্ত্তা ইন্দ্র নহে বা সে জীবের সুখ-দুঃখের কারণ হইতে

পারে না। বস্তুতঃ ভগবানই আব্রহ্মস্তম্ব সকল জীবেরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা। জীব স্ব-স্ব কর্ম্মফলে শ্রীভগবদিচ্ছায় সুখ-দুঃখ লাভ করে।" শ্রীভগবান শ্রীনন্দমহারাজকে আরও বলিলেন, "ইন্দ্র তদীয় মূর্ত্তি মেঘরাশির দ্বারা আমাদের জলপ্রদান করেন সে কথা ঠিক নহে। মেঘরাশি রজগুণে চালিত হইয়া স্বভাবতই সর্ব্বত্র বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। প্রজারক্ষা-বিষয়ে ইন্দ্রের কোন কার্য্য নাই। সুতরাং, হে পিত! ইন্দ্রযজ্ঞ না করিয়া এই ব্রজে অবস্থিত শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের প্রীতিকামনায় যজ্ঞ করুন। কারণ শ্রীগিরি-রাজ গোবর্দ্ধনেতে গোসমূহের প্রয়োজনীয় তৃণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া শ্রীগিরিরাজজীউ তৃষ্ণার প্রচুর জল তাঁর নির্ঝরসমূহ হইতে দান করিয়া থাকেন।" শ্রীনন্দমহারাজ পূর্ব্বেই গর্গাচার্য্যের নিকট হইতে জানিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রভাবে নারায়ণতুল্য। সেই জন্য নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য সম্যকরূপে গ্রহণ করতঃ ইন্দ্রযজ্ঞ ত্যাগ করিলেন এবং উক্ত যজ্ঞের জন্য আয়োজিত উপকরণদ্বারা শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা তথা সাদরে গো-সকলকে তৃণ প্রদানপূর্ব্বক গোধন অগ্রবর্ত্তী করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ এবং প্রচুর পরিমাণে ভোগ্য-সামগ্রী দিয়া অন্নকূট-মহোৎসব করিলেন। তৎকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোকশিক্ষার নিমিত্ত শ্রীগিরিরাজ যে তদভিন্ন তাহা অবগত করাইবার জন্য উক্ত পর্ব্বতের উপরে বিরাট রূপ ধারণ করতঃ "আমিই পর্ব্বত" এই বলিয়া শত সহস্র হস্ত ধারণপূর্ব্বক ব্রজবাসীগণের প্রদত্ত পূজোপহার প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নন্দপ্রমুখ গোপগণকে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন দেখুন পিতঃ শ্রীগিরিরাজজীউ স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন এবং দর্শন দিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।" শ্রীগিরিরাজজীউর অনন্ত-মহিমা জগতে জানাইবার জন্য তাঁহাকে প্রণাম করিলেন অর্থাৎ নিজেই নিজেকে প্রণাম করিলেন।

ব্রজবাসী সমস্ত গোপগণ ইন্দ্রের পূজা না করিয়া যখন শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করিলেন তখন ঐশ্বর্য্যাভিমানী ইন্দ্র ধনমদে গর্ব্বিত হইয়া নিজেকে জীবের সুখ-দুঃখ প্রদানের কর্ত্তা মনে করিয়া প্রবল বেগে বারি-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রজভূমি প্লাবিত হয় হয় সেই সময় ব্রজবাসীগণ সম্মুখ বিপদবার্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলে পর তিনি ইন্দ্রগর্ব খর্ব্ব করিবার জন্য বামহস্তে কণিষ্ঠাঙ্গুলীর উপর বিরাট শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন উত্তোলন

করিলেন এবং গাভিগণসহ গোপগণকে তৎনিম্নে আসিয়া আশ্রয় লইতে বলিলেন। তখন ব্রজবাসীগণ ও ধেনুসকল শ্রীগিরিরাজের আশ্রয়ে আসিয়া রক্ষিত হইলেন। অহংগ্রহোপাসক কর্তৃত্বাভিমানী ইন্দ্র সাতদিন সাতরাত্র প্রবল বেগে বারিবর্ষণ করিয়াও যখন শ্রীব্রজমণ্ডলের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করিতে সমর্থ হইলেন না তখন তিনি নিজে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং বুঝিলেন সর্ব্বারাধ্য মনুষ্য-লীলাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আমার দর্প চূর্ণ করিয়া তদীয় প্রিয় ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করিলেন; নিজের এইরূপ কার্য্যে শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধ হইয়াছে তাহাও উপলব্ধি করিলেন। সেইজন্য অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া সুরভীর কৃপায় যাহাতে তাহার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষালন হয় সেইজন্য সুরভীকে সঙ্গে লইয়া নির্জ্জনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত স্বর্ণময় মুকুটদ্বারা তদীয় পদযুগলে প্রণত হইলেন। ইন্দ্র অচিন্ত্যশক্তিমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমিত প্রভাব পূর্ব্বে লোকপিতা ব্রহ্মার নিকট শুনিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ সময়ে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া "আমি ত্রিলোকের অধিপতি"—এইরূপ গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধজনিত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বিবিধভাবে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের দ্বারা কয়েকটি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান দান করিয়াছেন। প্রথমতঃ, ধনদুর্পঘ্ন ও ঈশ্বরাভিমানী ইন্দ্রের গর্ব্ব নাশ করিয়া নিজের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণভক্তের কৃপার প্রয়োজনীয়তা। তৃতীয়তঃ ব্রজবাসী ভক্তগণের তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি তথা তাঁহারও প্রীতি ব্রজবাসীগণের প্রতি, এই বাক্যের স্বার্থক রূপদান করিয়াছেন। এখানে উক্ত তত্ত্বগুলি যথাক্রমে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইতেছে।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, দেবরাজ ইন্দ্র তুচ্ছ অনিত্য মায়িক ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত দেবলোকের অধিপতি হইয়া নিজেকে ঈশ্বর মনে করিয়াছিলেন। তিনি ধনগর্ব্বে অত্যন্ত অহঙ্কৃত হইয়াছিলেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে,—অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা-কর্ত্তাহমিতি মন্যতে (৩।২৭) অর্থাৎ জীবের কোন কারণে অহঙ্কার উপস্থিত হইলে বিবেকহীন হইয়া নিজেকে সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহা অনুচিত। অহঙ্কারের মূলে পতনই হইয়া

থাকে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা। দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভগবানের কৃপাতেই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া ভগবত্তত্ত্ব বিস্মিত হন। শাস্ত্রে দেখা যায়, সকল দেবতা শ্রীভগবানের অধীন এবং তাঁহার আদেশ মস্তকে লইয়া জগন্মঙ্গলকর কার্য্য করিতেছেন। শ্রীদুর্ব্বাসার প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি (শ্রীমদ্ভাগবতে ৯।৪।৫৩-৫৪) যথা—

স্থানং মদীয়ং সহবিশ্বমেতৎ ক্রীড়াবসানে দ্বিপরার্ধসঙ্জ্ঞে।
ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ হিসংদিধক্ষোঃ কালাত্মনো যস্য তিরোভবিষ্যৎ॥
অহংভবো দক্ষভৃগু প্রধানাঃ প্রজেশভূতেশ সুরেশ মুখ্যাঃ।
সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না মূর্দ্ধার্পিতং লোকহিতংবহামঃ॥

অর্থাৎ "শ্রীব্রহ্মা বলিলেন— দ্বিপরার্ধকালে ক্রীড়াবসানে যে কালরূপী শ্রীহরির ভ্রূভঙ্গীমানে এই বিশ্বের সহিত মদীয় লোক তিরোহিত হইবে আমি, শিব, দক্ষ, ভৃগুপ্রমুখ ঋষিবৃন্দ, প্রজাপতি, ভূতনাথ ও সুরশ্রেষ্ঠগণ আমরা সকলেই তাঁহারই অধীন হইয়া লোকহিতকর আদেশ অবনত মস্তকে বহন করিতেছি। সেই শ্রীহরির ভক্তদ্রোহী আপনাকে রক্ষা করিতে আমি সমর্থ নহি।"

সেই জন্য পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সেই তৈছে করে নৃত্য॥

দেবতাগণ শ্রীভগবানের এক একটি বিভূতিস্বরূপ। তাঁহারা জগন্মঙ্গলকর কার্য্য করিবার জন্য শ্রীভগবৎকৃপায় কিছু কিছু ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তজ্জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তো দূরে থাক তাঁহার দাস্য ভুলিয়া নিজেকে সকলের পূজার্হ ও সকল যজ্ঞের ভোক্তা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, অহংহি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। (৯।২৪) অর্থাৎ "আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু" তথা সপ্তম অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে বলিতেছেন— 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।' আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আর কিছুই নাই। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৫ পৃষ্ঠার পর)

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! আপনি দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল আমাদিগকে এইরূপ সম্যক শাসন করুন। আজ আমরা আপনার মুখে অপূর্ব্ব ভাগবতমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। হে সূত! সম্প্রতি আমরা সেই ভাগবতের স্বরূপ, প্রমাণ, বিধি এবং সেই ভাগবতবক্তার লক্ষণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক; অতএব তৎসমস্ত বর্ণন করুন।

সূত উত্তর করিলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগবানের সর্ব্বদাই এক সচ্চিদানন্দ লক্ষণস্বরূপ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, যাঁহাদের মন তাঁহাতে আসক্ত, তাদৃশ ব্যক্তিগণ হইতেই ভগবানের মাধুর্য্যের বিকাশ হয়। আর তাঁহাদের মুখ হইতে কৃষ্ণ-মাহাত্ম্যান্বিত যে-বাক্য নির্গত হয়, তাহাই ভাগবতী কথা বলিয়া বিদিত। যে-বাক্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি ও তঙ্গী—এই চতুষ্টয়াত্মক এবং মায়াবিমর্দ্দনে দক্ষ, তাহাই ভাগবত-বাক্য বলিয়া জানিবেন। হে ঋষিগণ! সেই অনন্ত অক্ষরাত্মা কৃষ্ণের প্রমাণ কোন্ মানব জানিতে সমর্থ হয়? হরি ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকদ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। হে বিপ্রগণ! যাঁহারা তাহার স্বীয় অভীষ্ট বহন করিতে সমর্থ, সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি তাঁহার আনন্ত্যে অবগাহন করিয়াও তাঁহার অন্তে গমন করিতে সমর্থ নহেন। পরিমিতজ্ঞানবৃত্তি মানবের হিতার্থ ব্যাস যে পরীক্ষিৎ-শুক-সংবাদাত্মক ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ অষ্টাদশসহস্রশ্লোকপূর্ণ এবং তাহাই ভাগবত নামে অভিহিত। যাহারা কলিরূপ কুম্ভীর কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াছে, এই ভাগবতই তাহাদের পরম আশ্রয়।

অনন্তর বিষ্ণুপরায়ণ শ্রোতা নিরূপিত হইতেছে। শ্রোতা শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট-ভেদে দ্বিবিধ; তন্মধ্যে চাতক, শুক ও মীনাদিজাতীয় শ্রোতা শ্রেষ্ঠ এবং বৃক, ভুরুণ্ড, বৃষ ও উষ্ট্রাদি জাতীয় শ্রোতা নিকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। চাতক যেরূপ অখিল জল পরিত্যাগ করিয়া জলদজলের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ যাহারা নিখিল বিষয়বাসনা উপেক্ষা করিয়া বিষয়বাসনা উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ভাগবতশাস্ত্রশ্রবণে ব্রতী—তাঁহারাই চাতক বলিয়া কথিত হন; হংস যেমন একত্র মিলিত জল ও দুগ্ধ হইতে সারাংশ অমল দুগ্ধ পান করে, তদ্রূপ যাঁহারা বিবিধ কথা শ্রুত হইয়াও তন্মধ্যে হইতে সার মাত্র গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে হংসজাতীয় শ্রোতা বলা হয়; শুক পক্ষীর ন্যায় যাঁহারা সুষ্ঠু ও মিতভাষী, যাঁহাকে দেখিলে পাঠক ও শ্রোতৃগণ সুখী হন, সুপঠিত বিষয়-

সকল যাঁহারা অবিকল শিক্ষা প্রদান করেন এবং পার্শ্বস্থিত শ্রোতৃগণকে যাঁহারা সৎশিক্ষা প্রদান করেন—তাঁহারাই শুকজাতীয় শ্রোতা বলিয়া বিদিত। ক্ষীরনিধির মীন যেমন স্নিগ্ধ, কদাচিৎ শব্দ (আস্ফালন) করে না, অনিমেষলোচনে আস্বাদ করিয়া করিয়া রস গ্রহণ করে তদ্রূপ ভাগবত শ্রবণকালে যাহারা কদাচিৎ কথা কহে না, অনিমেষনয়নে যাঁহারা হরিকথার রসাস্বাদন করে এবং স্নিগ্ধ, তাঁহারাই মীনজাতীয় শ্রোতা জানিবেন। বেণু-স্বনের রসাসক্ত মৃগগণকে অরণ্যে বৃক যেরূপ পীড়িত করে, তদ্রূপ যে অজ্ঞ শ্রোতা রোদনদ্বারা রসিক শ্রোতৃগণকে ব্যথিত করে, তাহাকে বৃকজাতীয় শ্রোতা কহে; যাহারা হিমালয়শৃঙ্গবাসী ভুরণ্ড-নামক বিহগগণের ন্যায় অন্যকে শিক্ষা প্রদান করে, কিন্তু নিজে কোনই সাধু আচরণ করে না, তাহাকে ভুরণ্ডজাতীয় শ্রোতা জানিবেন। বৃষের নিকট যেমন স্বাদু দ্রাক্ষা ও সর্ষপকল্কের পার্থক্য নাই, তদ্রূপ যে অন্ধবুদ্ধি শ্রোতা—কি সার, কি অসার, শ্রুতবিষয় সমস্তই পরিগ্রহ করে, অর্থাৎ ভালমন্দ বিচার করে না, তাহাকে বৃষজাতীয় শ্রোতা বলিয়া বিদিত হউন। উষ্ট্র যেরূপ আম্র পরিত্যাগ করিয়া নিম্ব ভক্ষণ করে, তদ্রূপ যে শ্রোতা মধুর পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত বস্তুতে রতি প্রদর্শন করে, তাহাকে উষ্ট্রজাতীয় শ্রোতা কহে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মৃগ-খরাদিজাতীয় শ্রোতৃভেদে বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহাদের লক্ষণ কীর্ত্তিত হইল না, তাহাদিগের প্রকৃতিগত আচার-নিচয় অবলোকন করিয়া লক্ষণ স্থির করিতে হইবে। যে শ্রোতা শ্রবণ-সময়ে কৃতাঞ্জলি ও নম্র হইয়া সম্মুখে অবস্থান, বিধিবৎ প্রণাম, অন্যকথাপরিত্যাগ, হরির লীলাচিন্তন ও অভীষ্ট বিষয়ে নৈপুণ্যপ্রদর্শন করে এবং যিনি শিষ্ট, বিশ্বাসবান, চিন্তাপরায়ণ, প্রশ্নে অনুরক্ত, নিত্যস্মৃতি, কৃষ্ণজনপ্রিয়,—শাস্ত্রবক্তৃগণ তাহাকে উত্তম শ্রোতা বলিয়া অভিহিত করেন। যিনি ভগবানে রত, অনপেক্ষ এবং দীনজনের সুহৃৎ ও অনুকম্পাকারী,—বহুজ্ঞানপ্রদানচতুর বক্তা, মুনিগণ তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

হে বিপ্রগণ! অনন্তর ভারতভূমের ভাগবতসেবার বিধান শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণ করিলে সুখ ও সন্ততি লাভ হয়। ভাগবতসেবা সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও নির্গুণ— এই চতুর্ব্বিধ ভেদযুক্ত জানিবেন। যজ্ঞের ন্যায় যাহা শ্রম, হর্ষ ও ত্বরাসহকারে সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং যাহা বহু পূজায় শোভমান, তাদৃশ ভাগবত-সেবা রাজসিক; যাহা এক মাস বা এক পক্ষে স্বাদগ্রহণপূর্ব্বক

সেবিত হয়, যাহাতে কোন আয়াস হয় না, পরন্তু সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক-সেবা কহে, যে-সেবা আলস্যযুক্ত, শ্রদ্ধাবিহীন ও একবৎসরে নিষ্পন্ন হয়, যাহাতে স্মৃতি বিস্মৃতি উভয়ই আছে, এইরূপ সেবা তামস নামে অভিহিত এবং ইহা সৌখ্যদ; যে সেবার বর্ষ-মাসাদির নিয়ম নাই, সর্ব্বদা প্রেম ও ভক্তিদ্বারা সেবিত হয় তাহাকে নির্গুণ কহে।

রাজা পরীক্ষিত যে সপ্তাহ সেবা করিয়াছেন, তাহা নির্গুণ; কেন না তাঁহার আয়ু তখন সপ্তাহই অবশিষ্ট ছিল। ত্রিগুণই হউক, আর নির্গুণই হউক, অথবা যথেচ্ছাক্রমে সেবাই হউক, যে কোনরূপে ভাগবত-সেবা করিবে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণলীলার সেবা-স্বাদে একান্ত লোলুপ, তাঁহারা মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাবিহীন হইলেও ভাগবতই তাঁহাদের একমাত্র সম্পদ।

কলিকালে সংসার-সন্তাপে যাঁহাদের নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায় মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাঁহারা যত্নসহকারে ভাগবত-রূপ ভবৌষধি সেবা করুক। যাহারা বিষয়সমূহে রত হইয়া সংসারসুখে স্পৃহান্বিত হইয়াছে, কলিকালে কর্ম্মদ্বারা তাহাদের যে সিদ্ধি কথিত হয়, সে সিদ্ধি আয়ুর সামর্থ্য, ধন, বিজ্ঞান ও ভাবাদির অভাবে অত্যন্ত দুর্লভ; অতএব, তাহারাও ভাগবতী কথার সেবা করুক। এই ভাগবতী কথার শ্রবণে মানব ধন, পুত্র, পত্নী, বাহনাদি, যশ, গৃহ ও নিঃশত্রু রাজ্য লাভ করে এবং ইহলোকে অভীষ্ট শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া ভগবানের ভক্তগণ-সহ হরির পদে গমন করে। যে স্থানে ভাগবতী কথা হয়, যাঁহারা সেই কথার শ্রবণে রত, যে সকল লোক শরীর ও ধনাদিদ্বারা সেই শ্রোতা ও বক্তার সেবা করে, ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহারাও ভাগবত-সেবার ফল লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই ধনাখ্যায় আখ্যাত। পুরাণবক্তা ও শ্রোতার মধ্যে কেহ ধনার্থী, কেহ বা কৃষ্ণার্থী হইয়া ও শ্রবণ করেন। বক্তা ও শ্রোতার এই দ্বিবিধ ভেদ কথিত হয়; যে স্থানে বক্তার অনুরূপ শ্রোতা, সেই স্থানেই সৌখ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বৈপরীত্য ঘটিলে রসাভাসে ফললাভ উভয়ই পণ্ড হয়। যাঁহারা কৃষ্ণার্থ তাঁহাদের ফল বিলম্বে হয় আর যাহারা ধনার্থী, বিধি-বিধানে ভাগবতসেবা সম্পূর্ণ হইলেই অচিরে তাঁহাদের ফল সংঘটিত হইয়া থাকে। যাঁহারা কৃষ্ণার্থী তাঁহারা নির্গুণ সেবা করেন, প্রেমই তাঁহাদের উত্তম বিধি।

যাঁহারা সকাম হইয়া ভাগবত সেবা করে, সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহাদিগের সমস্ত বিধি পালন করাই কর্ত্তব্য। এক্ষণে সেই বিধি কথিত হইতেছে।—ব্রতী স্নান করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক হরির পাদোদক পান করিবে. তারপর পুস্তক এবং গুরুকে উপচার দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া বক্তাই হউক কিংবা শ্রোতাই হউক, অত্যন্ত আনন্দ সহকারে ভাগবত-সেবা করিতে হইবে। ভোজন-কালে মৌনী হইয়া দুগ্ধ কিম্বা ঘৃতদ্বারা ভোজন করিতে হইবে এবং মৃত্তিকাশয্যা, ক্রোধ-লোভাদি বর্জ্জন প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগী সমস্ত আচার অবলম্বন করিতে হইবে। অনন্তর নিতাই কথান্তে হরিনাম কীর্ত্তন এবং সম্পূর্ণ দিনে জাগরণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, দক্ষিণাদি প্রদানে তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করিবে। অতঃপর গুরুকে বস্ত্র, ভূষণ ও গো প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা করিবে। এইরূপে ভাগবতসেবা অনুষ্ঠিত হইলে অভীষ্ট লাভ হয়; দারা, গৃহ, পুত্র এবং ধনাদি অভীষ্ট সমস্তই মানব লাভ করে; সমস্তই সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু সকাম বলিয়া তাদৃশ শোভমান হয় না। কলিতে এই শুকভাষিত শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণপ্রাপ্তিকর এবং নিত্য প্রেমানন্দরূপ ফলপ্রদ।

—স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়

আচার্য্যসিংহ পরমহংসকুলতিলক

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-তিথি-পূজা-বাসরে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

[১]

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্যসিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আয়োজিত শ্রীশ্রীব্যাসপূজার প্রথম দিবসে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা-তৃতীয়া-তিথি-পূজায় মাদৃশ অধমের ভক্ত্যর্ঘ্য নিবেদনের বাসনা ছিল। কিন্তু পূজার ডালি ভক্তিতে ভরপূর না হওয়ায় মায়ার প্রভাবে 'ভজনের প্রতিবন্ধ' বস্তুসামগ্রীর আধিক্যবশতঃ ভক্ত-সমক্ষে নিজেকে উপস্থিত করিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারিতেছি না।

"যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার"— এই মহাজন বাণী হৃদয়ে সম্বল করিয়া জীবের বদ্ধদশা হইতে মুক্তদশায় শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের যোগ্যতার পাথেয় যে "সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম" সেই গুরুদেবের স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দিক্‌দর্শন করিয়া অশোক-অভয়-অমৃত-পতিতপাবন আচার্য্য-কেশরী শ্রীগুরুপদ-সরোজে শুভ-মাঘী-কৃষ্ণা-তৃতীয়ায় ভক্তি-অঞ্জলি প্রদান করিতে যত্ন লইতেছি।

পারমার্থিক শাস্ত্রে আমরা তিন প্রকার গুরুর সন্ধান পাই। শ্রবণ-গুরু, ভজন-শিক্ষা-গুরু এবং মন্ত্র-গুরু। শিক্ষা-গুরু অনেক হইলেও 'শাস্ত্র-কুশল গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাই সমস্বরে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও শিক্ষা দিয়াছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

প্রকৃতির অতীত সর্ব্বোত্তম পরাৎপর তুরীয় বস্তুসম্বন্ধে জিজ্ঞাসু শিষ্য শব্দব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত গুরুচরণে শরণাগত হইলে, তিনিই তদ্রূপ শিষ্যকে ব্রহ্মসন্নিধানে পৌঁছাইয়া দেন। সুতরাং গুরুর স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে সমস্ত শাস্ত্র একই কথা বলিয়াছেন। গীতার "জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী," ভাগবতের "শব্দব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত" এবং উপনিষদের 'শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ' একই তাৎপর্য্যপর।

যিনি শিষ্যের ও তত্ত্বান্বেষীর যাবতীয় পারমার্থিক সন্দেহ শাস্ত্র-সিদ্ধান্তমূলে বিদূরিত করিতে সমর্থ, তদ্রূপ গুরুই 'জ্ঞানী বা শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত' কিম্বা

শ্রোত্রিয়। অর্থাৎ শ্রুতি-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত পারগ। আর যিনি বেদ-শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রবিহিত সিদ্ধান্ত বিষয়ে অজ্ঞ এবং স্বকপোল-কল্পিত মনোমুগ্ধকর ও শিষ্যের রুচিকর বাক্যাবলীকে ধর্ম্মের নামে উপদেশ প্রদান করিয়া গুরুগিরি ব্যবসা পরিচালনা করেন, তাঁহাকে অর্থাৎ এবম্বিধ গুরুনামধেয়ী ব্যক্তিকে শাস্ত্রে 'গুরুব্রুব' শব্দে আখ্যাত করিয়াছেন।

কেবল শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বিষয়ক জ্ঞান গুরুর মুখ্য লক্ষণ নহে, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-বিহিত সাধন-ভজন-জীবনই গুরুর মুখ্য লক্ষণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

গুরুদেবকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের মত নহে। ভজনেচ্ছু ভক্তগণ এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মায়াবাদ সূচাক্ষরে সাধন-মধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে।

গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু কৃষ্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ, নিত্য প্রভু॥

ভক্ত, কৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না, উহা নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানমার্গ হইয়া পড়ে। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি না করিয়া ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন। অর্থাৎ গুরুদেব ভক্ত-ভগবান্ বা সেবক-ভগবান্ এবং কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বা বিষয়-ভগবান্।

শাস্ত্রে গুরুর স্বরূপ-লক্ষণ-বিচারে যাহা যাহা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সদীয় গুরুপাদপদ্মে সেই গুণগুলি পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান। শাস্ত্রীয় গুণসমূহ সদীয় গুরুপাদপদ্মে অবস্থান হেতু, তাঁহার বিশ্রম্ভসেবক ভক্তবৃন্দ পরমধর্ম্মের সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের প্রচার করিয়া স্বরূপ বিভ্রান্ত বদ্ধজীবকুলকে গৌর-কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বিশ্রম্ভভাবে গুরুকে আশ্রয় না করিয়া সাধুর পথে বিচরণ না করিলে আমাদের বাস্তবিক কোন মঙ্গল হয় না। তজ্জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—
গুরুপদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্।

গুরুপদাশ্রয় বলিতে সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবে আত্মসমর্পণ বুঝিতে হইবে। আমার মন-দেহ-গৃহ, ধন-সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র সমস্তই গুরুর সম্পত্তি জানিয়া সম্পদে-বিপদে তাহা শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে দিয়া নিজের সুবিধা করাইয়া লইতে হইবে না, পরন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য সর্ব্বপ্রকারে গুরুসেবাদ্বারাই আত্মমঙ্গল লাভ করিবেন।

হে গুরুদেব! আজ এই পুণ্যলগ্নে আপনার পদ-সরোজে আকুল প্রার্থনা জানাইতেছি,— আমার সমস্ত অহঙ্কার, মানাভিমান, কপটতা, নানাবিধ অপরাধ মোচন করিয়া আপনার অনুগত নিজজনের সেবায় নিয়োজিত করিয়া আমার এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মকে সার্থক করিয়া তুলুন।

শ্রীগুরুসেবকাধম—
—জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী,
আবকারী বেতার-বিভাগ,
কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

[২]

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

হে প্রভো!

করুণার সিন্ধু, জগতের বন্ধু,
অশেষ করুণা করি।
আসিয়াছ প্রভু, এ ধরা-মাঝারে,
তোমায় প্রণাম করি॥১॥

ব্যাসাভিন্ন প্রভু, হও যে গো তুমি,
শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
শুভদিন-ক্ষণে, তব শ্রীচরণে,
করি এই নিবেদন॥২॥

আমি অতি দীন, ভকতি বিহীন,
সাধন ভজন নাই।

শ্রদ্ধা-বিন্দু যেন, থাকে তব প্রতি,
(যেন) তোমায় স্মরিতে পাই ॥৩॥
ওহে প্রভু গুণমণি, তব শক্তিতত্ত্ব শুনি,
শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিদাতা।
বৈষ্ণবের ঠাঁই, জানিবারে পাই,
এ হেন গুণগাথা ॥৪॥
সর্ব্বক্ষণ অপরাধ, হয় যত ভক্তিবাধ,
ছাড়াইতে না দেখি উপায়।
ওগো প্রভু দয়াময়, কি গতি হইবে হায়,
নিবেদিনু এখন তোমায় ॥৫॥
ইন্দ্রিয়গণের দাস, সদা ভয়ে পাই ত্রাস,
চিত্ত ধায় সদা ভোগানলে।
নীচমন হয় মম, অপরেও ভাবি সম,
গতি কি হইবে কোনকালে ॥৬॥
অসৎ পিপাসা-বলে, মন শুধু টলমলে,
হেলায় দিন চলে যায়।
অধম তারণ তুমি, সদা পাপে মত্ত আমি,
আমা প্রতি হওগো সদয় ॥৭॥
গৌরাভিন্ন গৌরশক্তি, জীবেরে শিখাও ভক্তি,
বহির্ম্মুখে কৃপা বরিষণ।
হরিনাম প্রেমদানে, জাড্যভাব বিনাশনে,
কর তাহে শক্তি সঞ্চারণ ॥৮॥
তব আবির্ভাব-দিনে, প্রার্থনা শ্রীচরণে,
কৃষ্ণে ভক্তি দিয়া রক্ষ মোরে।
করি এই নিবেদন, হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন,
স্ফুরে যেন আমার অন্তরে ॥৯॥

আপনার অযোগ্য সেবক—
—রামানন্দ ব্রহ্মচারী

[৩]

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমন্ত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

যাঁহার করুণায় মূক-ব্যক্তি বাচালতা প্রাপ্ত হয় এবং পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, পরম আরাধ্যতম সেই গুরুপাদ-পদ্মকে আমি সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করি।

আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভদিন। কারণ, এই দিনকে কেন্দ্র করে এক অতিমর্ত্ত্য মুক্ত-মহাপুরুষ জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যাঁহার এক বিন্দু কৃপা প্রাপ্ত হইলে বদ্ধজীব জন্ম-জন্মান্তরের শোকদগ্ধ-সংসারাগ্নি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, যাঁহার এক কণা করুণায় মায়াবদ্ধ জীবের স্বরূপ উপলব্ধি হ'তে পারে, যাঁহার দয়া-প্রভাবে মায়াবদ্ধ জীবের বহু জন্মের সঞ্চিত পাপ-তাপ, অজ্ঞান-অন্ধকারাদি দূরীভূত হ'য়ে দিব্যজ্ঞান ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ হয় এবং যিনি কৃপা করে মায়া-মোহিত জীবগণকে সচ্চিদানন্দ-শ্রৈশ্বর্য্যপূর্ণ-ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করি'য়ে জীবগণকে অহরহ অপ্রাকৃত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত রাখেন, এই প্রকার এক বাঞ্ছাকল্পতরু ও তেজস্বীবান মুক্তপুরুষ ধরাধামে জগজ্জীবের মঙ্গলার্থে এই শুভ দিনের শুভলগ্নে যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি হলেন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ**।

তাই আজ শ্রীশ্রীব্যাসপূজা অর্থাৎ গুরুপূজা। গুরুদেব মর্ত্ত্য জগতের সামান্য মনুষ্য নহেন। তিনি অপ্রাকৃত— ব্যাসদেব-অভিন্ন বিগ্রহ। অর্থাৎ শ্রীব্যাসদেব ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার বা বিষ্ণুতত্ত্ব এবং শ্রীগুরুদেব শক্তি-তত্ত্ব হ'লেও ব্যাসদেব যেরূপ জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ প্রকট-দ্বারা দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি জানাইয়াছেন, মদীয় গুরুপাদপদ্মও তেমনি ব্যাসদেবের আনুগত্যে ভাগবতধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মের আচার এবং সিংহবিক্রমে প্রচার করে জগতের বিশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন। এই জন্য শ্রীগুরুদেবকে ব্যাসাভিন্ন বলা হ'য়ে থাকে। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রকট-তিথিকে কেন্দ্র করে তাঁর অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও অপ্রাকৃত গুণাবলীর কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-

কীর্ত্তন দ্বারা আত্মমঙ্গলের এক বিশেষ অনুষ্ঠান আজ হচ্ছে। কিন্তু আমার ন্যায় অপরাধী ও মায়ামোহিত জীবের পক্ষে এই মহাপুরুষের গুণাবলীর কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেহেতু বদ্ধজীব কোনদিন মুক্তপুরুষের গুণ-লীলার কথা কীর্ত্তন করিতে পারে না। একমাত্র ভগবদ্ভক্তগণই মুক্তপুরুষগণের অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। তবে এই শুভ অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে আমি আমার আত্মমঙ্গলার্থে অভয় গুরুপাদপদ্মে "ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি" নিবেদনের জন্য চেষ্টা করছি।

শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ জগতে এসে বদ্ধজীবের কি মঙ্গল করেন? তাঁহারা জগতে কি অমূল্য বস্তু দান করেন? জগতের তাতে কি মঙ্গল হয়? আত্মা বা আমি কে? আমি কোথায় ছিলাম? মৃত্যুর পর আত্মার কি দশা হবে?—ইত্যাদি তত্ত্ব-সম্বন্ধে বদ্ধজীবগণ কিছুই জান্‌তে পারে না বা জান্‌বার জন্য কোন আগ্রহও তাঁহাদের অন্তরে জাগে না! মায়ার কবলে পতিত হওয়ার ইহাই চরম ফল। প্রকৃত সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করা আর মিথ্যাকে সত্যে পরিণত ক'রে জগৎবাসীকে চালনা করা অঘটন-ঘটন-পটীয়সি মায়ার কার্য্য। ভগবানের নিজজনগণের কৃপায় আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হই। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম মর্ত্ত্যবাসী কোন বস্তু নহেন। তিনি ভগবানের অত্যন্ত নিজজন। তিনি বদ্ধজীবগণের আত্মমঙ্গলের জন্য ভগবদিচ্ছায় এ জগতে প্রকটিত হন। তিনি তার অপ্রাকৃত ভক্তির সাহায্যে মায়া-বদ্ধজীব-গণকে দুর্জ্জয় মায়ার হাত থেকে বা মায়ারূপ অগ্নিতে ধ্বংসের মুখ হইতে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত প্রাকৃত জ্ঞানের অতীত চিন্ময়ানন্দ প্রদান করেন এবং অতি দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি দান করেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধজ্ঞান প্রদাতা এবং দিব্যজ্ঞান প্রদাতা। অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে জীবের কি সম্বন্ধ রয়েছে, জীবগণের ভগবানের প্রতি কি করা কর্ত্তব্য, জীবের সাধন ও সাধ্য-বস্তু কি ইত্যাদি তত্ত্ব-সম্বন্ধে যিনি বিশেষভাবে আমাদেরকে হৃদয়ঙ্গম করি'য়ে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের নিত্যদাস্য-সম্বন্ধে যুক্ত করান ও আমাদেরকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগ করাইয়া যে অপার আনন্দ প্রদান করেন—তিনিই গুরুদেব। গুরুদেব কখনো লঘু বস্তু নহেন। মায়িক জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে যারা প্রাকৃত জগতের সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করেন, তাহারা অত্যন্ত দুর্ভাগা। যিনি আমাদের হৃদয়ের সমস্ত কু-জ্ঞান, কু-বুদ্ধি, কু-বিচার, এবং ভিতরের অজ্ঞানরূপ গাঢ় অন্ধকারকে

দূরীভূত ক'রে দিব্যজ্ঞানরূপ উজ্জ্বল আলোক বা দীপ-শিখা প্রদান দ্বারা অপ্রাকৃত আনন্দ প্রদান করেন— তিনিই গুরুদেব। জগতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-তত্ত্ব তিনি। তিনি শক্তিতত্ত্ব ও আশ্রয় জাতীয় ভগবান্।

এ পৃথিবীতে লৌকিক-বিচারে অনেক বড় বড় মহান ব্যক্তি আছেন; অপরা-বিদ্যায় বিদ্বান, জড়জ্ঞানে বৈজ্ঞানিক, জড়ধনে ধনী, লৌকিক সম্মানী, দানশীল, বড় বড় নেতা, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ইত্যাদি দেশের মধ্যে যে যত অধিক গুণের পাত্র হন না কেন, পারমার্থিক জগতের বিচারে বা শাস্ত্রীয়-বিচারে তাহা অতি লঘুবস্তু। কারণ প্রকৃতপক্ষে তাহারা কূপ-মণ্ডুকের ন্যায় জড়জ্ঞানের ও জড়সুখের মধ্যেই আবদ্ধ। পরজগতের জ্ঞান অর্থাৎ প্রাকৃত জ্ঞানের অতীত বস্তু যে অপ্রাকৃত জ্ঞান ও অপ্রাকৃত সুখ আছে এবং জীব মাত্রেই যে স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্যদাস তাহা তাহারা মেপে লওয়া জ্ঞানের দ্বারা বুঝ্‌তে অক্ষম হওয়ায় তাদের হৃদয় অন্ধকারে পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকে। তাদৃশ ব্যক্তির সহিত পারমার্থিক বা দিব্যজ্ঞান প্রদাতা কৃষ্ণ গুরুদেবের কখনই তুলনা হয় না।

হে পরম করুণাময় গুরুপাদপদ্ম! আপনি করুণার সমুদ্র। এই অধমের প্রতি আপনি প্রচুর পরিমাণে কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছেন। তাহা এই নরাধম প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিতেছে। আপনার অহৈতুকী করুণার কথা বর্ণনাতীত। কিন্তু আপনার কৃপা ধারণ করার পক্ষে এই নরাধম মরুভূমিতে বৃথা বারি বর্ষণের ন্যায় সম্পূর্ণ অযোগ্য।

হে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম! আপনার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা, অপ্রাকৃত গুণ-লীলার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করার বিন্দুমাত্র যোগ্যতা এই দীন-হীনের নাই। এ-দীনের যোগ্যতা, ক্ষমতা, শক্তি, সামর্থ্য, জ্ঞান, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বৈরাগ্য, সেবা-বৃত্তি ইত্যাদি কিছুই নাই যাঁহাদ্বারা আপনার অভয় শ্রীপাদপদ্মকে পরিতুষ্ট করিতে পারি। আপনি নিজগুণে অহৈতুকী কৃপা ক'রে এই দীন-হীনের "ভক্ত্যাঞ্জলি" অঙ্গীকার করত এই অধমকে আপনার রাতুল শ্রীচরণের সেবায় চিরকাল নিযুক্ত রাখুন—ইহাই করযোরে সকাতর প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীগুরুদাসানুদাসাভিলাষী—
—শ্যামসুন্দরদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)।
ইং ১৪।৪।১৯৭৫

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ২রা ভাদ্র (ইং ১৯।৮।৭৫), মঙ্গলবার দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তত্ত্বাবধানে শ্রীকেদার-বদ্রী তীর্থদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পথিমধ্যে হরিদ্বার, কংখল, হৃষীকেশ, লছ্‌মন্‌ঝোলা প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিও দর্শন করা হইবে। উক্ত দিবসে হাওড়া ষ্টেশনের ১০নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে রাত্র ৮টার সময় যাত্রা করা হইবে। অতএব যাত্রিগণ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত থাকিবেন। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ উক্ত পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারেন। বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে উল্লিখিত ঠিকানায় অথবা শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ জেলা নদীয়া—ঠিকানায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন। ইতি—৩১শে চৈত্র, ১৩৮১।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ জ্ঞাতব্যাবলী ঃ—

১। দুইবেলা প্রসাদ ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি যাতায়াত ট্রেণ-বাস-ভাড়া ও কেদার-বদ্রীর কুলি-খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৳৫০০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারীসহ), গরম জামা-কাপড়, টর্চ্চলাইট ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এ্যলুমিনিয়ামের থালা ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু লজেন্স ও তালমিশ্রী লইবেন। বিছানা. বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্ব্বসমেত যেন দশা/বার কেঃ জিঃ-র অধিক না হয়। কোন যাত্রীর ১২ কেঃ জিঃ-র বেশী মাল হইলে প্রতি কেঃ জিঃ ৩'৫০ টাকা হিসাবে কুলি-ভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৩। দেয় ভিক্ষার টাকা মধ্যে ২৫০'০০ টাকা আগামী ৫ই শ্রাবণ, ২২শে জুলাই তারিখের মধ্যে জমা দিতে হইবে।

৪। অগ্রিম ২৫০'০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা যাত্রা-দিবসে অথবা তৎপূর্ব্বে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। পাণ্ডা-বিদায় স্বতন্ত্র লাগিবে।

৫। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী প্রভৃতির ভাড়া পৃথক্‌ভাবে লাগিবে।

৬। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতা, লাঠি ও বৃষ্টি হইতে বিছানা ঢাকিবার জন্য ৪ ফুট × ৬ ফুট প্লাষ্টিক্ পেপার সঙ্গে লইবেন।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ—

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছ্‌মন্‌ঝোলা, ত্রিযুগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডকাটা গণেশ, **গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ।** তথা হইতে অবতরণান্তে পুনরায় রুদ্রপ্রয়াগ, **যোশীমঠ** হইয়া **শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ** পৌঁছাইবেন। তথায় তপ্তকুণ্ড, পঞ্চশীলা, ব্রহ্মকপাল প্রভৃতি দর্শন সমাপ্তান্তে বাসযোগে হৃষীকেশ প্রত্যাবর্ত্তন ও তথা হইতে হাওড়া যাত্রা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য এবং কোন দৈব-দুর্বিপাকের জন্য সমিতি বা কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন। এই পরিক্রমায় ১৫।১৬ দিন সময় লাগিতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের জন্য (১২ বৎসর মধ্যে) ৩৪৫'০০ টাকা দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৭শ বর্ষ { কারণোদশায়ী, ২০ মধুসূদন, ৪৮৯ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৮২ ; ইং ১৫।৫।১৯৭৫ } ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগরুড়-কৃতং "শ্রীশ্রীবিষ্ণু-স্তোত্রম্"

[পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ে]

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় বিশ্বরূপায় চক্রিণে।
ভক্তিপ্রিয়ায় দেবায় জগন্নাথায় তেজসে ॥ ৬ ॥

বিশ্বরূপী চক্রধর ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি। আপনি ভক্তগণের প্রিয়, আপনি দেব, জগন্নাথ. অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

স্তোত্রং স্তুত্যং স্তুতিঃ সর্ব্বং জগদ্বিষ্ণুময়ং যদা।
তদা সংস্তূয়সে কেন ভক্তির্ভেদকরী নৃণাম্ ॥ ৭ ॥

যাহা দ্বারা স্তব করা যায় সেই স্তোত্র, যাহাকে স্তব করা যায় সেই স্তুত্য অর্থাৎ স্তবযোগ্য এবং স্তব এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়। যখন জগৎ এইরূপ হইল. তখন কোন্ ব্যক্তি আপনার স্তব করিবে, অতএব মানবগণের ভক্তি কেন ভেদ প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যস্য দেবস্য নিশ্বাসাৎ দেবাঃ সাঙ্গাঃ সসূত্রকাঃ।
কা স্তুতিঃ প্রমুদে তস্য ভক্ত্যাহং মুখরোঽভবম্ ॥ ৮ ॥

যে দেবের নিশ্বাস হইতে শিক্ষা কল্পাদি ষড়ঙ্গের সহিত চারিটী বেদ সূত্র-স্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার আনন্দের জন্য কিরূপ স্তব হইতে পারে। আমি ভক্তিনিবন্ধন অত্যন্ত বাচাল হইয়াছি ॥ ৮ ॥

বেদো ন বক্তি যং সাক্ষান্ন চ বাগ্বেত্তি নো মনঃ।
মদ্বিধস্তং কথং স্তৌতি ভক্তিমান্ন চ কিং বদেৎ ॥ ৯ ॥

বেদও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাঁহাকে বলিতে পারে না এবং মনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাঁহাকে জানিতে পারে না, আমার মত ব্যক্তি কিরূপে তাঁহার স্তব করিবে? তবে ভক্তিযুক্ত মানব কি না বলিয়া থাকে? ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মাদিব্রহ্ম বিষ্ণো ত্বং ত্বমেব ব্রহ্মণো বপুঃ
স্রষ্টা ব্রহ্মনিদানঞ্চ শুদ্ধব্রহ্ম ত্বমেব চ ॥ ১০ ॥

হে বিষ্ণো! আপনি ব্রহ্মারও আদিব্রহ্ম, আপনিই ব্রহ্মার শরীর। আপনি সৃষ্টিকর্ত্তা, আপনিই ব্রহ্মার মূল কারণ, আপনিই বিশুদ্ধ তুরীয় ব্রহ্ম ॥ ১০ ॥

কায়ে কায়ে যুগং যাতি ভিত্ত্বা স্পৃশতি কায়িনং।
কায়দোষৈরনাঘ্রাতস্ত্বয়া ত্বং ভাসি যোগিনাম্ ॥ ১১ ॥

শরীরে শরীরে কত যুগ যাইতেছে, ঐযুগ শরীরধারী জীবকে ভেদ করিয়া স্পর্শ করিয়া থাকে। শারীরিক দোষসকল আপনাকে ঘ্রাণ করিতেও পারে না। আপনি যোগিগণের নিকট প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

দেহভাবেন জাগর্ত্তি ন নিদ্রাতি নিজাত্মনি।
সুখসন্দোহবুদ্ধির্যা ত্বং বিষ্ণো ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

হে বিষ্ণো! যিনি দেহভাবে জাগরিত আছেন এবং যিনি নিদ্রিত নহেন, আর নিজের দেহে যে সুখের সন্দোহ অর্থাৎ জ্ঞান, সেই সুখ-সন্দোহাত্মিকা বুদ্ধিই আপনি, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

মহদাদিদ্বিধাভাবাস্তথা বৈকারিকো গুণঃ।
ত্বমেব নাথ তৎসর্ব্বং নানাত্বং মূঢ়কল্পনা ॥ ১৩ ॥

হে নাথ! মত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতি দ্বৈত ভাব এবং ইন্দ্রিয়াদি ও মহাভূতের বৈকারিক গুণ, এই সমস্তই আপনি। তবে যে সংশয়ে নানা ভাব রহিয়াছে, ইহা মূর্খদিগের কল্পনা মাত্র ॥ ১৩ ॥

কেশকেশবরূপাভিঃ কল্পনাভিস্তথা।
ত্বমেব কল্প্যসে ব্রহ্মন্ পুত্রাদিভিঃ পুমানিব ॥ ১৪ ॥

হে ব্রহ্মন্! 'ক' শব্দে ব্রহ্ম, 'ঈশ' শব্দে শিব এবং 'কেশব' শব্দে বিষ্ণু এই ত্রিবিধরূপ কল্পনাদ্বারা আপনি কল্পিত হয়েন। যেমন পুত্রপৌত্রাদির দ্বারা পুরুষের কল্পনা হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বিদোষং বিগুণঞ্চৈকং চিদ্রূপমখিলং জগৎ।
কবীনাং ভাতি যজ্‌জ্ঞানং বিষ্ণুং তং নৌমি নির্গুণম্ ॥ ১৫ ॥

পণ্ডিতগণের নিকট এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড দোষশূন্য, নির্গুণ এবং চিৎস্বরূপ বলিয়া যে-জ্ঞান বিরাজ করিতেছে, আপনি সেই নির্গুণ বিষ্ণু, আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥

যস্মিন্ জ্ঞাতে ন কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম চাপি শ্রুতৌরিতং।
নিরেষণা জগন্মিত্রাঃ শুদ্ধং ব্রহ্ম নমামি তম্ ॥ ১৬ ॥

যাঁহাকে জানিতে পারিলে বাসনাশূন্য জগতের মিত্রস্বরূপ জ্ঞানিগণ আর বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, আমি সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মকে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥

কাময়ন্তে প্রজাং নৈব হ্যেষণাভ্যঃ সমুত্থিতাঃ।
লোকমাত্মনি পশ্যন্তো যদ্বদ্বৈধ্যেকচরা নরাঃ ॥ ১৭ ॥

যাঁহাকে জানিতে পারিলে মানবগণ পরস্পর একরূপ আচরণ করিয়া আপনাদের আত্মাতে এই জগৎ দর্শন করিলে আর সন্তান কামনা করে না ॥ ১৭ ॥

স্বঞ্চেতরঞ্চ সন্মাত্রং যৎপ্রবোধাদুপাসতে।
যোগিনঃ সর্ব্বভূতেষু সদ্রূপং নৌমি তং হরিম্ ॥ ১৮ ॥

যাঁহাকে জানিতে পারিলে যোগিগণ সকল জীবে আত্মা এবং তদিতর অনাত্মময় বস্তুকে কেবল সৎস্বরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, আমি সেই সৎ অর্থাৎ নিত্যরূপী হরিকে নমস্কার করি ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মাহমিতি গায়ন্তি যং জ্ঞাত্বৈকচরা নরাঃ ।
পশ্যন্তোঽহিত্বচাতুল্যং দেহং তং নৌমি মাধবম্ ॥ ১৯ ॥

যাঁহাকে জানিতে পারিলে মানবগণ একবিধ কর্ম্মের আচরণ করিয়া "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানের উদয়ে এই দেহ সর্পের কঞ্চুতক তুল্য বোধ করিয়া যাঁহার গুণগান করিয়া থাকেন, আমি সেই লক্ষ্মীকান্তকে নমস্কার করি ॥১৯॥

মায়া মোহোতিবিভ্রান্তিস্তথাহং মমতা নৃণাং ।
বিলীয়তে বিদিত্বা যং নমস্তস্মৈ চ মায়িনে ॥ ২০ ॥

যাঁহাকে জানিতে পারিলে মানবগণের মায়া, মোহ, অত্যন্ত ভ্রান্তি, অহঙ্কার এবং মমতা বিলীন হইয়া যায়, আমি সেই মায়ারূপী হরিকে নমস্কার করি ॥২০॥

প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নাম স্মরতাং নৃণাং ।
সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥ ২১ ॥

কি গমনকালে, কি অবস্থানকালে যাঁহাকে স্মরণ করিলে মানবগণের পাপ-রাশি সদ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই চিৎস্বরূপ নারায়ণকে নমস্কার করি ॥২১॥

মোহানলো লসজ্জালো জ্বলল্লোকেষু সর্ব্বদা ।
যন্নামাম্ভোধরচ্ছায়াং প্রবিষ্টো ন চ দহ্যতে ॥ ২২ ॥

লোকদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদাই মোহরূপ অনল প্রজ্বলিত হইয়া শিখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, মানবগণ যাঁহার নামরূপ মেঘের ছায়ায় প্রবেশ করিয়া আর মোহানলে দগ্ধ হয় না ॥ ২২ ॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ ন মোহো নৈব দুর্গতিঃ ।
ন রোগো নৈব দুঃখানি তমনন্তং নমাম্যহম ॥ ২৩ ॥

যাঁহার স্মরণমাত্র মানবগণের মোহ থাকে না, দুর্গতি থাকে না, রোগ থাকে না এবং দুঃখ থাকে না, আমি সেই অনন্তদেবকে নমস্কার করি ॥ ২৩ ॥

শব্দার্থঃ সম্বিদর্থশ্চ বিষ্ণোর্নাস্তি পরো যদি ।
সত্যেন তেন সংসারো ন মাং স্পৃশতু মাধব ॥ ২৪ ॥

হে মাধব ! শব্দের অর্থ এবং জ্ঞানের অর্থ যদি বিষ্ণু হইতে পর অর্থাৎ বিভিন্ন না হয়, তবে সেই সত্য দ্বারা এই সংসার আমাকে স্পর্শ না করুক ॥ ২৪ ॥ (ক্রমশঃ)

ধামসেবা *

প্রভুপাদের শ্রীহস্তে মালিকা ; পাইচারী করিতে করিতে প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন ;—

"ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব'ল্‌তেন, রাজমিস্ত্রীর কাজ অগ্রসর হ'তে দেখ্‌লে তাঁর কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়।" রাজমিস্ত্রীগণ কাজ ক'র্‌তে থাক্‌লে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরমোৎসাহে মালিকা হস্তে মিস্ত্রীগণের কার্য্য দর্শন ক'র্‌তেন। তাঁ'র স্থপতিকার্য্য ও গৃহনির্ম্মাণের প্রতি এরকম উৎসাহ দেখে আধ্যক্ষিক বিচারপর কেহ কেহ রহস্য ক'রে বলতেন, ইনি বিচার-বিভাগে অবস্থিত না হয়ে পূর্ত্তবিভাগে থাক্‌লেই ভাল হ'ত। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব'ল্‌তেন ভগবদ্ভক্তগণের ভজনস্থান-নির্ম্মাণ দর্শনে নিজের ভজনে স্পৃহা বৃদ্ধি হয় —ভজনকারী ভক্তগণের সেবা কর্‌বার জন্য চিত্ত ব্যস্ত হ'য়ে উঠে। ইট, চূণ, শুরকি প্রভৃতি কৃষ্ণসেবায় অযুক্ত ব্যক্তিগণের কাছে জড় ও নিজভোগ্য বস্তু ব'লে বিবেচিত হ'লেও যাঁরা সমস্ত বস্তু কৃষ্ণসেবায় নির্ব্বন্ধ ক'রেছেন, সেই সততযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট সেগুলি ভগবৎ সেবার উদ্দীপন-অবলম্বন স্বরূপ। ইট, চূণ, শুরকি প্রভৃতি তাঁদের বিষ্ণুবৈষ্ণব দর্শনের আবরণরূপা হতে পারে না। বরং তারা আরও অধিকতর ভাবে বিষ্ণুস্মৃতির উদ্দীপনা ক'রে দেয়, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীধামে বৈষ্ণবগণের ভজনজন্য বাসজন্য স্থান নির্ম্মাণ ও ধামোৎপন্ন দ্রব্যদ্বারা বৈষ্ণবসেবায় বিশেষ উৎসাহবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি ব'ল্‌তেন, ধামোৎপন্ন দ্রব্য, জল, বায়ু সকলই কৃষ্ণসেবার প্রবৃত্তিতে Fully Saturated—ঐসকল বস্তুর সেবা ক'র্‌লে তাঁদের কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তির ভাগ পাওয়া যায়।

* * * *

প্রভুপাদ আরও বলিলেন—এই "স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের Health ভাল রাখা না রাখার কথা হ'চ্ছে না—সেটা ত' ভোগ। আত্মার health উদ্বোধন ক'র্‌তে হ'বে। আত্মার স্বাস্থ্য হ'চ্ছে কৃষ্ণসেবা-প্রবণতা আর অনাত্মার স্বাস্থ্য হ'চ্ছে ভোগ প্রবণতা বা কর্ম্ম, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ। ধামের সেবা করতে হবে। ধামের বস্তু ভোগ ক'রবার চেষ্টায় ধামাপরাধ ক'র্‌তে হবে না। ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের যে কি রকম ধামসেবার প্রবৃত্তি ছিল, তা' সাধারণ কর্ম্মি-সম্প্রদায় বুঝতে পার্‌বেন না।

---

* জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত হইতে সংগৃহীত।

-- প্রকাশক

শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ

"কোন ব্যক্তি প্রাকৃত অর্থ দ্বারা প্রাকৃত প্রতিষ্ঠার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ ক'রেছেন—ওটাও এক প্রকার কর্ম্মমার্গ। চেতনের বৃত্তি দ্বারা মন্ত্রের মন্দির নির্ম্মাণ-দ্বারা মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে হ'বে। জড়-প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি কাজ করেন, জন্ম-জন্মান্তরের পরে তাঁর (শুদ্ধভক্ত্যুন্মুখী) সুকৃতি উৎপন্ন হ'তে পার্‌বে। প্রতিষ্ঠা দুই প্রকার—piety-প্রতিষ্ঠা ও notoriety-প্রতিষ্ঠা।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত

"ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইদানীন্তন খুব চৈতন্যভাগবত প'ড়তে বল'তেন। এমন কি, চরিতামৃত না প'ড়েও চৈতন্যভাগবত আলোচনা ক'রতে ব'লতেন—তিনি বল্‌তেন চৈতন্যভাগবতে সমস্ত শুদ্ধভক্তির কথা আছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্মের নিকট যিনি নিষ্কপটে রয়ে'ছেন তিনিই বুঝ্‌তেন যে, তিনি কি সকল কথা বল্‌তেন—অপরে 'আমি শিষ্য', কি 'আত্মীয় স্বজন' মাত্র মনে ক'রে দূর হ'তে দণ্ডবৎ ক'রে যেতেন। তাঁরা তাঁর কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারেন নাই।"

প্রভুপাদ বলিতেন—"এক এক জনকে হরিকথা ব'ল্‌তে হ'লে দুই শত গ্যালন রক্ত নষ্ট না ক'র্‌লে তাঁ'দের কোন impressionই হয় না—অনেকের আবার তাতেও কিছুই হয় না—তথাপি আমরা হরিকথা ব'ল্‌তে প্রস্তুত আছি। জগতে হরিকথার বড় দুর্ভিক্ষ—বড় দুর্ভিক্ষ!"

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

"অনন্তকোটী জীবন বেদান্ত প'ড়ে মুক্তি হবে না—অনন্ত কাল নাকটাক টিপে দশ বিশ হাত উঁচু হ'তে পার্‌লে কোনও মঙ্গল হবে না—যিনি নিজে শ্রীমৎ-ভাগবত—এমন ব্যক্তির মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শুন্‌লে জগতের সকল জীবের মঙ্গল হ'বে। পৃথিবীর সমস্ত পুস্তক যদি অগ্নিতে ভস্মসাৎ হ'য়ে যায়, তা'তেও কোন ক্ষতি হয় না—যদি একটি মাত্র গ্রন্থ থাকেন—শ্রীমদ্ভাগবত। হাজার হাজার বিদ্যাপীঠ সব উঠে গেলে কোন অসুবিধা হ'বে না—যদি একমাত্র শ্রীমদ্-ভাগবতের পঠন-পাঠন থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—মায়ার কি খেলা, সেই পুস্তকখানা নিয়েই যত ব্যবসায়! গৌরসুন্দরের কথার ঠিক উল্টো পথে জগতের স্বাভাবিক গতি! * * * বহু লোককে ব'ল্লাম শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার কর—অসংখ্য লোক ভাগবত-প্রচারে বিরোধী

ভাগবত-প্রচারের পরমশত্রু। আমি এখন একা নই, বহু লোক হ'য়েছে, তা'তে বহু শত্রুও হ'য়েছে। অসংখ্য শত্রু হ'য়েছে—তথাপি সেই শত্রুদের মঙ্গল হ'ক সত্যকথা প্রচারিত হ'ক—এ'টাই আমার সঙ্কল্প।"

ভাগবতধর্ম্মই বাস্তবধর্ম্ম

"জগতের যত লোকের ভোগের যত কথা, তা'তে কোন সত্যি সত্যি ধর্ম্ম নাই—জগতে যত নীতি—যত বাহ্য ধর্ম্ম, তাতে কোন অকৈতব সত্য নাই—সমস্ত ধর্ম্ম—সমস্ত সত্য একমাত্র মহাপ্রভুর পাদপদ্মে অবস্থিত। লোকে এই কথা শুনে আমাকে 'পাগল' ব'ল্‌বে বলুক, তাতে আমার ক্ষতি নাই—আমি সকলের পথ ছেড়ে উল্টো পথে চল্‌ছি লোকে বলে বলুক—অমি এরূপ উল্টো পথেই চ'ল্‌ব। আমি জগতে খুব একটা ধাক্কা পেয়েছি, সুতরাং জগৎকে সেরূপ ধাক্কা না দিলে জগতের জড়তা ভাঙ্গবে না—তা'রা শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হ'বে না। 'আমি একজন মহাসত্যবাদী, মহা Moraliet, মহাপণ্ডিত দার্শনিক'—আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি যখন হ'য়েছিল, তখন আমি গুরুদেবের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। সেই গুরুদেবকে দেখেছি—তিনি আমাকে দেখে দণ্ডবৎ ক'র্ত্তেন। আমার মহাসত্যবাদিতা, নির্ম্মল নৈতিক জীবন, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্যবোধকে যখন তিনি অকিঞ্চিৎকর জেনে ধাক্কা দিলেন, তখন আমি বুঝ্‌লাম—যিনি আমার এত ভালকে ধাক্কা দিতে পারেন, তিনি না জানি কত ভাল। গুরুকে দেখ্‌ছি মূর্খ, অবরকুল দরিদ্র!"

"যখন এমন অহঙ্কার হ'য়েছে—আমি গণিতশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত, দর্শনশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, সকাল হ'তে আরম্ভ ক'রে রাত্র বারটা পর্য্যন্ত যে কোন পণ্ডিত আসুক না কেন, তার কথাকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে কেটে দেবো।—তখন গুরু-দেবের দর্শন পেলাম। তিনি যে ধাক্কা দিলেন, তাতে বুঝতে পারলাম আমার ন্যায় হীন ব্যক্তি আর নাই, এইটীই আমার স্বরূপ। আমার ন্যায় ঘৃণিত ব্যক্তি আর নাই। আজ ২৭।২৮ বৎসর পূর্ব্বের কথা, আমি যে পাণ্ডিত্য, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতি পরম লোভনীয় মনে ক'রছি, দেখি সেই মহাত্মা সে-সকল বস্তুর কোন আমলই দিচ্ছেন না। তখন বুঝলাম এ মহান্ ব্যক্তিতে কি জিনিষই না আছে? তখন বিচার ক'রলাম,—হয় এঁর অত্যন্ত দয়ার পরিমাণ আছে, নয় ইনি অত্যন্ত অহঙ্কারী। আমি একদিন যে ধাক্কা পেয়েছি, তাতে বুঝেছি পৃথিবীর লোককেও সে ধাক্কা না দিলে তাদের চেতনতা হবে না। তাই সকলকে ব'লছি—আমি সকলের চেয়েও—পৃথিবীর

যত লোক আছে সব চেয়ে মূর্খ—তোমরা আমার মত মূর্খ হ'য়ে যেয়ো না। মেপে নেওয়ার কথার মধ্যে তোমরা থেকো না—বৈকুণ্ঠ কথার মধ্যে ঢোক—খুব বড় লোক হ'য়ে যাবে। আমি যাকে পরম মঙ্গল বুঝেছি—তোমাদিগকে সেই মঙ্গলের কথা ব'লছি।"

"১৩১৫ সালে শ্রীচৈতন্যমঠের দক্ষিণদিকের কুটিরটী দেওয়া হয়, তখন মায়াপুরে ছিলাম। মহাপ্রভুর বাড়ীতে তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের 'শ্রবণং কীর্ত্তনং, মতি র্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা শ্লোক ব্যাখ্যা ক'রছি। উকিল বাবু পরেশচন্দ্র দত্ত, রায় বাহাদুর নগেন্দ্র পাল চৌধুরী, বঙ্গবাসীর উপেন্দ্র সিংহের খুল্লতাত প্রভৃতি কয়েকজন এসেছেন, তাঁরা মহাপ্রভুর বাড়ী, চৈতন্যমঠ - সব দর্শন ক'রলেন। আমার পাঠ শুনে নগেন্দ্র বাবু ব'ল্লেন, আমরা এখানেই থাকবো আর আপনার মুখে ভাগবত ব্যাখ্যা শুন্‌বো। এমন ব্যাখ্যা ত কখনই শুনি নাই। তখন 'মতি র্ন কৃষ্ণে' শ্লোকটি খুব ব্যাখ্যা ক'রতাম। 'গৃহব্রত' ও 'কৃষ্ণব্রত' এই কথা নিয়ে খুব আলোচনা হত।"

* * * * *

"২৩।২৪ বৎসর পূর্ব্বের কথা। একদিন মহাপ্রভুর বাড়ীতে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী তাঁর একজন শিষ্যসহ এসেছিলেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস বাবাজীর সেই শিষ্যটি এবং আরও কয়েকজন লোক মহাপ্রভুর বাড়ীতে ভাণ্ডার ঘরের বারান্দায় প্রসাদ পেতে ব'সেছেন। কৃষ্ণদাস বাবাজীও খুব সম্মান-টম্মান ক'রে প্রসাদ পেলেন। তাঁর শিষ্য মনে করে'ছিল যখন এখানে নেমতন্ন খাচ্ছি, তখন বোধ হয় অনেক রকম চর্ব্ব্য-চুষ্য খেতে পাবো। সে ব'ল্লে, এরকম মোটা প্রসাদ! ঠাকুরদের জন্য ভাল ভাল প্রসাদ করা আবশ্যক। কৃষ্ণদাস বাবাজী শিষ্যকে বল্লেন, মহাপ্রভুর প্রসাদকে ওরকম ব'ল্‌তে নেই: তখন মোটা চাল ও ধামোৎপন্ন ধুন্দূলের তরকারী ভোগ হ'ত, আর সারাদিন হরিনাম, হরিকথা—এসব হ'ত। জিহ্বার বেগ হ'তেই শিশ্ন বেগ উপস্থিত হয়!

'জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

খুব সোজাসুজি প্রসাদ পেতে হ'বে, আর সারাদিন হরিসেবা ক'র্ত্তে হ'বে—হরিনাম কর্ত্তে হবে। **(ক্রমশঃ)**

সাধুজনসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৪ পৃষ্ঠার পর)

নির্জ্জনবাসে কৃষ্ণভক্তি হয় না, উহা সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ

অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন, সাধুসঙ্গের ফল হরিকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন; তাহা গ্রন্থপাঠে বা নিজে নির্জ্জনে বসিয়া করা যাইতে পারে, তবে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন কি? আর ভক্তি লাভই বা সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ কেন, এই সন্দেহ দূরীকরণার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০, ৫১, ৫৪)

মহৎ-কৃপা ব্যতীত কোনও কর্ম্মের দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না

সাধুসঙ্গ এবং সাধু-কৃপা ব্যতীত কোন কর্ম্মেই ভক্তি লাভ হয় না। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গেও মহৎ-কৃপা লাভ হইয়া সর্ব্বসিদ্ধি-সার ভক্তি লাভ হইতে পারে। কিন্তু মহৎ-কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কিছু হইবে না। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

রহুগৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈর্বিনা মহৎ-পাদ-রজোঽভিষেকম্॥

(ভাঃ ৫।১২।১২)

[হে রহুগণ, মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা-দ্বারা ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না।]

মহাজনের পদরজাভিষিক্ত হইলেই তাহা লাভ হয়। শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ কহিয়াছেন, ভাগবতে,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

[নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহাবৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়-তর্পণপরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ মৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না।]

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য-সূচক এবম্বিধ বাক্য সকল শাস্ত্র ভূয়ঃ ভূয়ঃ বলিতেছেন। সাধুসঙ্গের কেন যে এত মাহাত্ম্য, এত বল, এত ফল, তাহা বলা যায় না। তবে একমাত্র বলা যাইতে পারে, সাধুসঙ্গ অভাবে কেহ কেহ বহু জন্ম সাধন করিয়াও কৃষ্ণভক্তি পান নাই। তাঁহারাই আবার সাধুসঙ্গে অতি শীঘ্র ভক্তি লাভ করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে যে কত মাধুরী আছে, সাধুসঙ্গে সাধু-মুখ-বিনিঃসৃত হরিকথায় যে কত আকর্ষণী শক্তি আছে, সাধু-চরিত্রের যে কত প্রবল বল আছে, তাহা যিনি সাধুসঙ্গ করিয়াছেন, তিনিই জানেন। সাধুসঙ্গ-বিহীন তার্কিকগণ তাহা কিরূপে বুঝিবে? সাধুসঙ্গের এত মহিমা বলিয়াই শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে কহিতেছেন,—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎ-সঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ (ভাঃ ১।১৮।১৩)

[ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষ-কালমাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয় তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনার সম্ভাবনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা কি বলিব?]

সাধুর অন্তর-লক্ষণ

ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধুসঙ্গ করিবার পূর্ব্বে সাধু কে, তাহার বিচার আবশ্যক। নতুবা সাধু বলিয়া অসাধুসঙ্গ গ্রহণ করিলে বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। শাস্ত্রে সাধুর লক্ষণ-সূচক একটী বাক্য আছে, যথা—

নির্ব্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কার বর্জ্জিতঃ।
নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে॥

পাঠক ! সাধু ও বৈষ্ণব ভিন্ন মনে করিবেন না। বৈষ্ণবের লক্ষণ কি তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

—যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১১)

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে ॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২, ৭৪)

কিন্তু এই সমস্ত লক্ষণগুলি অন্তরে থাকে, সুতরাং ইহাদ্বারা সহসা সাধুর পরিচয় জানা যায় না।

সাধুর বাহ্য-লক্ষণ

অন্তরের ক্রিয়া শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত সাধুর বাহ্য আচার কিরূপ তাহা মহাপ্রভু কহিয়াছেন, যথা চরিতামৃতে—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

এবম্বিধ অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবের বাহ্য আচার ; তাহা যাঁহার হইয়াছে তিনিই বৈষ্ণব। তাঁহার সঙ্গেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। পক্ষান্তরে যাঁহারা অসৎসঙ্গ ত্যাগের প্রতি কোন যত্ন না করিয়া হরিনাম গ্রহণাদি ভক্তি-অঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবপ্রায় বা বৈষ্ণবাভাস। তাঁহাদের সঙ্গে সাধুসঙ্গের ফল হওয়া অসম্ভব।

সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে

সাধুসঙ্গ কি ? সাধুর সহিত কথা কহিলেই সঙ্গ হয় না, সঙ্গ শব্দের অর্থ প্রীতি বা আসক্তি। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রীতির লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥
(উপদেশামৃত—৪)

কৃষ্ণ সেবোপযোগী কোন দ্রব্য সাধুকে দেওয়া, সাধুর নিকট হইতে তদ্রূপ কোন দ্রব্য গ্রহণ করা, কৃষ্ণ সম্বন্ধসূচক গুহ্য কথা সাধুকে বলা এবং জিজ্ঞাসা করা, হর্ষমনে সাধুর নিকট হইতে কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করা এবং সাধুকে মহাপ্রসাদ ভোজন করানই সাধুসঙ্গ। মূল কথা, বিষয়ী বন্ধু-বান্ধবের প্রতি অন্তরাসক্তি ত্যাগ করিয়া সাধুকেই প্রাণের বন্ধু জানিয়া সাধুর সহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধের আলাপ-ব্যবহার করিলেই সাধুসঙ্গ হয়।

সাধুর নিকট বিষয়-কথার আলোচনা—সাধুসঙ্গ নহে

সাধুর নিকট গিয়া 'এদেশে বড় গরম. সে দেশে শরীর ভাল থাকে ; এ বাবু বড় ভাল, চাউল, ধান্য কিরূপ হইবে, ইত্যাকার মায়াবিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয়ত প্রশ্নকারীর কথার দু'একটী উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়? সাধুর নিকটে যাইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎ কথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ। তাহাতেই ভক্তিলাভ হয়। শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া কৃষ্ণকথা ও বিষয়-কথার পার্থক্য অবগত হইয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করিবেন। মূল কথা এই—যে-কথা কৃষ্ণ-উন্মুখ করায়, তাহাই কৃষ্ণ-কথা। আর যে-কথা কৃষ্ণ-বিমুখ করাইয়া বিষয়-উন্মুখ করায়, তাহাই বিষয় কথা।

সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা

সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা জ্ঞাপনার্থ অধিক আর বলিবার কিছু প্রয়োজন নাই। শ্রদ্ধাবান সাধকমাত্রই সাধুসঙ্গে যত্নপর হউন। শ্রদ্ধালু হইয়াও যাঁহারা ভজনে কোন উন্নতি করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সাধুসঙ্গ করুন। সাধুসঙ্গাভাবই তাঁহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়াছে। গৌরচন্দ্রের এই বাক্য কয়েকটী সকলেই মনে রাখুন।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।৯)

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥

* * *

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥

তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২, ১৪-১৫)

কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু কহিতেছেন,—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
সব ত্যজি' তবে তিহোঁ কৃষ্ণেরে ভজয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩০৫)

হরিনাম-পরায়ণ সাধককে প্রভু কহিতেছেন,—

অসাধু-সঙ্গে তাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারস্থিত মানবগণকে মহাপ্রভু একমাত্র সাধুসঙ্গ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিবেন সাধুসঙ্গের কত মহিমা। এই সংসারক্ষেত্রে সাধুসঙ্গ কল্পতরু সদৃশ!!

সাধুসঙ্গের প্রভাব

সাধুসঙ্গের অপার মহিমা কে অবিশ্বাস করিবে? কে না জানে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গবলে পাপাচারী বারনারী কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার যোগ্যা হইয়াছিল? কে না শুনিয়াছে, ভক্তবর নারদের সঙ্গ ও কৃপাবলে অতি নিষ্ঠুরহৃদয় ব্যাধও হরিভক্তি লাভ করিয়া ক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রাণনাশ বিষয়ে কত সতর্ক হইয়াছিল? পাষণ্ড-প্রধান জগাই প্রথমতঃ নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গলাভ করিয়াই ত' কোমল হৃদয়ের পরিচয় দিয়া শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র হইয়াছিল। পতিতপাবন নিতাইচাঁদের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত কিরূপেই বা জগাই মাধাই উদ্ধার হইত? অতএব সকলেই সাধুর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধালু হইয়া সাধুসঙ্গে প্রাণ-মন মজাইয়া "জয় রাধাশ্যাম" বলিয়া জীবন-মন কৃতার্থ করুন।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৪৮)

অনুভাব

অনুভাবসকল চিত্তস্থ ভাবসকল প্রকাশ করে। তাহা দুই প্রকার—উদ্ভাস্বর ও সাত্ত্বিক।

অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামবরোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়া প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া॥

(ভঃ রঃ সিন্ধু, দক্ষিণ ২।১)

উদ্ভাস্বর অনুভাবসকল ভাবসম্ভূত হইলেও বাহ্যচেষ্টাপ্রায় সাধ্য। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে (দক্ষিণ ২।২) কথিত হইয়াছে—

নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং।
হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা॥
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণাহিক্কাদয়োঽপি চ॥

নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গান, চীৎকার, গা মোড়া, হুঙ্কার, জৃম্ভণ, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষা ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা, হিক্কা প্রভৃতি উদ্ভাস্বরের লক্ষণ। সাত্ত্বিকসমূহ কেবল অন্তর্বিকার হইতে উৎপন্ন হয়।

যেসকল চিহ্নদ্বারা রতির আবির্ভাব জানা যায়, সে-সকলের নামই অনুভাব। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি বস্তুসকলে মনঃসংযোগ ঘটিলে অনুভাবসকল ব্যক্ত হয়। রতির আশ্রয়ে ভক্তে রতির আবির্ভাবদ্যোতক যেসকল নৃত্যাদি প্রবলাকারে প্রকাশিত হয়, তাহাই উদ্ভাস্বর; আর স্তম্ভাদি অনুভাব সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহা সাত্ত্বিক। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি ভাবসমূহ দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে সেই চিত্তকে সত্ত্ব বলে।

অনুভাবসকলকে বহিশ্চেষ্টাপ্রায় বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবৎ-প্রীতির আবির্ভাবে যেসকল নৃত্যাদি ভাব স্বতঃই ভক্তের দেহে প্রকাশ পায়, সে সকলই অনুভাব।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সাত্ত্বিকভাব কথিত হইয়াছে—

তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় এই আটটী সাত্ত্বিকভাব, ইহার মধ্যে প্রলয়-চেষ্টালোপ। ভগবৎপ্রীতিহেতু প্রলয়ে বাহ্যচেষ্টা লোপ হয়, কিন্তু অন্তরে ভগবৎস্ফূর্ত্তির লোপ হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উদ্ধবের কথা বলা হইয়াছে—

স মুহূর্ত্তমভূত্তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসুধয়া ভৃশম্।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধুনির্বৃতঃ॥

বিদুর উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় পার্ষদগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল মৌন অবলম্বন করিয়া থাকিলেন শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমল-সুধাপানে পরমানন্দিত এবং তীব্র ভক্তি-যোগে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক উদ্গত হইল, নয়ন হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকিল। সে অবস্থায় তাঁহার অন্তরে যে ভগবদনুভব বর্ত্তমান ছিল, তাহা দ্বারকার অপ্রকট প্রকাশের পর। তৎকালে তিনি ভগবদনুভবে নিমগ্ন থাকিয়া বিদুরের প্রেমাকর্ষণে বাহ্যস্মৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গরুড়পুরাণে অন্তরে স্ফূর্ত্তির কথা উক্ত আছে—

জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তিষু যোগস্থস্য চ যোগিনঃ।
যা কাচিন্মনসো বৃত্তিঃ, সা ভবেদচ্যুতাশ্রয়া॥

ভক্তিযোগীর ভগবৎপ্রীতিহেতু জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় মনোবৃত্তি-সকল ভগবদাশ্রয়ে বর্ত্তমান থাকে। সুষুপ্তি ও প্রলয় এক প্রকারের অবস্থা হইলেও সুষুপ্তি দশায় বহির্বৃত্তি ও অন্তর্বৃত্তি উভয়ই লোপ পায়. কিন্তু প্রলয়ে ভক্তের মনোবৃত্তি বিলুপ্ত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া থাকে। অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি বিরাজ করে।

ব্যভিচারীভাব

সঞ্চারীভাবসকলকে ব্যভিচারী ভাবও বলে। ভাবের গতি সঞ্চারণ করে বলিয়া সঞ্চারী, আর বিশেষভাবে সর্ব্বপ্রধানরূপে স্থায়িভাবে বিচরণ করে বলিয়া তাহাকে ব্যভিচারী বলে। তাহা তেত্রিশ প্রকার—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা (আকার গোপন), স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ (ক্রোধ), অসূয়া, চপলতা, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ। তন্মধ্যে বৎসলাদিতে ভয়ানকাদি দর্শনহেতু শ্রীভগবানের সঙ্গভঙ্গভয়ে ত্রাস জন্মে। ভগবচ্চিন্তায় শূন্যচিত্ততা এবং ভগবৎ সম্মিলনানন্দদ্বারা নিদ্রা উপস্থিত হয়। পরমানন্দময় শ্রীভগবানের নিমিত্ত আয়াসতাদাত্ম্যাপত্তিতে শ্রম হয়। সেই প্রকার শ্রমহেতু শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য ক্রিয়াতে আলস্য জন্মে। ভগবৎপ্রীতিতে অধিষ্ঠানহেতু নির্ব্বেদাদি

ব্যভিচারী ভাবসকল লৌকিক গুণময় ভাবের মত হইলেও তাহা গুণাতীত বলিয়াই জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।৩১-৩২) এসকলের উল্লেখ আছে—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্র ত্যুৎপুলকাং তনুম্॥
ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥

নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ নিমিরাজকে বলিয়াছিলেন,—ভক্তগণ সর্ব্বপাপনাশক শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া ও করাইয়া সাধনভক্তি সঞ্জাতা প্রেমভক্তি দ্বারা পুলকিত শরীর ধারণ করেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় কখনও রোদন করেন, কখনও হাসেন, কখনও আহ্লাদিত হন, কখনও অলৌকিকা কথা বলেন, কখনও নৃত্য, গান অথবা শ্রীকৃষ্ণানুশীলন করেন। এইপ্রকারে পরম বস্তুকে পাইয়া আনন্দে মৌন অবলম্বন করেন।

এস্থলে শ্রীহরি—আলম্বন বিভাব, স্মরণ করা—উদ্দীপন বিভাব, স্মরণ করিয়া দেওয়া উদ্ভাস্বর নামক 'অনুভাব'। পুলক—সাত্ত্বিক, চিন্তাদি সঞ্চারী-ভাব সঞ্জাতা প্রেমভক্তি—স্থায়িভাব। পরমবস্তুর প্রাপ্তিতে আনন্দে মৌনাবলম্বন বিভাবাদির সম্মিলনে হইয়া থাকে।

—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

বেদান্ত-সূত্র, ব্রহ্ম-সূত্র, উত্তরমিমাংসা-সূত্র বা বেদান্তদর্শন

বেদ-শাস্ত্র সনাতন ও অপৌরুষেয়। ইহা কোন মনুষ্যবিরচিত ও কালান্তরগত গ্রন্থবিশেষ নহে। নিত্যত্ব, সনাতনত্ব ও অপৌরুষত্ব হেতু ইহা পার্থিব সর্ব্ববিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের সমতুল্য ও সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে। ইহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়ের কোন অবকাশ নাই। প্রলয়াদিকালে এই বেদ-সংজ্ঞিতা বাণী অদৃশ্যপ্রায় থাকিয়া শ্রীভগবৎকৃপায় পুনঃ প্রকাশিত হইয়া থাকেন মাত্র। অস্মৎ সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীচতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৃদয়ে শ্রীভগবদিচ্ছায় এই তত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া তদীয় চতুর্ম্মুখ হইতে প্রকটিত হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদ্ধব প্রতি স্বীয় উক্তিতেই ইহা প্রমাণিত। যথা—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ (ভাঃ ১১।১৪।৩)

এই বেদ বিপুল আকারবিশিষ্ট। স্বল্পায়ুঃ ও স্বল্পমেধাবী ব্যক্তি ইহা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে সক্ষম নহেন। দীর্ঘায়ুঃ ও অমিত মেধাবিশিষ্ট পুরাকালীয় মুনি, ঋষি প্রভৃতি এই শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারাও শ্রৌতপথে ইহাকে সংরক্ষণ করিতেন; তজ্জন্য ইহা 'শ্রুতি' বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকেন এবং ইহার বিশেষ বিশেষ অংশ সংরক্ষকগণের নামানুসারেও সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। বেদ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত। যজ্ঞাদি ক্রিয়াপ্রতিপাদক অংশকে আম্নায় ও পরমার্থ প্রতিপাদক জ্ঞান-ভক্তি কাণ্ডকে উপনিষদ্ বলে। ইহা আগম ও নিগম শব্দেও পরিচিত। বেদের আনুষঙ্গিক ছয়প্রকার শাস্ত্রকে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ কহে।

ক্রমশঃ মানবের স্বল্পায়ুঃ ও স্বল্পমেধাপ্রযুক্ত অপারগতা দর্শন করত এবং দেবগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া শ্রীভগবদবতার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব দ্বাপর-যুগে জগতে আবির্ভূত হইলেন। তিনি বিক্ষিপ্ত বিপুল বেদকে বিভাগ করিলেন এবং চতুরধ্যায়ী ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-সূত্র রচনাদ্বারা জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করেন—এরূপ কথা স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে। শ্রীব্যাসদেব যাবতীয় উপনিষদ্‌গুলির (১০৮ খানি) উত্তমরূপ জ্ঞানের জন্য ৫৫৮ সংখ্যক সূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকেই ইহাকে শারীরক ব্রহ্ম সূত্র বলিয়া থাকেন। শরীরী বা দেহী জীবাত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণায়ক ও তত্ত্বমসি বাক্যের ইহা বোধক। আবার অনেকে বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই কয়েকটী সূত্রে যেন দেহবদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া ইহার শারীরকসংজ্ঞা।

বেদান্তঃ—'বেদঃ' ইত্যস্য অন্তঃ অর্থাৎ বেদের অন্ত বা উত্তরভাগ। পূর্ব্বভাগ কর্ম্মকাণ্ডে যাবতীয় যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ব্যবস্থিত আছে। কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গাদি ইষ্ট লাভ হয়, কিন্তু গমনাগমন নিবারিত হয় না; পরন্তু ভক্তিদ্বারা মোক্ষলাভ বা ভগবৎসেবা লাভে গমনাগমন গৌণভাবে নিবারিত হইয়া থাকে, মুখ্যভাবে প্রেমভক্তি লাভজনিত জীব পরমানন্দভাগী হন। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে কর্ম্ম-কাণ্ডের ফলের অনিত্যতা এবং জন্মমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতির অসম্ভবতা প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্টাঃ স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকান্ অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব-ভোগান্॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"

'বেদ' শব্দের ৪টী অর্থ। ইহা 'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বিদ্ ধাতুর অর্থ— "বেত্তি বেদ বিদ জ্ঞানে বিত্তে বিদ বিচারণে।
বিদ্যতে বিদ সত্তায়াং লাভে বিন্দতি বিন্দতে॥

বিদ্ ধাতুর ১ম অর্থ জানা, ২য় অর্থ বিচার করা, ৩য় অর্থ সত্তাবান্ থাকা। অর্থাৎ ১ম বিদ্ ধাতুর যোগে বেদের অর্থ—যদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, ২য় বিদ্ যোগে অর্থ—যদ্দ্বারা ব্রহ্মবিচার করা যায়, ৩য় বিদ্ যোগে অর্থ—যাঁহার অস্তিত্বে নিত্যতা বর্ত্তমান, ৪র্থ বিদ্ লাভার্থে অর্থাৎ যাহাদ্বারা ব্রহ্মকে লাভ অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই বেদের সারভাগ উপনিষৎ (উপ—নি—সদ্+ক্বিপ্); অর্থাৎ যদ্দ্বারা ব্রহ্মসমীপে নিরতিশয়রূপে উপস্থিত হওয়া যায়। এই 'বেদান্ত' বাক্যকে আরও সংক্ষেপ করতঃ শ্রীব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্রগুলি রচনা করিয়াছেন। সুতরাং বিপুল বেদ অধ্যয়নের পরিবর্ত্তে এই সূত্রগুলি হইতে অতি সংক্ষেপে বেদপাঠের ফললাভ করিয়া স্বল্পায়ুঃ মনুষ্যকুল কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবেন।

"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখং।
অস্তোভ মনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥"

ব্যাকরণের ও বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের সূত্রে অনেক পার্থক্য আছে। ব্যাকরণসূত্র কতকগুলি নিয়মমাত্র, তদ্দ্বারা সন্ধি, সমাস, তিঙন্ত ইত্যাদি হইয়া থাকে। যথা—সৎসঙ্গাৎ পূর্ব্ববামনোঽপি গুরুঃ। পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করিতে হইলে আকার বা ইকার যোগ করিতে হয়। সমাসস্থলে ইন্ ও অন্ ভাগান্ত শব্দের ন-কারের লোপ হয়। তি প্রভৃতি বিভক্তি-যোগে অণিম ধাতুর ইকার আগম হয় না ইত্যাদি। ব্যাকরণে এইরূপ যে যে নিয়ম আছে, তদনুসারে বর্ণাদির হ্রাস, বৃদ্ধি, বিপর্য্যয় হইয়া থাকে, কিন্তু বেদান্তসূত্র সেরূপ কতকগুলি নিয়মমাত্র নহে। ইহা দ্বারা কোন বর্ণাদি হ্রাস-বৃদ্ধি সাধিত হয় না, ইহা কোন প্রত্যয় বা বিভক্তি-বিধায়ক নহে। ইহা সংক্ষিপ্ত হইলেও সম্পূর্ণ, অল্পাক্ষর, সন্দেহবিহীন ও সারবান বাক্য মাত্র। এই সকল সূত্রকে বরং সাঙ্কেতিক বলা যাইতে পারে। তবে প্রবন্ধ আকারে না লিখিয়া এক একটী বাক্যদ্বারা এক একটী সূত্র সূচিত হইয়া থাকে। বাক্যগুলি সম্পূর্ণ অর্থাৎ কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়াদি সম্যক্‌রূপে না থাকিলেও সূত্রে

মধ্যে যে এক একটী শব্দ থাকে, তাহা দ্বারা এক একটী বিষয় বিবৃত ও উপলব্ধ হয়।

ভারতবর্ষে অনেকগুলি সূত্রগ্রন্থ প্রচলিত আছে। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি ষড়্‌দর্শন প্রত্যেকই সূত্র-গ্রন্থ। কল্প-শাস্ত্র (কর্ম্মকাণ্ডীয়) সূত্র-গ্রন্থ। এইরূপ গোভিল-গৃহ্য-সূত্র, আশ্বলায়ন সূত্র ইত্যাদি। শাণ্ডিল্যসূত্র বা ভক্তি-মীমাংসা ভক্তি-বিধায়ক সূত্র-গ্রন্থ।

ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে শ্রীশঙ্কর এবং শ্রীরামানুজ মধ্ব প্রভৃতি বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রের স্ব-স্ব মতপোষক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বানুগত্য স্বীকার করিলেও তাঁহার প্রকটিত অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে। বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া কেহ কেহ কর্ম্মকে নিখিল পুরুষার্থের হেতু, বিষ্ণু কর্ম্মের অঙ্গ, স্বর্গাদি ফল নিত্য, জীব ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র কর্ত্তা, পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্বিত বা ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব এবং স্বয়ং চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে জীবের সংসার-নিবৃত্তি বা মুক্তি প্রভৃতি আপাতঃ প্রতীয়মান অর্থকেই বেদতাৎপর্য্য বিবেচনা করেন। পরন্তু এই সকল মতবাদ পূর্ব্বপক্ষরূপ গ্রহণ করিয়া শ্রীব্যাসদেব ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্যাসদেবমূর্ত্তিতে শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্যরূপে প্রকাশ করায় তিনি আর পৃথক্ ভাষ্য রচনা করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণকেই বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া সর্ব্বজগতে প্রচার করিয়াছেন। গরুড় পুরাণ প্রমাণস্বরূপে বলেন,—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥

অর্থাৎ—এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্যদ্বারা সম্বর্ধিত।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভণ।
'সত্যং' 'পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন॥
চারিবেদ, উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন॥

অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক' মত॥
যেই সূত্র-কর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মুল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
অতএব ভাগবত—সূত্রের 'অর্থরূপ'।
নিজকৃত সূত্রের নিজ 'ভাষ্য' স্বরূপ॥
অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হইতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার॥

তথাপি তাঁহার অন্তর্ধানের পরে তদীয় পরম্পরাগত বিদ্বদ্বরেণ্য বৈদান্তিক-প্রবর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক গলদা গদীতে সাম্প্রদায়িক বিচার-সভায় অত্যল্প সময়মধ্যে বেদান্তসূত্রের একটী সর্ব্বচমৎকারী ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, এবং এই ভাষ্য স্বয়ং শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীবলদেব প্রভুদ্বারা জগতে প্রকট করিয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু ইহার নাম "**শ্রীগোবিন্দভাষ্য**" আখ্যা দিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীগোবিন্দদেব এ ভাষ্যের মূল প্রকাশক বিধায় ইহাতে কোনরূপ ভ্রম-প্রমাদি দোষ চতুষ্টয়ের অবকাশ নাই এবং ভক্তবৃন্দ এই ভাষ্যকে পরমশ্রদ্ধা ও আদরের সহিত অনুশীলন করিয়া থাকেন।

বেদান্ত-ক ও বেদান্তসূত্রকে যাঁহারা কেবল জ্ঞানের গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করেন বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের বাক্যকে স্বীকার করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত যদি বেদান্তসূত্রের ভাষ্যগ্রন্থ বলিয়া স্বয়ং সূত্রকারের অভিমত হয়, তবে তাহাকে ভক্তিগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করাই সুধীজনের কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তির চরম গ্রন্থ—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। বেদান্তসূত্রে কোথাও 'ভক্তি' শব্দের উল্লেখ নাই বলিয়া ইহাকে জ্ঞানের গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপক্ষের যুক্তি স্বীকার্য্য হইতে পারে না। প্রতিবাদ-স্বরূপে ঐ একই যুক্তিদ্বারা বলা যায় বেদান্ত-সূত্রে "জ্ঞান" শব্দও উল্লিখিত নাই। সুতরাং তাহা জ্ঞানপর গ্রন্থ হইতে পারে না। যাহাহউক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে ইহা ভক্তিপর গ্রন্থ বলিয়া সারগ্রাহী সমাজে আদৃত হইয়াছে এবং শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ইহার যে ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পারমার্থিক সমাজে বিশেষ আদৃত বলিয়া আমরা ক্রমশঃ ইহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

উপনিষৎ-সার

(১১) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

কাণ্বশাখীয় শুক্লযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত শতপথব্রাহ্মণের শেষাংশই আমাদের আলোচ্য বৃহদারণ্যকোপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ।

শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশে যে "আরণ্যক" রহিয়াছে, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ সেই "আরণ্যকে"র অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহা "আরণ্যকোপনিষৎ" বলিয়া কথিত হয়। উপনিষৎসমূহের মধ্যে উহা আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, এবং (প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে) ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্যের প্রভূত উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বিস্তৃতভাবে (তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে) জল্প অর্থাৎ পরপক্ষনিরাসের জন্য খণ্ডনমূলক যুক্তি, এবং বাদ অর্থাৎ সত্যলাভের জন্য বিচারসহায়ে সেই একত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করায় উহার "বৃহৎ" বিশেষণের সার্থকতা রহিয়াছে।

বৃহদারণ্যকের কাণ্ডসংখ্যা তিন—মধুকাণ্ড, যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড বা মুনিকাণ্ড ও খিলকাণ্ড। আগম-প্রধান ও উপদেশাত্মক মধুকাণ্ডে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উহাতে উপনিষদের সমস্ত বক্তব্যই উপস্থাপিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডের প্রথমে (তৃতীয় অধ্যায়ে) পক্ষ-প্রতিপক্ষ (অর্থাৎ জল্পন্যায়) অবলম্বনে এবং পরে (চতুর্থ অধ্যায়ে) জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যাচার্য্য-সম্বন্ধ অবলম্বনে (বাদ ন্যায়ে) ঐ উপদেশের সত্যতা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম (মৈত্রেয়ী) ব্রাহ্মণটি উপনিষদের নিগমনস্থানীয়, অর্থাৎ প্রথমে প্রতিজ্ঞাত বিষয়টির নির্দ্দেশ করিয়া তদ্বিষয়ে হেতু-প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বশেষে উহার দৃঢ়ীকরণের জন্য এই অধ্যায়ে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। পরিশিষ্টস্থানীয় খিলকাণ্ডে উপনিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ড চতুষ্টয়ে অনুল্লিখিত বহু বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনীভূত বহু উপাসনার সমাবেশ করা হইয়াছে।

বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে অকস্মাৎ ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সুকঠিন বলিয়া উপনিষদে ঐ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সাধনরূপে উপাসনার উপদেশ দেওয়া হয়। মধুকাণ্ডের প্রথমেও এই জন্য উপাসনার উল্লেখ রহিয়াছে। মধুকাণ্ডের অধ্যায়দ্বয়ের মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে "অধ্যারোপ" রীতি অবলম্বনে

ব্রহ্মে অধ্যারোপিত প্রপঞ্চের উৎপত্তি, উহার সম্পূর্ণ বিস্তার, ও উহার চরমোৎকর্ষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ-পদ প্রদর্শিত হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সমস্তই সংসারের অন্তর্ভুক্ত ও অনিত্য। যিনি শাশ্বত, অদ্বিতীয় আত্মা, তিনি সংসারাতীত, তিনি "নেতি নেতি" রূপেই নির্দ্দেশ্য (২।৩।৬)। সপ্তান্ন প্রকরণে (১।৫।১ আশয়ে) দেখানো হইয়াছে যে, জগতের পদার্থমাত্রই পরস্পর সাপেক্ষ, পরস্পরের ভোগ্য ও কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ; আত্মার একত্ব-প্রদর্শনের জন্য এই তথ্যই ২।৫ এ বর্ণিত হইয়াছে। ১।৬ ব্রাহ্মণে দেখানো হইয়াছে যে, ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত সমস্ত জগৎ নাম, রূপ ও কর্ম্মাত্মক—অতএব উহা আত্মা নহে, উহা অনাত্মা। কর্ম্মের ফল কখনও এই অনিত্য সংসারকে অতিক্রম করিতে পারে না; কারণ কর্ম্মের ফল বিনাশী (১।৪।১৫)। যতক্ষণ অবিদ্যাসম্ভূত দ্বৈতবোধ আছে, ততক্ষণই সংসার। এইজন্যই ১।৪ ব্রাহ্মণে কর্ম্ম ও উপাসনার চরমোৎকর্ষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভত্বপ্রাপ্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যাবস্থায়ই দ্বৈতবোধ থাকে, বিদ্যাবস্থায় উহা থাকে না (১।৪।৭ ও ২।৪।১৪)। এইরূপে সাধককে অনিত্য ফলে বৈরাগ্যবান্ ও বিদ্যার প্রতি আগ্রহবান্ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের শেষে বলা হইয়াছে, "আত্মেত্যো-বোপাসীত" (১।৪।৭)। অধ্যারোপ-বর্ণনার শেষে ইহার অবতারণা করার উদ্দেশ্য, সাধককে জ্ঞাত করানো হইয়াছে যে, কিরূপে আত্মজ্ঞান লাভ হয় ও অনিত্য সংসার হইতে উদ্ধার হওয়া যায়।

"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইহাকে বিদ্যাসূত্র, এবং "অথ যোঽন্যাং দেবতা-মুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ" (১।৪।১০)— ইহাকে অবিদ্যাসূত্র বলে। বিদ্যার বিষয় আত্মা; অবিদ্যার বিষয় সংসার। অজ্ঞানই সংসারের কারণ।

মধুকাণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "অপবাদ" রীতি অবলম্বনে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

উক্ত অধ্যায়ে ব্রহ্মে আরোপিত দুইটি রূপ অর্থাৎ আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক রূপ বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে, "অথাত আদেশো নেতি নেতি" (২।৩।৬)। এই অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে দুন্দুভি প্রভৃতির দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের ও আত্মার একত্বই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে মধুব্রাহ্মণে (২।৫) দেখানো হইয়াছে যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; জীব, জগৎ যাহা কিছু আছে, সমস্তই আত্মা।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্যঃ (২।৪।৫)। আত্মাকে জানিলেই সব জানা হইল ; কারণ আত্মাই সমস্ত (২।৪।৬)।

উপদেশের পর উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ সমগ্র যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডটি উপপত্তি-প্রধান।

ফলতঃ আগমপ্রধান মধুকাণ্ডেই উপনিষদের মূল বক্তব্যগুলি বলা হইয়াছে। মধু ও যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড উভয়ই আত্মৈকত্বের প্রকাশক, সুতরাং সমানার্থক।

উভয়কাণ্ডের বাক্যগত সাদৃশ্য যথা—

(ক) "তিনি আপনাকে "আমি ব্রহ্ম" বলিয়া জানিয়াছিলেন (১।৪।১০) ও আপনাকেই যদি "আমিই এই" এইরূপে জানে (৪।৪।১২) ; (খ) "নেতি নেতি" (২।৩।৬) ও "নেত্তি নেতি" (৩।৯।২৬), (৪।২।৪), (৪।৪।২২), (৪।৫।১৫) ; (গ) "ইন্দ্র মায়া-অবলম্বনে বহুরূপ হন" (২।৫।১৯) ও "তিনি যেন চিন্তা করেন, যেন চলেন" (৪।৩।৭) ; (ঘ) "অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য" (২।৫।১৯) ও "অস্থূল.....অনন্তর, অবাহ্য" (৩।৮।৮) ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত "তিনি একই প্রকারে দ্রষ্টব্য" (৪।৪।২০) ইত্যাদি বাক্যে বিদ্যাসূত্র ও "যিনি এই ব্রহ্মে নানার ন্যায় দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করেন" (৪।৪।১৯) এই বাক্যে অবিদ্যাসূত্র অনূদিত হইয়াছে।

মধুকাণ্ডের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে বুভুক্ষাকে মৃত্যু বলা হইয়াছে (১।২।১) ; যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে ঐ মৃত্যুকেই গ্রহ ও অতিগ্রহরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (৩।২) মধুকাণ্ডের সিদ্ধান্ত এই—

"বিদ্যার দ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, দেবলোক সর্ব্বলোকের শ্রেষ্ঠ" (১।৫।১৬)। সমস্তই কামনার ফল, ইচ্ছা করিলেও ইহার অধিক পাওয়া যায় না (১।৪।১৭) ; এই বিষয়টি যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে বিচারিত হইয়াছে (৩।৩)। ২।১ ব্রাহ্মণের ন্যায় ৪।৩ ব্রাহ্মণে অবস্থাত্রয়-অবলম্বনে আত্মার স্বরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। ৪।৪ ব্রাহ্মণে দেহান্তরলাভের প্রক্রিয়া বর্ণনাচ্ছলেও ঐ বিষয়ই সমর্থিত হইয়াছে। পঞ্চম ব্রাহ্মণটি মধুকাণ্ডস্থ যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদের নিগমনস্থানীয়।

খিলকাণ্ডের ওঁ পূর্ণমদঃ (৫।১।১) ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহদারণ্যকের সমস্ত বক্তব্য সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ**

শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনপূজা ও তাৎপর্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৫ পৃষ্ঠার পর)

সুতরাং, দেখা যাইতেছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যজ্ঞাধিপতি তথা সকলেরই প্রভু ও ঈশ্বর। তিনি সকলেরই আরাধ্য। কিন্তু ইন্দ্র তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেই জন্য ভগবান্ তাহার শক্তির তুচ্ছত্ব প্রদর্শন ও সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া ছলেন। অতএব, এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের কোন জীবেরই কোন বিষয়ে গর্ব্ব করা উচিত নহে। যদি আমরা সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" এই উপদেশ স্মরণ করত ভগবদ্দাস্যে নিযুক্ত থাকি তাহা হইলে আমাদের অশেষ কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, এই লীলাদ্বারা ভগবান্ শিক্ষা দিয়াছেন—আমার কৃপালাভ করিতে হইলে আমার ভক্তের অনুগ্রহ ব্যতীত সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য দেবরাজ ইন্দ্র দেখিলেন যে, ভগবানের কৃপা লাভ করিতে হইলে ভক্তের অনুগ্রহ প্রয়োজন। সুতরাং তিনি ভগবানের প্রিয় সুরভি গাভীর শরণাপন্ন হইলেন। পরে তিনি সুরভির কৃপায় শ্রীভগবদ্ অনুগ্রহ লাভ করেন।

এই স্থানে বিশেষ প্রণিধানের বিষয় এই যে, দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভগবদধীন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্লোকে সমাসীন হইলেও শ্রীভগবৎ কৃপালাভের জন্য তাঁহাকে শ্রীভগবদ্ রাজ্যের কনিষ্ঠ রসের ভক্ত শ্রীসুরভির শরণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যখন নিজ মঙ্গলের জন্য দেবরাজকেই শ্রীভগবদ্ভক্তের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, তখন সামান্য জীবের পক্ষে কা কথা? ইন্দ্রের ন্যায় আমরাও যদি শ্রীভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীভগবদ্ ভজন করি, তাহা হইলে নিজ চরম ও পরম মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভে সমর্থ হইব। ইহা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের গত্যন্তর নাই। সেইজন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার পরমারাধ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর॥

তৃতীয়তঃ, এই লীলাদ্বারা ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রজবাসিগণ কুলপরম্পরাগত ইন্দ্রপূজা প্রিয়তম

শ্রীকৃষ্ণের কথায় বর্জ্জন করিয়া তদভিন্ন শ্রীগিরিরাজের পূজা করিয়াছিল। ভক্তের লক্ষণই হইতেছে ভগবানে আত্মসমর্পণ, শ্রীভগবানের ইচ্ছাই ভক্তের ইচ্ছা। শ্রীভগবৎ-সেবাই ভক্তের জীবন। তাই শুদ্ধভক্ত ভগবানের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে—

"তোমার ইচ্ছায় মুই ইচ্ছা মিলাইনু।"
তোমার সেবায়　　দুঃখ হয় যত
সেও তো পরম সুখ।

শ্রীভগবদ্বাক্যই শাস্ত্রবাক্য। শ্রীব্রজবাসিগণ ভগবদ্বাক্য পালন করিয়াই ইন্দ্রের বারিবর্ষণরূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। সুতরাং আমরা যদি শাস্ত্রবাক্য সুষ্ঠুরূপে পালন করি, তাহা হইলে আমরাও সর্ব্ববিষয়ে কল্যাণ লাভ করিতে পারিব এবং সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা পাইব।

চতুর্থতঃ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সহিত যে অভিন্ন, তাহা ব্রজবাসিগণের প্রদত্ত ভোগ গ্রহণকালে শ্রীগোবর্দ্ধনের উপর স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীগিরিরাজ যুগপৎ ভগবৎস্বরূপে ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং শ্রীহরিদাসবর্য্যরূপে অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে তন্মধ্যে বিবিধ গুহা, নির্ঝর ও বৃক্ষাদি প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সর্ব্বোত্তম রাসলীলাদি সম্পন্ন করাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সেইজন্য বলিয়াছেন—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পরশপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দর-কন্দমূলৈঃ॥ (ভাঃ ১০।২১।১৮)

শ্রীমতী রাধিকা গোপিগণের উদ্দেশে বলিতেছেন—হে অবলাগণ, এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে আনন্দিত হইয়া পানীয়, উত্তম তৃণ, কন্দর, কন্দমূল প্রভৃতিদ্বারা গো এবং গোপালগণের সহিত তাঁহাদের পূজা করিতেছে। অতএব এই পর্ব্বত হরিভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীগিরিরাজের মহিমা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে,
রচয়তি নবযূনোর্দ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দম্ ।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্দ্বয়োর্মে,
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥

হে গোবর্দ্ধন ! শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগল তোমার প্রতিকন্দরে কন্দরে আনন্দের সহিত প্রমোদ-লীলা অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই নিমিত্ত আমিও সেই রাধা-কৃষ্ণযুগল দর্শনার্থ উৎসুক হইয়াছি, অতএব আমাকে তোমার নিকট বাসদান কর।

সুতরাং আমরা যদি ভক্তিভরে শ্রীগিরিরাজের পূজা ও তদীয় অন্নকূট-মহোৎসবাদি দ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধান করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহারও তদভিন্ন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপালাভ করিতে আমরা সমর্থ হইব। সুতরাং এক্ষণে শ্রীশ্রীগিরিরাজের শ্রীচরণে কৃপাপ্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

ভগবদ্বহির্মুখতা জীব মায়াবদ্ধ। অনাদিকাল হইতে জীব স্ত্রী, পতি, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিজন সহিত নিজ নিজ সুখভোগ চরিতার্থ মানসে আসক্ত হইয়া সংসারকে কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ করত অহনিশ ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইতেছে। পরদুঃখে দুঃখী পরম করুণাময় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ তাহাদের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া সকল ক্লেশের হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য নানাবিধ মঙ্গল ব্যবস্থার কথা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীধামাদি পরিক্রমা তাহার মধ্যে অন্যতম। সংসাররূপ কর্ম্মমার্গে ভ্রমণদ্বারা জীবের বন্ধনদশা যেরূপ উত্তরোত্তর দৃঢ় হয়, সাধুসঙ্গে নামসঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীধামাদি পরিক্রমা-দ্বারা সেইরূপ বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। শাস্ত্রে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রীধাম-পরিক্রমার কথা বলিয়াছেন। চতুঃষষ্টির মধ্যে নবধা এবং তাহা হইতে পঞ্চধা ও অবশেষে কেবল মাত্র নামসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথিত হইয়াছে।

শ্রীধামনবদ্বীপ নবধা ভক্তিযাজনের পীঠস্থান। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার দ্বারা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, পরিচর্য্যা, সখ্য, আত্মনিবেদন—নবধা ভক্তিযাজন হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের আবির্ভাব-স্থানকে ধাম বলা হয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ যেরূপ অপ্রাকৃত বস্তু, ধামও তদ্রূপ। মায়াবদ্ধ জীবের প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা শ্রীধামকে সামান্য গ্রাম দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রীধাম দর্শন করিতে হইবে, তাঁহাদের কৃপায় শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ হইয়া শ্রীধাম-পরিক্রমাদির দ্বারা জগদ্‌গুরু হিসাবে জগৎবাসীকে শ্রীধাম-পরিক্রমার অবশ্য কর্ত্তব্য জানাইয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা করিয়াছিলেন; পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীধাম-পরিক্রমার পর এই পরিক্রমার ধারা স্তব্ধীভূত হইয়া যায়। বহুদিন পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজশক্তি ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈভবস্বরূপ প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীধাম-পরিক্রমা আরও প্রস্ফুটিত করিলেন। তাঁহার অপ্রকটলীলার পর কিছুদিন ধাম-পরিক্রমার এই ধারা পুনরায় রুদ্ধ হইলে তাঁহারই বিশ্রম্ভ সেবক মদীয় পরমারাধ্য পরমগুরুদের **শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** পুনরায় বিপুলভাবে এই পরিক্রমা প্রবর্ত্তন করেন এবং তাঁহারই কৃপায় সেই পরিক্রমার ধারা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কালের প্রভাবে মাঝে মাঝে শ্রীধাম-পরিক্রমা স্তব্ধীভূত হইলেও পুনরায় শ্রীভগবানের একান্ত প্রিয়জন জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীধাম-সেবার উজ্জ্বলতা বিধান করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সাদর আহ্বানে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও কয়েক সহস্র ভক্তগণ দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পরিক্রমার জন্য আসিয়া উপনীত হন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজের** অধ্যক্ষতায় গত ৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ্চ)

শনিবার হইতে ১৪ই চৈত্র (২৮শে মার্চ্চ) শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত উদ্‌যাপীত হইয়াছে। পরিক্রমার সঙ্কল্পগ্রহণ উদ্দেশ্যে শ্রীমঠে ৭ই চৈত্র সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে এক মহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণের বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রীধামের স্বরূপ, পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা, পরিক্রমা-মাহাত্ম্য এবং সদাচার গ্রহণপূর্ব্বক ধামপরিক্রমা-সম্বন্ধে অতি মূল্যবান উপদেশ ও দার্শনিকপূর্ণ তত্ত্ব পরিবেশন করিয়াছিলেন।

গত ৮ই চৈত্র, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগান্ধর্ব্বিকার মঙ্গলারতি অন্তে বিপুল জয়ধ্বনির মাধ্যমে বিরাট শোভাযাত্রা ও সঙ্কীর্ত্তন সহকারে শ্রীধামপরিক্রমাসঙ্ঘ বহির্গত হয়। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে সুসজ্জিত দোলায় বিজয়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগুরুবর্গের আলেখ্য বিরাজমান থাকিত, পশ্চাতে পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ মৃদঙ্গ, করতাল, ঝাঁঝর, কাঁসর, সঙ্খ, ঘণ্টাসহ উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে ও পশ্চাতে সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তগণ নানাবিধ রঙের পতাকা হস্তে লইয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনসহকারে যাত্রা করিতেন। বিপুল হরিধ্বনি সুপ্ত নবদ্বীপবাসীর চেতন করিবার জন্য বলিতেছিল "জীব জাগ জীব জাগ গৌরাচাঁদ বলে, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে।" শ্রীগুরুবৈষ্ণবদের আনুগত্যে পরিক্রমাসঙ্ঘ পুণ্যতোয়া সুরধনী অতিক্রম করত শ্রীমায়াপুর-উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক গাদিগাছা হইয়া **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে** (কীর্ত্তনাখ্য) সুরভিকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে দেবরাজ ইন্দ্র সুরভির কৃপাভিক্ষা করত শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনের জন্য আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ 'শ্রীনবদ্বীপ-ধামমাহাত্ম্য' গ্রন্থ হইতে এইস্থানের মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া যাত্রীগণকে শ্রবণ করাইলেন। এইস্থান হইতে ক্রমশঃ পরিক্রমাসঙ্ঘ **সানন্দ-সুখদকুঞ্জ** বা ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলীতে উপস্থিত হইলেন।

ষড়্ গোস্বামী ও ঠাকুর **শ্রীল** ভক্তিবিনোদ কৃত গ্রন্থে প্রথমে আত্ম-নিবেদনক্ষেত্র **অন্তর্দ্বীপ** বা শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রীধাম-পরিক্রমার বিধি আছে। কিন্তু পরমারাধ্য **শ্রীল** ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবর তিনি তাঁহার অপ্রাকৃত অনুভূতিদ্বারা কীর্ত্তনাখ্য-ক্ষেত্র হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিয়াছেন। "ভক্তিস্তু ভগবৎ সঙ্গেন পরিজায়তে"

ভক্তের কৃপায় ভক্তিসহজলভ্য। শ্রীগৌরশক্তিস্বরূপ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের কৃপাকণা ভিক্ষা করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া থাকেন। এইস্থলে শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রাকৃত চরিত্র, দিব্যগুণাবলী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। অনন্তর পরিক্রমাসঙ্ঘ সুবর্ণবিহার দর্শন করিয়া শ্রীনৃসিংহ-পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় ভক্তিপথের সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ হইয়া থাকে। ভক্তিলাভেচ্ছুগণ শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা প্রার্থনা একান্ত আবশ্যক। শ্রীনৃসিংহ-দেবের দর্শন, পরিক্রমণ ও ধামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যাত্রীগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ভোগারতি দর্শনান্তে মহাপ্রসাদ সেবন করেন। এইস্থান হইতে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীহরিহরক্ষেত্র দর্শন করিলেন। হরি-হর—ভগবান্ ও ভক্ত। শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত হর, তিনি পঞ্চমুখে অহর্নিশ শ্রীহরির গুণগানে মত্ত। ভক্ত-ভগবান্ অঙ্গাঙ্গীরূপে বিরাজমান। ভক্ত ভগবান্ ছাড়া অবস্থান করেন না, ভগবানও তদ্রূপ। শ্রীহরি-হর একাত্ম হইলেও একতত্ত্ব নহেন। যাত্রীগণ শ্রীল মহারাজগণের নিকট হইতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রবণের সুযোগলাভ করেন।

৯ই চৈত্র পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবসে পরিক্রমাসঙ্ঘ শ্রীকোলদ্বীপের অন্তর্গত চাঁপাহাটী পরিক্রমামুখে প্রথমে শ্রীরাধাকুণ্ড অভিন্ন ঋতুপুর বা রাতুপুরে উপস্থিত হন। শ্রীনবদ্বীপ গুপ্তবৃন্দাবন, শ্রীরাধাগোবিন্দের বৃন্দাবনস্থ যাবতীয় লীলাবিহারস্থলী শ্রীনবদ্বীপে গুপ্তরূপে অবস্থিত। এই স্থানের মাহাত্ম্য যাত্রীগণকে পাঠ করাইয়া শ্রবণ করান হয়। তদন্তর এইস্থান হইতে সমুদ্রগড়ে পরিক্রমাসঙ্ঘ উপস্থিত হইলেন। সমুদ্র গঙ্গাদেবীর আনুগত্যে মহাপ্রভুর সেবাদি এইস্থানে করেন। রাজা সমুদ্রসেন এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় পাণ্ডবের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বকে বন্ধন করেন ও ভীমসেনের সহিত প্রবল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। "যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর"; পরমভক্ত রাজা সমুদ্রসেন জানিতেন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের প্রিয় সখা, তাঁহাদের বিপদে তিনি স্থির থাকিতে পারিবেন না, সুতরাং তাঁহার দর্শনের জন্য ভীমসেনের সহিত প্রাণপনে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে ভীমসেন অত্যন্ত প্রমাদ মনে গনিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দুই ভক্তের কাতর আহ্বানে স্থির থাকিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে

উপস্থিত হইলেন। রাজা আরাধ্যদেবের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার মনোভীষ্ট পূরণ হওয়ায়, যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া পাণ্ডবের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এইস্থান হইতে চাঁপাহাটীস্থ শ্রীবিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহ দর্শনের জন্য পরিক্রমাসঙ্ঘ শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বকালে এইস্থানে প্রচুর চাঁপাফুল হইত, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় সখীগণ তাহাদ্বারা তাঁহাদের সেবা করিতেন। শ্রীরাধার অভিন্ন গদাধর শ্রীগৌরলীলায় শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। যাত্রীগণ এইস্থান-মাহাত্ম্য ও শ্রীগৌরগদাধর-তত্ত্ব শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন। কবি জয়দেব গোস্বামী এইস্থানে গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন।

১০ই চৈত্র পরিক্রমার তৃতীয় দিবসে পরিক্রমাসঙ্ঘ **জহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) অন্তর্গত বিদ্যানগরে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্রীপাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যানগর যাবতীয় বিদ্যার বসতিস্থল ছিল। এইস্থল হইতে জহ্নুমুনির আশ্রম এবং **মোদ্রুমদ্বীপস্থ** (দাস্যাখ্য) মামগাছিতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটাদি দর্শন করিয়া মধ্যাহ্নে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১১ই চৈত্র পরিক্রমার চতুর্থ দিবসে কোলদ্বীপান্তর্গত কুলিয়াপাহাড়, প্রৌঢ়ামায়ার (প্রৌঢ়মাতা) স্থান হইয়া পরিক্রমাসঙ্ঘ **রুদ্রদ্বীপে** (সখ্যাখ্য) উপস্থিত হইলেন। শ্রীভগবানের আদেশে শ্রীরুদ্রদেব অসুরগণকে মোহিত করিবার জন্য জগতে মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এইস্থান দর্শন ও পরিক্রমাদির পর শ্রীধাম-মাহাত্ম্য যাত্রীগণকে শ্রবণ করান হইয়াছিল। এইস্থল হইতে **সীমন্তদ্বীপের** উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত করিয়া পরিক্রমাসঙ্ঘ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিস্থলে উপস্থিত হন। বিভিন্ন মহারাজগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও তাঁহার গুণাবলী শ্রবণের সুযোগ যাত্রীগণ পাইলেন। বাবাজী মহারাজ শ্রীগৌড়, ব্রজ ও ক্ষেত্রমণ্ডলে একচ্ছত্র বৈষ্ণব-অধিপতি ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে 'সার্ব্বভৌম' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল।

১২ই চৈত্র পরিক্রমার পঞ্চম বা অন্তিম দিবসে পরিক্রমাসঙ্ঘের শোভা-যাত্রা এক বিরাট আকার ধারণ করিয়াছিল। পরিক্রমাসঙ্ঘ সুরধনী অতিক্রম করিয়া প্রথমে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-

রাধামদনমোহনজীর দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ১০৮শ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের সমাধিপীঠ দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ জীউর বন্দনা ও পরিক্রমা করেন। পরে এইস্থান হইতে অভিন্ন রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন বা সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীগদাধর-ভবন দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া পরিক্রমাসঙ্ঘ জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিস্থলে উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপীঠ পরিক্রমান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসিবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী ও তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। তৎপরে চারি আচার্য্য সম্বলিত মন্দির শ্রীচৈতন্য মঠ দর্শন করিয়া যাত্রীগণ শ্রীরাধাকুণ্ডতীরস্থিত শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির দর্শন করেন। এইস্থলে যাত্রীগণ দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া বাবাজী মহারাজের কৃপা প্রার্থনা করেন। অতঃপর পরিক্রমাসঙ্ঘ চাঁদকাজীর সমাধিস্থলে উপস্থিত হন। চাঁদকাজী যবনকুলে আসিলেও গৌরভক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সমাধিস্থল দর্শন ও পরিক্রমাদ্বারা যাত্রীগণ পবিত্র হইবার সুযোগ লাভ করেন। "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে, আর শুচি হয়ে মুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ত্যজে।" "কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদির বিচার, যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন ছার।"

অতঃপর পরিক্রমাসঙ্গ শ্রীযোগপীঠে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-ভবনে উপস্থিত হইয়া উদ্দণ্ড নর্ত্তন ও কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমূলমন্দির পরিক্রমা করিলে পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীরাধামাধবমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব, তাঁহার অপ্রাকৃত শিক্ষা এবং শ্রীগৌর-ধামাদি সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে, নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে। আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরস্তে, নারাধিতো দ্বিজসুতো ন, তবেহ কৃষ্ণঃ॥" অর্থাৎ মূলতঃ নবদ্বীপ-সেবা ব্যতীত বৃন্দাবনসেবা-প্রাপ্তি এবং শ্রীগৌর-সেবা ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবা প্রাপ্তি অসম্ভব। এইস্থলে বিজয়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর প্রায় দশ সহস্র ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ সেবন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পরিক্রমাসঙ্ঘ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৩ই চৈত্র শ্রীশ্রীগৌর-আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে সূর্য্যোদয়ের প্রারম্ভ হইতে সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত অবিরত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। সকল যাত্রীগণ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস থাকিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। সন্ধ্যায় বিরাট সমারোহের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মমহামহোৎসব অভিষেক ও আরতি সম্পন্ন হইলে যাত্রীগণ এবং দর্শনার্থী সজ্জনগণকে ফলমূলাদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে এক মহতী ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হইলে পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ লীলাবৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

১৪ই চৈত্র সাধারণ মহোৎসবে অগণিত জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সূর্য্যোদয় হইতে রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত কোন আগন্তুককেও মহাপ্রসাদ হইতে বিমুখ করা হয় নাই। সাতদিনব্যাপী পরিক্রমার উৎসবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারী-জীউর আরাত্রিকের পর অবিদ্যাহরণ-কীর্ত্তনসদনে (নাটমন্দির) বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হইত, সেই সভায় পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব হরিভজনই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা, সাধুসঙ্গে শ্রীধামাদি দর্শন, পরিক্রমা ও সৎসঙ্গের মহিমাদি তথ্যপূর্ণ ও সুসিদ্ধান্ত সম্বলিত বীর্য্যবতী অমৃতময় বাণী ভক্তিলাভেচ্ছু যাত্রীগণের হৃৎকর্ণ-রসায়ন তৃপ্ত হইত। বহু ভাগ্যের ফলে সাধুসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। সাধুগণ গৃহস্থের প্রকৃত মঙ্গলবিধানের নিমিত্তে তাহাদিগকে গৃহকোণ হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া অহর্নিশ হরিকথা, নানাবিধ উপায়ে হরিসেবনে নিযুক্ত করিয়া ও মহাপ্রসাদাদি সেবন করিবার সুযোগ প্রদান করত তাহাদিগকে হরিভজনের পথে অগ্রসর করাইয়া থাকেন। নিষ্কপট-চিত্তে সাধুগুরু-বৈষ্ণব-গণের শ্রীচরণরেণুকণ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাদেরই পদাশ্রয়ে হরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। "অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান, নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান।"

—শ্রীমতী উমারাণী দেবী
চুঁচুড়া (হুগলী)।

আচার্য্যসিংহ পরমহংসকুলতিলক

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-তিথি-পূজা-স্মরণে

শ্রীগুরুর আবির্ভাব-তিথিতে
ভকতেরা আসে আজি শ্রীমঠে।
সবারই কণ্ঠে শুনি 'জয় গুরুদেব' ধ্বনি ;
ভকতের আঁখিমণি উদিত যে আজিকে,
গুরু-পূজা হয় তাই শ্রীমঠে।

ময়ূর-ময়ূরী আজি নাচে রে,
শুক-শারী কা'র গুণ গাহে রে !
ফোটে বনে নানা ফুল, গুঞ্জরে অলিকুল,
রবি-করে ঝলমল- করে মঠ-আঙ্গিনা,
এ' শোভার নাহি বুঝি উপমা !

মায়াবাদ-তমঃ দূর করিতে
তাঁহার শ্রীগুরু-সেবা তাঁহাতে সম্ভবে সদা,
আজি তাঁর গুণ-গাথা গাহে সবে জগতে।
যোগীরাও লুঠে তাঁর শ্রীপদে।
ভকত-বান্ধব নাম তাঁর গো,
ভকত লাগিয়া তিনি আসে গো !

ব্রজ-নর্ম্মসখী-রূপে রাজে তিনি ব্রজলোকে,
হেথা তিনি গুরুরূপে উদিত এ' তিথিতে।
তাঁরে পূজি মোরা আজিকে।

সেবকাধম—
শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল
সাং—বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

গত ৩০শে বৈশাখ (ইং ১৪।৫।৭৫) বুধবার—অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে উক্ত তিথিবরা সমিতির প্রধানকেন্দ্র ও অন্যান্য শাখামঠসমূহে বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপীত হইয়াছে। অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতেই সত্যযুগের উৎপত্তি। সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল। পরে ত্রেতা, দ্বাপরে ক্রমশঃ উক্ত ধর্ম্মের এক এক পাদ নষ্ট হইয়া বর্ত্তমানে কলিতে এক পাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আসুরিক চিন্তাস্রোতে বা অধর্ম্ম যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখনই ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বা নিজজনকে প্রেরণ করিয়া অসুরগণের বিনাশ-সাধন ও ভক্তসজ্জন-গণকে রক্ষা করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিও তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ স্মরণ করিয়া ভগবৎ প্রেরণাক্রমে বর্ত্তমান নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতে ভাসমান প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদিগণের ও অপরাপর আসুরিক বিচারের ধ্বংস-সাধন ও সমূলোৎপাটনের নিমিত্ত এই শুভ তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীভগবানের সুদর্শনে সুরক্ষিত হইয়া ভগবদ্ভক্তগণ জগতে অকৈতব কৃষ্ণকথা তারঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। তাঁহারা অসত্যের সহিত চিরদিনই অসহযোগ-আন্দোলন চালাইয়াছেন এবং কোনদিনই গোজামিলের প্রশ্রয় দিবেন না। জগতের নিকট অকৈতব কৃষ্ণ-কাৰ্ত্ত-কথা কীর্ত্তনই তাঁহারা জীবনের একমাত্র ব্রত-বলিয়া মনে করেন। অক্ষয়-তৃতীয়ায় সত্যযুগোৎপত্তি-দিবস-স্মরণে আমরা সেই বাস্তব-সত্য পরতত্ত্বের শরণাপন্ন হইতেছি,—

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং, সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং, সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥"

—নিজস্ব সংবাদ

—:(*):—

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীপত্রিকার ২৭শ বর্ষে ৩য় সংখ্যায় ৯৪ পৃষ্ঠার ২০ পঙ্‌ক্তিতে "উত্তরমিমাংসা-সূত্র" স্থলে "উত্তরমীমাংসা-সূত্র", ২২ পঙ্‌ক্তিতে "কালান্তরগত" স্থানে "কালান্তর্গত", ২৩ পঙ্‌ক্তিতে "সমতুল্য" পরিবর্ত্তে "সমতুল" হইবে।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী ২৪শে আষাঢ়, ১৩৮২ (ইং ৯ই জুলাই, ১৯৭৫) বুধবার হইতে ১লা শ্রাবণ, ১৩৮২ (ইং ১৮ই জুলাই, ১৯৭৫) শুক্রবার পর্য্যন্ত দশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগরসঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি— ৩০শে বৈশাখ, ১৩৮২ ; ইং ১৪।৫।৭৫

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবা-পঞ্জী ঃ—

১। **২৪শে আষাঢ়**, ৯ই জুলাই, বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন**, পরে স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন এবং অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা**।

২। **২৫শে আষাঢ়**, ১০ই জুলাই, বৃহস্পতিবার— **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**; অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনমুখে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে অপরাহ্ণ ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৩। **২৬শে আষাঢ়**, ১১ই জুলাই, শুক্রবার হইতে **২৮শে আষাঢ়**, ১৩ই জুলাই, রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৪। **২৯শে আষাঢ়**, ১৪ই জুলাই, সোমবার— **হেরাপঞ্চমী**-দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৫। **৩০শে আষাঢ়**, ১৫ই জুলাই, মঙ্গলবার হইতে **৩২শে আষাঢ়**, ১৭ই জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৬। **১লা শ্রাবণ**, ১৮ই জুলাই, শুক্রবার— অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরতি।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৭শ বর্ষ { বাসুদেব, ২১ ত্রিবিক্রম, ৪৮৯ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২ ; ইং ১৫।৬।১৯৭৫ } ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগরুড়-কৃতং "শ্রীশ্রীবিষ্ণু-স্তোত্রম্"

[পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ে]

ঈক্ষাং চক্রে স এবাগ্রে য একস্যাং বহুস্তথা।
প্রবিষ্টো দেবতাঃ সৃষ্ট্বা স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥ ২৫ ॥

তিনিই সৃষ্টির পূর্ব্বে এইরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন যে, আমি এক শরীরে বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করি, তৎপরে যিনি দেবতাদিগকে সৃজন করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২৫ ॥

নারায়ণো জগদ্ব্যাপী যদি বেদাদিসম্মতঃ।
সত্যেন তেন নির্ব্বিঘ্না বিষ্ণৌ ভক্তির্মমাস্তু বৈ ॥ ২৬ ॥

নারায়ণ জগদ্ব্যাপী, যদি ইহা বেদ প্রভৃতিতে সম্মত হয়, তবে সেই সত্য-দ্বারা নারায়ণের প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে ॥ ২৬ ॥

যো ন বীজং ন বাবীজং যো বীজং বীজচারিতং।
স বিষ্ণুর্ভববীজং মে শিতবিদ্যাসিনা ছ্যতু ॥ ২৭ ॥

যিনি বীজ নহেন, যিনি অবীজও নহেন, যিনি বীজ এবং যিনি বীজ-দ্বারা সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়েন, সেই নারায়ণ শানিত জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা আমার সংসারে আসিবার বীজ ছেদন করিয়া দিউন ॥ ২৭ ॥

ত্রিতনুর্নটবদযস্তু স্থিষ্টিস্থিতিলয়েষু চ।
গুণৈর্ভবতি কার্য্যেষু স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥ ২৮ ॥

যিনি নটের মত সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই তিন কার্য্যে তিন প্রকার দেহ ধারণ করিয়া থাকেন এবং সমস্ত কার্য্য যিনি গুণদ্বারা বিদ্যমান আছেন, সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২৮ ॥

দশদেহাবতীর্ণো যো ধর্ম্মত্রাণায় কেবলং।
অভ্যর্থিতঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥ ২৯ ॥

যিনি দেবতাগণের প্রার্থনায় কেবল ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত মৎস্য কূর্ম্মাদি দশবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তং প্রাণিহৃন্মন্দিরেঽমলঃ।
একো বসতি যো দেবঃ স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥ ৩০ ॥

যে দেব এক হইয়াও আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল পদার্থে বর্ত্তমান এবং যিনি নির্ম্মল হইয়া প্রাণিগণের হৃদয়মন্দিরে বাস করেন, সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩০ ॥

হৃৎখগঃ খশয়ঃ খাদি খাতীতঃ খক্রিয়োঽখগঃ।
খং ব্রহ্ম খাদিভুক্ খান্তে খমূর্ত্তিস্ত্বং স খাশ্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥

আপনি হৃদয়াকাশে বিদ্যমান, আপনি হৃদয়াকাশে শয়ন করিয়া থাকেন। আপনি আকাশের আদি, আপনি আকাশাতীত, আকাশের ন্যায় আপনার ক্রিয়াকলাপ অথচ আপনি আকাশ নহেন। বেদে আছে আকাশই ব্রহ্ম, আপনি "আকাশ, বায়ু ইত্যাদি পঞ্চ মহাভূত ভোগ করিয়া থাকেন। আপনার আকাশ মূর্ত্তি এবং আপনিই আকাশ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

যদ্ভাসা যন্মুনা যস্য সত্তায়া সংত্যজেজ্জগৎ।
জাড্যং দুঃখমসত্ত্বঞ্চ স ভাবাবেন তন্ময়ঃ ॥ ৩২ ॥

যাঁহার প্রভায়, যাঁহার আনন্দে এবং যাঁহার চৈতন্যে এই জগৎ জড়তা, দুঃখ এবং অসত্ত্ব অর্থাৎ মিথ্যা ভাব পরিত্যাগ করে, আপনিই সেই সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম ॥ ৩২ ॥

ত্বৎপৃষ্টং মোদতে বিশ্বং তৎত্যক্তমশুচির্ভবেৎ ।
তৎসঙ্গতোঽপ্যসঙ্গস্ত্বং বিকারস্তেন তে ন হি ॥ ৩৩ ॥

আপনি যখন জগৎ স্পর্শ করেন, তখন জগতের আনন্দ এবং আপনি যখন জগৎ পরিত্যাগ করেন, তখন ইহা অপবিত্র হইয়া থাকে। আপনি জগতের সহিত মিলিত হইয়াও সঙ্গরহিত। এই কারণে কখনই আপনার বিকার নাই ॥ ৩৩ ॥

কেচিদ্বুদ্ধিং পরে প্রাণমন্যেঽহঙ্কারমাতুরং ।
কেচিচ্চ কায়চৈতন্যং কায়মাত্রং পরেঽধমাঃ ॥ ৩৪ ॥
কেচিত্তু পুরুষং শব্দং ব্রহ্ম কেচিৎ পরে শিবং ।
শক্তিঞ্চ চিন্ময়ীং কেচিদ্গোবিন্দ ত্বাং কুমার্গগাঃ ॥ ৩৫ ॥
তীর্থাতীর্থমাধিষ্ঠায় কেশাকেশি মিথো জনাঃ ।
যদ্বদন্তি পুনস্ত্বং হি চিৎসদানন্দলক্ষণঃ ॥ ৩৬ ॥

কেহ কেহ আপনাকে বুদ্ধি বলিয়া থাকে, অপরে আপনাকে প্রাণ বলিয়া থাকে, অন্য লোকে আপনাকে বিকারবিশিষ্ট অহঙ্কার বলিয়া থাকে, কেহ কেহ আপনাকে শরীরে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া থাকে, অন্য অধম লোকেরা আপনাকে শরীরমাত্র বলিয়া থাকে, অপরে আপনাকে পুরুষ বলে, অন্যে আপনাকে শব্দব্রহ্ম নির্দ্দেশ করে, আর কেহ বা আপনাকে শিব বলিয়া থাকে। হে গোবিন্দ! কেহ কেহ আপনাকে চিৎশক্তি বলিয়া থাকে। কতিপয় কুপথগামী ব্যক্তি পরস্পর তীর্থে এবং তীর্থবিরহিত স্থানে অধিষ্ঠান করিয়া বলিয়া থাকে যে, আপনি উর্দ্ধে এবং অধোদিকে অবস্থিত। যাহারা যাহাই বলুক, আপনি কিন্তু সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম ॥ ৩৪-৩৬ ॥

ভূতযোগজচৈতন্যং চার্ব্বাকাস্ত্বামুপাসতে ।
সৌগতা ব্রুবতে তর্কৈ স্ত্বাং বুদ্ধিং ক্ষণভঙ্গুরাম্ ॥ ৩৭ ॥

চার্ব্বাকেরা (নাস্তিকেরা) আপনাকে ভৌতিক এবং যৌগিক চৈতন্য বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকে। সৌগতেরা (বৌদ্ধবিশেষেরা) তর্কদ্বারা আপনাকে ক্ষণভঙ্গুর বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান বলিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শরীরপরিমাণং ত্বাং মন্যন্তেঽজনিদেবতাঃ।
ধায়ন্তি পুরুষং সংখ্যাস্ত্বামেব প্রকৃতে পরম্ ॥ ৩৮ ॥

জৈনেরা (বৌদ্ধবিশেষেরা) আপনাকে শরীরের পরিমাণ বলিয়া থাকে। সাংখ্যমতাবলম্বী পুরুষগণ আপনাকে প্রকৃতির পর অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন পুরুষ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

জন্মাদিরহিতং পূর্ণং চিৎসদানন্দলক্ষণং।
ত্বামৌপনিষদা ব্রহ্ম চিন্তয়ন্তি পরাৎপরম্ ॥ ৩৯ ॥

হে ব্রহ্মন্! উপনিষদ্ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ আপনাকেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় বিবর্জ্জিত সচ্চিদানন্দরূপ পরাৎপর পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥৩৯॥

খাদিভূতানি দেহঞ্চ মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণিচ।
বিদ্যাবিদ্যে ত্বমেবাত্র নান্যস্ত্বত্তোঽস্তি কিঞ্চন ॥ ৪০ ॥

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, দেহ, মন এবং অবিদ্যা এই সমস্ত পদার্থই আপনি। এই জগতে আপনি ব্যতীত আর অন্য কোন পদার্থই নাই ॥ ৪০ ॥

ত্বমগ্নিস্ত্বং হবিস্ত্বং শ্রুক্ হোতা মন্ত্রঃ ক্রিয়াফলং।
ত্বমস্তি নাস্তি বৈকুণ্ঠ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৪১ ॥

হে নারায়ণ! আপনি অগ্নি, আপনি হবিঃ অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্য, আপনি যজ্ঞপাত্র, আপনি হোতা অর্থাৎ ঋত্বিক্, আপনি বেদমন্ত্র এবং আপনিই কর্ম্মফল, আপনি অস্তি এবং আপনিই নাস্তি। অতএব আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৪১ ॥

ত্বং কর্ম্মফলদাতা চ দীক্ষিতানাং ক্রিয়াক্ষয়ে।
ত্বং হেতুঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বমেব শরণং মম ॥ ৪২ ॥

যদি অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে আপনি কর্ম্মদীক্ষিত ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মফল দান করিয়া থাকেন। আপনি সকল জীবের কারণ এবং আপনিই আমার রক্ষক ॥ ৪২ ॥

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥ ৪৩ ॥

যেরূপ যুবাপুরুষের প্রতি যুবতিদিগের এবং যুবতিদিগের প্রতি যুবা-পুরুষগণের মন আসক্ত থাকে, সেইরূপ আপনার প্রতি আমার মন আসক্ত হউক ॥ ৪৩ ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীনামসেবা *

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৬ পৃষ্ঠার পর)

পাপিষ্ঠ লোক কৃষ্ণপূজা করে না। স্বল্পবিচারপর লোক কৃষ্ণপূজা ক'রে থাকেন। আর বুদ্ধিমান্ লোক কৃষ্ণের ভক্তের পূজা ক'রে সত্যি সত্যি কৃষ্ণ-পূজা করেন। কৃষ্ণপূজা করে—'কনিষ্ঠাধিকারী,' কৃষ্ণের ভক্তের পূজা করেন—'মধ্যম অধিকারী' ও 'উত্তম ভাগবত'। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এ'টা বুঝতে পারে না—তা'রা মনে করে, যে কৃষ্ণের পূজা করে, সেই বুঝি খুব বড়,—এই মনে ক'রে তা'রা নিজকে বৈষ্ণব অভিমান ক'রে—অপরের পূজা নেয়—নিজে বৈষ্ণবের পূজা ছেড়ে দেয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের—শ্রীগোস্বামিগণের কথা শুনেছেন যাঁরা, তাঁরা জানেন, কৃষ্ণের ভক্তের পূজায়ই প্রকৃত কৃষ্ণপূজা হয়। কৃষ্ণভক্তের পূজা ছেড়ে কৃষ্ণ-পূজার ছলনার কোন মূল্য নাই। কৃষ্ণপূজাকারী বা নামভজনকারীর প্রতি পদে পদে অপরাধ সম্ভব। নামভজনকারীর 'সাধু নিন্দা' অপরাধ হ'তে পারে, অপরাধ থাকলে কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণের সেবা হ'ল না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের পূজাকারীরই প্রকৃত কৃষ্ণপূজা ও নাম হয়। ঠাকুর মহাশয় কতভাবে এসব কথা ব'লেছেন—গোস্বামিগণ কতভাবে এসব কথা জানিয়েছেন—

'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।'

ঠাকুর মহাশয় নিজের উপর কথাগুলি নিয়ে কিরূপ কঠোরভাবে সহজিয়া সম্প্রদায়কে শাসন ক'রেছেন—

অনেক দুঃখের পরে, ল'য়েছিলে ব্রজপুরে
কৃপা-ডোর গলায় বাঁধিয়া।
দৈব মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥

* * * * * *

অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব-বেশে
বুলিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে॥

"সহজিয়াগণ মনে করেন, এই অহং মম বুদ্ধিযুক্ত দেহটাকে ভোগের জন্য টিকিট কাটা বৃন্দাবনে রাখার নামই—'ব্রজবাস', আর ব্যভিচার, লাম্পট্য, কপটতা বৈষ্ণব-সেবা-ত্যাগ, হরি-কীর্ত্তন-ত্যাগ ক'রে প্রতিষ্ঠানুসন্ধানই—হরিভজন।"

"কৃষ্ণভক্তের পূজা ছেড়ে ব্রজবাস প্রভৃতির ছলনা—দেহটা ল'য়ে গিয়ে কৃষ্ণকে ভোগ ক'রবার চেষ্টা। কত পাপী লোক ত' বৃন্দাবনে, নবদ্বীপে একত্র হ'য়েছে। তারা ইন্দ্রিয় তর্পণের খাতিরে শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন কথা

বুঝতে না পেরে কেবল তাঁদের চরণে অপরাধই ক'রছে। কৃষ্ণভক্তের পূজাকারীর প্রতিই শ্রীচৈতন্যদেব ও গোস্বামিগণের কৃপা হয়।"

* * * * *

"যা'রা স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের জন্যই ব্যস্ত এবং সেরূপ মোহজাত ভোগেচ্ছা পরিপোষণার্থ পরমোপাস্য শ্রীভগবান্‌কে তা'দের ইন্ধন-সংগ্রহে নিযুক্ত কর্‌বার জন্য সচেষ্ট, তাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে লোকশিক্ষক জগদ্‌-গুরুর কার্য্য ক'রতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের আচার-প্রচারে কি দেখতে পাওয়া যায়? যাঁহাদের দ্বিতীয়াভি-নিবেশজাত ভয়, শোক-মোহ বা দেহ-দ্রবিণ-সুহৃৎ প্রভৃতির জন্য শোক, স্পৃহা, লোভ, পরিভব প্রভৃতি বৃত্তি র'য়েছে, তাঁ'রা ভগবানে শরণাগত হন নি। তাদৃশ অশরণাগত ব্যক্তি কখনই অপর জীবকে শরণাগত হবার উপদেশ দান ক'রতে পারেন না; আর কেবল মৌখিক উপদেশ প্রদান ক'রলেও তাদৃশ আচারহীন প্রচার ফলপ্রদ হয় না। যিনি নিষ্কিঞ্চন—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা—শতকরা শত পরিমাণ, কৃষ্ণে নিষ্কপট শরণাগত বা কৃষ্ণের একান্ত সেবক, সেরূপ মহাভাগবত বৈষ্ণবই আচার্য্যের আসন গ্রহণ ক'রতে পারেন।

ভগবানের নাম-সেবা, ধাম-সেবা ও কাম-সেবা এ তিন সেবায় যাঁরা যোগদান করেন, তাঁরাই জগতের বরেণ্য। নাম-সেবা ব্যতীত জীবমাত্রেরই প্রাপঞ্চিক-বিচার হ'তে উদ্ধার লাভের উপায় নেই। নাম-সেবার ফলে মানব-জগৎ সকল কুসংস্কারের হাত হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে কৃষ্ণ-কামসেবায় প্রতিষ্ঠিত হন। ধাম-সেবা হতে মায়াবাদ—অর্থাৎ 'আমি প্রভু,—ঈশ্বর ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-তদ্রূপ বৈভবাদি নেই'—এই ভীষণ অসৎ মতবাদের কবল হ'তে উদ্ধার লাভ করা যায়, আর কৃষ্ণ-কাম-সেবা হ'তে নিজের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষরূপ ভীষণ বিপদ হ'তে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—নশ্বর কাম হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা, কামগায়ত্রীর সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

স্থূল শরীর ধারণ ক'রতে গিয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে যে-সকল ইতর বাসনার উদয় হ'য়েছে, সূক্ষ্ম শরীর ধারণ ক'রতে গিয়ে ভগবৎ-সেবা-চেষ্টায় উদাসীন হ'য়ে যে সকল মনোধর্ম্ম-চালিত বিপরীত পথে ধাবিত হচ্ছি, সেই মুখটা উল্টে যায়, যদি আমাদের কৃষ্ণ-কাম-সেবায় রতি উদিত হয়। সেই কৃষ্ণ-কাম-সেবা আবার লাভ হয়, যদি আমরা ধাম-সেবা করি।

ধাম অর্থে—রশ্মি, প্রভাব, তেজঃ, গৃহ, স্থান, শরীর, জন্ম প্রভৃতি। বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে যেখানে আত্মহিংসা, মৎসরতা ও নশ্বরতা নাই—যাহা নিত্য স্বপ্রকাশ—যাহা নিত্য চিন্ময়, যাহা নিত্য আনন্দময়, তাহাই শ্রীধাম। সেই শ্রীধামে শ্রীচৈতন্যদেব উদিত হ'য়ে জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট ক'রেছেন।

আমরা এই ধামের প্রভাব বুঝতে না পেরে অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম—ধাম-সেবায় আদৌ রুচি ছিল না—শ্রীঅর্চ্চায় তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না—অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলাম, যুক্তিদ্বারা, পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা, চরিত্র-গৌরবের দ্বারা জগতের লোককে পরাভূত ক'র্‌ব এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ছিলাম; কিন্তু কোন মহাত্মা 'ধাম-সেবায়ই তোমার সর্ব্বমঙ্গল লাভ হবে'—এই ব'লে শ্রীধাম-সেবায় নিযুক্ত ক'রলেন। যিনি এই ধামসেবায়, নাম-সেবায়, কৃষ্ণ-কাম-সেবায় নিযুক্ত ক'রেছেন, তাঁর আনুষ্ঠানিক চেষ্টা হ'তেই এই শ্রীধাম-প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হ'য়েছে। তাঁরই শিক্ষা সকলকে ধামসেবায় নিযুক্ত করুন। ধামসেবা হ'লে শ্রীনাম সেবা হ'বে, শ্রীনাম-সেবা হ'লে কৃষ্ণ-কামসেবা লাভ হ'বে। ধামে যিনি সম্বন্ধস্থাপন ক'রেছেন, তাঁর গ্রামে রতি—গ্রাম্য সম্বন্ধ অচিরেই বিদূরিত হয়। ধামে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে শ্রীনামসেবারূপ অভিধেয় অত্যল্পকাল মধ্যেই কৃষ্ণকামরূপ প্রয়োজন লাভ করায়—ইহাই মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজনতত্ত্ব।

সকল জিনিষই কালে পরিণামশীল, এ সকলে আস্থা স্থাপন ক'রে অনেকদিন থাকৃতে পারবো না। যে জিনিষ অনিত্য, তা'তে এত আকর্ষণ কেন? কামের চেষ্টা কেন? কৃষ্ণে আকর্ষণ—কৃষ্ণসেবায় কাম হয় না কেন? ঈশ-বিমুখ-ভাব আমাদের এত প্রবল কেন? আমরা চেতনে সম্পূর্ণ উদাসীন—আমরা শিক্ষা পাই নাই—দক্ষিণে বামে বিভিন্ন অচৈতন্য শিক্ষকের প্রণালী আমাদিগকে গ্রাস ক'রেছে। অচৈতন্যের কথা বা বিদ্ধ-চেতনের কথা আলোচনা-দ্বারা মনোধর্ম্মী হ'য়ে আমাদের কোন মঙ্গল হ'বে না। মানব-জাতির বিচারভ্রান্তি হ'তে কি আমরা উদ্ধার লাভ ক'রতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। চেতনের আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লে অচেতনের ক্লেশ—হেয়তা হ'তে নিশ্চয়ই উদ্ধার লাভ ক'র্‌তে পারি।

একমাত্র বৈকুণ্ঠ-নাম কৃপা ক'রে ইহ-জগতে আগমন ক'রেছেন। এই নাম যার উপর আহিত, তাহা শ্রীধাম,—এই শ্রীধামের সেবাদ্বারা আমাদের নাম-সেবা বা কৃষ্ণ-কামসেবা লাভ হয়। শ্রীধামের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নাম-

সেবার ছলনা কখনও কৃষ্ণকাম সেবারূপ প্রয়োজন প্রদান করে না। সর্ব্বতোভাবে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গল লাভ হ'তে পারে না। কেবল চেতনের ধর্ম্ম কি, তা' যদি কখনও বিদ্যুতের কণার ন্যায়ও চৈতন্য-জনগণের কৃপাবলে আমাদের দৃষ্টিপথে আগমন করে, তা'হলে অন্ধকার রাজ্যের মানবজাতির পরামর্শ হ'তে আমরা উদ্ধৃত হ'তে পারি। বিদ্যাবধূ-জীবন শ্রীনামের সেবা শ্রীধামে অবস্থিত না হ'লে হ'তে পারে না। শ্রীনাম-সেবা না হ'লে কৃষ্ণ-কাম-সেবাও হয় না।

"গদাধরের চরিত্র লিখুন; লিখবার পূর্ব্বে গদাধর চরিত্রের সংগৃহীত উপকরণগুলো কিভাবে সাজাতে হবে এবং তাঁর চরিত্রের কি কি বৈশিষ্ট্য, তা আমাকে একবার দেখিয়ে শুনিয়ে নেবেন। এরূপভাবে অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরিত্র লেখা আবশ্যক। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সেবা ব্যতীত আমাদের মঙ্গল হ'তে পারে না। মহাপ্রভুর সেবা হ'তে মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা আরও বড়। মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা ক'রলে সপরিকর-বৈশিষ্ট্য নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় মহাপ্রভুর সেবা হয়। চরিত্রের ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে হরিভজনের কথা বিবৃত থাকা আবশ্যক। যদিও হরিভজনের কথা সকলে বুঝবেন না এবং যাঁরা বুঝেছেন ব'লে অভিমান ক'রবেন, তাঁরাও বিকৃত ও বিপরীতভাবেই ভজনের কথা গ্রহণ ক'রবেন, তথাপি সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের জন্য হরিভজনের কথা থাকা আবশ্যক।" (ক্রমশঃ)

কলি

কলি সকল উৎপাতের কারণ

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজং।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥
(ভাঃ ১২।৩।৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই গভীর অর্থপূর্ণ বচনটী পাঠ করিয়া আমাদের সমস্ত দুঃখের কারণ আমরা বুঝিতে পারি। সম্প্রদায়-দীক্ষা লাভ করিয়া অর্চ্চন-মার্গে প্রবেশ করিয়াও প্রেমলাভ করি না। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও আমাদের বিশুদ্ধা কৃষ্ণমতি জন্মে না। অনেক ব্রতাদি আচরণ

করিয়াও আমরা নির্ম্মল ভক্তি লাভ করি না। **গোস্বামি-কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও আমরা সরল গৌরভক্তি অর্জ্জন করিতে পারি না।** অভাগত বৈষ্ণবের নিকট ভেক ধারণ করিয়াও আমরা কেবল সংসার-উপাসনা করিতে থাকি। কলিই আমাদের সকল উৎপাতের একমাত্র কারণ হইয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করে।

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্যোপাসনা পাষণ্ড-মত

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত উপাস্য দেবতার উপাস্য এবং জগতের পরম গুরু। কৃষ্ণোপাসনা সকল জীবের সার্ব্বকালিক কর্ত্তব্য হইলেও জীবসকল কলিকালে পাষণ্ড-মত ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাকে প্রায় ভুলিয়া থাকে এবং তৎপ্রতি অকৃত্রিম ভক্তি-ধর্ম্ম আচরণ করে না। এই শ্লোকের অর্থ আবার আর এক শ্লোকে রূপান্তরে কথিত হইয়াছে। যথা—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ ব বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥ (ভাঃ ১২।৩।৪৪)

সংসারী জীব সর্ব্বদা ম্রিয়মান এ দুঃখের আতুর। যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নাম পতিত, স্খলিত বা বিকল হইয়া উচ্চারণ করিলে সেই ম্রিয়মান জীব সমস্ত কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করেন, হায়! কলিকালে তাঁহারা সেই পুরুষের নাম-যজন-রূপ একমাত্র যজ্ঞে তাঁহাকে উপাসনা করেন না।

নাম-কীর্ত্তনই কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তির হেতু

মূল তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মই জীবের বন্ধন। সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য নাম-সঙ্কীর্ত্তন একমাত্র উপায়। কেবল জ্ঞানই জীবের গতি নয়, কিন্তু ভক্তিই জীবের উত্তমা গতি। কলি এরূপ অধর্ম্ম-বন্ধু ও জীব-শত্রু যে, তাহার এই নির্দ্দিষ্ট কালে জীবকে সঙ্কীর্ত্তনরূপ নির্ম্মলধর্ম্মে স্থির হইতে দেয় না। সঙ্কীর্ত্তনকে কলিকালের একমাত্র ঔষধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যথা,—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গ পরম ব্রজেৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলি সমস্ত দোষের সমুদ্র হইলেও কলিকালের একটী মহাগুণ আছে, অর্থাৎ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিলে সহসা জীব মুক্তসঙ্গ হইয়া পরা-ভক্তিকে লাভ করেন।

এখন দেখ ভাই! শাস্ত্র বলিতেছেন যে, সকল উপায় পরিত্যাগ করিয়া জীব কলিতে কেবল কীর্ত্তন করিবেন, আবার বলিয়াছেন যে, কলিতে জীব কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া উপাসনা প্রায়ই করে না। ইহার হেতু কি?

বাসনাজাত চিত্ত-প্রবৃত্তি অপরাজিত ও কর্ম্মের বশ

মনুষ্যের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন বিষয়-বিচার করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে, কিন্তু চিত্ত-প্রবৃত্তি অপরাজিত থাকিয়া প্রেয়ঃ বিষয়ে ধাবমান হয়, বিবেককে স্থির হইতে দেয় না। অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিয়া এবং সল্লোকের উপদেশ শ্রবণ করিয়া জানিতে পারেন যে, মদ্যপান ও মাংস ভোজন করা মন্দ, কিন্তু লালসাক্রমে ঐ সকল কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারেন না। শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ সকলেই জানেন যে, হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি নাই; তথাপি সামান্য কর্ম্ম-মীমাংসার বশবর্ত্তী হইয়া চিত্ত-প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিয়া থাকেন। প্রাক্তনীয় ও আধুনিক বাসনা হইতেই চিত্ত-প্রবৃত্তির জন্ম হয়।

সাধুসঙ্গ ও নামে রুচি হইতেই চিত্ত-সংযম হয়, যুক্তিদ্বারা নহে

বহুতর সৎসঙ্গ ও সদালোচনা ব্যতীত চিত্ত-প্রবৃত্তির বল কম হয় না। কেবল যুক্তি-জনিত বিবেক কিছুই করিতে পারে না। অতএব ভক্তি-মীমাংসকগণ লিখিয়াছেন যে,—

স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৩২)

হে জীবের হরিনামে স্বল্পা রুচি অর্থাৎ চিত্ত-প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই জীবের ভক্তি হয়। কেবল যুক্তিদ্বারা কখনই ভক্তি হয় না। বেদে কেবল যুক্তির অপ্রতিষ্ঠা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কলিহত-জীবের হরিনামের রুচি হয় না। বিবেকদ্বারা তাঁহারা শুনিয়া থাকেন যে,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ (বৃঃ নাঃ ৩৩।১২৬)

কলিতে ধর্ম্মের নামে পাপাচার ও কপটতা

যখন চিত্ত-প্রবৃত্তি বেশ্যালয় বা মদ্যে বা সুবর্ণ প্রয়াসে টানিয়া লয়, তখন কলি-হত-জীব কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজ চরিত্রের দোষ বাঁচাইতে গিয়া নানা পথ অবলম্বন করে। যুক্তিদ্বারা দেখাইতে থাকে যে, কিয়ৎ পরিমাণ মদ্য ও মাংস ভোজন না করিলে মানুষ্যের বল রক্ষা হয় না। বেশ্যা-গমন ইত্যাদি যে মানবের আবশ্যক-পাপকার্য্য, তাহা নানা ভঙ্গীতে বলিতে থাকে। কপট-ভক্তি দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করে। হরিনাম কীর্ত্তন যে ভাল কর্ম্ম তাহা দেখাইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনের দল করিয়া প্লেগ, মহামারী ও অন্যান্য পাপ নিবৃত্তির উদ্দেশে স্বার্থ-সাধক নগর-কীর্ত্তনাদি করিতে থাকে। কর্ম্মিগণ অর্থপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া 'কৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া একটি কপট পন্থা বাহির করে। নাস্তিকগণ শূন্যের বা শূন্যপ্রায় কল্পিত-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া চালাইতে চায়। প্রতিদিনই জগতে এই প্রকার কপট ক্রিয়া চলিতেছে। আবার উঁহাদের কথা এই যে, ভাল বস্তুর ভাণও ভাল। এই উপদেশ দিয়া তাঁহারা কপট বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কলির সেবা করিতেছেন।

কলির অধিকার ও স্থান-নির্ণয়

কলিই এই সমস্ত উৎপাতের মূল। কলির অধিকার বর্জ্জন করিয়া যাঁহারা চলিতে পারেন, তাঁহারাই শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন। আমরা নিজ নিজ উপকারের জন্য কলির অধিকার বিচার করিয়া দেখাইব।

শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ বর্ণনা আছে,—কোন সময় মহারাজ পরীক্ষিত ধর্ম্মবলে কলিকে নিগ্রহ করিলে কলি তাঁহার নিকট কোনও একটি স্থান যাচ্ঞা করিল। পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ওরে অধর্ম্মবন্ধো! তুমি মদীয় শাসনের মধ্যে অন্য কোন স্থান পাইবে না। চারিটি অধর্ম্ম স্থান তোমাকে দেওয়া গেল।

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ (ভাঃ ১।১৭।৩৮)

কলির প্রার্থনামতে তাহাকে রাজা চারিটী স্থান অর্পণ করিলেন। দ্যূতক্রিড়া, পান, স্ত্রীসঙ্গ ও প্রাণিবধ—এই চারিটী যথায় ঘটে, সেই স্থান কলিকে দিলেন।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চকম্॥ (ভাঃ ১।১৭।৩৯)

একত্রাবস্থান যাচ্ঞা করায় রাজা তাহাকে স্বর্ণ; পরে অসত্য ব্যবহার, মন, কাম, রজ, বৈর—এই কয়েকটীও দান করিলেন।

কলি-পঞ্চক ও তাহার স্থান-চতুষ্টয়

এই কথাগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখুন। যদি কলি হইতে দূরে থাকিয়া হরিভজন করিতে বাঞ্ছা থাকে তবে দ্যূতক্রীড়া-স্থান, পান, স্ত্রীসঙ্গ ও পশুবধ হইতে নিরস্ত থাকা আবশ্যক। সর্ব্বদাই সুবর্ণ অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন। সেই সেই স্থানে স্বভাবতঃ অসত্য ব্যবহার, মদ, কাম, রজ, বৈর বিরাজমান। উক্ত চারিটী স্থান পৃথক্ পৃথক্ আলোচিত হইলে বিষয়টী বিশদ হইবে। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৪৯)

ভগবৎপ্রীতি পাঁচ প্রকার, ভগবৎপ্রীতিরসও পাঁচপ্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পঞ্চবিধ রসের স্থায়িভাবসকল অন্যভাবের আশ্রয় এবং নিয়ত আধাররূপে থাকে বলিয়া এসকল মুখ্য। আর অদ্ভুতাদি রসের বিস্ময়াদি ভাবসকল ভগবৎপ্রীতি সম্বন্ধে কদাচিৎ উদিত হয় বলিয়া সে সকল গৌণ। গৌণরস সকল সাতপ্রকার—অদ্ভুত, হাস্য, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস ও করুণ।

সপ্তবিধ গৌণরস-মধ্যে ভগবৎপ্রীতিময় অদ্ভুত রসে আলম্বন অলৌকিক ক্রিয়াদি দ্বারা বিস্ময়ের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, বিস্ময়ের আধার শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ভক্ত, উদ্দীপন শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়কর চেষ্টা। অনুভাব—নেত্র বিস্তারাদি, ব্যভিচারী—আবেশ, হর্ষ, জাড্য প্রভৃতি, স্থায়ী শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় বিস্ময়। তাহার উদাহরণ—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ষোড়শসহস্র মহিষীবিবাহের বিষয়ে শ্রীনারদ শুনিতে পাইলেন শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে এক শ্রীবিগ্রহে ষোড়শ সহস্র মহিষীকে বিবাহ করিয়াছেন। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া বৈভব দর্শনার্থ দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন।

বিস্ময়ের হেতু তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশ সৌভরীর মত কায়ব্যূহ নহে, কিন্তু তাঁহারই প্রকাশমূর্ত্তির আবিষ্কার। কায়ব্যূহে দেহ বহু হইলেও সকল দেহের ক্রিয়া এক থাকে অর্থাৎ এক মূর্ত্তি হাত নাড়িলে অন্য সকল মূর্ত্তিই হাত নাড়িবে। প্রকাশে তাহা হয় না, প্রকাশে দেহ এক কিন্তু ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। ইহা অদ্ভুত রসের পরিচায়ক।

হাস্যরস—তাহাতে আলম্বন—চেষ্টা, বাক্য ও বোধের বিকৃতি দ্বারা ভগবৎপ্রীতিময় হাস্যের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। তাহার আধার শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ভক্ত হাস্যরসের উদ্দীপন—হাস্যজনক শ্রীকৃষ্ণ বা প্রিয়াপ্রিয় জনের চেষ্টা, বাক্য, বেষাদির বিকৃতি প্রভৃতি অনুভাব—নাসা, ওষ্ঠ ও গণ্ডের বিশেষ স্পন্দনাদি। ব্যভিচারী—হর্ষ, আলস্য, অবহিস্মা প্রভৃতি। স্থায়ী—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় হাস্য। তাহার উদাহরণ—

গোপীগণ ব্রজেশ্বরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন—কৃষ্ণ অসময়ে বৎসসকল ছাড়িয়া দেয়, আমরা ক্রোধ প্রকাশ করিলে হাস্য করে। যাহা হাত দিয়া পাড়া যায় না তাহা পাড়িবার জন্য অন্য উপায় উদ্ভাবন করে ইত্যাদি। সেই সকল গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের অভয় নয়নবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণমুখ অবলোকন করিতেছিলেন, কিন্তু হাস্যমুখী যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করার ইচ্ছা করেন নাই।

পৌণ্ড্রকের দূত আসিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে বলিল যে, পৌণ্ড্রকই যথার্থ বাসুদেব। তাহার কথা শুনিয়া উগ্রসেনাদি সভাগণ উচ্চ হাস্য করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয় জনের বেষবিকৃতিজনিত হাস্য। পৌণ্ড্রক নিজেকে বাসুদেব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য কৃত্রিম চতুর্ভুজাদি ধারণ করিয়াছিল।

বীররস

ধর্ম্ম, দয়া, দান ও যুদ্ধাত্মক উৎসাহরূপ স্থায়ী চতুর্বিধ বলিয়া ধর্ম্ম, দয়া, দান ও যুদ্ধাত্মকভেদে বীররস চতুর্বিধ। ধর্ম্ম বীররসে বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে প্রচুর ধর্ম্মানুষ্ঠান বাঞ্ছারূপ ধর্ম্মোৎসাহের কোন বিষয় না থাকায় তিনি প্রীতিময় রূপেই ধর্ম্মবীররসের বিষয় হন, আধার—ভক্তগণ। উদ্দীপন—সচ্ছাস্ত্র-শ্রবণাদি, অনুভাব—বিনয়, শ্রদ্ধাদি। ব্যভিচারী ভাব—মতি, স্মৃতি প্রভৃতি। তাহার দৃষ্টান্ত—শ্রীযুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিলেন,—হে গোবিন্দ! যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়দ্বারা তোমার পবিত্র বিভূতিসকলের অর্চ্চন করার ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি তাহা সম্পন্ন কর।

ভগবৎপ্রীতি সমুৎপন্না যে দয়াদ্বারা সকলকে তদীয় বলিয়া অবগত হওয়া যায়, সেই দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াও যাঁহার তৃপ্তিসাধন করিবার ইচ্ছা হয়, এমন দীনবেশাচ্ছন্ন নিজরূপ শ্রীকৃষ্ণ দয়া বীররসের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন দীনবেশদ্বারা নিজরূপ আচ্ছন্ন করেন, তখন দয়ার আধার ভক্ত নিজ প্রাণ দিয়াও তাঁহার তৃপ্তি সাধন করেন। এ সম্বন্ধে জৈমিনি ভারতের দৃষ্টান্ত—কোন সময় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ব্রাহ্মণবেশে ময়ূরধ্বজ মহারাজের নিকট উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধব্রাহ্মণ এবং অর্জ্জুন যুবক। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণ রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! এখানে আসিবার পথে এক সিংহ আমার এই পুত্রকে আক্রমণ করে। অনেক অনুরোধ করিয়া নিজের প্রাণের বদলে পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিতে চাহিলে সিংহ বলিল—যদি রাজা ময়ূরধ্বজ নিজস্ত্রী-পুত্র-দ্বারা করাতে চিরাইয়া নিজ অর্দ্ধাঙ্গ দান করেন, তবে তোমার পুত্রকে ছাড়িতে পারি, এখন ব্রাহ্মণকুমারের রক্ষার জন্য নিজ দেহের দক্ষিণার্দ্ধ দান করুন। তখন রাজা নিজ দক্ষিণাঙ্গ দানে স্বীকৃত হইলে তাঁহার বাম চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইতে থাকিল। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে দুঃখসহ দেহার্দ্ধ দান করিলে সিংহ তাহা গ্রহণ করিবে না। তখন রাজা বলিলেন—দেহ নাশের জন্য দুঃখ নহে। দক্ষিণাঙ্গ ব্রাহ্মণের কাজে লাগিল, আর বামাঙ্গ তাহাতে বঞ্চিত হইল বলিয়া বাম নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। তৎপরে রাজার ভক্তিতে প্রীত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজার নিকট নিজ স্বরূপ দর্শন করাইয়া রাজাকে কৃতার্থ করিলেন।

দয়া বীররসের দৃষ্টান্ত—রন্তিদেব ক্ষুধাপিপাসা কাতর হইয়া কম্পিত কলেবর হইয়াছেন এমন সময় তাঁহার নিকট খাদ্য ও পানীয় উপস্থিত হইলে তিনি ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ-অতিথ ভোজনাভিলাষ প্রকাশ করেন।

তিনি ব্রাহ্মণকে উপযুক্ত ভোজ্য দ্রব্য বিতরণ করিলে ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে প্রস্থান করেন। অবশিষ্ট অন্ন পরিবারগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া নিজে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে এক শূদ্র-অতিথি উপস্থিত হয়। রন্তিদেব শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া শূদ্রকে ভোজ্যসামগ্রী কিয়দংশ প্রদান করিলেন। ভোজনান্তে শূদ্র চলিয়া গেলে বহু কুকুরসহ এক অতিথি আসিয়া ভোজন প্রার্থনা করিল। তখন রন্তিদেব অবশিষ্ট অন্ন প্রদান করিয়া নমস্কার করিলেন। একজনের তৃপ্তিযোগ্য জল মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তখন এক পুক্কশ আসিয়া সেই জল

প্রার্থনা করায় রন্তিদেব কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন—আমি পরমেশ্বর হইতে অষ্টসিদ্ধি সমন্বিত গতি বা মুক্তি প্রার্থনা করি না, আমি যেন ভোক্তৃরূপে সকলের অন্তরে থাকিয়া সমস্ত প্রাণীর দুঃখ প্রাপ্ত হই, তাহাতে যেন সকলের দুঃখ দূর হয়। ইহার জীবন রক্ষার জন্য জল দান করিলে আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ক্লান্তি, খেদাদি সমস্ত দূর হইবে। এই বলিয়া রন্তিদেব মরণাপন্ন হইয়াও সেই অতিথিকে জল দান করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ ফলাভিলাষীকে ফল দান করেন। তাঁহার মায়া অবলম্বন করিয়া রন্তিদেবকে পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণাদি বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাইয়া তাঁহাকে কৃপা করেন।

দান বীররসের বিষয়—ইহা দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়—বহুপ্রদরূপে ও সমুপস্থিত দুর্লভবস্তু ত্যাগদ্বারা। যে ব্যক্তি ভগবৎসন্তোষ জন্য সর্ব্বস্ব দান করেন তাঁহাকে বহুপ্রদ বলে। বহুপ্রদ দ্বিবিধ—অন্য সম্প্রদানকে ও তৎ সম্প্রদানকে। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণার্থ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণাদিকে সর্ব্বস্ব দান করেন, তিনি অন্য সম্প্রদানক। যথা, শ্রীকৃষ্ণ উৎপন্ন হইলে মহারাজ নন্দ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে দুই নিযুত ধেনু ও সাতটী তিল-পর্ব্বত (রত্নমণ্ডিত ও সুবর্ণরসাক্ত বস্ত্রে অলঙ্কৃত) দান করেন। সুতমাগধ, বন্দিগণকে বস্ত্র অলঙ্কার ও গোধন দান করেন। অন্যান্য বিদ্যোপজীবীদিগকেও যথাভিলষিত দ্রব্য দান করেন। এই দানের উদ্দেশ্য—বিষ্ণুর আরাধনা ও পুত্রের অভ্যুদয়।

মহাত্মা বলিরাজ গুরুর বাক্য অমান্য করিয়া শ্রীবামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি দানছলে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। ইহা তৎসম্প্রদানক।

ভগবৎপ্রীতিময় যুদ্ধবীররস। তাহাতে যোদ্ধা শ্রীভগবানের প্রিয়তম। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমের যুদ্ধোৎসাহ হইতে যুদ্ধের প্রবৃত্তি হেতু প্রতিযোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণ কিম্বা তাঁহার মিত্রবিশেষ। তখন ভক্তের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় যুদ্ধেচ্ছারূপ উৎসাহের বিষয় শ্রীকৃষ্ণই আলম্বন। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া বাহুযুদ্ধ করিতেন। কুন্তীর সম্মুখে ক্রীড়াযুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পরাজিত করেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

'জগদ্‌গুরু'-পদবীর পরিভাষা

অগণিত "সাধারণ-ভ্রমে"র মধ্যে ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সাহিত্যের পরিভাষা সমূহের অপব্যবহার অন্যতম এবং বর্ত্তমান যুগের সংক্রামক অপরাধ। "জগদ্‌গুরু" শব্দটী যুগোচিত অপব্যবহার প্রায় প্রতিপদেই পরিলক্ষিত হয়। নব্য অবতার-বাদের আখড়ার কল্যাণে আজকাল মর্ত্ত্য-মানবগণকে—পাশব-বলের দীপ্ত অহমিকার প্ররোচনাকারীকে সাত্বতশাস্ত্রপরিপন্থী মেয়েলি মনগড়া কথার ধুরবাহীর পদ-লেহীকে—আসুর রজোভাবের মূর্ত্ত মর্ত্ত্য প্রতীককে—শৃগাল-বাসুদেবের আদর্শানুকরণিককে যে-সকল অবৈধ আনুকরণিক বিশেষণে রাস্তায় ঘাটে বিশেষিত করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শিত হয়; তাহার সহিত 'জগদ্‌গুরু'-শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়বৃত্তি চিরদিনই স্বতন্ত্র। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী, আনুকরণিক অদৈব প্রকৃতির লোকবঞ্চক ব্যক্তিগণ কখনই "জগদ্‌গুরু"-পদবাচ্য হইতে পারে না। মেয়েলি মনোধর্ম্মের কথায় বহির্ম্মুখগণ মনোরঞ্জনকারীকে বংশদণ্ডের শীর্ষে পতাকা করিয়া তুলিলেই ঐরূপ মর্ত্ত্যমানব "জগদ্‌গুরু"র অসমোর্দ্ধ পদবী ও পরিভাষার অবৈধ দাবী করিতে পারে না। যিনি সাত্বত শাস্ত্রের অনুক্ষণ কীর্ত্তনমুখে প্রচারকারী তিনিই—জগদ্‌গুরু; যিনি একায়ন কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত ভ্রমক্রমেও অন্য কোন কল্পিত উপায়-উপেয়ের স্বপ্ন দর্শন করেন না, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি শ্রীগৌর-সুন্দরের যাবতীয় অতিমর্ত্ত্য-ভাব-বিভাবের মূর্ত্ত প্রকাশবিগ্রহ, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি প্রেম প্রচারক পাষণ্ডদলনকারী শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নতনু, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তকুলের মূলোৎপাটনকারী, একায়ন কৃষ্ণ-ভক্তিশিক্ষক, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি কীর্ত্তনৈকাস্ত্রের দ্বারা জগজ্জীবের মনোব্যাসঙ্গ ছিন্নকারী, তিনিই জগদ্‌গুরু; যিনি শতকরা শত পরিমাণে কৃষ্ণভজনের অকৈতব আদর্শে জগজ্জীবের সার্ব্বকালিকী সর্ব্বস্ব-সমর্পণময়ী হরিসেবার উদ্বোধনকারী তিনিই জগদ্‌গুরু; যাঁহার প্রতি কার্য্য, প্রতি বিচার, প্রতি সিদ্ধান্ত, প্রতি কথা, প্রতি গমন, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুক্ষণ অকৈতব কৃষ্ণানুশীলন প্রকটকারী, তিনিই জগদ্‌গুরু; যাঁহার বাণী শ্রৌত সিদ্ধান্তের মৌলিক-গোমুখী, তিনিই জগদ্‌গুরু; যাঁহার বাণীর প্রতিপদে জীবন্ত গৌরবাণী প্রকটিত হয়, তিনিই জগদ্‌গুরু; যাঁহার বাণীতে হরিসেবার পৌর্ণমাসী আবিষ্কৃত হয়, তিনিই জগদ্‌গুরু; যাঁহার বাণীতে সনাতন-রূপের পদরজোভিষেক প্রবর্দ্ধিত হয়, তিনিই জগদ্‌গুরু; যাঁহার বাণীতে শুদ্ধ-আম্নায় তরঙ্গিনী প্রবাহিত হয়, তিনিই জগদ্‌গুরু। ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য মহর্ষি শ্রীশাণ্ডিল্য ঋষিগণকে কি বলিয়াছিলেন,—

বৈষ্ণবজ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্বিষ্ণুবদ্‌গুরুম্।
পূজয়েদ্বাঙ্মনঃ কায়ৈঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি বঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥

অর্থাৎ, যিনি বিষ্ণুবিষয়ক দিব্যজ্ঞানের বক্তাকে বিষ্ণুতুল্য গুরুরূপে উপলব্ধি করেন এবং তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে পূজা করেন, তিনিই শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈষ্ণব। যিনি পাদশ্লোকের বক্তা, তিনিও সর্ব্বদা পূজ্য, আর যিনি ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ অর্থাৎ তত্ত্ব এবং তদ্ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য বিস্তার করেন, সেই জগদ্‌গুরুর কথা আর কি বলিব?

আরও বলিয়াছে,—

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তজ্‌জ্ঞানেনাথ গম্যতে।
জ্ঞানস্য সাধনং শাস্ত্রং শাস্ত্রঞ্চ গুরুবক্ত্রাগম্॥
ব্রহ্মপ্রাপ্তিরতো হেতো গুর্ব্বাধীনা সদৈব হি।
হেতুনানেন বৈ বিপ্রা গুরুর্গুরুতর স্মৃতঃ॥
যস্মাদ্দেবো জগন্নাথঃ কৃত্বা মর্ত্ত্যময়ীং তনুম্।
মগ্নানুদ্ধরতে লোকান্ কারুণ্যাচ্ছাস্ত্রপাণিনা॥
শাস্ত্রজ্ঞানেন যোঽজ্ঞানং তিমিরং বিনিপাতয়েৎ।
শান্তিদঞ্চ মহার্থঞ্চ বক্তি যঃ স জগদ্‌গুরুঃ॥

নারায়ণই—পরব্রহ্ম, তাহা দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে অধিগত হয়। শাস্ত্রই জ্ঞানের সাধন, সেই **শাস্ত্রও গুরুমুখগত** অর্থাৎ স্বকপোল-কল্পিত বা নিজ-বিদ্যাবুদ্ধির অধিগম্য নহে। কাজে কাজেই **ব্রহ্মপ্রাপ্তি সর্ব্বদাই গুরুর অধীন**। এ জন্যই গুরু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। জগন্নাথ **শ্রীশ্রীহরি-গুরুরূপা মানুষীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া** কৃপাপূর্ব্বক **শাস্ত্ররূপ হস্তদ্বারা সংসার-পতিত জনগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।** যিনি শাস্ত্রজ্ঞান-দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করেন এবং পরা শান্তিপ্রদ **ভক্তির লক্ষণস্বরূপ শাস্ত্রের বক্তা, তিনিই জগদ্‌গুরু**।

একমাত্র ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তোত্তম ব্যতীত অপর কেহই **'জগদ্‌গুরু'**-পদবাচ্য হইতে পারে না. ইহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া **পুনঃ পুনঃ** ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবমিদং জগৎ।
মদ্ভক্তো দুর্ল্লভো যস্য স এব মম দুর্ল্লভঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ৯২ সংখ্যাধৃত আদিপুরাণবাক্য)

হে কৌন্তেয়, বৈষ্ণবগণকে ভজনা কর, অন্য দেবতাকে কখনও ভজন করিও না। অর্থাৎ যে-সকল দেবতার বৈষ্ণবাভিমান বা বৈষ্ণব-পরিচয় নাই, তাঁহাদিগকে কখনও ভজনা করিও না। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুর" বিচারে যে শম্ভুর বৈষ্ণবাভিমান আছে, তাঁহাকেই 'জগদ্‌গুরু' বিচারে আরাধনা করিবে। বৈষ্ণবেরাই নিখিল দেবতাগণের সহিত জগৎ পবিত্র করেন। যাঁহার সম্বন্ধে আমার ভক্ত প্রিয়, মৎসম্বন্ধেও সেই ব্যক্তি প্রিয়।

তৎপরো দুর্ল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়।
জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা।
অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবা বয়ম্॥
অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব॥
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ।
যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ॥
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।
যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা মদর্থে ত্যক্তবান্ধবাঃ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্জয়॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ৯৩ সংখ্যাধৃত আদিপুরাণবাক্য)

হে ধনঞ্জয়, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, অতঃপর আর কি দুর্ল্লভ হইতে পারে? **ভক্তগণই নিখিল জগতের গুরু,** আর আমি ভক্তজনের গুরু। **যেরূপ আমি অখিল লোকের গুরু, ভক্তগণও তদ্রূপ।** ভক্তগণ আমার বান্ধব, আমি ভক্তকুলের বান্ধব; ভক্তগণ আমার গুরু এবং আমি ভক্তগণের গুরু। হে অর্জ্জুন, ভক্তগণ যথায় গমন করেন, আমিও তথায় গমন করি। মুক্তিগণ শ্রুতিগণের সহিত ভক্তকুলের অনুসরণ করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন, যাহারা কেবল আমার 'ভক্ত' বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, তাহারা প্রকৃত ভক্ত-পদবাচ্য নহে, আমার ভক্তগণের ভক্ত

বলিয়া যাঁহাদের অভিমান, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। হে অর্জ্জুন, যাঁহারা আমার প্রতি আসক্ত হইয়া আমার জন্য স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-বন্ধু-বান্ধবাদি বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সকল ভক্তের নিকটই আমি সর্ব্বতোভাবে বিক্রীত হইয়া আছি। ইহা ব্যতীত আমাকে ক্রয় করিবার অপরের সাধ্য নাই।

দুরন্ত কলিকাল। বহির্ম্মুখতার তাণ্ডব! শাস্ত্রের একায়ন-পদ্ধতিতে অবিশ্বাস, সন্দেহ, কুতর্কস্পৃহা জন্মাইয়া দিবার জন্য তথাকথিত সমন্বয়ের ধুয়া গান গাহিয়া একশ্রেণীর কলির চর জগতে বিচরণ করিতেছে; আর বহির্ম্মুখতায় গণতন্ত্রের তন্ত্রীগুলির মধ্যে ঐরূপ সুরের সহজ স্পন্দন—ঐরূপ প্রতিধ্বনির প্রগতি সঞ্চার করিয়া জগজ্জঞ্জাল বাড়াইয়া তুলিতেছে! ইহারই নাম নবা 'সমন্বয়'! ইহারই নাম আধুনিক সাম্যবাদ! ইহারই নাম—কল্পিত অসাম্প্রদায়িকতা ইহারই নাম বর্ত্তমান উদারতা!

ঐরূপ শ্রেণীর লোকের যুক্তি—"সাধুগণের শাস্ত্রে যখন সাধুর প্রশংসা, আবার চোরের শাস্ত্রে যখন চোরের প্রশংসা দেখা যায়, নীতিশাস্ত্রে যখন সতীর প্রশংসা, আবার দুর্নীতির শাস্ত্রে যখন স্বৈরেশ্যাদির স্তুতিবাদ দৃষ্ট হয়, তখন সাধু ও চোর—সতী ও বেশ্যা সকলই সমান!! কেবল গোঁড়াগণই নিজের নিজের শাস্ত্রের কথা বড় বলেন! সাধুকে শ্রেষ্ঠ বলেন! সতীকে ভাল বলেন!"

ঐ শ্রেণীর লোকের যুক্তি—"প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শাস্ত্রেই স্ব-স্ব মত-বাদকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য, সেই মতবাদে আস্থা জন্মাইবার জন্য এবং লোকদিগকে স্বমতে আকর্ষণ করিবার জন্য ঐরূপ অর্থবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়!" অসদ্‌ব্যক্তিগণ, চৌরগণ, বারবনিতাকুলের পক্ষাশ্রয়িগণ এইরূপ একটা সন্দেহবাদের ইন্দ্রমায়াজাল অনভিজ্ঞ গণগড্ডলিকা ও তাহাদের ধুরবাহিনায়ককুলের সম্মুখে বিস্তার ব্যতীত আপাত আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় খুঁজিয়া পায় না। "সাধুগণের, সতীগণের যেরূপ প্রশংসাসূচক পুথি রহিয়াছে, আমাদের গুণগরিমার মহিমাসূচক পুঁথিও সেইরূপই আছে,"—ইহা যদি চৌরসম্প্রদায়—স্বৈরিণীসম্প্রদায় না বলে, তবে অসাধুত্ব ও অসতীত্ব সমর্থন বা সংরক্ষণ করিবার আর কি অস্ত্র বা কি যুক্তি থাকিবে?

"বিষ্ঠার কৃমিগণের নিকট বিষ্ঠার উচ্চ প্রশংসা—সর্ব্বোচ্চ মাহাত্ম্য আছে, আর দেবতা-পূজকগণের নিকট চন্দনের প্রশংসা—চন্দনের শ্রেষ্ঠ

মাহাত্ম্য প্রচারিত আছে : সুতরাং দেবতা-পূজার চন্দনের মাহাত্ম্য কেবল অর্থবাদ ! উহা কৃমিকাম্য বিষ্ঠারই সমকক্ষ !—দেবতা-পূজার সম্ভার চন্দনকে কৃমির খাদ্য বিষ্ঠা হইতে 'শ্রেষ্ঠ' বলা গোঁড়ামি !!—বা ক্ষুদ্রাধিকার !!!" এইরূপ অসতী যুক্তি আজ তথাকথিত সমন্বয়বাদের ধ্বজাগানের মধ্য দিয়া বহির্ম্মুখ মানব-মেধায় সঞ্চারিত হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্য ! তথাকথিত সমন্বয়বাদের পৃষ্ঠপোষক বা অবৈধ জনকস্বরূপ নির্ব্বিশেষবাদ বা সাধারণ কথার 'একাকারবাদ' কিংবা জগাখিচুড়ীবাদে'র বিকৃত বৈদান্তিকব্রুবতার ছলনায় মূর্ত্ত বেদান্তবিরোধের মধ্য দিয়া 'চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়ই সমান'—এইরূপ স্বকপোলকল্পিত, নাস্তিকতাপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের ছলনায় বাগ্‌বৈখরীতে অজ্ঞগণ-মেধাকে বিভ্রান্ত করিয়া দিয়া সাত্বতশাস্ত্র-বিরোধ—একায়নভক্তি-পথের বিরোধপূর্ণ অভিযান চলিয়াছে ! "শ্রীহরিপূজার সম্ভার বা শ্রীহরি-নির্ম্মাল্য চন্দন ও বিষ্ঠা সমান"—ইহা নাস্তিক পাষণ্ডের কথা। ওহে ভোগিন্, তোমার কামিনীর গাত্রে বা তোমার কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষদেহের-অবৈধ প্রসাদনরূপে পরিণত চন্দন ও তোমার ভোগ্যসামগ্রীর বিকার বিষ্ঠা সমান হইতে পারে ; ওহে 'ত্যাগ'-অভিমানী প্রচ্ছন্নভোগিন্, পরমেশ্বরের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর, সেবা-সম্ভার প্রভৃতিতে মায়াময়ী বুদ্ধিজাত নাস্তিকতার চন্দন (?) ও বিষ্ঠায় সমান হইতে পারে ; কিন্তু যাহা হরিসম্বন্ধি বস্তু—যাহা হরিসেবাসম্ভার, সেই চন্দন কখনই তোমার ন্যায় মূর্খ, পাষণ্ড, চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর ডাঁশা অজ্ঞতা বা নাস্তিকতার কবলে কবলিত (?) হইয়া বিষ্ঠার সহিত সমতা লাভ করিতে পারে না। যাহারা ঐরূপ নাস্তিকতাকে—পাষণ্ডতাকে 'ব্রহ্মজ্ঞান', আর ঐরূপ আচরণকারীর আদর্শ পুরুষকে 'ব্রহ্মজ্ঞানী' প্রভৃতি পদে পরিচিত করাইতে চাহে, তাহাদের বাক্য অশাস্ত্রীয়, তাহারা যমদণ্ড্য ; তাহাদের আরাধ্য অভীষ্টগুলি যমদণ্ড্য—সুরবিরোধিকুলের নায়ক-মাত্র। আমরা ত' শাস্ত্রে দেখিতে পাই—শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞানীর উপমানস্বরূপ—চরম আদর্শস্বরূপ শুক-সনকাদি ঋষিগণের ভগবচ্চরণারবিন্দের চন্দনমিশ্রিত তুলসীর গন্ধেই ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপাক ও পরম ফলস্বরূপ কৃষ্ণ-সেবার মহিমা-প্রচারে রত হইয়াছিল। শুক-সনকাদির ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানিকুল-শিরোমণিগণ কোনও দিনই ত' ঐরূপ চিজ্জড়সমন্বয়বাদের আদর্শ দেখান নাই। সুতরাং মনোধর্ম্মজীবী নাস্তিককুলের সমন্বয়বাদের আসুরিক

অভিচার-মন্ত্রে গণতন্ত্র দীক্ষিত হইলেও আমরা সাত্বতশাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া কখনই কৃষ্ণভোগ্য চন্দনকে কৃমি-কীটের ভোগ্য বিষ্ঠার সহিত এক বলিতে পারি না—**সাত্বত-শাস্ত্রে** যে বিষ্ণু-পূজা, বৈষ্ণব-পূজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সহিত মিশ্র রজস্তমোগুণের অধিকারিগণের জন্য লিখিত দেবতাবিশেষের মাহাত্ম্যকে সমান আসন প্রদান করিতে পারি না—অমলপুরাণ—নির্গুণ শাস্ত্র—পারমহংসীসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত সামান্য নীতিশাস্ত্র বা মিশ্রসত্ত্বরজস্তমোগুণাধিকারযুক্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়কে কখনই 'এক' বলিতে পারি না। স্বৈরিণীর বাহ্যদেহ দর্শন—সূক্ষ্মদেহ দর্শন পরিত্যাগ করিয়া চেতন-দর্শনে চিন্ময় স্বরূপকে 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া দণ্ডবৎ করিতে পারি, তদ্রূপ মিশ্র-সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাধিকারযুক্ত শাস্ত্রের তত্তৎ মিশ্র বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের একমাত্র একায়ন শ্রীকৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ বা লক্ষ্যকে প্রণাম করিতে পারি; কিন্তু তাহাদের বাহ্য দর্শনকে কখনই আদর করিতে পারি না। চন্দনের দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয়, বিষ্ঠার দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না—বিষ্ঠা বর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণসেবা হয়। বিষ্ঠা কখনও **অন্বয়ভাবে** কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না—অসৎসঙ্গ কখনও অন্বয়ভাবে ভজনের অনুকূল হইতে পারে না—বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিলে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিলে ভজনের অনুকূলতা লাভ হয়। মায়া অন্বয়ভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না—ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণসেবার অনুকূলতা করিতে পারে। সুতরাং মায়াকে ও কৃষ্ণকে একাকার করিয়া সমন্বয়বাদীর অশাস্ত্রীয় ধুরবহন করিতে পারি না। বৈষ্ণবকে সাত্বত শাস্ত্র 'জগদ্‌গুরু' বলিয়াছেন বলিয়া নির্ভেদজ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী, ফলভোগী কর্ম্মী, অন্যাভিলাষী, ব্রতী, তপস্বীকে যদি তামস, রাজস শাস্ত্রসমূহ আপেক্ষিক প্রশংসা করিয়াও থাকে, সেজন্য তাহারাও অপ্রতিদ্বন্দী, নিরপেক্ষ 'জগদ্‌গুরু'—ইহা কখনই বলিব না। কারণ, মলযুক্তের প্রশংসা ও নির্ম্মলের প্রশংসা, মিশ্রগুণীর প্রশংসা আর অবিমিশ্র গুণী বা নির্গুণের প্রশংসা কখনই এক নহে। এই সকল দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া নাস্তিকতার বিষবাষ্প চিজ্জড়সমন্বয়বাদের কবল হইতে যিনি জগজ্জীবকে উদ্ধার করেন, সেই মদাচার্য্যই—জগদাচার্য্য, সেই মদ্‌গুরুই—'জগদ্‌গুরু'।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রীগুরু-আরতি

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
কেশব গোস্বামী জয় মোদের প্রাণধন॥
আরতি করেন তব অনুগতজন।
নবদ্বীপ-ধামে তাহা অতি সুশোভন॥
নববিধ ভক্তিধূপ জ্বালে ভক্তগণ।
সৌরভে পলায় যত মায়ার গর্জ্জন॥
কর্পূরের বাতি শোভে পরম সৌগন্ধ।
অপরূপ নীরাজনে বাড়ায় আনন্দ॥
পঞ্চ-মহাদীপে হয় শ্রীগুরু-আরতি।
অনর্থ নাশিয়া উহা প্রকাশে ভকতি॥
সরস্বতী-ধারা তাহে জলশঙ্খধার।
অহর্নিশ বহে তাহা রোধ নাহি আর॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে, বাজে যে মৃদঙ্গ।
সর্ব্ব ভকতের হয় পুলকিত অঙ্গ॥
ধীরে ধীরে অপরূপ চামর ঢুলায়।
গুরুদেবের মহিমা সর্ব্বলোকে গায়॥
গলদেশে বনমালা অতি মনোহর।
শ্রীমুখকমল-হাস্য শোভার আকর॥
ভাবভরে নাচে সব জয়গুরু বলে।
পর্য্যটকের হৃদয়ে আনন্দ উথলে॥

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনে শ্রীচৈতন্যদেব

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ (গীঃ ৪।৭)

[হে অর্জ্জুন! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, তখনই আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি]

শ্রীভগবানের অমৃতময় বদনের এই চিরন্তন বাণী কোটী কোটী মানব কর্ত্তৃক চির সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীচৈতন্য-দেবের অলৌকিক কার্য্যাবলী বিশ্ব-ইতিহাসে 'শ্রীচৈতন্যলীলা' নামে খ্যাত।

শ্রীচৈতন্যলীলা-প্রভাবে ভারতীয় ধর্ম্ম ওসমাজ -জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটে; তাহাতে ভারতের চিন্তাশীল মনীষিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। মধ্যযুগে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার চরম দুর্য্যোগরূপ অন্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য যিনি কুসংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রদীপখানি সযত্নে প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ এক ধর্ম্মময় জীবনের সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম সঙ্গীতের সুর সংযোজন করিয়াছিলেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। জীবনে ধর্ম্মকেই অঙ্গভূষণ করিয়া ভারতের যুগধর্ম্মের নায়কবৃন্দ এক আদর্শ সমাজ-জীপন-যাপনের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু কাল-প্রভাবে নানাবিধ অবৈধ কার্য্যকলাপ সমাজের সুসমৃদ্ধ রূপটীকে নির্মূল করিয়া স্ব-স্ব আস্তানা গড়িয়া তুলিয়াছিল। অধর্ম্মরূপ বিষ-বাষ্পের বীজ ক্রমে ক্রমে বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়া তচ্ছায়া কর্ত্তৃক সুন্দর ভারতীয় সমাজকে পঙ্কিল করিয়া তুলিল। মধ্যযুগের ভারতভূমিতে কুসংস্কার ও কুপ্রথারূপ ব্যাধি সমাজে মহামারী আকারে অতীবমাত্রায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এইরূপ দুর্য্যোগের অবসরে কালক্রমে সমাজ-ব্যাধির সুচিকিৎসকরূপে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বিশ্বে প্রকট হইতে দেখি।

লঘু পাপে অমানবিক গুরুদণ্ডাজ্ঞা দিয়া মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাৎকালিক স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে গৌড়ের সুবুদ্ধি রায়কে যখন বলপ্রয়োগ করিয়া মুসলমানের স্পৃষ্টজল

পান করাইয়া জাতিভ্রষ্ট করা হয়, তখন পুণ্যতীর্থ বারাণসীর পণ্ডিতবর্গ সমবেত হইয়া তাহার প্রতি যে শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সত্যই মানবের বিচারে সে শাস্তি নির্ম্মম—নির্দ্দয়! তপ্তঘৃতপানে আত্মহত্যা ইহার কখনই প্রায়শ্চিত্ত ইইতে পারে না। এইরূপ ভয়ঙ্কর সঙ্কটকালে সুবুদ্ধি রায় প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট মুক্তির উপায় জানিতে চাহিলেন। জগদ্বাসী একবার দেখুন, শ্রীচৈতন্যদেব তাহার প্রতি কি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন,—এই হইল তোমার শাস্তি, তুমি—"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমনে সমাজের ভ্রূণস্বরূপ অস্পৃশ্যতা ম্লান হইয়াছিল। ইহা পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের ভাষায় যাহারা সমাজচ্যুত, অবহেলিত, ঘৃণিত, তথাকথিত সমাজ নায়কের দৃষ্টিতে যাহারা পতিত, মানবের স্নেহ-করুণা হইতে বঞ্চিত, দীর্ঘদিন যাবৎ যাহারা সমাজের আবর্জ্জনা-স্বরূপ তাহাদিগকে মানুষের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবৎপ্রেমের চিরন্তনী মহিমা প্রকাশ করত মহাপ্রভু জগতে এক মহান আদর্শের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সামাজিক-জীবন যখন ধ্বংস-রাহুগ্রাসে কবলিত, ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দর নব-জাগরণ (Renaissance) আনয়ন করেন।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে কুশাসনের হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া জগতে হরিনাম মাহাত্ম্যস্থাপন করিবার নিমিত্তই মহাপ্রভু প্রকৃতপক্ষে ধরণীতে অবতরণ করেন। তৎপূর্ব্বে সনাতন ধর্ম্ম এতই কলুষিত হইয়াছিল যে, বহু বুদ্ধিমান মানব পর্য্যন্ত নীরস ও কঠোর শাসনের নির্য্যাতন হইতে মুক্তির নেশায় অন্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অর্থাৎ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিলুপ্তির পথে ধাবমান ছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে মানুষকুল চণ্ডীর সূত্রকেই গতানুগতিকভাবে শিখণ্ডী সাজাইয়া, সদাচার (?) দ্বারা বাহ্যিক প্রলেপাবৃত অনাচারকে মূল লক্ষ্য করিয়া সুদুর্লভ মানব জীবনের ক্ষয়সাধন করিতেছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই প্রথম আমাদের অবগত করাইলেন যে, মানুষের জন্ম-পরিচয় যাহাই হউক না কেন, মানুষ তখনই শ্রেষ্ঠ হইবে বা নমস্য হইবে, যখন তাঁহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিকাশ লক্ষ্য করা যাইবে—তাই, এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—

চণ্ডাল, চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ ভজে।
বিপ্র, বিপ্র নহে যদি কৃষ্ণ ত্যজে॥

সঙ্কীর্ণ জাতিভেদের সীমানার বহুদূরে তাঁহার সর্ব্ব মানবিকধর্ম্ম। তাঁহার সহজ সরল ভজন-পদ্ধতি তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তির মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার নামগান-সুধার অলৌকিক সম্মোহন শক্তির প্রেমময় আলিঙ্গনে ভক্ত, পাপী-তাপী সকলেই আত্মহারা হইয়া যাইত। ধর্ম্ম-জগতের বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনয়ন তাঁহার অপূর্ব্বসৃষ্টি। উপনিষদের একটি উপাখ্যানে দেখা যায়, দেহস্থিত সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ। ঠিক সেইরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি সাধনার মধ্যে ভক্তি-পথই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অসুর মায়াবাদী তথা জ্ঞানবাদিগণ শুষ্ক-জ্ঞানের নীরস সাধনের সাহায্যে মানুষকে ভুলপথে পরিচালনদ্বারা ক্রমশঃ জগৎকে নাস্তিকতায় পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া শুদ্ধ-ভক্তি ধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিলেন এবং ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে তাহাদিগকে সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মূলতঃ প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যে-প্রেমের মহিমা মহাবিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রেম জাগতিক প্রেমের ধারণার বিপরীত। এই প্রেম অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয়। মানব-জীবনে যে প্রেম একান্ত প্রয়োজন, তাহারই শিক্ষায় জগদ্বাসী প্রথম এই তত্ত্ব অবগত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন প্রভুকে বলিয়াছিলেন—

"প্রেমই মানব-জীবনের চরম প্রয়োজন।"

'কাম' ও 'প্রেম' উভয়শব্দ যথাক্রমে 'কম্' ও 'প্রী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং উহাদের বুৎপত্তির অর্থ 'তৃপ্তি' বা 'ইচ্ছা' ইহা একার্থবোধক হইলেও উভয়ের মধ্যে এক চরম বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় এবং ইহা শ্রীচৈতন্যদেবই সার্থকভাবে বিশ্ব-মানবের কাছে প্রমাণ করেন। তৎপূর্ব্বেও বহু মনীষী কাম ও প্রেমকে একই বস্তু বলিয়া মনে করিতেন। ভগবান্‌কে ভালবাসীতে না জানিলে মানুষকে ভালবাসা যায় না। ভগবান্‌কে সর্ব্বসৃষ্টির কারণ বলিয়া জানিতে পারিলে এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি উৎপন্ন হইলে আপন

হইতেই তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত জীবের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত হইবে। জগতের সমস্ত মানুষ পরস্পর ভ্রাতা-ভগ্নী সম্পর্কিত তখনই হইবে, যখন আমরা অগণিত বিশ্ববাসী জগৎপিতাকে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে স্বীকার করিব এবং তাঁহার প্রতি প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিব। যে-পুত্র তাহার পিতাকে শ্রদ্ধা করিতে ও ভালবাসিতে জানে না; সে কিরূপে তাহার আত্মজকে ভালবাসীবে? একই বিশ্বপিতার সন্তান যদি জীবজগৎ হয়, তবে আমরা পরস্পর ভাই! সুতরাং যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ বিশ্বের বহু চিন্তাশীল মানবদরদিগণ প্রচার করেন, মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম্মই তাঁহার আদর্শ। একমাত্র ভগবদ্ভক্তই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের সার্থক চিন্তা করিতে পারেন। অতএব বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের মহান্ আদর্শ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মেই বিদ্যমান।

ইন্দ্রিয়-তর্পণ যে কখনই প্রেমপদবাচ্য হইতে পারে না, এই কথাই সার্থক ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছদে মহাপ্রভু যে-প্রেমের আলোক, মানব-হৃদয় প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন তাহা জীবের কল্যাণেরই জন্য। তিনি বিতরণ করিলেন জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে নাম-প্রেমের সুধা।

যাগ, যজ্ঞ, পশুবলিদ্বারা যে তামসিক পূজা, তাহার বাস্তব মূল্যায়ন কলিযুগে হয় নাই। হরিনামেই যে মানুষকে নব-রবির পরশ দিবে তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার পথই মানব-জীবনের চরম পথ। অগণিত মানব-হৃদয়ে তিনি পূর্ণাবতারী-রূপে পূজিত। পরিশেষে বক্তব্যের উপসংহারে বলিতে হইবে, জগতের ইতিহাসে যত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে মহাপ্রভুর অবদান অতুলনীয়। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মৌলিক কাঠামোকে ভক্তির বলিষ্ঠ যুক্তির উপর দণ্ডায়মান করাইয়া মানবকে মুক্তির নবপথ প্রদর্শন করিবার জন্যই তিনি চির নমস্য।

—শ্রীবিভাষ চক্রবর্ত্তী, বি, এ.
গ্রাম—আনন্দনগর
পোঃ—ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি)

অর্চ্চন

যাহারা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর পাদপদ্মাশ্রয় করে নাই বা যাহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও দুর্দ্দৈবফলে প্রকৃত বিষয়টিতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, তাহারা 'অর্চ্চন'-সম্বন্ধে প্রায়ই ভুল করিয়া থাকে। আমরা শ্রৌত-প্রণালীর অনুসরণে সেই সকল বিষয়ই প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিব।

সাধকমাত্রকেই অবিধেয়-যাজন-মুখে 'শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ'-রূপ ভজন ও অর্চ্চন—এই দুইটির একটীর গ্রহণ করিতেই হইবে। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাত্মক ভজন এবং 'অর্চ্চন'—এই দুইটির একটি বলিতে কেহ যেন ভুলক্রমে না বুঝেন যে, 'শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে'র সর্ব্বাংশ বাদ দিয়াও 'অর্চ্চন' নামক একটি পথ গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে 'অর্চ্চন' শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের দ্বারা নিয়মিত নহে, যে অর্চ্চনের ফল শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণরূপ ভজন-প্রবৃত্তি নহে, সেই 'অর্চ্চন' অসম্পূর্ণ।

যাহারা অত্যন্ত "মমাহমিতিধীঃ" অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে 'আমি', 'আমার' বুদ্ধিবিশিষ্ট, ধন-পুত্রাদিতে অভিনিবিষ্ট, যাহারা স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহারা অনিয়মিত, যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা বহির্বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত, যাহারা অত্যন্ত আসক্ত, 'বিষ্ণুর অর্চ্চন' তাহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক—তাহাদের অর্চ্চন করিতেই হইবে—অর্চ্চন না করিলে তাহাদের 'নরকপাতঃ শ্রূয়তে'। 'অর্চ্চন'-ব্যাপারটা নিয়মন (Regulation)। ভোগীর—বিলাসীর—গৃহসুখান্বেষী ব্যক্তির মাঘমাসের—শীতকালের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যায় আলস্য করিয়া শুইয়া থাকিবার উপায় নাই, তাহাকে সেই সময় উঠিতেই হইবে, উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, পবিত্র হইয়া, সংযত হইয়া 'ভগবৎ-প্রবোধন' করিতেই হইবে—মন্দির-সংস্কারাদি করিতেই হইবে। দারুণ গ্রীষ্মকালে গৃহ-দেহাসক্ত সুখপ্রিয় ধনীর বৈদ্যুতিক বীজন-যন্ত্রের তলে বসিয়া তাম্রকূটপান-সুখোপভোগ বা দার্জ্জিলিং-সিমলা-শৈলে ভোগোপকরণসহ ভ্রমণ না করিয়া শ্রীবিগ্রহকে ব্যজন, মলয়জ চন্দন-সংঘর্ষণ-পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে লেপন ও শ্রীবিগ্রহের সৌখ্যবিধানের জন্য সর্ব্বদা তৎপর থাকিতে হইবে।

নিষিদ্ধ নৈবেদ্য-পরিত্যাগ, চাতুর্ম্মাস্য ব্রতপালন, বিভিন্ন মাসের কৃত্য ও বিভিন্ন উৎসবাদির অনুষ্ঠানপর অর্চ্চন-প্রণালীদ্বারা আসক্ত ব্যক্তি ও গৃহস্থ অভিমানকারী যে কেবল একাকীই নিয়মিত (Regulated) হন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহযোগী বা সহধর্ম্মিণী-পুত্র-পরিবার—সকলকেই ভগবৎ-

পূজার্থ নিয়মিত হইতে হয়। অর্চ্চনকারী গৃহস্থের অষ্টম বর্ষের পুত্রেরও একাদশীতে অন্ন এবং কখনও অনিবেদিত বস্তু গ্রহণের উপায় নাই, অর্চ্চনকারী ধনীর পুত্রেরও বহু অর্থ-ব্যয়ে অমেধ্য ক্রয় করিয়া ভোগ করিবার উপায় নাই। কারণ, বৈষ্ণব-গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত গৃহস্থ তাঁহার পুত্রকে সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবার অনুকূল বিষয়েই শিক্ষাদান এবং অনুকূল হইলেই কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্পর্ক স্বীকার করেন।

সাধারণতঃ অর্চ্চন-ব্যাপারটি খুব প্রাথমিক ভক্ত্যনুকূল চেষ্টা। অর্চ্চন—কর্ম্ম ও ভক্তির তটরেখা (Bordering line); 'অর্চ্চন'কে একটুকু ভুলভাবে বুঝিলেই কর্ম্মরাজ্যের সীমানায় পতিত হইতে হয়—অর্চ্চনে অত্যাগ্রহী, অতিবাড়ী, অত্যভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িলেই কর্ম্মী হইয়া যাইতে হয়—সেবোন্মুখতা কমিয়া যায়। আর অর্চ্চন সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইলে ভক্তি বা কীর্ত্তনময় হইয়া পড়ে।

অর্চ্চনে অনেক বাধা আছে, অর্চ্চন—'সাপেক্ষ'-ধর্ম্মযুক্ত; শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের ন্যায় 'নিরপেক্ষ' নহে। অর্চ্চনে 'ভূতশুদ্ধি' আবশ্যক, ন্যাসাদি আবশ্যক। অর্চ্চন 'সদা' হয় না; কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ 'সদা' সাধিত হয়। অর্চ্চনে—নিজ-স্বার্থ, শ্রবণ-কীর্ত্তনে—স্বার্থ ও পরার্থ যুগপৎ সাধিত হয়।

'অর্চ্চন' কেবল ক্রিয়াযোগ-মিশ্রিত ধ্যানপরিণতি হওয়ায় 'অর্পণ' মাত্র, সাক্ষাৎ অনুশীলন নহে; কিন্তু শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে কৃষ্ণের সহিত —অধোক্ষজ বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শ আছে।

'অর্চ্চন'কে প্রাথমিক অনুশীলন মনে করিয়া আবার যদি কোনও কোনও অকালপক্ক ভোগি-বিলাসি-বিষয়ী বা তথাকথিত 'ত্যাগী' ব্যক্তি অর্চ্চনের প্রতি উদাসীন হইয়া 'ভজনে'র অভিনয় দেখায়, তাহা হইলেও তাহার ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা॥
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বনাঃ।
দেবমায়াবিমূঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া॥ (ভাঃ ৭।১৫।৩৮-৩৯)

গৃহস্থ ব্যক্তির সর্ব্বোত্তম মঙ্গলময়ী ক্রিয়া-ত্যাগ অর্থাৎ অর্চ্চন-পরিত্যাগ, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাসাদি ব্রত-ত্যাগ, বানপ্রস্থের পুনরায় গ্রামে বাস এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়-লালসা—এই সকল আশ্রম-বিড়ম্বনা-মাত্র। ঐ সকল ব্যক্তি

নিকৃষ্টাশ্রমী। অতএব উহারা ভগবন্মায়াবিমূঢ় জানিয়া উপেক্ষণীয় অর্থাৎ উহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে না, উহাদিগকে উপেক্ষাদ্বারা কৃপা করিতে হইবে।

ইহার দ্বারা গৃহস্থের অর্চ্চন-ত্যাগকে, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলেবাসাদিপূর্ব্বক বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-পঠনে আচার্য্য-চরণার্চ্চন প্রভৃতি ব্রত-পরিত্যাগকে সন্ন্যাসীর "বান্তাশী" হওয়ার সহিত সমান প্রতিপাদন করিলেন। শ্রীধর স্বামিপাদও টীকায় তাহাই উদ্দেশ করিতেছেন,—

"যতিমুপলক্ষণীকৃত্যান্যানপি স্বধর্ম্মত্যাগিনো নিন্দতি গৃহস্থস্যেতি দ্বাভ্যাম্"।

যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাঁহাদের অর্চ্চনমার্গই প্রশস্ত। তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবল স্মরণাদিতে নিষ্ঠাবান্ হইলে বিত্তশাঠ্য বা অর্থকার্পণ্য প্রতিপাদিত হয়। অর্চ্চনাদি কার্য্য অপরের দ্বারা সম্পাদন—ব্যবহারিক নিষ্ঠা অথবা আলস্যের পরিচায়ক। অতএব শ্রদ্ধারাহিত্যহেতু তাদৃশ কার্য্য 'হীন' বলিয়া পরিগণিত। এই স্থলে দেবযজনরূপ যে গার্হস্থ ধর্ম্ম, তাহা মূল ত্যাগ করিয়া বৃক্ষের শাখা-পল্লবাদিতে জল-সেচনের ন্যায়; আর ভগবৎ-পূজা—মূলে জল-সেচনরূপ। সুতরাং শ্রীভগবানের পূজা না করিলে মহান্ দোষ হইয়া থাকে। দীক্ষিত ব্যক্তিসকল ভগবৎ-পূজা না করিলে তাঁহাদিগকে নরকগামী হইতে হয়; শাস্ত্রে ইহা শুনা যায়। এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, মন্ত্র-সকল নিশ্চয়ই ভগবন্নামাত্মক। নাম হইতে মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র 'নমঃ' শব্দাদি-দ্বারা অলঙ্কৃত ভগবন্নাম। ঐ মন্ত্র-সমূহ শ্রীভগবান্ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক কোন বিশেষ শক্তিতে আহিত এবং ভগবানের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ-বিশেষের প্রতিপাদক। অতএব কেবল ভগবন্নামই, যখন নিরপেক্ষভাবে পরম পুরুষার্থ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ, তখন ঐরূপ বিশেষ শক্তি-সমন্বিত ভগবন্নামাত্মক মন্ত্র যে কেবল নাম হইতে অশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অনধিক শক্তি-সম্পন্ন, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং শাস্ত্রে আবার দীক্ষাদির অপেক্ষা কি জন্য কথিত হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—যদিও দীক্ষাদির অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি প্রায়ই স্বভাবতঃ দেহে আত্মবুদ্ধিহেতু অসদাচারে রত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের ঐ সকল বৃত্তি খর্ব্ব করিবার জন্য ঋষিগণ ঐরূপ অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে অর্চ্চনের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

শুদ্ধজীবাত্মা যে-কালে মনোময় ও স্থূল কোষকে অভিন্ন আত্মা বলিয়া বিবর্ত্ত-গর্ত্তে পাতিত করে এবং উৎক্রান্ত্যভিযান যে-কালে শ্রবণ-ফলে বরণীয় হয়, সেই কালের আনুষ্ঠানিক কৃত্যগুলি কর্ম্মমিশ্রাভক্তি বলিয়া অর্চ্চনাধিকারের প্রয়োজনীয়তা। এই অর্চ্চনাধিকার ক্রমশঃ ভজনোন্মুখতার উৎকর্ষ-দর্শন-লাভে যোগ্যতা পাইলেই কেবল অর্চ্চন ও ভজনের পার্থক্য দেখিতে সমর্থ হয়। অর্চ্চন-পরিপাকেই ভজন-যোগ্যতার কথা ক্রমশঃ আলোচিত হইতেছে।

বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর ব্যক্তি যেমন অন্যান্য জাগতিক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট—স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিতে আসক্ত হইয়া আলস্য-ক্রমে সদ্‌গুরুর নিকট অভিগমনের অভাব-হেতু অর্চ্চন পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার তদ্রূপ একশ্রেণীর অকাল-পক্ক কৃত্রিম ভজনকারী 'অর্চ্চন' ও 'ভজন' উভয়েরই অসদ্ব্যবহার করিতেছে। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে আবার বিভিন্ন বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। ইহাদের কেহ কেহ আত্মোদর ও ভোগসহচর আত্মীয়-স্বজনের পরিপালনের জন্য মাঘ মাসের শৈত্যাধিক্য স্বীকার করিয়াও গঙ্গার ঘাটে, তীর্থক্ষেত্রে অর্চ্চন-অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ খুলিয়া বসিয়াছে; কেহ কেহ অর্চ্চনমার্গের অধিকার হইতে নিজ উচ্চতর অধিকার সপ্রমাণিত করিবার জন্য এবং অর্চ্চনাভিনয়-মঞ্চের বাহুল্য-নিবন্ধন তাহাতে অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা অল্প বিবেচনা-পূর্ব্বক কপট ভজন-পরায়ণের বেশে গোপনে পরযোষিৎ-সঙ্গে প্রমত্ত থাকিয়া সেই মাঘ-মাসের শেষ রাত্রে দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করিতে করিতে "রাই জাগ, রাই জাগ" প্রভৃতি গানের ধূয়া ধরিয়া অকালপক্ক বহুরূপী বা বঞ্চকবেষোপজীবী হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বাহ্যে পরমহংসের বেষ, কৌপীন, বহির্ব্বাস প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াও গৃহব্রত, প্রাকৃত-সহজিয়া অসদ্‌গুরুর শিক্ষা-দীক্ষার অনুকরণে ঘণ্টা বাজাইতেছে, ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিতেছে, অথচ কৃত্রিম-ভাবে অনুরাগ-মার্গের পথিক বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য সহস্রমুখে সমুৎকণ্ঠিত রহিয়াছে! এই সকল ব্যক্তির না হইবে অর্চ্চন-পথে ক্রমমঙ্গল, না হইবে কোন-পথে প্রবেশাধিকার। কারণ, ইহারা উভয় প্রকার মঙ্গলের পথকেই বিকৃতভাবে ও কপটতার সহিত ভোগ করিবার জন্য উদ্যত। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল ও দ্বারকাধাম

দর্শনের সুবর্ণ-সুযোগ

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

তীর্থদর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থ-যাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভঙ্গসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাজনবাক্যে দেখিতে পাই—"যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ!"

আজকাল বহু প্রমোদভ্রমণ-সঙ্ঘ নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তীর্থদর্শনের যথার্থ ফল লাভ হয় না।

আমাদের তীর্থদর্শনের বৈশিষ্ট্য—

১। মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক তীর্থদর্শন-পরিক্রমাদির যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ।

২। সাধুগণের নিকট দর্শনীয় তীর্থের শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ।

৩। চলন্ত ট্রেণেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন ও ভোগরাগ-আরাত্রিকাদি দর্শনের সৌভাগ্য।

৪। প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা।

৫। সঙ্কীর্ত্তনমুখে তীর্থাদি দর্শন ও পরিক্রমা।

৬। রিজার্ভড্ টুরিষ্টকার-যোগে স্বচ্ছন্দ রেলভ্রমণ।

পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনবৃন্দকে এই পারমার্থিক সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

অল্পসংখ্যক সংরক্ষিত আসন, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বর আসন সংরক্ষণ করিবেন।

দর্শনীয় স্থানসমূহ :—

১। বিষ্ণুপুর (মদনমোহন), ২। গয়া, ৩। আগ্রা, ৪। জয়পুর, ৫। পুষ্কর, ৬। সাবিত্রী, ৭। নাথদ্বার, ৮। প্রভাস, ৯। সোমনাথ, ১০। পোরবন্দর (সুদামাপুরী) ১১। গোমতী-দ্বারকা, ১২। বেটদ্বারকা, ১৩। মথুরা, ১৪। শ্রীবৃন্দাবন, ১৫। গোকুল, ১৬। নন্দগ্রাম, ১৭। বর্ষাণা, ১৮। গোবর্দ্ধন, ১৯। রাধাকুণ্ড, ২০। শ্যামকুণ্ড।

—: নিয়মাবলী :—

আগামী ২১শে কার্ত্তিক (ইং ৮।১১।৭৫) শনিবার, রাত্র ৮টার সময়ে হাওড়া ষ্টেশনের ১৩ নং প্লাট্‌ফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব যাত্রিগণ ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে উক্ত প্লাট্‌ফর্মে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমায় আনুমানিক ২২ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্ত্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ৭০৫'০০ (সাতশত পাঁচ) টাকা ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের নিম্নে) জন্য ৫০১'০০ (পাঁচশত এক) টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কদের সম্পূর্ণ টাকা লাগিবে। ২২শে আশ্বিন (ইং ৯।১০।৭৫) মধ্যে অগ্রিম ৩৫০'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার ১০ দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১১ই কার্ত্তিক (ইং ২৯।১০।৭৫) মধ্যে জমা দিতে হইবে। যাত্রিগণ একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-পত্র ১৫ কিলোর অধিক না হয়; বড় সুটকেশ ও ট্রাঙ্ক সঙ্গে লইবেন না। সংক্ষেপ শীতোপযোগী বিছানা সঙ্গে লইবেন। যাত্রিগণ পাণ্ডা-বিদায়ের খরচ বহন করিবেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জিলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—ঠিকানায় অর্থাদি জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ অথবা পত্রালাপ করিবেন। ইতি—৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৪।৬।৭৫।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অনিবার্য্য কারণ ও দৈব-দুর্ব্বিপাকে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্ত্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয় স্থানে পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৭শ বর্ষ { কারণোদশায়ী, ২৪ বামন, ৪৮৯ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৮২ ; ইং ১৭।৭।১৯৭৫ } ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগরুড়-কৃতং "শ্রীশ্রীবিষ্ণু-স্তোত্রম্"

[পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ে]

অপি পাপং দুরাচারং নরং ত্বাং প্রণতো হরে।
নেক্ষন্তে কিঙ্করা যাম্যা উলূকান্তরণিং যথা ॥৪৪॥

হে নারায়ণ! পেচকেরা যেমন সূর্য্য দর্শন করিতে পারে না। সেইরূপ পাপস্বরূপ এবং দুরাচার ব্যক্তিও আপনার শরণাপন্ন হইলে যমদূতগণ তাহাকে দর্শন করে না ॥৪৪॥

তাপত্রয়মঘৌঘশ্চ তাবৎ পীড়য়তে জনং।
যাবৎ শ্রয়তি নো নাথ ভক্ত্যা তৎপাদপঙ্কজম্ ॥৪৫॥

হে নাথ! যে পর্য্যন্ত মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় না করে, তাবৎকাল ত্রিবিধ তাপ এবং পাপরাশি তাহাকে পীড়া দিয়া থাকে ॥৪৫॥

যন্ন স্পৃশন্তি গুণজাতিশরীরধর্ম্মা।
যন্ন স্পৃশন্তি যতয়ঃ খমিবেন্দ্রিয়াণাং।
যন্ন স্পৃশন্তি যতয়োগতসঙ্গমোহা-
স্তস্মৈ নমো ভগবতে হরয়েঽব্যয়ায় ॥৪৬॥

প্রাকৃতিক গুণ সমস্ত জাতি এবং শারীরিক ধর্ম্মসকল যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং সঙ্গশূন্য ও মোহ বিবর্জ্জিত সন্ন্যাসীসকল যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন না, সেই অক্ষয় ভগবান্ শ্রীহরিকে নমস্কার ॥৪৬॥

স্থূলং বিলাপ্য করণে করণং নিদানে
তৎকারণং করণকারণবর্জ্জিতে চ।
ইত্থং বিলাপ্য যমিনঃ প্রবিশন্তি যত্র
তং ত্বাং হরিং বিশদবোধঘনংনমামি ॥৪৭॥

যিনি স্থূল পদার্থকে লীন করিয়া সূক্ষ্ম পদার্থ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া থাকেন, যিনি আদি কারণের মূল কারণ এবং যিনি ইন্দ্রিয় ও কারণ বিরহিত এইরূপে যতিগণ বিলাপ করিয়া যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, আপনি সেই নির্ম্মল আনন্দঘন হরি, আমি আপনাকে নমস্কার করি ॥৪৭॥

যদ্ধ্যান সংস্মরণতূর্ণ বশীকৃতাস্ত্বা-
মৈশ্বর্য্য চারু গুণিনীং সুখমোক্ষলক্ষ্মীং।
আলিঙ্গ্য শেরত ইহাত্ম সুখৈকভাজ-
স্তস্মৈ নমোঽস্তু হরয়ে মুনিসেবিতায় ॥৪৮॥

সুখদায়িনী মোক্ষলক্ষ্মী যাঁহাকে জানিয়া এবং যাঁহাকে স্মরণ করিয়া শীঘ্র বশীভূত হইয়া থাকেন এবং যে মোক্ষলক্ষ্মী মনোহর ঐশ্বর্য্য গুণে বিভূষিতা, এইরূপ মোক্ষলক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিয়া যাঁহারা এই জগতে একমাত্র আত্মসুখ ভোগ করিতে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই মুনিজন সেবিত নারায়ণকে নমস্কার করি ॥৪৮॥

জন্মাদিভাববিকৃতের্বহবঃ স্বভাবা
যস্মিন্নয়ং পরিচিনোতি ষড়ূর্ম্মিবর্গঃ।
যং তাপয়ন্তি ন সদা মদনাদিদোষা-
স্তং বাসুদেবমমলং প্রণতোঽস্মিহার্দ্দম্ ॥৪৯॥

সৃষ্টি, স্থিতি, লয় প্রভৃতি বহুতর বিকার স্বভাবসকল যাঁহাতে পরিচিত নহে এবং কাম, ক্রোধাদি ছয় প্রকার তরঙ্গও যাঁহাতে অপরিচিত এবং কাম-ক্রোধাদি দোষসকল যাঁহাকে কষ্ট দান করিতে পারে না, আমি সেই নির্ম্মল হৃদ্‌গত নারায়ণকে প্রণাম করি ॥৪৯॥

যদ্ভানুসঙ্গতমলং বিজহাত্যবিদ্যা
যদ্ভানুবহ্নিপতিতং জগদেতি দাহং।
যদ্ভানুরুল্লসদসির্দ্যতি সংশয়ারিং।
তস্মৈ নমোঽস্তু হরয়ে গুরবেপ্রতীতে ॥৫০॥

অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান যে-সূর্য্যের সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে, যে-সূর্য্যরূপ অনলে পতিত হইয়া এই জগৎ দগ্ধ হইয়া যায়, যে-সূর্য্য অসির ন্যায় বিরাজিত হইয়া সংশয়রূপ শত্রুকে ছেদন করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানস্বরূপ গুরু হরিকে নমস্কার করি ॥৫০॥

চরাচরাণি সর্ব্বাণি ভূতান্যস্য হরেঃ পুনঃ।
যথাভূতেন সত্যেন পুরস্তিষ্ঠতু মে হরিঃ ॥৫১॥

যে-সত্যদ্বারা হরির সম্মুখে স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড এবং আকাশাদি মহাভূতসকল বিদ্যমান থাকে, সেই সত্যদ্বারা নারায়ণ আমার সম্মুখে অবস্থান করুন ॥৫১॥

যথা নারায়ণঃ সর্ব্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমং।
তেন সত্যেন মে দেবঃ স্বং দর্শয়তু কেশবঃ ॥৫২॥

যে সত্যদ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল জগৎ নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত, সেই সত্যদ্বারা দেব কেশব আমাকে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন দিউন ॥৫২॥

ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ ॥৫৩॥

হরিতে যেরূপ আমার ভক্তি আছে এবং সেইরূপ যদি আমার গুরুদেবে নিষ্ঠা হয়, তবে সেই সত্যদ্বারা নারায়ণ আমাকে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন দিউন ॥৫৩॥

ধামসেবা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২২ পৃষ্ঠার পর)

"গীতাশাস্ত্র ব'লেছেন, জীব বা আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হ'য়ে ভগবদ্ বিস্মৃতি ফলে জগতে উপস্থিত হয়। ঐরূপ আবৃতাবস্থায় মনের দ্বারা যে ধ্যান এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে রূপ-রসাদি বিষয় গৃহীত হয়, তাতে আরও অধিকতর ক্লেশপরম্পরা উদিত ও ভগবৎ-স্মৃতিরূপ, আত্মস্বভাব আবৃত হ'তে থাকে। মন পরিবর্ত্তনশীল ; আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য। মনের কার্য্য—ভোগ বা নির্ভোগ, আর আত্মার কার্য্য—সেবা। মন তৃতীয় মানের বস্তু পর্য্যন্ত জানতে পারে, আত্মাই চতুর্থমান বা তুরীয়ের অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হ'তে পারে। বর্ত্তমান অবস্থাতে সে সমস্ত *বিষয় জানা অত্যন্ত কঠিন—ইহা যেরূপ সত্য*, তদ্রূপ সে সব বিষয় জানবার যে উপায় আছে, তাও সত্য। আমাদের দূরদেশস্থ বান্ধবের সংবাদ 'পিয়ন' আমাদের নিকট এনে দেয়।" [পুনরায় প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন—. কাহারও কাহারও সংবাদ 'পিয়ন' নাও আনিতে পারে। তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন,]—"পিয়ন যাদের চিঠি এনে দিল না, জানতে হ'বে, তাদের কপাল বড়ই মন্দ। যারা সংবাদের জন্য আর্ত্ত, তাদের নিকট অবশ্যই 'পিয়ন' সংবাদ এনে দেয়।"

[পুনঃ প্রশ্ন—'সেই পিয়নকে কিরূপে চেনা যাবে এবং সংবাদের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বই বা কিরূপে জানা যাইবে ? তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন—]

"কোন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান উপার্জ্জন ক'রতে হ'লে জগতে দুটি উপায় দেখতে পাওয়া যায়, একটি—জগতের অভিজ্ঞতাদ্বারা বস্তু জানবার প্রয়াস, আর একটি—জগতের অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণতা জেনে যে রাজ্যের জ্ঞান, সেই রাজ্য হ'তে অবতীর্ণ পুরুষের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রুতিমূলে জ্ঞান লাভ।" [প্রশ্ন হইল—জগতের ভিতরেই আমাদের অবস্থান, সেই অভিজ্ঞতা পরিপূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া কোন অতিমর্ত্ত্য বস্তুতে কিরূপে শরণাগত হওয়া যাইতে পারে ? উত্তরে প্রভুপাদ বলিতেছেন—] "কঠিন মনে ক'রে ভীত হ'লে চ'লবে না ; সত্যবস্তু জানতে হ'লে হৃদয়ে খুব বল চাই। সাঁতার শিখতে হ'লে প্রথমে জল দেখে' ভীত হ'লে সাঁতার শিক্ষার ফল পাবে না। শরণাগতি ব্যাপারটি কঠিন নয়, উহাই আত্মার

পক্ষে অতি স্বভাবিক ও সহজ। শরণাগতির বিপরীত যা কিছু, তাই অস্বাভাবিক ও ক্লেশকর। ভগবানের কথা শুনতে হ'লে—ভগবানে এজেন্টের নিকট হ'তে শুনতে হবে। যখন সে কথা শুনব, তখন জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা কুতর্ক প্রভৃতিকে বন্ধ ক'রে দিতে হবে। ভগবানের পরাক্রমপূর্ণ বীর্য্যবতী কথা শুনতে শুনতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদির অনর্থগুলি কেটে যাবে। হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সাহস আসবে, তখন শরণাগতি বা আত্মার সহজধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হ'বে। সেই শরণাগত হৃদয়ে চতুর্থমান অর্থাৎ তুরীয় অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বপ্রকাশ সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হবে। এই উপায়েই সত্য জানা যায়, অন্য কোন পন্থায় আর অকৈতব সত্য জানবার উপায় নেই। ভগবৎকথা ও জগতের কথায় পার্থক্য আছে। প্রত্যেক শব্দের দু' প্রকার বৃত্তি; একটি জগতের পরিবর্ত্তনশীল বস্তু নির্দ্দেশ করে এবং ভগবান্‌কে বিস্মৃত করিয়ে দেয়; আর একটি নিত্যবস্তু নির্দ্দেশ করে এবং ভগবানের স্বরাজ্যের উপলব্ধি ও উদ্দীপনা করায়। বৈকুণ্ঠের শব্দব্রহ্ম এবং এই কুণ্ঠিত জগতের শব্দের মধ্যে কি তফাৎ, আচার্য্যের মুখে শ্রবণ ক'রলে ভগবন্নাম-গ্রহণের যোগ্যতা লাভ হয়।"

"ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যশঃ ও শ্রীর জন্য আকাঙ্ক্ষা বহির্ম্মুখ-জীবের নিসর্গগত। আমি স্বতন্ত্র থাকব, অধীনে থাকলে অপরের বিচারের অন্তর্গত থাকতে হয়, নিজের ভোগ-যথেচ্ছার পরিপূরণ হয় না—এইরূপ ভোগময়ী বুদ্ধি এসে মানবকে আনুগত্য-ধর্ম্ম হ'তে ভ্রষ্ট করে। কিন্তু বহির্ম্মুখ-জীব বুঝতে পারে না যে, এই সকল (ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-জ্ঞানাদি) নিত্য-বশ্য-স্বরূপযুক্ত জীবের থাকতে পারে না। ঐ সকল ঈশ্বতত্ত্বেই থাকতে পারে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুতে ঐরূপ বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী সকলই স্বাভাবিক থেকে ধন্য হ'য়ে ছিল; কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান, যশঃ প্রভৃতির জন্য কোনও যত্ন করেন নাই। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বিভুতা, সিদ্ধি তাঁর করতলগত ছিল; কিন্তু তিনি কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বীর ন্যায় ঐশ্বর্য্যের ভিখারী বা ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনে লোলুপ ছিলেন না। কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বীর কখনও যে সকল ঐশ্বর্য্যের বিন্দুমাত্র প্রাপ্তি ঘ'ট্‌বে না, সেরূপ অনন্ত নিখিল ঐশ্বর্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর পদনখে বিরাজিত থেকে ধন্য হ'লেও শ্রীল রঘুনাথ সেই সকল ঐশ্বর্য্যের বণিক্ ছিলেন না। ফল্গু মায়াবাদীর ন্যায় তাঁ'র বৈরাগ্য-চেষ্টাও ছিল না। তিনি

কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণের ন্যায় বৈরাগ্যের ভিক্ষুকও ছিলেন না। বৈরাগ্য সিদ্ধির অবধি তাঁকে প্রাপ্ত হ'য়ে ধন্য হ'য়েছিল।"

"শ্রীল রঘুনাথ বৈরাগ্যাদির জন্য যত্ন করেন নাই কেন? জীব নিজের প্রেয়ের জন্য ব্যস্ত। প্রেয়ঃ জিনিষটা খারাপ নয়, যদি কৃষ্ণকে কেন্দ্রীভূত ক'রে হয়। কৃষ্ণকে যিনি নিজের অপেক্ষা শতগুণ অধিক ভালবাসেন—কৃষ্ণপ্রেমকে সহস্রগুণ ভালবাসেন, তাঁর এইরূপ হয়—

"আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥"

[হে বরোরু রাধে, অমৃতসমুদ্রময় আশা প্রাচুর্য্যে আমি অতি কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছি; এখন যদি তুমি আমার প্রতি কৃপা-বিধান না কর, তাহা হইলে আমার প্রাণ, ব্রজবাস, এমন কি কৃষ্ণে কি প্রয়োজন?]

এরূপ বৈরাগ্য-সিদ্ধি-পরকাষ্ঠার কথা কি কেহ কখন শুনেছেন? শ্রীল রঘুনাথ প্রভু রাধাদাস্য ব্যতীত কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত চাহেন না। এতবড় বৈরাগ্যের কথা নৃলোকে সম্ভব হয় না—শ্রীস্বরূপের কৃপাভিসিক্ত একান্তজন ব্যতীত এই বৈরাগ্যের আদর্শ অপর কেহ বুঝতেও পারে না। যিনি রাধাদাস্য ব্যতীত কৃষ্ণে পর্য্যন্ত চাহেন না, তিনি কি ইহলোকের সামান্য বৈরাগ্য, শ্রী, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞানের জন্য যত্ন ক'রবেন?

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠকে যতদূর সম্ভব সেবা ক'রলে, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠে কতদূর প্রীতি-পরাকাষ্ঠা থাকলে এরূপ বিচার হয়! সেদিন যেমন শ্রীচৈতন্য মঠে গান হ'য়েছিল—

"তোমার গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে।" ইত্যাদি।

প্রাকৃত সাহজিকগণ এ গান গায় বটে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য বুঝে না। ..... লোক রাইকানুর গান করেন; কিন্তু তাঁদের বিচারের ভুল কোথায়? রাই-কানুর গানে প্রচুর সাহিত্য আছে, খুব কর্ণরসায়ন, তা'তে মনের তর্পণ হয়, ইহাতে তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরা ভগবদ্ভক্তির কথার খুব নিকটেই এসেছেন! কিন্তু তাঁদের যে অসুবিধা রয়েছে, তাঁরা নিজের স্বরূপ, কৃষ্ণের স্বরূপ, কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ কিছুই উপলব্ধি ক'রতে পারেন না, কেবল আত্মেন্দ্রিয় তর্পণেই ব্যস্ত। ঐ সকল গানে তাঁদের সেবা-বুদ্ধি, সেব্যের ইন্দ্রিয় তর্পণ

ক'রবার চেষ্টা উদ্রিক্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে গানের সাহিত্য, কাব্য, সুর-তান-মান-লয়ই এত বড় হ'য়ে ওঠে যে, তাঁদের সুবুদ্ধিকে ডুবিয়ে দেয়। মায়ার এমনই ছলনা!

*　　*　　*　　*　　*　　*

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥"

কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেম-গন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তা' কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ ক'রবার জন্য। বংশীবদন কৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত আমার প্রাণ-পতঙ্গ ধারণ নিরর্থক।

আমার কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হ'চ্ছে যে, কৃষ্ণের দেখা পাচ্ছি না, অথচ প্রাণ ধারণ ক'রে আছি।

"কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥"

আমার কৃষ্ণ দর্শন হ'চ্ছে না অথচ প্রাণ ধারণ ক'রবার এত সাধ? আমার মত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ আর কে?

বহুদিন পূর্ব্বের কথা, একদিন আমি মহাপ্রভুর বাড়ীতে আছি, ঘোর অমাবস্যা রাত্রি। পরমহংস বাবাজী মহারাজ (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ) তখন (আমাদের বাহ্য দর্শনের বিচারে) দিনের বেলায়ই চোখে দে'খতে পান না; কিন্তু অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে রাত্রি ১টার সময় কুলিয়া হ'তে শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে এসে উপস্থিত! কেই বা তাঁ'কে পথ দেখিয়ে দিলেন, কেই বা নদী পার করা'লেন! আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—"এই ঘোর অন্ধকার অমাবস্যার মধ্যরাত্রিতে কে আপনাকে পথ দেখিয়ে দিলেন?" আমাদের গুরুদেব তা' শুনে হাস্য ক'রলেন। তখন বু'ঝলাম তাঁকে কৃষ্ণই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি কি এক ভাবে উন্মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণানুসন্ধান ক'রতে ক'রতে শ্রীযোগপীঠে এসে উপস্থিত! তিনি তখন শ্রীযোগপীঠে ক্ষেত্রপাল শিবের মন্দিরের নিকট কদম তলায় থা'কতেন, ঘরে প্রবেশ ক'রতেন না। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর বৈরাগ্য, আমরা আমাদের শ্রীগুরুদেবেই দেখেছি।"

ভক্তিগ্রন্থ ও ভক্তের অবস্থানের জন্যই শ্রীমন্দিরের প্রয়োজন

"যেমন বাহ্যে গৌড়ীয় মঠের বিপুল সৌধ নির্ম্মিত হ'ল, তদ্রূপ আভ্যন্তরীণ হরি-ভজনের কথা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত থা'কবার জন্য কতকগুলি গ্রন্থও রচিত হওয়া আবশ্যক; ইষ্টক প্রস্তরাদিনির্ম্মিত মন্দির বা সৌধ অপেক্ষা অপ্রাকৃত কীর্ত্তনচর্চ্চার মন্দির ও নাট্যমন্দিরস্বরূপ গ্রন্থভাগবত—ভক্তভাগবত-সমূহ রচিত হ'লে জগতে হরিকথা আরও অধিকতর দিন প্রচারিত থা'কবে। এখন আসন নির্ম্মিত হ'ল মাত্র, একজনের সমস্ত জীবনের উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা ভগবৎকথা-প্রচারের দুর্গ স্থাপিত হ'ল বটে, কিন্তু এই দুর্গে থেকে বহির্ম্মুখ জগতের সঙ্গ হ'তে—কলি-কোলাহল হ'তে আত্মরক্ষা ক'রে এখানে ব'সে হরিকথা প্রচার ক'রতে হ'বে। আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থ-সৌধ ও আদর্শ জীবন নির্ম্মিত হ'লেই ভগবদ্ভক্তির কথা জগতে স্থায়ী হ'বে।

কলি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৬ পৃষ্ঠার পর)

(১) দ্যূতক্রীড়া—কলির স্থান

আদৌ দ্যূতক্রীড়া স্থানের বিচার হউক। অপ্রাণী বস্তুদ্বারা ক্রীড়া যেস্থলে হয়, তাহাই দ্যূতক্রীড়া-স্থান। তাস, পাশা, সতরঞ্চ, দশপঁচিশ, বাঘবন্দীরূপ যত প্রকার ক্রীড়া আছে, সে-সব স্থানকে দ্যূতক্রীড়া-স্থান বলা যায়। অধুনাতন লটারী-গৃহকেও দ্যূতক্রীড়ার স্থান বলা যায়। নলরাজা, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, শকুনী প্রভৃতি রাজন্যবর্গের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্যূত-ক্রীড়া-স্থানে জুয়াচুরি, কপটতা প্রভৃতি উপায়দ্বারা অর্থলাভ-জন্য বিষম কলহ ও সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে-সকল ক্রীড়া-মন্দির আছে, সে-সব স্থানে অনেকের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গই নাশ হইতেছে। এই সব ক্রীড়ায় যাহারা রত হয়, তাহার ভয়ঙ্কর আলস্য ও কলহ-প্রিয়তা লাভ করে। তাহাদের দ্বারা কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে পারে না। কলি যে দ্যূতক্রীড়-স্থানে বাস করে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? পথে যাইতে যাইতে অনেক বিপণী দেখিতে পাই—যেখানে কতকগুলি মানব মিলিত

হইয়া তাস, শতরঞ্চ ও পাশা-ক্রীড়া করিতে থাকে। সেই সব বিপণীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া পড়ে। ক্রীড়াপ্রিয় বিপণীপতি ক্রেতাগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না ; ক্রমে ক্রমে ক্রেতার সংখ্যা লাঘব হইয়া যায় এবং অল্প কালের মধ্যে বিপণী নষ্ট হয়। কখন কখন চৌরগণ বিপণীপতির ক্রীড়াশক্তি দেখিয়া বিপণীর দ্রব্য অপহরণ করে। বিপণীপতির সহিত যাহারা খেলিতে আইসে, তাহারা বিপণীর দ্রব্য যোগেযাগে স্থানান্তরিত করিয়া বিপণীপতিকে উৎসন্ন করে। ভাই দেখ, দ্যূতক্রীড়া কি ভয়ানক! অনেক ভদ্রলোক অসৎসঙ্গে পীড়িত হইয়া ক্রীড়া-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অসৎ হইয়া যায়। এইজন্য দাস-গোস্বামীর খুড়া কালিদাস মহাশয় অসৎ জনের অনুনয়ে ক্রীড়া করিতে বসিয়া নিরন্তর হরিনামোচ্চারণ দ্বারা আপনার স্বভাবকে রক্ষা করিতেন। যিনি উত্তম, ধার্ম্মিক বা ভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অবশ্যই দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ করিবেন।

(২) পান—কলির স্থান

এখন পানরূপ কলির স্থানটী বিচার করা যাউক। আসব-মাত্রই পান। পান কোনস্থলে দ্রব জলীয়, কোনস্থানে ধূম্রাকার। তন্ত্রে বলিয়াছেন,—

পর্ণপুগৌ তাম্রকূটস্তরিতা মদিরা সুরা।
ব্রতবিধ্বংশিনো হ্যেতে বলিনশ্চোত্তরোত্তরাঃ॥

নাগবল্ল্যা প্রবর্দ্ধন্তে বিলাসেপ্সাঃ সুদুর্জ্জয়াঃ।
গুবাকেন সদা চিত্তচাঞ্চল্যং পরিলক্ষ্যতে॥

তাম্রকূটাৎ মতিভ্রংশো জাড্যং বৈমুখ্যমেবহি।
তরিতা সেবনাদ্‌বুদ্ধিনাশঃ কিল ভবিষ্যতি॥

অহিফেনং ধূম্রপানং মদ্রিকা চাষ্টসংখ্যকা।
স্বল্পকালে প্রকুর্ব্বন্তি দ্বিপদাংশ্চ চতুষ্পদান্॥

এতে চোপাধয়ঃ শশ্বৎ বহির্ম্মুখেষু কল্পিতাঃ।
দুর্ব্বৃত্তকলিনা সাক্ষাৎ শুদ্ধভক্তিনিবৃত্তয়ে॥

পর্ণ (তাম্বুল), গুবাক, তামাক, গাঁজা, মদিরা ও সুরা—এই সকল আসব ব্রতধ্বংসকারী। ইহারা উত্তরোত্তর বলবান্। পর্ণ সেবনে সুদুর্জ্জয় বিলাসেপ্সা বৃদ্ধি হয়। তাম্রকূটের দ্বারা মতিভ্রংশ, জাড্য ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হয়। গাঁজা সেবনে বুদ্ধিনাশ হয়। অহিফেন, ধূম্রপানে ও অষ্টপ্রকার মদ্রিকা

অল্পকালের মধ্যে দ্বিপদগণকে চতুষ্পদ-তুল্য করিয়া ফেলে। এই উপাধি-সকল বহির্ম্মুখ জীবের ভক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য দুর্ব্বৃত্ত কলি সৃষ্টি করিয়াছে।

অন্য তন্ত্রে যথা,—সংবিদা তাম্রকুটঞ্চ তাম্রকুটঞ্চ ধুস্তুরং।

অহিফেনং খর্জ্জুরসং তারিকা তরিতা তথা॥
ইত্যষ্টৌসিদ্ধিদ্রব্যাণি ভক্তিহ্রাসকরাণি বৈ।
স্বকার্য্যসিদ্ধয়ে সাক্ষাৎ কলিনা কল্পিতানি হি॥

ভাং, কালকূট, তামাক ধুস্তুর, আফিং, খর্জ্জুর রস, তাড়ি ও গাঁজা—এই আটটী সিদ্ধি দ্রব্য। স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য কলি সাক্ষাৎ কল্পনা করিয়াছে।

অন্য তন্ত্রে মদিরা বিষয়ে,—

মাধ্বিকমৈক্ষবং দ্রাক্ষ্যং তালখর্জ্জুরপানসং।
মৈরেয়ং মাক্ষিকং টাঙ্কং মাধুকং নারিকেলজং।
মুখ্যমন্নবিকারোথ মদ্যং দ্বাদশধা স্মৃতম্॥

মাধ্বিক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষা, তাল, খর্জ্জুর, পনসজাত, মৈরেয়, মাক্ষিক, টাঙ্ক, মাধুক, নারিকেলজাত ও অন্নজাত—এই প্রকার দ্বাদশ জাতীয় মদ্য। মূলশ্লোকে পান-শব্দের অর্থে স্বামী লিখিয়াছেন—'পানং মদ্যাদিঃ।' মদ্যাদি শব্দে এই সমস্ত আসবকে বুঝিতে হইবে। তাম্বূল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নবিকার পর্য্যন্ত সমস্তই ব্রতনাশক মদ্য। যিনি ধর্ম্মবাসনা করেন, তিনি অবশ্য এই সকল আসব হইতে পৃথক্ থাকিবেন। আসবদ্বারা বৈরাগ্য ও ভজনের উপকার হয়—এরূপ কথা কেবল আসব-পরতন্ত্র লোকের আত্মরক্ষা বাক্যমাত্র।

(৩) স্ত্রী—কলির স্থান

এখন স্ত্রী-শব্দের বিচার করা যাউক। স্ত্রী-শব্দে ধর্ম্ম-পত্নী এবং অধর্ম্মপত্নী উভয়কেই বুঝায় বটে। এস্থলে ধর্ম্ম-পত্নীর কথা নয়, কেননা শাস্ত্রমতে,—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥ (উদ্বাহ তত্ত্ব)

ধর্ম্ম-পত্নীর সহিত বর্ত্তমান হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও পঞ্চতম পুরুষার্থরূপ ভক্তিকে সেবা করিবেন—ইহাই গৃহস্থ পুরুষের নিত্য বিধি। বিবাহিত পত্নীর সহায়তায় জীবন নির্ব্বাহ করিলে কলিদোষ লাগে না। যেস্থলে পুরুষ স্ত্রৈণভাবে আপনার পত্নীর বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়, সেইখানেই বিবাহিত পত্নীতে কলির অবস্থান। ধর্ম্ম-শূন্য স্ত্রীসঙ্গেই কলির বল। বৈষ্ণব ঋষিগণ, অম্বরীষাদি রাজগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীবাসাদি গৃহস্থ ভক্তগণ ইহার উদাহরণ। এই কারণেই **শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসিগণকে গৃহস্থ-বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।** যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে অষ্টম অধ্যায়,—

বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, প্রসাদের ভক্তি।
তিহোঁ সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি॥
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাৎ।
মহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডপাত॥
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তাঁর।
পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার॥
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত॥
তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি' বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সে-ই জন পায় রক্ষা॥

ধর্ম্মপত্নীর আদর সর্ব্বশাস্ত্রে আছে। অধর্ম্মপত্নীর তিরস্কার সকলেই গান করেন, তথাপি **সহজিয়া বাউলগণ পরস্ত্রী লইয়া উপাসনার ভাণে কলির কবলে নিরন্তর পড়িয়া অবশেষে মহারৌরবে পতিত হন।** বেশ্যালয়ে যে-সমস্ত উৎপাত হয় তাহা এস্থলে বলা বাহুল্য। সুতরাং স্ত্রীসঙ্গই যে কলির কার্য্য তাহাতে ভ্রম নাই। ধর্ম্মপত্নীর সাহায্যে ভক্তি সাধনোপযোগী জীবন নির্ব্বাহ করা এবং অধর্ম্মপত্নী বা উপপত্নীতে রত হওয়া —দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় জানিতে হইবে। **অধর্ম্মাশ্রিত-স্ত্রীগণ সর্ব্বদাই কলির অধিকারে থাকে,** অতএব তাহাদিগের হইতে দূরে থাকিবে।

(৪) সূনা—কলির স্থান

সূনা অর্থে প্রাণীবধ। ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণীবধ যথায় হয়, সেস্থান কলির একান্ত স্থান। অতএব নারদ বলিয়াছেন,—

নহ্যনো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজো গুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রীদ্যূতমাসবঃ॥
হন্যন্ত পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরা মৃত্যু নশ্বরম্॥

যে প্রেম জড়সেবা, তথায় বুদ্ধিভ্রংশকারী অন্য রজোগুণের প্রয়োজন নাই। শ্রী-মদ-রূপ-রজোগুণ হইতে সৎকুল জন্মাদির বৃথা অভিমান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া ও আসব-সেবা অর্থাৎ মদ্য, ধূম্রাদি পান, নরগণের পরস্পর বিষয় লইয়া যুদ্ধ, জিহ্বা-লালসায় জীববলি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীবহত্যায় কলি বাস করেন।

কলি-পঞ্চক সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য

রজোগুণ হইতেই অর্থলোভ হয়। সুতরাং অর্থের সুব্যবহার অর্থাৎ ভগবৎসেবা ও ভাগবতসেবা এবং বিশুদ্ধরূপে জীবন নির্ব্বাহ ব্যতীত যে সুবর্ণাশক্তি, তাহাতে কলির বাস নিত্য আছে। অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ ও কপট ব্যবহার দ্বারা মনুষ্য-স্বভাব অত্যন্ত দূষিত হয়। তাহাও কলির বাসস্থান। মদ কলির প্রিয়স্থান। ভাগবত বলেন—

শ্রিয় বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৯)

জড়ীয় শ্রী-রূপ-বিভূতি, উত্তম কুলে জন্মাভিমান, জড়ীয় বিদ্যা, সন্ন্যাস, রূপ ও বল—এই ছয় প্রকার মদ হইতে ভয়ঙ্কর বৈষ্ণবাপরাধ হয়। ঐ সমস্ত কলির বাসস্থান। বৈর যে কলির বাসস্থান তাহাতে সন্দেহ কি?

অতএব কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চৈনং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ॥

কেহ তোমাকে অতিবাদ করে, তাহা সহ্য করিবে। কাহাকেও অপমান করিবে না। এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহার প্রতি বৈরসাধন করিবে না। কাম যে কলির স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণসেবার কাম অপ্রাকৃত, তাহার নাম প্রেম। ইন্দ্রিয় সেবার কাম প্রাকৃত, তাহাই কলির স্থান। তাহা অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

কলির অধিকার ত্যাগ না করিলে কখনই হরিভজন হইবে না। পাঠক, বিশেষ মনোযোগে এই প্রবন্ধটী পাঠ করিবেন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৫০)

রৌদ্র-রস

ভগবৎপ্রীতিময় রৌদ্ররসের আলম্বন—কৃষ্ণপ্রীতিময় ক্রোধের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রয়—তাঁহার প্রিয়জন। ক্রোধের বিষয় যদি শ্রীকৃষ্ণহিত, শ্রীকৃষ্ণাহিত অথবা নিজাহিত হয় তবে হাস্য ও যুদ্ধবীরের মত সেই প্রীতির বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণই মূল অবলম্বন হন। অন্য জন কেবল ক্রোধের বহিরাবলম্বন।

রৌদ্ররসে বিষয়ালম্বন পাঁচ প্রকার—(১) প্রমাদাদি হেতু শ্রীকৃষ্ণ হইতে সখীর অনিষ্ট হইলে সখীর ক্রোধের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। (২) প্রমাদাদিহেতু বধ্বাদির কৃষ্ণসঙ্গম অবগত হইলে বৃদ্ধাদির ক্রোধের বিষয় শ্রীকৃষ্ণই হন। (৩) শ্রীকৃষ্ণের হিতকারীজন প্রমাদাদিবশতঃ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে অসতর্ক হইলে ক্রোধের বিষয় হন। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টকারী দৈত্যাদি এবং ভক্তের অহিতকারী আপনার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের বিঘ্নকারী ক্রোধের বিষয় হন।

রৌদ্ররসের উদ্দীপন—ক্রোধবিষয়ের অবজ্ঞাদি। অনুভাব—হস্ত নিষ্পেষণাদি। ব্যভিচারী—আবেগাদি। স্থায়ী—কৃষ্ণপ্রীতিময় ক্রোধ। যে বৃদ্ধা নিজবধূর শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম অবগত হইয়া ক্রুদ্ধা হন, তাঁহার ক্রোধ কৃষ্ণপ্রীতিময়। কারণ সমস্ত ব্রজবাসীর শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতি আছে। ব্রজজন বলিয়া বৃদ্ধা কৃষ্ণপ্রীতিময়ী। যখন বধূর কৃষ্ণসঙ্গম অবগত হন তখনও ক্রোধের মধ্যে স্বাভাবিকী প্রীতি বর্ত্তমান থাকায় তাহার ক্রোধ প্রীতিময়। অন্য সকলের ক্রোধ স্বাভাবিকী প্রীতির বিকার হেতু তাহা প্রীতিময়। প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই মঙ্গল-কামনায় বৃদ্ধাদির ক্রোধের প্রকাশ। পরবধূসঙ্গমে শ্রীকৃষ্ণের অধর্ম্ম হইবে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল ঘটিবে—এই আশঙ্কায় ব্রজের বৃদ্ধাদি নিজবধূর শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম অবগত হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য—তাঁহাদের ক্রোধ দেখিয়া ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণের হিতকারীজন তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে অন্যমনস্ক হইলে ক্রোধের বিষয় হন। রোহিণীদেবী শ্রীযশোদামাতাকে বলিতেছেন—

উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কুরু মা বিলম্বং বৃথৈব ধিক্ পণ্ডিতমানিনী ত্বম্।
ক্রট্যৎ পলাশিদ্বয়মন্তরা তে বদ্ধঃ সুতোঽসৌ সখি বংভ্রনীতি ॥
(ভঃ রঃ সি উঃ ৫।৬)

দামবন্ধন লীলায় যমলার্জ্জুন বৃক্ষের প্রচণ্ড শব্দে শ্রীযশোদা মূর্চ্ছিতা হইলে শ্রীরোহিণীদেবী বলিলেন—মূঢ়ে! উঠ, উঠ, বিলম্ব করিও না। তুমি পুত্র-শিক্ষা-বিষয়ে নিজেকে অভিজ্ঞা বলিয়া বৃথা অভিমান কর। হে সখি! তোমার রজ্জুবদ্ধ পুত্র ভগ্ন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে।

মৈতদ্বিধস্যাকরুণস্য নাম ভূদক্রূর ইত্যেতদতীবদারুণঃ।
যোঽসাবনাশ্বাস্য সুদুঃখিতং জনং প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ॥
(ভাঃ ১০।৩৯।২৬)

যাহার এইরূপ ব্যবহার, যাহার হৃদয় অকরুণ তাহার নাম অক্রূর হওয়া উচিত হয় নাই। এ ব্যক্তি বড়ই নিষ্ঠুর যে অতি দুঃখিত জনকে আশ্বাস না দিয়া আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে অতি দূরে লইয়া যাইতেছে।

ভয়ানক-রস

যে জন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দারুণ উৎপীড়নের ইচ্ছা করিয়াছে, তাহা হইতে যে তদীয় প্রীতিময় ভয়, তাহার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রয় কৃষ্ণপ্রিয় জন, আর যে জন ভক্তের নিজসম্বন্ধে কৃষ্ণবিচ্ছেদ ঘটায়, তাহা হইতে যে তাদৃশ ভয় এবং নিজ অপরাধ দ্বারা লাঞ্ছিত কৃষ্ণ হইতে যে ভয় অর্থাৎ নিজে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিলে তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে ভয় সেই সেই ভয়ের বিষয় ভক্ত হইলেও হাস্যাদি রসের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণই প্রীতির বিষয় বলিয়া তিনি মূলাবলম্বন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দারুণ উৎপীড়নাভিলাষী হইতে ভয়ের দৃষ্টান্ত—

জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ॥ (ভাঃ ১০।৩।২৯)

শ্রীদেবকী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—হে মধুসূদন! আমাতে তোমার জন্ম হইল—একথা যেন পাপ-কংস না জানিতে পারে। আমি তোমার নিমিত্তই কংস হইতে ভয় পাইতেছি, আমার চিত্ত অধীর হইয়াছে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন বলিয়া তাঁহাকে ভয়ের নিমিত্ত বলিয়াছেন।

যে-জন শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ ঘটায় তাহা হইতে ভয়ের দৃষ্টান্ত—বসন্তোৎসবে যখন ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সহিত বিহার করিতেছিলেন তখন হঠাৎ শঙ্খচূড় যক্ষ আসিয়া গোপীগণকে উত্তর দিকে লইয়া যাইতেছিল বলিয়া তাঁহার প্রাণভয়ে হে কৃষ্ণ! হে রাম! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥
(ভাঃ ১০।১৪।১০)

হে অচ্যুত! আমি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমার নেত্রদ্বয় অন্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেজন্য আমি আপনা হইতে পৃথক্ ঈশ্বর অভিমান করিতেছি। আমাকে নিজভৃত্য জ্ঞানে ক্ষমা করুন।

বীভৎস-রস

ভগবৎপ্রীতিময় রসে অন্যের প্রতি জুগুপ্সা, ভগবৎপ্রীতিময়ী। শ্রীকৃষ্ণই প্রীতির বিষয়, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণই জুগুপ্সারতির মূল আলম্বন। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তি তাহার আশ্রয়। জুগুপ্সামাত্রের বিষয় অপর ব্যক্তি তাহাতে বহিরালম্বন। উদ্দীপন—অমেধ্যাদি। অনুভাব—নিষ্ঠীবনাদি। ব্যভিচারী—বিষাদাদি। স্থায়ী—ভগবৎপ্রীতিময়ী জুগুপ্সা। দৃষ্টান্ত—শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

ত্বক্শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্কফপিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥
(ভাঃ ১০।৬০।৪৫)

যে-স্ত্রী আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ আস্বাদন করিতে পারে নাই, সেই মূঢ়া বাহিরে ত্বক্ শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশদ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভিতরে মাংস অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, পিত্ত, কফ-পূরিত জীবিত শবদেহকে কান্ত জ্ঞানে ভজন করে।

করুণ রস

ভগবৎপ্রীতিময় প্রেমদ্বারা নিষ্ঠাপ্রাপ্তির বিঘ্নরূপে জানা যায় বলিয়া করুণার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়—তাঁহার প্রিয় ব্যক্তি। উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম, গুণ, রূপাদি। অনুভাব—মুখ-শোষ, বিলাপাদি। ব্যভিচারী—জাড্য-নির্ব্বেদাদি। শ্রীকৃষ্ণকে কালীয় হ্রদে সর্পবেষ্টিত অবস্থায় দেখিয়া তীরে গোপগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন, গাভীগণ চতুর্দ্দিকে ক্রন্দন করিতেছে,—ইহা দেখিয়া ব্রজবাসী সকলে অত্যন্ত দুঃখিত ও বিষন্ন হইয়াছিলেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

অর্চ্চন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম কখনও 'অর্চ্চনে'র প্রতি তত্ত্বদধিকারীকে বিরূপগ্রস্ত বা তাঁহাদিগকে বিকৃত অর্চ্চন-শিক্ষা প্রদান করেন না। কারণ 'অর্চ্চন' ব্যতীত অনর্থযুক্ত সাধকের মঙ্গলের উপায় নাই। 'অর্চ্চন' ব্যতীত সদাচার প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হইতে পারে না। 'অর্চ্চন' ব্যতীত সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তিরূপ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ভক্তির অনুকূল পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। 'অর্চ্চনের নিত্যতা স্বীকার না করিলে, পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত সবিশেষত্বের বিরুদ্ধবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী বা অদৈব অসৎ সাম্প্রদায়িক হইতে হয়। কর্ম্মিজ্ঞানি-সম্প্রদায় 'অর্চ্চনে'র নিত্যত্ব স্বীকার না করায় তাহারা ভগবদ্‌বিরোধী নাস্তিক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ড্য ॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৭-১৬৮)

এখানে শ্রীবিগ্রহ-শব্দে কেবল অর্চ্চাকে লক্ষ্য করা হয় নাই; যেহেতু অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—নিত্য বাস্তব বস্তু হইতে অভিন্ন; দর্শনে প্রকাশভেদ মাত্র।

কর্ম্ম-জ্ঞানীর অর্চ্চনাভিনয়—পঞ্চোপাসকের অর্চ্চনাভিনয় অর্চ্চনবিরোধ মাত্র। সেইরূপ কোনও আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম মাত্র আমাদের আলোচ্য নহে। 'অর্চ্চন' অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রত-তপাদি অসচ্চেষ্টারূপ অনর্থময় বৃত্তি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকে। অর্চ্চক হরি-প্রীতির জন্য নানা উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে করিতে নিজ ভোগবাসনারূপ অন্যাভিলাষ হইতে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হন, সকল ক্রিয়া বিষ্ণুর পূজার জন্য নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করায় এবং সকল ব্যাপারই বিষ্ণুর পূজায় 'অর্পণ' করিতে আরম্ভ করায় কর্ম্মচেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। অর্চ্চক শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব, শ্রীবিগ্রহসেবার নিত্যত্ব এবং শ্রীবিগ্রহ-সেবকের আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি-ক্রমে নির্ভেদজ্ঞানাদি চেষ্টারূপ পরমদুষ্কৃতির হস্ত হইতে রক্ষিত হন। অর্চ্চকের

সকল ব্যাপার বিষ্ণু-পূজার ধ্যানপর, ব্রতপর, তপঃপর হওয়ায় অর্চ্চক অষ্টাঙ্গ-যোগাদি নাস্তিকতাময় শারীর তপ-ব্রতাদি চেষ্টা হইতে পরিমুক্ত হন।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'অর্চ্চনে'র সংজ্ঞা এইরূপ প্রদান করিয়াছেন—

শুদ্ধিন্যাসাদি-পূর্ব্বাঙ্গকর্ম্মনির্ব্বাহপূর্ব্বকম্।
অর্চ্চন্তূপচারাণাং স্বাম্মন্ত্রেণোপপাদনম্॥
(ভঃ রঃ সিঃ ২য় লঃ। ৫৯ সংখ্যা)

স্থান-কাল পাত্রশুদ্ধি, অঙ্গ-ন্যাস, করন্যাসাদি অর্চ্চনের পূর্ব্ব অঙ্গসমূহ নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক মন্ত্রের দ্বারা দ্রব্য-সমূহের অর্পণ 'অর্চ্চন'-পদবাচ্য।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল রূপপাদ শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধিনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চণম্॥
(ভাঃ ১০।৮১।১৯)

শ্রীবিষ্ণোরর্চ্চনং যে তু প্রকুর্ব্বন্তি নরা ভুবি।
তে যান্তি শাশ্বতং বিষ্ণোরানন্দং পরমং পদম্॥
(শ্রীবিষ্ণুরহস্যে)

সুতরাং শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব বা গুরু কখনই অধিকার-বিপর্য্যয় করাইবার জন্য অর্চ্চনের বিরুদ্ধবাদী হন না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগনাথ-মন্দিরে গমন-লীলা প্রদর্শন করিতেন না, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চা, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধামদনমোহন-শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চা, শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধাদামোদর-শ্রীবিগ্রহ-প্রতিমা প্রভৃতি প্রকাশ করিতেন না। তাঁহারা অর্চ্চনাধিকারী বা সাধক-মাত্র ছিলেন না, তাঁহাদের অর্চ্চনাভিনয়—সাক্ষাৎ সেবা, সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলন, ভাবসেবা। যাহারা গোখরের অর্চ্চনচেষ্টা, ধনমদমত্ত বৈষ্ণব-প্রায়ের অর্চ্চন-চেষ্টা প্রভৃতি অনর্থযুক্ত চেষ্টার সহিত নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণের অর্চ্চনাদর্শকে সমপর্য্যায়ে দর্শন করিবে, তাহারা বঞ্চিত হইবে—তাহারা মঙ্গলের হস্ত হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইবে।

অর্চ্চনের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া অনেকে আবার অর্চ্চনকে 'ভোগ' ও 'গৃহব্রত-ধর্ম্মে'র পরিপাক এবং পরিবর্দ্ধনের যন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গদেশের কোনও কোনও নগরীতে দেখা যায়, প্রাকৃত-সহজিয়া, গৃহব্রত গুরু-ব্রুবের অনেক গৃহমেধি-শিষ্য-সম্প্রদায়ের গৃহে বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত

আছেন। কিন্তু ঠাকুরের সহিত অধিকাংশ স্থলেই গৃহস্বামী বা গৃহের কোনও সম্বন্ধই নাই, স্ত্রীমূর্ত্তিধারিগণই সংসারের সমস্ত কার্য্য পূর্ণ-মাত্রায় সাধন করিবার পর ঠাকুরকে কোনও রূপে দুই বেলা শুষ্ক দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন; কোন কোনও সম্পত্তিমান ব্যক্তির বাড়ীর ঠাকুর ভাড়াটিয়া দেবল বর্ণব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণব্রুবের হস্তে চাল-কলা প্রাপ্ত হন মাত্র। শ্রীশালগ্রাম কোনও অবরকুলোদ্ভূত দীক্ষিত (?) ব্যক্তির বাড়ীতে নাই, কোথায়ও ঠাকুরকে পক্কান্ন প্রদত্ত হইতে পারে না। 'অর্চ্চন'-ব্যাপারটা "লোকসংগ্রহার্থ", গৃহব্রত-ধর্ম্মের মঙ্গল বা পরিতুষ্টির জন্য মাত্র। ঐরূপ অর্চ্চাভিনয় না করিলে সংসারের কি জানি কি অমঙ্গল হইবে, স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইবে, এইরূপ ভয়ে একটা অভিনয় প্রদর্শিত হয় মাত্র। যাহারা মন্ত্র-প্রদানের ছলনা করিয়া অর্চ্চনাভিনয়ের উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি তাঁহাদের শিষ্য-সম্প্রদায়ের ঠাকুরকে 'শূদ্রের ঠাকুর সুতরাং শূদ্রবৎ' জানিয়া কখনও ঠাকুরকে দণ্ডবৎপ্রণাম পর্য্যন্ত করেন না, ঠাকুরের প্রতি নিবেদিত প্রসাদান্ন গ্রহণ করা ত' দূরের কথা। এইরূপ অর্চ্চন-ব্যভিচার কখনও 'অর্চ্চন'-পদবাচ্য নহে।

'অর্চ্চন ভোগ-সাধক যন্ত্রবিশেষ নহে। কোন কোনও গুরুব্রুব, ব্রাহ্মণ-ব্রুব, প্রাকৃত-সহজিক সম্পত্তিমান ব্যক্তি অর্চ্চনের নাম করিয়া—ঠাকুর-সেবা ও ঠাকুরের ভোগ্য দ্রব্যের নাম করিয়া চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়াদি অর্থাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়জিত হইলেও যে একমাত্র ইন্দ্রিয়কে জয় করা যায় না, সেই জিহ্বেন্দ্রিয়ের বিষয়-ভোগ করিবার একটী সুগমপথ আবিষ্কার করিয়া থাকে। ইহাও 'অর্চ্চন'-পদবাচ্য নহে।

অর্চ্চনের উদ্দেশ্য নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ নহে, অর্চ্চনের ফল—বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তির উদয়। ঠাকুরের উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য অকপট বৈষ্ণবকে প্রদান করিতে হইবে—"আমার স্ত্রী, আমার পুত্রও বৈষ্ণব, আমি স্বয়ংই বৈষ্ণব, আমার বৈবাহিক মহাশয় বৈষ্ণব"—এইরূপ কপটতা করিয়া ভোগের কপটতা-কৌশল আবিষ্কার করা 'অর্চ্চন' নহে। গৃহে সত্য সত্য অমল বৈষ্ণব আগমন করিলে বৈষ্ণবকে সকল ছাড়িয়া দিতে হইবে—বৈষ্ণবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে—বৈষ্ণবকে অর্চ্চাবিগ্রহ জানিতে হইবে। অকপট বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হইবে—তাঁহার কীর্ত্তন—শ্রবণানুশাসিত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে অর্চ্চন করিতে

হইবে—বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিয়া—শ্রীগুরুদেবকে লঙ্ঘন করিয়া অর্চ্চন-চেষ্টা বিড়ম্বনা ও পাষণ্ডতা মাত্র। আগে শ্রীগুরুপূজা—বৈষ্ণব-পূজা, তৎপরে বিষ্ণু-পূজা। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

অতএব নারদপঞ্চরাত্রে,—

বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃ কায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্॥
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ।
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্ব্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥ (ভাঃ ৩।২৯।২১-২৭)

এখানে শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা আলোচ্য—"চিত্তশুদ্ধিঃ" সর্ব্বভূতাত্মদৃষ্ট্যৈব ভবতীতি বক্তুং কেবল-প্রতিমাদিনিষ্ঠাং নিন্দন্নাহ অহমিতি সপ্তভিঃ। অর্চ্চৈব বিড়ম্বনমনুকরণম্। অর্চ্চায়াং পূজাবিড়ম্বনমিতি বা। অবজ্ঞোপেক্ষাদ্বেষনিন্দাঃ ক্রমেণ চতুর্ভির্নিষিধ্যন্তে। * * * তর্হি কিম্ অর্চ্চাদাবর্চ্চনমনর্থকমেব? নেত্যাহ—অর্চ্চাদাবিতি। **সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং মাং স্বহৃদি যাবন্ন বেদ**। স্বকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাবিরোধেন। যথাবকাশম্। অনেন কর্ম্মনিষ্ঠায়া অপি স এবাবধিরিত্যুক্তং ভবতি।"

অর্চ্চনের অসদ্ব্যবহার বা অর্চ্চনের ব্যভিচার দেখিয়া অর্চ্চন উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প তত্ত্বজ্ঞানান্ধতা মাত্র। অর্চ্চন সর্ব্বদাই কীর্ত্তনের অধীন হইবে, নতুবা কর্ম্মকাণ্ড হইয়া পড়িবেই। যাঁহারা মধ্যমাধিকারে অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছেন অথচ বাহ্যে গৃহস্থের আশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদেরও বাহ্যে অর্চ্চনের আকার সংরক্ষণ করা আবশ্যক। "আমি অনুক্ষণ কীর্ত্তন-ব্যাপারেই ব্যস্ত, অর্চ্চনের ক্ষণ-মাত্র সময় নাই"—ইহা বলিয়া বাহ্যে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিলে, তৎসঙ্গে সঙ্গে বাহ্যে যদি অর্চ্চনের আদর্শ না থাকে, তবে অন্যান্য গৃহস্থগণ ক্রম-মঙ্গল-লাভ করিতে পারিবেন না—তাঁহারাও একেবারে অর্চ্চন পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবেন—কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যও বুঝিতে পারিবেন না। সুতরাং অনুক্ষণ কীর্ত্তনকারী গৃহস্থাশ্রমীও অন্তরে পূর্ণভাবে কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি সংরক্ষণ করিয়া বাহ্যে অর্চ্চনের আদর্শ প্রদর্শন করিবেন। 'অর্চ্চন' স্বীকার অর্থ—অপ্রাকৃতসবিশেষ ভগবত্তা স্বীকার—ইহা Personality of Godhead স্বীকারের প্রথম সোপান। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অর্চ্চনাধিকারী ছিলেন না—তিনি নিত্যসিদ্ধ গৌরজন, আচার্য্য, অনুক্ষণ অপতিত অকৈতব হরিকীর্ত্তনকারী হইয়াও গৃহস্থাশ্রম-স্বীকারের অভিনয়কালে 'ভক্তিভবনে' ও 'শ্রীবানন্দসুখদকুঞ্জে গিরিধারী শ্রীবিগ্রহের নিত্যপূজা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হরিকীর্ত্তনের বিজ্ঞানে তাঁহাকে দর্শন করিতে না শিখিলে আবার প্রাকৃত-সহজিয়া গৃহমেধী হইয়া পড়িতে হইবে—আবার অর্চ্চন-ব্যভিচার উপস্থিত হইবে। সুতরাং সাধু সাবধান! হরিভজনের পথ বড় সুসূক্ষ্ম। বিশেষতঃ 'অর্চ্চন'-ব্যাপার সর্ব্বদা অর্চ্চন-গুরুপাদপদ্ম, সদ্‌গুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তনের দ্বারা নিয়মিত না হইলে প্রতিপদেই বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা। কারণ, 'অর্চ্চন'—কর্ম্ম ও ভক্তির তটরেখা। কর্ম্মমিশ্রা রাজসেবা, কেবলার্চ্চনময়ীভক্তি ভাবসেবাঙ্গ-বিশেষ। এজন্য কীর্ত্তনকে ছাড়িয়া কখনও 'অর্চ্চন' সুষ্ঠু হইতে পারে না। আবার কীর্ত্তন 'শ্রবণ' ব্যতীত সুষ্ঠু হয় না। অর্চ্চনে যে মন্ত্র-ধ্যানের বৈশিষ্ট্য, তাহা স্মরণাভাস মাত্র, কেবল স্মরণ নহে। কেবল ভজনেই স্মরণ সম্ভব।

শ্রীরথযাত্রা

একটি বছর পরে—

শ্রীজগন্নাথের ইচ্ছা উপজয় কুঞ্জ-বিহার তরে।
দ্বারকা ত্যজিয়া যেতে চাহে হরি, মধুর বৃন্দাবনে,
পুছিলা তখন লক্ষ্মীদেবীরে,—'যাবে ব্রজে মোর সনে ?'
শুনি হেন বাণী লক্ষ্মীদেবী কহে বড় অভিমান ভরে,—
'রাধা-অনুগত না হয়ে ব্রজেতে পশিব কেমন করে ?
দধি-মন্থন করে যে গোপিনী আমি হব তা'র দাসী ?
দ্বারকাধীশের রাণী নাহি হবে ব্রজের কুঞ্জবাসী।'
বুঝে শ্রীজগন্নাথ চাহে না লক্ষ্মী, যাইতে বৃন্দাবন,
তাই লক্ষ্মীরে রাখি' ব্রজে যেতে তাঁর প্রলুব্ধ হ'ল মন।
গোপী-আনুগত্যে পরাঙ্মুখ হেন লক্ষ্মীদেবীরে হেরি'
উদ্যান-বাড়ী দেখার অভিলাষ ব্যক্ত করিলা হরি।
শ্রীহরি-ছলনা বুঝিতে নারিয়া লক্ষ্মী কহিলা তাঁরে,—
'উদ্যান-বাড়ী নেহারি' ত্বরায় ফিরিবে গো মোর ঘরে।'
'শীঘ্র ফিরিব' বলিয়া শ্রীহরি নব হেমময় রথে,
ঐশ্বর্য্যপীঠ হ'তে মাধুর্য্যপীঠে ধায় গোপী-অনুরাগে।
'সূর্য্যোপরাগোপলক্ষে' একদা ব্রজের গোপিকাগণ,
কুরুক্ষেত্রস্থানে হেরিলা নয়নে কেশবের শ্রীবদন।
তথাপি তাঁদের ভরেনি চিত্ত, তুষ্ট হয় নি তাঁরা ;
গৃহে আর তাঁরা থাকিতে পারে না বংশীবদন ছাড়া !
মিটাতে তাঁদের প্রাণের বাসনা, পেতে হরি-পরশন,
শ্রীহরিরে আজ ব্রজে নিয়ে যেতে করে তাঁরা আয়োজন।
গোপিকাগণের যতনে আজিকে গোপিকা-রমণ হরি,
দ্বারকা-বিলাস ভুলিয়া চলেছে ব্রজধাম-পথ ধরি'।

কি শোভা লেগেছে হেমময় রথে, যেন শোভে শত শশী ;
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম ঐ রহে রথ'পরে বসি'।
পবনে পবনে ভাসিয়া আসিছে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি,
ব্রজবাসী সবে করিছে নৃত্য রথ-কাছি পরশনি'।
দিকে দিকে আজি ওঠে নামরোল, সবে হরষিত হিয়া,
আবেশে বিবশ ভকতবৃন্দ শ্রীহরি-মাধুর্য্য পিয়া।
শ্রীহরি-সুভদ্রা-বলরামে দেখি' মাণমণ্ডিত রথে,
নমি মুই আজ অসংখ্যবার তাঁদের রাতুল পদে।
শ্রীহরির রথযাত্রায় ব্রজে রথের পরশ লাগি'
প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন ব্রজ-ধূলি হয়ে থাকি।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ
সাং—বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

বৈষ্ণবের বংশ

এই প্রাকৃত জগতে আমরা বৈষ্ণবগণকে ত্রিবিধ অধিকারে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত চেতনময় বস্তুসমূহ—সকলেই কৃষ্ণদাস। যাহারা কৃষ্ণোন্মুখতার কোন পরিচয় দেয় না, তাহাদিগকে সাধারণ লোক, কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণ হরিবিমুখ বলিয়া জানেন। কিন্তু তাহারা অবৈষ্ণব হইলেও বিষ্ণুদাস। বাসুদেব সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত। প্রাকৃত-রাজ্যে উচ্চাবচ সকল বস্তুতেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। কনিষ্ঠাধিকারগত বিষ্ণুদাস্যে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষ্ণব মহাশয়ের বিষ্ণু-বিগ্রহে বিশ্বাসের সহিত সেবা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির অভাব আছে। সে জন্যই কনিষ্ঠাধিকারে বৈষ্ণবকে 'অপ্রাকৃত' আখ্যা দিবার পরিবর্ত্তে 'প্রাকৃত' বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া কোমল-শ্রদ্ধ বৈষ্ণব নিজ প্রাকৃত বুদ্ধি ক্রমশঃ ত্যাগ করিবার অবসর লাভ করেন—অন্যাভিলাষ, সৎকর্ম্মানুশীলন, এমন কি

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ প্রাকৃত জ্ঞানের অভিমানকেও তুচ্ছ দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়ে বিরাগ লাভ করেন। তখন তাঁহার বর্ণমদ. প্রাকৃত ধন-মদ, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়চেষ্টা প্রভৃতি খর্ব্ব হইতে আরম্ভ করে। তৃণজলৌকার ন্যায় প্রাকৃত বৈষ্ণব অপ্রাকৃত রাজ্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্বীয় অধিকার পরিবর্ত্তন করেন। পরিবর্ত্তিত মধ্যম অধিকারে দেখিতে পাই যে, অপ্রাকৃত অনুসন্ধান-ফলে কনিষ্ঠ ভাগবত দর্শনের শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার অপেক্ষাকৃত উন্নত দর্শনের বিষয় হন। তিনি সেইকালে শ্রীমূর্ত্তিকে কেবল প্রাকৃত বস্তুজ্ঞান করেন না। তাঁহার নিজ অস্তিত্বে সেই কালে অপ্রাকৃতের তরল অবস্থান লক্ষ্য করেন এবং অধিকারভেদে ভাগবতগণের তারতম্য পরিদর্শন করিবার চক্ষু লাভ করেন। তাদৃশ দৃষ্টি লাভ করিয়া ভগবদধিষ্ঠান-সমূহে প্রেম, কৃষ্ণো-ন্মুখজনে মিত্রতা, কৃষ্ণভক্তি-দ্বারা পরোপকার এবং অপ্রাকৃত বিরোধীবর্গের সঙ্গত্যাগরূপ অনুষ্ঠান-সমূহে ব্যস্ত হন। এইকালে তাঁহার নানাপ্রকার বিঘ্ন উদয় হয়। কখনও মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসক কর্ত্তৃক নিন্দিত, কখনও বা সৎকর্ম্মকারী মূর্খজনকর্ত্তৃক নিন্দিত এবং কখনও বা আহার-পানাদিমত্ত যথেচ্ছা-চারী ব্যক্তির আক্রমণের বস্তু হন। এই সকল উপদ্রব অম্লান বদনে সহ্য করিতে করিতে তিনি হরিসেবা হইতে কৃষ্ণকৃপাক্রমে বিপথগামী হন না। কোমলশ্রদ্ধের যে-প্রকারে পতন সম্ভাবনা, মধ্যমাধিকারীর স্থান তাহা অপেক্ষা দৃঢ় হওয়ায় তাঁহাকেই হরিবিমুখ জনগণ বিপন্ন করিতে পারে না। মধ্যমা-ধিকারীর হৃদ্দেশে ভগবান্ যে অনেক সময় অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র চৈত্তগুরুরূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকেই নিজ-জন বলিয়া আকর্ষণ করেন। মধ্যম ভাগবত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাক্রমে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করেন। সাধারণ ভাষায় ইহাকেই স্বরূপসিদ্ধি বলে। জ্ঞানিগণ যাঁহাকে জীবন্মুক্ত সংজ্ঞা দেন, তাদৃশ শুদ্ধাধিকার বৈষ্ণবের ভাষায় স্বরূপসিদ্ধি অর্থাৎ আধমিশ্র অপ্রাকৃতে অবস্থিতি। এইকালে তাঁহার কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা থাকে না। সেবার উপকরণ লইয়া যাঁহারা বিবাদ করেন. তাঁহারা উন্নতাধিকারের ধারণা করিতে পারেন না। যাঁহারা অপ্রাকৃত ছাড়িয়া প্রাকৃতে মত্ত, তাঁহারা কোন দিনই মহাভাগবতের চেষ্টা বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। সেবার উপকরণগুলিকে নিজ নিজ প্রাকৃত ভোগ-যোগ্য উপকরণের সহ সমান জ্ঞান করিলে কখনই অপ্রাকৃত উপলব্ধি হইবে না।

উপরি-উক্ত তিন প্রকার বৈষ্ণবের বংশ এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। 'বংশ' বলিলেই যে কেবল শৌক্র অধস্তনগণকে বুঝায়, এরূপ নয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদরক্রমে বৈধ যোষিৎসঙ্গ-প্রভাবে পৃথিবীতে বংশের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহাই যে কেবল সেই বস্তুর ধারাবাহিক অবিমিশ্র অধিষ্ঠান, তাহা বলা যায় না। পিতা-মাতা—এই উভয় বস্তুর সম্মিলনে সন্তানের উদ্ভব. প্রতি পুরুষেই ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর সহযোগে সেই বস্তু হইতে অপর বস্তুর সমাবেশ লক্ষিত হয়। সুতরাং অবিমিশ্র পিতৃ-সত্ত্বা পুত্রে বা স্থূল শৌক্রবংশে আরোপণ—সূক্ষ্ম বিচার-পুষ্ট নহে।

পিতা-মাতা পুত্রের সর্ব্বপ্রধান সেবক। তাঁহারা পুত্রের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান-দ্বারা কায়মনোবাক্যে, অপত্যের জন্মাবধি স্বতঃ পরতঃ সেবা করিয়া থাকেন। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য কৃতজ্ঞ পুত্রের পিতৃমাতৃ-সেবা কর্ত্তব্যের প্রধানতম অনুষ্ঠান। পুত্র, জন্মের অব্যবহিত পর হইতে পিতা-মাতার সেবা করিতে যোগ্য হন না। অনেক দিন পরে পুত্রের নিজত্ব উপলব্ধি হইলে সেবাধর্ম্ম প্রকাশমান হয়। তখন তিনি পিতা-মাতার উত্তরাধিকারিস্বরূপে পিতৃমাতৃ-সেবায় নিজ প্রধান কর্ত্তব্যতা উপলব্ধি করেন। এই প্রকার বংশ। ইহাতে পিতৃমাতৃ-প্রদর্শিত চিত্তের ধারণা-সমূহ প্রবল হয়।

আমরা জানি যে, শৌক্রজন্ম ব্যতীত আচার্য্যকুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম হয়। দ্বিতীয় জন্ম হইলে জীব এক জন্ম অপবাদের হস্ত হইতে মুক্ত হন। আচার্য্য ও গায়ত্রী তাঁহাকে সাবিত্র্য-জন্ম প্রদান করেন। এইকালে আচার্য্য-কুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হওয়ায় তিনি অপেক্ষাকৃত সেবাধর্ম্ম বুঝিতে পারেন। সন্তানের জন্মাবধি গৃহে বাসকাল পর্য্যন্ত পিতা-মাতা তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। পুত্রের জ্ঞান-বিকাশের প্রথমেই তিনি আচার্য্যকুলে প্রেরিত হন। সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান আচার্য্যকুলে অবস্থানকালে তিনি বুঝিতে পারেন। পিতা-মাতার ন্যায় আচার্য্য, সন্তানের সেবক হন না। দ্বিজ, আচার্য্যের অনেকটা অধিক সেবা করিবার সুযোগ পান। আচার্য্য-দাস দ্বিজ আচার্য্যের গৃহকে নিজ-গৃহ জানিতে পারেন। তিনি আচার্য্যের যাবতীয় দ্রব্যের সেবাভার গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আচার্য্যের নিকট হইতে বেদাঙ্গের সহিত সমস্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন। বেদশাস্ত্র দুই প্রকার অনুষ্ঠানের উপদেশ করেন। প্রাকৃত জগতে সুশৃঙ্খলভাবে প্রাকৃত ধর্ম্মের সহিত অবস্থান—এক প্রকার ফল। অপর এক প্রকার—

নিত্য পরমার্থ বিষয়ে অধিকারী আচার্য্য অনিত্য ধর্ম্মের যাজক হইলে অন্তেবাসীকে অনিত্য উপাসনা—কর্ম্ম বা জ্ঞান উপদেশ করেন। আবার আচার্য্য স্মার্ত্ত না হইয়া পরমার্থী হইলে বেদ-কথিত পরম গোপনীয় পরমার্থ শিক্ষা দেন। যে অন্তেবাসী প্রাকৃত রুচিবিশিষ্ট, জড়ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট, তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে বৈদিক অধিকারক্রমে গৃহগত ধর্ম্মই মানবজীবনের ফল মনে করেন। আবার পরমার্থ-ধর্ম্মজ্ঞ বেদের প্রপক্ক ফল ভাগবতসদ্ধর্ম্ম বেদশাস্ত্র হইতে শিক্ষা দিয়া জীবকে অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর করান—নিত্য জীবন হইতে নৈমিত্তিক জীবনের পার্থক্য বুঝাইয়া দেন। অন্তেবাসী ক্ষুদ্রার্থলোভে আচার্য্যের নিকট হইতে সমাবর্ত্তন-অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যিনি প্রাকৃত অর্থ পরমার্থের নিকট নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া পরমার্থে আকৃষ্ট হন, তিনি সমাবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে বৃহৎব্রত অথবা যতিধর্ম্ম বা গৃহ স্বীকার করিয়া পারমার্থিকী দীক্ষা লাভ করেন।

পারমার্থিক আচার্য্যের নাম—গুরু, তিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান প্রদানরূপ দীক্ষানুষ্ঠান-দ্বারা জীবের তৃতীয় জন্ম প্রদান করেন। এই তৃতীয় জন্মে তিনি অপ্রাকৃত উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রাকৃত দর্শন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শৌক্রজন্মের বিস্তৃতি কেবল বংশাখ্যা লাভ করিতে পারে না, পরন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্যজন্মের বিস্তারকেও 'বংশ' আখ্যা দেওয়া হয়। আচার্য্য-কুলে অবস্থান বা অপ্রাকৃত গুরুগৃহে জন্মের সহিত শৌক্রজন্ম-বিস্তৃতির পার্থক্য থাকিলেও উহাই (শৌক্রজন্ম) পারম্পর্য্যক্রমে 'বংশ' বলিয়া দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। শৌক্রজন্মে সন্তানের পক্ষে পিতার ভৃত্যত্ব অল্প, কিন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মে আচার্য্য ও গুরুর দাস্য উত্তরোত্তর অধিক। ভক্তিমার্গে সেবনের তারতম্যই উত্তরাধিকারের তারতম্য নির্ণয় করে। যেরূপ চিকিৎসকের পুত্রের চিকিৎসা-শাস্ত্রে অধিকার পুত্রত্বে আবদ্ধ নহে, পরন্তু তদ্-বিদ্যাধিকারে ব্যক্তিগত পারদর্শিতাই একমাত্র কারণ, তদ্রূপ বৈষ্ণব-গুরুর পুত্রত্বই কেবল আচার্য্য বা গুরুত্বের কারণ নহে। শৌক্রবংশে কেবল যে পারমার্থিক অধিকার ন্যস্ত হইবে, এরূপ কথা কোন শাস্ত্রে বা সদাচারে দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা কেবলমাত্র গৃহস্থ অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কতিপয় স্বার্থান্ধ লেখকের কপটতার

ফল-মাত্র। সৎসম্প্রদায়ের মধ্যে তুর্য্যাশ্রমী গুরুগণের বংশাবলী শিষ্যপরম্পরায় আবদ্ধ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, সৎসম্প্রদায়-জাত অর্থাৎ সৎসাম্প্রদায়িক গুরুপরম্পরা ব্যতীত মন্ত্রের নিষ্ফলতা; মূঢ় ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিবার মানসে কতই নূতন মত উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাকৃত স্বার্থ-বিজড়িত সাধারণ লোক প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া সেই মতবাদগুলি নিরাস করত সত্যের অনুসন্ধান করিতে পারে না। সুতরাং সত্য আচ্ছাদন করিয়া বঞ্চক-সম্প্রদায় জাল বিস্তার করে। অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাদের কুহকে পড়িয়া পরম সত্য হইতে বিচ্যুত হয় এবং পরমার্থ দূরে থাকুক, কেবলমাত্র অনর্থজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

যদি ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারী না শিখিয়া লোকের চিকিৎসা করে, রেলওয়ের ড্রাইভারের পুত্র ইঞ্জিনের যন্ত্রসমূহে জ্ঞানলাভ না করিয়াই যদি ট্রেণ চালাইতে আরম্ভ করে, সন্তরণকুশল পিতার সন্তরণে অসমর্থ পুত্র যদি অপরকে অগাধ জলে সাঁতার শিখাইতে লইয়া যায়, তাহা হইলে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন করে, তাহা সহজে অনুমেয়। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের শৌক্রবংশে জাত বলিয়া আমরা যতই কেননা আস্ফালন করি, আমাদের হরিসেবায় দৃঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে—নির্জ্জীব ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ প্রদর্শন করিলে আত্মবঞ্চনা এবং সমাজের শত্রুতা ব্যতীত আর কিছু করা হইবে না। অচ্যুত গোত্র কখনই শৌক্রগোত্র নহে, সুতরাং 'বৈষ্ণবের বংশ' বলিলে কেবল বৈষ্ণবের শৌক্রবংশ বুঝায় না। অচ্যুতগোত্র-প্রবিষ্ট পরমার্থী বৈষ্ণব স্ব-স্ব অধিকার-সমূহ তাদৃশ নিতান্ত অনুরক্ত সেবকেই গুস্ত করেন। কুল-প্রসূত বলিয়া অযোগ্য অধস্তনগণ কখনই পূর্ব্ব পুরুষের উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারেন না; লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এই সকল কথা বৈষ্ণবের বংশের ন্যায় বিষ্ণুবংশেরও সমধিক কার্য্যকারী। বিশেষতঃ ভগবান্ ও ভক্তগণ কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেন, আবার তত্তদ্‌বংশে অভক্ত বা অসুরগণের জন্মলাভ করিবার বাধা নাই। বিষ্ণুর সন্তান—বিষ্ণু নহেন, কিন্তু বৈষ্ণব; সুতরাং বিষ্ণুবংশ ও বৈষ্ণববংশে তৃতীয় পুরুষ হইতে ভেদ নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ

মহাভাগবত মুনিবাহন

ভগবদ্ভক্ত ভগবানের অচ্ছেদ্য অঙ্গ-স্বরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব মহারাজকে নিজ-মুখে বলিয়াছেন,—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ (ভাঃ ১১।১৪।১৫)

হে উদ্ধব, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও আমার সেরূপ প্রিয়তম নহে, শঙ্কর আমার স্বরূপ-ভূত হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহে, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহে, লক্ষ্মী ভার্য্যা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহে, অধিক কি, আমার নিজ-বিগ্রহও সেরূপ প্রিয়তম নহে—যেরূপ তুমি অর্থাৎ ভক্ত আমার প্রিয়তম।

এই ভক্ত বা বৈষ্ণব ভগবদিচ্ছায় যে-কোন কুলে, যে-কোন দেশে, যে-কোনও রূপে, যে-কোনও অবস্থায় জগতে জগন্মঙ্গল-বিধানের জন্য অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবত্বের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। ইহা সমস্ত শ্রৌতশাস্ত্র সমস্বরে কীর্ত্তন করেন।

যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া॥

যিনি অকৈতব ভগদ্ভক্ত ও অকৈতবা ভগবদ্ভক্তির এই নিরপেক্ষতা উপলব্ধি করিয়া অকৈতব ভক্তের আনুগত্যে অকৈতবা ভক্তির অনুশীলন করেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণবতার পথে চলিয়াছেন।

এই উক্তির সার্থকতা প্রদর্শনের জন্য ভগবান্ বিভিন্ন সময়ে তাঁহার নিজ-পার্ষদ ভক্তকে বিভিন্ন অবরকুলে আবির্ভূত করাইয়া থাকেন। যাহারা সেই সকল ভক্তোত্তমকে জাতি-সামান্যে দর্শন করে, তাহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় "গোখর" বা দৈবীমায়া-বিমোহিত মতি।" দেহ-গেহাসক্ত, কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় এই সুদার্শনিক আত্মবিচার ধারণা করিতে পারেন না বলিয়া তাহারা পাপ-পুণ্যের, স্বর্গ-নরকের নাগর-দোলায় সর্ব্বক্ষণ পরিভ্রমণ করিতে থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তের মধ্যে যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসও ভুঁইমালিকুলে অবতীর্ণ বাড়ুঠাকুর প্রভৃতির কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের উপমান-স্বরূপ 'হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ', ঢঙ্গবিপ্র, আরিন্দা ব্রাহ্মণ—গোপাল চক্রবর্ত্তী, রামচন্দ্রখান প্রভৃতির এবং অন্তরে অনেক ব্যক্তিরই জাতিসামান্যবুদ্ধিতে অপরাধ ছিল। দেহে আত্মবুদ্ধি এবং দেহগত প্রভুত্বের ইচ্ছা হইতেই অপ্রাকৃত বৈষ্ণবকে 'ছোট' বলিয়া মনে হয়।

বদ্ধজীব দেহকে মাপকাঠি করিয়াই ছোট-বড় মাপিয়া থাকে, আর মহামুক্ত পুরুষগণ আত্মার বিকাশ দেখিয়া অপরের উৎকর্ষের তারতম্য বিচার করেন। বদ্ধজীবের চক্ষু দেহ-মনকে অতিক্রম করিয়া আত্মার তটদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না।

বদ্ধজীবগণের নিকট দেহই সারাৎসারতত্ত্ব—সকল পুরুষার্থের মূলাধার—তাহাদের সর্ব্ব বাঞ্ছার কল্পতরু-সদৃশ। কোনও মহাদেশের সম্রাট্ তাঁহার দেহজাত পুত্রকে অর্থাৎ যুবরাজকে তাঁহার সমস্ত রাজ্যে অভিষিক্ত করিলে তাহা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন বলিয়াই গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু সেই যুবরাজ অপেক্ষাও সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য ব্যক্তি যদি সেই সময় আসিয়া রাজ-সিংহাসন দাবী করেন, তখন ঐরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে। এখানে উক্ত যুবরাজের একমাত্র যোগ্যতা দেহ-সম্বন্ধ—যাহাকে ইংরেজী ভাষায় blood-relation বলে। কৃষ্ণবিস্মৃত জগতে ইহাই নীতি। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ দেহ-ধর্ম্মাসক্ত হওয়ায় তাহারাও ঐ নীতিরই প্রচারক।

ঐ নীতি জাগতিক ক্ষেত্রে পরিচালিত হউক্, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু যাহা জগতের অতীত ব্যাপার, সেই ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে এই প্রাকৃত নীতিকে অতি ব্যাপ্ত করিলে, অপ্রাকৃত নীতিবিশারদ ভগবদ্ভক্তের সুদর্শন তাহা নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করিবে।

দ্রবিড়দেশ ভগবদ্ভক্তের লীলাভূমি। বাসুদেব-পরায়ণ অমলান্তঃকরণ ভক্তগণের নানাপ্রকার চরিত্র-প্রসূন সেখানে প্রস্ফুটিত হইয়া সমগ্র জগৎ সৌরভান্বিত করিয়াছে। এইজন্য ভাগবত গাহিয়াছেন,—

ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর॥
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।৩৯-৪০)

অন্যূন খৃষ্টীয় শতশতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের নিচুলাপুরে (ওরাযুর) নামক স্থানে প্যারেয়া বা চণ্ডালকুলে তিরুপ্পান আলবর আবির্ভূত হন। তিনি বাল্যাবধি হরিকীর্ত্তনে আসক্ত ছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে প্যারেয়া বা চণ্ডালজাতি উচ্চজাতির নিকট অতি হীন-চক্ষে দৃষ্ট হইত। এমন কি, যে-সকল পথ দিয়া ব্রাহ্মণ জাতি গমন করিত, সেই সকল পথে প্যারেয়াগণের গমনাগমন নিষিদ্ধ ছিল। বৃহৎ সহরের রাজপথসমূহে এইরূপ বিধি প্রতিপালিত হইতে পারে না, তথাপি দাক্ষিণাত্যের অনেক গ্রামে—যেখানে সামাজিক রীতি-নীতির নিগড় খুব দৃঢ়, সে-সকল স্থানে 'প্যারেয়া' জাতি কখনও ব্রাহ্মণের ব্যবহৃত পুকুরে স্নান করিতে পারিত না, এক রাস্তায় গমনাগমন করিতে পারিত না—রাজপথ দিয়া চলিতে হইলে তাহাদিগকে বহু দূর হইতে 'প্যারেয়া আসিতেছে'—এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে চলিতে হইত। যদি দৈবাৎ কোন প্যারেয়ার সঙ্গে কোনও উচ্চ-জাতির সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে প্যারেয়াকে উচ্চ-জাতির শুদ্ধির জন্য যাবতীয় ব্যয়-বহন করিতে হইত এবং নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ডভোগ করিতে হইত।

এইরূপ স্মার্ত্ত-সামাজিকগণের অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, অসম্ভাষ্য এক অতি নিন্দিত কুলে তিরুপ্পান আলোয়ার প্রকটিত হন। "আলোয়ার" কথাটী তামিল ভাষায় একটী শব্দ। তামিল ভাষায় 'আল্' অর্থে—শাসন করা এবং ওয়ার অর্থে—কর্ত্তা। সুতরাং "আলোয়ার" অর্থে—যিনি নিখিল জগৎ শাসন করিবার অধিকারী। ইহার সহিত 'গোস্বামী, বা শ্রীল রূপ-উপদেশামৃতের—

বাচ বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

—বাক্যটী সমজাতীয়। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে-আলোয়ারগণ নিত্য ভগবৎ-পার্ষদ, জগদ্গুরু ও পূর্ব্বাচার্য্যরূপে বৃত হইয়াছেন। চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ প্যারিয়া এই আলোয়ারগণের অন্যতম হইয়া ব্রাহ্মণকুল-শিরোমণি শ্রীলক্ষ্মণ-দেশিক বা যতীন্দ্র আচার্য্যাগ্রণী শ্রীরামানুজপাদের পূর্ব্বগুরুরূপে শ্রী-সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরায় বিরাজিত রহিয়াছেন।

মহাভাগবত তিরুপ্পান বীণাযন্ত্র-সহকারে অনুক্ষণ শ্রীবিষ্ণুর গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার কালক্ষেপণ করিতেন। হরি-কীর্ত্তন ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও প্রকার ভজনরীতি ছিল না। তিনি কীর্ত্তনকেই একমাত্র চরম সাধ্য বা একায়ন ভজন-পথ বিচার করিয়াছিলেন। হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না—তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অকপট সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকটিত হইত।

কাবেরীর তটে শ্রীরঙ্গনাথের সুবিশাল শ্রীমন্দির। একদিন শ্রীমন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী কাবেরীর তীর্থ-প্রদেশে নিবিষ্টচিত্তে হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যদশা লুপ্ত হইল। এমন সময় শ্রীরঙ্গনাথের জনৈক পূজক শ্রীবিগ্রহের অভিষেকের জন্য মহাপুণ্যা কাবেরী হইতে জল আহরণ-পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া দেখিতে পাইলেন,—চণ্ডাল-জাতীয় (?) জনৈক ব্যক্তি পথি-মধ্যে বসিয়া বীণা-বাদন করিতে করিতে নিদ্রিত-প্রায় রহিয়াছে। শ্রীমন্দিরের ব্রাহ্মণ-সেবকটীর নাম—মুনি। মুনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রমাগত তিন চারিবার দূর হইতে পথমধ্যস্থিত ঐ ব্যক্তিটীকে আহ্বান করিলেন এবং সে-স্থান পরিত্যাগার্থ আদেশ দিলেন। কিন্তু তিরুপ্পান অন্তর্দশায় এতদূর নিবিষ্ট ছিলেন যে, পূজারী ব্রাহ্মণের কোনও বাহ্য শব্দই কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। ব্রাহ্মণ বিচার করিলেন,—"চণ্ডালের আস্পর্দ্ধাটা কিরূপ! একে ত' সে ব্রাহ্মণের গমনাগমনের পথে বসিয়াছে, আবার বিষ্ণুর পূজার ব্যাঘাত-কারক হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছে! ব্রাহ্মণ ও নারায়ণের প্রতি নীচজাতির এইরূপ অন্যায় ব্যবহার কখনই সহ্য করা হইবে না।" এইরূপ বিচার করিতে করিতে উক্ত ব্রাহ্মণ অন্তর্দশায় আবিষ্ট মহাভাগবত তিরুপ্পানের গাত্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তিরুপ্পানের নিদ্রা-ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং একটী লোষ্ট্র-নিক্ষেপ-পূর্ব্বক কঠোর ভাষায় তিরুপ্পানকে সাবধান করিয়া দিলেন। লোষ্ট্রের আঘাতে (?) বাহ্যদশা লাভ করিয়া তিরুপ্পান যখন দেখিলেন যে, তিনি শ্রীরঙ্গনাথ-সেবকের পথ অবরুদ্ধ করিয়া আছেন, তখনই তিনি আপনাকে শতধিক্কার এবং পূজকের নিকট স্বীয় অপরাধ-জন্য ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে করিতে দ্রুতপদে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে মুনি শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া যখন শ্রীমন্দির-দ্বারে প্রবেশ করিবেন, তখন দেখিলেন যে, মন্দির-দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। মুনি একে একে প্রত্যেক সেবকের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্বার খুলিবে কে? মন্দিরের অভ্যন্তরে তখন কোনও পূজকই ছিলেন না, আর থাকিলেও বা তাঁহারা কি করিতে পারিতেন? এ দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন যে স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথ। তাঁহার ভক্তকে—তাঁহার নিজ-অঙ্গকে যাহারা সাধারণ মনুষ্য-সামান্যে—জাতি-সামান্যে দর্শন করিয়া সেই ভক্তের প্রতি অবমাননা

করে, সেইরূপ অপরাধীর 'দ্বারমানা'—সেইরূপ অপরাধী কখনই নারায়ণের অর্চ্চনের অধিকারী নহে।

অকস্মাৎ শ্রীমন্দিরের দ্বার কে এরূপভাবে রুদ্ধ করিল, কেহই ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। মুনির পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত ও উচ্চ আহ্বানের শব্দে যাবতীয় সেবক তথায় আসিয়া সমবেত হইলেন। ভিতরে কোনও পূজক নাই, অথচ দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সকলেই বিশেষ ভীত হইলেন। তাহা হইলে কি কোন দস্যু অথবা বিধর্ম্মী শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কারাদি অপহরণ বা শ্রীবিগ্রহের প্রতি অসম্মানার্থ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিল? কি উপায় হইবে? এদিকে প্রভুর স্নানের সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। কি করা যাইবে? দ্বার ভাঙ্গিয়া মন্দিরে প্রবেশ করা কি সমীচীন? মুনি তখন ভাবিতে লাগিলেন,—হয় ত' তাঁহারই কোনও বিশেষ অপরাধ হইয়া থাকিবে—যাহার জন্য শ্রীরঙ্গনাথ স্বয়ং দ্বাররুদ্ধ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার এমন কি অপরাধ সম্ভাবনা? তিনি ত' অতি যত্নসহকারে, বিশেষ পবিত্রতা-সংরক্ষণ-পূর্ব্বক রঙ্গনাথের অর্চ্চন করিয়া থাকেন। রঙ্গনাথের চরণে তাহার ভক্তিশ্রদ্ধাও ত' যথেষ্ট রহিয়াছে। তবে কেনই বা রঙ্গনাথ রুষ্ট হইবেন? কি জানি যদি তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি যুক্তকরে গলল্গ্নীকৃতবাসে তাঁহার অজ্ঞাত অপরাধের জন্য শ্রীরঙ্গনাথের উদ্দেশ্যে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। পূজকের দুই চক্ষু দিয়া অনুতাপাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। মুনি বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীমন্দিরে দস্যুই প্রবিষ্ট হউক, আর বিধর্ম্মীই গমন করুক, নিশ্চয়ই আমার অপরাধের দরুণ হইবে। প্রভো, এমন কি অপরাধ করিলাম, যাহার জন্য আমার প্রতি শ্রীমন্দির-দ্বার রুদ্ধ হইল? কি অপরাধ হইয়াছে, জানিতে পারিলে আমি যথাসাধ্য সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। কৃপা-পূর্ব্বক আমার অপরাধের কথা বলিয়া দিন। আপনি ত' অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে পুনরায় নিজ-পূজায় অধিকার দেন। আপনি ত' অদোষ-দর্শী, আমার কি অপরাধ হইয়াছে এবং তজ্জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কৃপা-পূর্ব্বক বলুন।"

এইরূপভাবে মুনি বহুক্ষণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মন্দিরের দ্বার সমভাবেই রুদ্ধ, ভিতর হইতে কোন উত্তর নাই। মুনি তখন আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং মন্দির-দ্বারে মস্তক-আঘাত করিতে

করিতে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। সমবেত অন্যান্য পূজকগণও শ্রীরঙ্গনাথের প্রসন্নতার নিমিত্ত বহুভাবে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপভাবে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইলে শুনিতে পাওয়া গেল,—কে যেন মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে বলিতেছেন,—"মুনি আজ আমার অঙ্গে লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছে, সুতরাং আজ হইতে তাহার দ্বারমানা, আমি আর তাহাকে আমার নিকট কখনও আসিতে দিব না, সে আমার পূজার সম্পূর্ণ অনধিকারী।"

মুনি ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"প্রভো, আমি আপনাকে কখন লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছি? এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আমার জ্ঞান-থাকা-সত্ত্বে কখনই হইতে পারে না। প্রভো, আমি আপনার বাক্যের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

রুদ্ধ-মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে তখন কে উত্তরে বলিলেন,—"কাবেরী-তীর্থে যে মহাপুরুষ বীণাহস্তে আমার নাম-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তুমি তাঁহাকে 'চণ্ডালজাতি' মনে করিয়াছ! তিনি আমার অঙ্গস্বরূপ। তাঁহাকে চণ্ডাল-জাতি মনে করায় আমাকে চণ্ডাল বলা হইয়াছে, আর তাঁহাকে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করায় আমার প্রতি লোষ্ট্র-নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তুমি আমার হস্ত, মস্তক, পাদদেশকে ছেদন করিয়া আমার পূজা করিতে চাহিতেছ! আমার সেরূপভাবে পূজা হয় না। আমার ভক্তকে স্নান করাইলে আমার স্নান হয়, চণ্ডালকুলে আমারই ইচ্ছায় অবতীর্ণ আমার অকৈতব ভক্তকে স্নান করাইয়া তাঁহার পাদোদক পান করিলে আমার চরণামৃত সেবন করা হয়। যাহারা কেবল আমার পূজা-ছলনা দেখায়, কিন্তু আমার ভক্তগণের পূজা করে না বা তাঁহাদের প্রতি জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া তাঁহাদের অবমাননা করে, তাহারা দাম্ভিক; তাহারা আমার পূজক নহে—আমার বিদ্বেষী। আমার সেবকের যিনি সেবক, তিনিই আমার প্রকৃত সেবক। আমার সেবককে আমি যে-কোনও কুলে অবতীর্ণ করাইয়া জগতে ভক্তের অসমোর্দ্ধ মহিমা প্রচার করিয়া থাকি। আমি হনূমান্‌কে কপিকুলে; প্রহ্লাদ, বলিকে দৈত্যকুলে অবতীর্ণ করাইয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা বানর বা দৈত্য নহেন। আমার ইচ্ছায় গুহক 'চণ্ডাল'-কুলে প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া গুহক 'চণ্ডাল' নহেন। তাঁহাদিগকে আমি মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করি। আমার প্রতি অপরাধ আমি সহজেই ক্ষমা করি, কিন্তু আমার ভক্তের প্রতি

অপরাধ আমি কখনই ক্ষমা করিতে পারি না—তবে আমার অদোষদর্শী ভক্ত যদি কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন, তবেই আমি তাঁহার অনুরোধে—তাঁহার জন্য ক্ষমা করিতে পারি। অতএব তুমি চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ আমার ভক্তকে ব্রাহ্মণকুলজাত তোমার অপেক্ষা নিকৃষ্ট বিচার করিয়া যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছ, তাহা হইতে যদি নিষ্কৃতি লাভ করিতে পার, তবেই আমি আমার মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিব, নতুবা অন্য কোন প্রকারে আমি প্রসন্ন হইব না। তুমি আমার উক্ত ভক্তকে তোমার স্কন্ধে বহন করিয়া তাঁহার চরণে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে করিতে মন্দির-প্রদক্ষিণ করিলে আমি মন্দির উন্মুক্ত করিব, নতুবা নহে।"

শ্রীরঙ্গনাথের এই আদেশ-বাণী শ্রবণ-মাত্র মুনি উন্মত্তের ন্যায় দ্রুতবেগে কাবেরী-তীর্থের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তিরুপ্পানকে তথায় দেখিতে পাইলেন। মুনি তিরুপ্পানের নিকট যেই কড়যোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে ক্ষমাভিক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি তিরুপ্পান দূরে সরিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"আমি অতি হীন চণ্ডাল, আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য আপনি দূর হইতেই লোষ্ট্রাদির দ্বারা আমার শাস্তি-বিধান করুন। চণ্ডালকে হস্তাদির দ্বারা স্পর্শ করিয়া আপনার পবিত্র ব্রাহ্মণদেহকে অপবিত্র করিবেন না।"

শ্রীরঙ্গনাথের আদেশ-প্রাপ্ত 'মুনি' নামক সেই ব্রাহ্মণ তিরুপ্পানের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তিরুপ্পানের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ-স্কন্ধোপরি স্থাপন-পূর্ব্বক তিরুপ্পানের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে করিতে শ্রীরঙ্গনাথের সপ্তপ্রাকার-বিশিষ্ট সমগ্র মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করিলেন। তদবধি তিরুপ্পানের নাম হইল—"**মুনিবাহন**"। মুনিবাহন শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে আলোয়ার বা জগদ্‌গুরুরূপে পূজিত। শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বয়ং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়াও মুনিবাহনকে পূর্ব্বাচার্য্য গুরুপদে বরণ-পূর্ব্বক তচ্চরণে নিত্য প্রণতি ও ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবৈষ্ণব মুনিবাহনকে ব্রাহ্মণগুরু বলিয়া তচ্চরণে ভক্ত্যঞ্জলি প্রদান করেন।

—শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব গিরি মহারাজের স্বধামে প্রয়াণ

জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আশ্রিত ও পরম স্নেহভাজন শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব গিরি মহারাজ গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৩।৬।৭৫) শুক্রবার কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটে ইহধাম ত্যাগ করেন। পরে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সেখান হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে আনীত হইলে তথায় শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে সমাধিস্থ হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের স্থাপিত শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের অন্যতম সেবায়েত ছিলেন। তিনি সমাজে নিরুপদ্রবে হরিভজনের জন্যই দৈব-বর্ণাশ্রম-বিধি স্বীকার করিয়া চারি আশ্রমের মুখ্যকৃত্য হরিভজন—ইহা শিক্ষা প্রদানের জন্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম-চতুষ্টয় স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা মঠসমূহের বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের নিকট বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮।৫।৭৫) রবিবার দিবসে তিনি ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীগৌড়ীয়-সারস্বত-সমাজে তিনি শ্রীমৎ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভু নামে পরিচিত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব গিরি মহারাজ' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন।

তিনি প্রায় তের বৎসর বয়স হইতেই শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। প্রভুপাদের তিনি যেমন ছিলেন স্নেহের বৈভব, তেমনি তাঁহার সময় সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উপদেশক, ভক্তিকুঞ্জর প্রভৃতি উপাধি শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠে গত ৩০শে জুন সোমবার বিপুল আয়োজনে তাঁহার বিরহ-মহোৎসব উদ্‌যাপীত হইয়াছে। তাঁহার বিরহে সমিতির সদস্যবর্গ অত্যন্ত বিরহ অনুভব করিতেছেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা তৎশাখা অন্যান্য মঠসমূহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই উৎসব সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসবরূপে বিশেষভাবে উদ্‌যাপীত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে উক্ত মঠের মহোৎসব সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইতেছে। উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিবৎসরই সমিতির প্রচারপার্টী কিছুদিন পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়া উৎসবের প্রস্তুতি লইতে থাকেন। এই বৎসর শ্রীমৎ গৌরাচাদদাস বাবাজী মহারাজ কয়েকমূর্ত্তি ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া অনেক পূর্ব্বেই উক্ত মঠে উপনীত হইয়া তথা বিভিন্নস্থানে প্রচারকার্য্য করিতে থাকেন। পরে যথাসময়ে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তপূর্ব্বক শ্রীশ্রীস্নানযাত্রা-মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন এবং উৎসবের পূর্ব্বদিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ উক্ত মঠে উপনীত হন।

এই উপলক্ষে বিগত ৮ই আষাঢ় (ইং ২৩।৬।৭৫) সোমবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরু-বন্দনা ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার তাৎপর্য্য প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেন এবং পরে শ্রীস্নান-যাত্রানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্ন আরতির পূর্ব্বেই ইহা সমাপ্ত করিয়া কীর্ত্তনমুখে বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি উপাদেয় উপকরণাদি নিবেদন করেন। ভোগাদি শেষ হইলে আরতি অন্তে তথায় সমাগত ভক্তবৃন্দকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল গমন-পথে উক্ত স্থানকে পবিত্র করেন। তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। অদ্যাবধিও এই পাদপীঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মৃতিবহন করায় ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

নেপালস্থ শ্রীপশুপতিনাথ দর্শন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি দীর্ঘ দিন হইতে শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দকে বিভিন্ন তীর্থাদি দর্শন ও পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া সজ্জনগণের সুবিধা-বিধান করিয়া আসিতেছেন।

এই বৎসরও নেপালের কাঠমাণ্ডুস্থ শ্রীপশুপতিনাথ প্রভৃতি দর্শনের ব্যবস্থা করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-[illegible]-মহারাজের আনুগত্যে কতিপয় ব্রহ্মচারী কিছু যাত্রী লইয়া গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১২।৬।৭৫) বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে মিথিলা এক্সপ্রেসযোগে স্লিপিংকোচে যাত্রা করিয়া মোজাফ্‌ফরপুর হইয়া রক্সোল পৌঁছা হয়। পরে বীরগঞ্জ হইতে ইং ১৫।৬।৭৫ তারিখে ভোরে রিজার্ভড্ বাসযোগে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় কাঠমাণ্ডু পৌঁছি এবং এক ধর্ম্মশালায় থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ দিনই সন্ধ্যায় আরতি দর্শনের জন্য আমরা শ্রীপশুপতিনাথ-মন্দিরে উপনীত হইলাম। শ্রীমন্দিরটি কাষ্ঠের নির্ম্মিত, চার দিকে চারটি দরজা রয়েছে। এখানে পঞ্চাননরূপী শিবজীকে চারিমুখে দর্শন করা হয়।

আমরা কাঠমাণ্ডুতে চারদিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। প্রত্যহ ভোরে ও সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে যাইতাম। তদুপরি নেপালস্থ রাজভবন, বিদেশী রাষ্ট্রদূত-ভবন ও বিভিন্ন মন্দিরাদি দর্শন করিবার সুযোগ হয়। আমরা কাঠমাণ্ডুর দর্শনাদি শেষ করে ফিরিবার পথে জনকপুরে পৌঁছি। এখানেও আমরা ধর্ম্মশালায় থাকি। পরে ইং ২১।৬।৭৫ তারিখে সীতামৌরী দর্শনে গমন করি। এখানেই সীতাদেবী রাজর্ষি জনকরাজের হলকর্ষণে আবির্ভাব হন। পূর্ব্বে ইহা জনকরাজার যজ্ঞভূমি ছিল। এখানেও সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সীতামৌরী দর্শনের পর আমাদের পরিকল্পিত দর্শনীয় স্থানসমূহের দর্শনাদি শেষ হয়। সুতরাং ইং ২২।৬।৭৫ তারিখে আমরা হাওড়া অভিমুখে যাত্রা করি। মজাফ্‌ফরপুর হইতে রিজার্ভড্ শয়নকক্ষে নর্থ বিহার এক্সপ্রেসযোগে রওনা হইয়া ২৫।৬।৭৫ তারিখে নির্ব্বিঘ্নে হাওড়ায় উপনীত হই।

—শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৭শ বর্ষ { বাসুদেব, ২৫ শ্রীধর, ৪৮৯ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৮২ ; ইং ২৭।৮।১৯৭৫ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকুন্তীদেবী-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্"

(শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ে—১৮-৪৩)

শ্রীকুন্ত্যুবাচ—

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্ব্বহিরবস্থিতম্ ॥১৮॥

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্ ।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥১৯॥

কুন্তী কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি কনিষ্ঠ হইলেও আদিপুরুষ। কেননা, তুমি মায়াতীত তত্ত্ব, তুমি মায়ার নিয়ন্তা ; অতএব তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণস্বরূপে অবস্থিত, তথাপি তুমি ইন্দ্রিয়াদির অগম্য বস্তু, তোমাকে প্রণাম করি ॥১৮॥

হে বাসুদেব ; তুমি মায়ারূপ অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত, ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত, অপরিচ্ছিন্ন, অচ্যুত ; অতএব তোমাকে ভক্তিযোগে অনভিজ্ঞা আমি কেবল নমস্কার করি, কেননা গান-নৃত্য-তালাদিবিশিষ্ট অভিনয়কারীকে যেমন মুগ্ধ দ্রষ্টা চিনিতে পারে না, তদ্রূপ তুমি দেহাভিমানীর দৃষ্টি গোচর হও না ॥১৯॥

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্ ।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয়ঃ ॥২০॥

আত্মানাত্ম বিবেকী মননশীল নিবৃত্তরাগ পুরুষগণও তোমাকে তোমার মহিমাপ্রভাবহেতু দৃষ্টিগোচর করিতে পারেন না ; অতএব নিজের প্রতি ভক্তি করাইবার জন্য অবতীর্ণ তোমাকে আমাদের ন্যায় স্ত্রীজাতি কিপ্রকারে দর্শন করিতে পারিবে ? ॥২০॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২১॥

হে কৃষ্ণ ! আপনি বিশ্বের আধার হইয়াও দেবকীনন্দন বলিয়া জগতে প্রথিত আছেন, অথচ কেবল লালন-পালনাদির জন্য নন্দনন্দনরূপে ব্রজধামে অলৌকিকী লীলার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আপনি গোবিন্দরূপে জীবগণের হৃদয়মন্দিরে বাস করিতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥২১॥

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে ।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥২২॥

তোমার নাভিদেশে পদ্ম, গলদেশে পদ্মের মালা, নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় প্রসন্ন, পাদদ্বয় পদ্মাঙ্কিত ; অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥২২॥

যথা হৃষিকেশ খলেন দেবকী কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা ।
বিমোচিতাহঞ্চ সহাত্মজা বিভো ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্গণাৎ ॥২৩॥

হে ইন্দ্রিয়াধিপতে, যেরূপ তোমার মাতা দেবকীকে ক্রূর কংশ বহুকাল যাবৎ কারারুদ্ধ করায় তিনি শোকে অভিভূত হইলে তুমি তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়াছিলে, তদ্রূপ হে সর্ব্বব্যাপিন্ বিভো ! পুত্র পাণ্ডবগণের সহিত আমার তুমি রক্ষক বা পালকরূপে বিপদ্রাশি হইতে বার বার মুক্ত করিয়াছ ॥২৩॥

বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদদর্শনাদসৎসভায়া বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ ।
মৃধে মৃধেঽনেকমহারথাস্ত্রতো দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ ॥

হে শ্রীহরি ! তুমি আমাদিগকে বিষ মিশ্রিত মোদকজনিত মৃত্যু হইতে জতুগৃহদাহ এবং হিরিম্বাদি রাক্ষসগণের নেত্রপথ হইতে, দ্যূতস্থান বনবাস-রূপ কষ্ট হইতে ও প্রত্যেক যুদ্ধেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বহু মহারথীর প্রাণঘাতী অস্ত্রসমূহ এবং সম্প্রতি অশ্বত্থামার এই ব্রহ্মাস্ত্র হইতে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করিয়াছ ॥২৪॥

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো ।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥২৫॥

হে বিশ্বপতি কৃষ্ণ ! যে সব বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে পুনর্জ্জন্মরহিতকারক অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ তোমার দুর্লভ দর্শন লাভ ঘটে, আমাদিগের সেই সমস্ত বিপদ পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র অবস্থানিচয়ের মধ্যে চিরদিনই যেন উপস্থিত হয় ॥২৫॥

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্ ।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥২৬॥

হে কৃষ্ণ ! সৎকুল, ধন, বিদ্যা ও রূপাদিলাভে যাহার অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে সেই ব্যক্তি নিরভিমান নিষ্কাম ভক্তের লভ্য তোমার শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীর্ত্তন করিতে নিশ্চয় সমর্থ হয় না ॥২৬॥

নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে ।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥২৭॥

নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণই তোমার সর্ব্বস্ব ; তুমি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছারূপ বিষয়ে বীতস্পৃহ ; কেননা, তুমি স্বতঃই আনন্দভোক্তা, তুমি কেবল রাগাদি কামনা রহিত নও, পরন্তু মোক্ষপ্রদাতা ; অতএব তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি ॥২৭॥

মন্যে ত্বাং কালমীশানমনাদিনিধনং বিভুম্ ।
সমং চরন্তং সর্ব্বত্র ভূতানাং যন্মিথঃ কলিঃ ॥২৮॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি সকলেরই কালস্বরূপ, শুধু দেবকীপুত্র নহ ; কারণ তুমি সকলের নিয়ন্তা, তোমার কোন আদি বা অন্ত নাই ; তুমি প্রভু, তোমার সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতি ; যেহেতু পার্থসারথি হইলেও তোমাকে নিমিত্ত-স্বরূপ করিয়া প্রাণিগণই পরস্পর কলহ করিয়া থাকে, বস্তুতঃ তোমাতে স্বরূপতঃ বৈষম্য নাই ॥২৮॥

ন বেদ কশ্চিদ্ভগবংশ্চিকীর্ষিতং
তবেহমানস্য নৃণাং বিড়ম্বনম্ ।
ন যস্য কশ্চিদ্দয়িতোঽস্তি কর্হিচিদ্
দ্বেষ্যশ্চ যস্মিন্ বিষমা মতির্নৃণাম্ ॥২৯॥

হে ঈশ্বর ! তোমার কোনকালে কেহই প্রিয়মিত্র অথবা অপ্রিয় শত্রু নাই। অতএব তুমি মানবগণের লৌকিকী লীলানুকরণে উদ্যত হইয়া যাহা সম্পাদন করিতে অভিলাষ কর, তোমার সেই অভীপ্সিত বিষয় কেহই জানিতে পারে না। তোমাতে মানবগণ অনুগ্রহ নিগ্রহরূপ বিপর্য্যয় বুদ্ধি করিয়া থাকে ॥২৯॥

জন্ম কর্ম্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্ত্তুরাত্মনঃ ।
তির্য্যঙ্নৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥৩০॥

হে জগদন্তর্য্যামিন্ ; তুমি অনাদি ও নিষ্ক্রিয়, তুমি পরমাত্মা অন্তর্য্যামী তুমি পশুলীলায় বরাহাদিরূপে, নরলীলায় রামাদিরূপে, ঋষিলীলায় নর-নারায়ণাদিরূপে, জলজন্তুলীলায় মৎস্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া যে যে ক্রিয়া-অনুষ্ঠান করিয়াছ তৎসমস্তই কেবল অভিনয় অর্থাৎ লোকপ্রবঞ্চনা মাত্র ॥৩০॥

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্ ।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥৩১॥

গোপরাজ পত্নী যশোদা, দধিভাণ্ড ছিদ্রীকরণাপরাধে তোমাকে যে মুহূর্ত্তে বন্ধন করিবার জন্য রজ্জু গ্রহণ করিলেন। অমনি তোমার নেত্রাঞ্জন অশ্রু মিশ্রিত হওয়ায় ব্যাকুল নয়নে তুমি মুখটী নত করিয়া মাতা তাড়না করিবেন এই ভয়ে ভীত হইয়া চিন্তামগ্ন হইলে সাক্ষাৎ মহাকালেরও ভয়স্বরূপ সেই তোমার তৎকালে যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া আমি এখনও বিমুগ্ধ হইতেছি ॥৩১॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের একটী বিবৃতি রচিত হওয়া আবশ্যক। ঐ বিবৃতি কেবল কতকগুলি অনুস্বার-বিসর্গের পণ্ডিত বা প্রাকৃত সহজিয়ার বাগাড়ম্বরের প্রদর্শনী মাত্র হ'বে না, কিন্তু যাঁদের প্রকৃত অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-পিপাসার উদয় হ'য়েছে, সেই সকল লৌল্যযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় পাঠ্য হ'বে। শ্রীমদ্ভাগবতের মত পুঁথি জগতে আর নাই। এ একটা গল্পের কথা নয়; মানুষ যদি সত্য সত্য নিরপেক্ষ বিচারক হ'য়ে এর অনুধাবন করেন, তা' হ'লে বুঝতে পারবেন যে, ভাগবতের মত গ্রন্থ জগতে হয় নাই ও হবে না। আমরা যে কথা ব'লে থাকি, সেই সংশয়-নাস্তিক্য-নির্গুণ-ক্লীব-পুরুষ-মিথুন-স্বকীয়-পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষের কথা এই ভাগবতগ্রন্থে প্রদর্শিত হ'য়েছে। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণলীলার কথা বিবৃত র'য়েছে; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর নয়টী স্কন্ধ রচনা ক'রবার কি প্রয়োজন ছিল? যে গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় কৃষ্ণ-লীলা, সেই গ্রন্থ স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বেচ্ছাচারিতার কথা ব'লবার জন্য তৎপূর্ব্বে নয়টি স্কন্ধ স্থাপন ক'রলেন তা'তে সংশয়, নাস্তিক্য, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয় বিচার প্রদর্শন ক'রে অপ্রাকৃত পারকীয় বিলাসের কথা দশম স্কন্ধে গোপীগীতা প্রভৃতিতে স্থানে স্থানে প্রদর্শন ক'রলেন। ভাগবত মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বেও ত অনেকে পাঠ ক'রেছেন, কিন্তু যাঁরা রূপানুগবর কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ ক'রে ভাগবত পাঠ ক'রেছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক'রেছেন, তাঁ'রাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য —শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট বিষয় হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, ব্যবসায়ী যে ভাগবত ব্যাখ্যা করেন, তা'তে শ্রীরূপানুগ-পন্থায়—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উদ্দিষ্ট পন্থায় ভাগবতপাঠ আবৃত হয়। আমরা সেরূপ ভাবে দশমস্কন্ধের বিবৃতি লি'খবার জন্য প্রস্তুত নই। অসংখ্য সহজিয়া সেরূপ ভাবের ব্যাখা বিবৃতি লিখে লোকের চিত্তরঞ্জন-পূর্ব্বক পরের ও নিজের নরকের পথ পরিষ্কার করতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত নিগমকল্পতরুর গলিত ফল—

নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃত-দ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

'নিগম' শব্দে বেদ; সেই বেদ—কল্পতরু অর্থাৎ কল্পনা, সঙ্কল্পিত বা আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রসবকারী। অভক্তগণ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কামনা বা সঙ্কল্প ক'রে থাকে; কিন্তু যাঁ'দের ভুক্তিমুক্তিকাম নিরস্ত হ'য়েছে—যাঁরা ভাবনার পথ অতিক্রম ক'রেছেন, তাঁ'দের আকাঙ্ক্ষা বা সঙ্কল্প ঐরূপ কুরস বা নীরসযুক্ত বস্তু নয়। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী—বিকৃতরসের প্রার্থী আর নির্ভেদজ্ঞানী নির্ব্বিশেষ নীরসের প্রার্থী; ভাগবত সেরূপ কুরস বা নীরস-যুক্ত ফল প্রসব করেন না। ভাগবতে বিষয় আশ্রয় ভাবের—সেব্য-সেবকভাবের বিচার কিরূপে অত্যন্ত সঙ্কুচিত, ঈষৎ মুকুলিত, পুষ্পিত, বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট ও প্রপক্ক অবস্থা লাভ ক'রে উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ প্রদর্শন ক'রেছে, তা' বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়। সেই সংশয়, নাস্তিক্য, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়, পারকীয় বিলাসের উত্তরোত্তর ক্রমোৎকর্ষ পল্লবিত হওয়ায় ভাগবতকল্পতরুর ন্যায় সৌন্দর্য্য—পিপাসাতুর ব্যক্তিগণের সঙ্কল্পের ফলপ্রদানকারী আর অন্য কোন প্রকার বৃক্ষ চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে এমন কি, বিরজা ব্রহ্মলোকের অতীত বৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত নাই। তরুণ, কষায়, পক্ক, প্রপক্কভেদে পরপর উৎকর্ষ—যা' পারকীয় বিচারের তারতম্যে প্রদর্শিত হ'য়েছে, তা' আমরা অপ্রাকৃতরূপের সেবা-পিপাসুগণের—রসিক ভাবুকগণের ভাগবতাস্বাদনের মধ্যেই দে'খতে পাই। যাঁ'রা স্থায়ী ভাব-ভূমিকায় অবস্থিত আছেন, তাঁ'রাই ভাবুক। স্থায়ী ভাবের সহিত চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর সম্মেলনে যে অপ্রাকৃত রসের উদয় হয়, সেই রসে যাঁ'রা অভিষিক্ত—প্রাকৃত ভাবনার পথ বিশেষভাবে অতিক্রম ক'রে এক অপ্রাকৃত মহাচমৎকার-প্রাচুর্য্যের ভূমিকায় বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে যে রস আস্বাদিত হয়, সেই রসের যাঁরা রসিক, তাঁরাই এই নিগমকল্পতরুর ফল আস্বাদন ক'রতে পারেন। এই ফল—গলিত ফল। অন্যান্য ফল ভক্ষণকালে কণ্ঠরোধ হ'তে পারে, কিন্তু এই ফল কেবল রস-যুক্ত, সুপক্ক ব'লে অতি সহজে গলাধঃকরণ করা যায়। এই ফলে কোন প্রকার খোসা, আঁটি, আঁশ, ছোবড়া প্রভৃতি অসার বা পরিত্যাজ্যাংশ নাই। অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ বিদ্ধা ও মিশ্রাভক্তি-প্রতিপাদকগ্রন্থে নানাপ্রকার হেয়াংশ ও আবরণ র'য়েছে; কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থে সে প্রকার কোন হেয়তা নাই। ইহা সুনির্ম্মল সুপক্ক কেবল রসস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণ। 'আলয়ং'—লয়মভিব্যাপ্য—মুক্তাবস্থায়ও এই ভাগবত-রস

আস্বাদ্য। মুক্তকুলই এই শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য আস্বাদন ক'রে থাকেন। মুক্তকুলশিরোমণি পরমহংস বৈষ্ণবগণের মুখে ভাগবত শ্রবণ না ক'রে যাঁ'রা অনর্থযুক্ত ও অনর্থরক্ষণশীল ভূতক ব্যক্তিগণের মুখে কেবল কাব্য, সাহিত্য, অনুস্বার, বিসর্গ প্রভৃতির বাহ্য বিচারে প্রমত্ত হ'য়ে ইন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষ ভাগবত শ্রবণের অভিনয় করে, সেই সকল প্রাকৃত সহজিয়া ভাগবতের নির্ম্মলরস আস্বাদন ক'রতে পারে না; ও'রা বিরস বা কুরসকেই 'রস' ব'লে ভ্রান্ত হয়। শুকদেবাদির ন্যায় মুক্ত পরমহংস যখন ভাগবতকীর্ত্তন করেন, তখন পরীক্ষিতের ন্যায় জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় ব্যক্তি ভাগবত শ্রবণ ক'রে ভাগবতের রসে নিত্যরসিক হ'য়ে পড়েন, তখন তাঁ'র আর ইতরবিষয়াসক্তি থাকে না।

ভাগবতের দশম স্কন্ধ ভাল ক'রে আলোচনা হওয়া আবশ্যক—ভাল ক'রে ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিবৃতি লেখা আবশ্যক। রাসপঞ্চাধ্যায়, ভ্রমরগীতা, গোপী-গীতা প্রভৃতির রূপানুগ-গৌড়ীয়-বিবৃতি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। জগতে রূপের কথা নাই, কুরূপের কথা আছে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ 'এঁচড়ে পাকামি' ক'রবার জন্য ভ্রমরগীতা, গোপীগীতা প্রভৃতি নিয়ে যে ছিনিমিনি খে'লতে চায়, সে সকল দুর্ব্বুদ্ধি অপসারিত ক'রে ভ্রমরগীতার, গোপীগীতার প্রকৃত বিবৃতি লেখা আবশ্যক। এতদিন আমাদের যে কার্য্য হ'চ্ছিল, তা' কেবল **অতন্নিরসন** মাত্র। গৌড়ীয় আটবৎসর যাবৎ অতন্নিরসন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ক'রেছেন, সে সকল পাঠ ক'রলে সহজিয়াগণের মঙ্গল হ'তে পারে; কিন্তু অতন্নিরসন বা অনুকূল গ্রহণেই আবদ্ধ থাকলে আমরা হরিভজনের কথায় অগ্রসর হ'তে পা'রব না। সহজিয়া সম্প্রদায় ব'লছে—'আমরা নামাপরাধ ছা'ড়ব না;—আমাদের লোকেরা ব'লছেন—'আমরা তোমাদের ন্যায় নামাপরাধ ক'রব না।' এ'তে অনুকূল ক্রিয়া মাত্র হচ্ছে; কিন্তু হরিভজন হ'চ্ছে না। অনুকূল গ্রহণমাত্র হ'লেই হ'বে না, কৃষ্ণানুশীলন হওয়া চাই, নতুবা মৃগী ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় অনুকূল মাত্র গ্রহণ ক'রে পথে চ'লতে চ'লতে সময়ে সময়ে মাঝপথে অকস্মাৎ এক একটা মূর্চ্ছা উপস্থিত হ'য়ে আমাদিগকে ফেলে দিবে। প্রতিকূল কিছু এ'লেই আমরা হোঁচট খেয়ে পড়ে যা'ব—হয়ত এক ভাণ্ড কুরস খেয়ে ফে'লব। অনুকূল ক্রিয়াতে জন্মজন্মান্তরে সুবিধা হ'বে বটে, কিন্তু এই জীবনেই বিদেহ মুক্তি, সিদ্ধিলাভ বা প্রকৃত হরিভজন হ'বে না। কৃষ্ণের রূপ-গুণে

মুগ্ধ না হ'লে কৃষ্ণ হ'তে অনেক দূরে থাকিতে হ'বে। রূপের জন্য যাঁ'দের লৌল্য জন্মেছে—যাঁ'রা সৌন্দর্য্য-পিপাসু, তাঁরাই কৃষ্ণের সন্নিধানে যেতে পা'রবেন। আমি প্রকৃত সৌন্দর্য্যের কথা ব'লছি না, শ্রীরূপের আনুগত্য যাঁদের সকল আশা-ভরসা—শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্মই যাঁদের ভজন-পূজন,—শ্রীরূপ-পাদপদ্মে সিদ্ধিই যাঁ'দের একমাত্র লালসা, সেরূপ সৌন্দর্য্য-পিপাসু ব্যক্তিগণই হরিভজনের কথা বুঝতে পারবেন। এই সৌন্দর্য্য-পিপাসু ব্যক্তিগণের জন্যই দশম স্কন্ধের ভাগবত-বিবৃতি লেখা আবশ্যক। আমরা প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভ্রমরগীতা, গোপীগীতার পাঠ ব্যাখ্যাগুলির অনুমোদন করি না, কিন্তু ঐ সকলের যথার্থ ব্যাখ্যাও তৎসঙ্গে প্রদান করা কর্ত্তব্য। 'কেবল ইহা নয়—ইহা নয়' বলার সঙ্গে সঙ্গে 'ইহা হয়' বলাও আবশ্যক। অতন্নিরসন ব্যাপারটী কেবল ঋণ-জাতীয় (negative)—ধনজাতীয় (positive side) নয়। অতন্নিরসন ক'রে কেবল 'তৎ' এর সন্ধান ব'ললেও হ'বে না, 'সঃ' এর—Absolute Personalityর (বাস্তববস্তুর—পরম সবিশেষবস্তুর) নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য লীলায় প্রবেশ ক'রতে হ'বে যাঁরা ইহ জগৎকেই ভূমিকা ক'রে অতন্নিরসন ক'রতে থাকেন তাঁ'রা 'তৎ' পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রতে পারেন। 'তৎ—সৎ'—সেই বস্তু সত্তাবান্ এই পর্য্যন্ত বলেন; কিন্তু যাঁ'রা ইহ জগতের প্রতিবিম্বিত মূল অবিকৃত-বিশ্বস্বরূপ নিত্যধাম হ'তে দর্শন করেন, তাঁ'রা অদ্বয়জ্ঞান বস্তুকে 'সঃ' অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণ পরিকর-লীলাময় সবিশেষ তত্ত্বরূপে দর্শন করেন—তাঁ'কে 'রসো বৈ সঃ' রূপে দর্শন করেন। তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। যেমন, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

"অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমর রুচি-রুদ্ধ তারকা-পালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥"

কর্ম্মি-জ্ঞানি অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় ব'লবে'—তোমরা লবণ তৈয়ার কর না কেন?—চরকা ঘুরাও না কেন?—লাঙ্গল চাষ কর না কেন?—কলেরা রোগীর মেথরের কাজ কর না কেন?—মরা ফেল না কেন?—অর্থাৎ তাঁ'রা কৃষ্ণসেবাকে তা'দের কোন না কোন একটা ইন্দ্রিয়-তর্পণের কার্য্যে জুড়ে তাঁ'দের উপরে চ'ড়তে পা'রলেই তা'দের কার্য্য সিদ্ধি হ'ল মন ক'রবে; কিন্তু আমরা তা'দিগের অপেক্ষাও চতুর—কৃষ্ণভক্ত সয়তানের সয়তান; তা'দিগকে আমরা কিছুতেই ঘাড়ে নেব না; এক গৌরসুন্দর, রাধা-গোবিন্দ

ও তাঁদের জন ব্যতীত কেহই আমাদের ঘাড়ে চাপতে পারবে না। যে-ঘাড়ে আমরা গৌরসুন্দরকে চড়িয়েছি—যে-স্কন্ধদ্বয়ে রাধাগোবিন্দকে ধারণ ক'রেছি এবং তাঁদের নিজজনকে বসিয়েছি, সেখানে কিছুতেই ইতর লোককে আস্‌তে দিব না। আমরা শ্রীরূপের উপদেশামৃত অনুসরণ ক'রব—প্রতিকূল ত্যাগ ক'রে অনুকূল গ্রহণ ক'রব। অনুকূলমাত্র গ্রহণ ক'রেই আমরা ভক্তি স্তব্ধ করব না, আমরা পতিত হ'ব না— মৃগীরোগীর ন্যায় মাঝে মাঝে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হব না—আছাড় খাব না—আমরা পরমোৎসাহভরে কৃষ্ণ-নাম-চরিত অনুশীলন ক'রব—মথুরা ও ব্রজে বাস ক'রব—শ্রীরূপের আনুগত্য ক'রতে ক'রতে কৃষ্ণকীর্ত্তন ক'রব, তা'হ'লেই আমাদের স্মরণ হ'বে—আমরা রাধাকুণ্ডতটে, নিরন্তর স্বসেব্য কুঞ্জে থেকে আশ্রয়ানুগত্যে বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়ে বার্ষভানবীদয়িতের অষ্টকালীয় সেবায় পরিচর্য্যা ক'রতে ক'রতে আমাদের সকল আশার পরাকাষ্ঠা লাভ ক'রব। ইহা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অভিলাষ নাই—ইহা ব্যতীত অতিমুক্তের আর কিছু অভিলাষ থাকতে পারে, ইহাও আমাদের ধারণায় নাই।

শ্রীগুরু, শ্রীনাম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দর—সকলেই অভিন্নতত্ত্ব ; আমরা কৃষ্ণেতর পঞ্চোপাসনা ক'রে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী হ'ব না, আমরা কৃষ্ণের পঞ্চোপাসনা ক'রব—আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের উপাসনা ক'রব—ভাগবত কৃষ্ণের উপাসনা ক'রব, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা ক'রব—গৌরকৃষ্ণের উপাসনা ক'রব—আমরা কৃষ্ণকে পঞ্চরসে উপাসনা ক'রব। এবং শ্রীরূপানুগ হ'য়ে পঞ্চরসের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার মধুর রসে কৃষ্ণোপাসনা ক'রব। আমরাপ্রতিকূল ত্যাগ-মাত্র করেই ক্ষান্ত হ'ব না, অনুকূল গ্রহণ মাত্র ক'রে ভক্তি স্তম্ভন ক'রব না, আমরা কৃষ্ণানুশীলন করব। শ্রীচৈতন্যদেব যে অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল রস প্রদান ক'রে ঔদার্য্য বিগ্রহরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হ'য়েছেন, আমরা সেই ঔদার্য্যসিন্ধুতে অবগাহন ক'রব—উন্নতোজ্জ্বল রসের অধিকারী হ'ব, আমরা শ্রীস্বরূপ দামোদরের আনুগত্য ক'রতে ক'রতে ব'লব—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্র-বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

—ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ**

সদ্‌গুণ ও ভক্তি

শুভ কত প্রকার

শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তির ছয়টি মাহাত্ম্যের মধ্যে শুভদত্ব একটি মাহাত্ম্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শুভ কত প্রকার এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে,—

শুভানি প্রীণনং সর্ব্বজগতামনুরক্ততা।
সদ্‌গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ১।১।৮)

ভক্তি যে-পুরুষে উদিতা হন তিনি সমস্ত জগৎকে প্রীতি দান করেন এবং সর্ব্ব জগতের অনুরাগভাজন হন। তিনি অনায়াসে সমস্ত সদ্‌গুণের আধার হন এবং সমস্ত পবিত্র সুখলাভ ও অনেক অন্যপ্রকার শুভ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ এই সকলকে শুভ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

ভগবদ্‌ভক্তে যাবতীয় গুণ ও দেবতাগণের সমাবেশ

ভক্তপুরুষ যে-সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন হন তাহা নিম্নলিখিত ভাগবত-বচনে কথিত হইয়াছে,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্রসমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি হয় তাঁহাতে সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। অসৎ বহির্ব্যাপারে যাঁহার মন ধাবমান এমত অভক্তজনের মহদ্‌গুণ কিরূপে হইতে পারে।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—

এতে ন হদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥
অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃশুদ্ধিস্তপঃ শান্ত্যাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনম্॥

হে ব্যাধ! তোমার যে অহিংসাদি-গুণসকল হইবে ইহা অদ্ভুত নয়, যেহেতু যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা স্বভাবতঃ পর-পীড়নে বিরত। অন্তঃশুদ্ধি ও বহিঃশুদ্ধি তথা তপ ও শান্ত্যাদি-গুণসকলও হরি-সেবা-কামনা-যুক্ত পুরুষকে স্বয়ং আশ্রয় করে।

বৈষ্ণবের সদ্‌গুণসমূহ

সদ্‌গুণ সকল চরিতামৃতে সংগৃহীত হইয়াছে, যথা ;—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭)

এই সমস্ত সদ্‌গুণ ভক্তি সহচর। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল অগ্রে সঞ্চিত হইলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয়, কি ভক্তিদেবী আবির্ভূতা হইলে এই সকল গুণগণ স্বয়ং ভক্তকে আশ্রয় করে ?

ভক্তে গুণরাশি স্বয়ং উদিত হয় ; উহা সংগ্রহের চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ভক্তিশাস্ত্রমতে জীবের কোন প্রকার ভক্তি-বাসনারূপ-সুকৃতিবলে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইলে জীব সাধু-পদাশ্রয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়। ভজনে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাহার অনেক অনর্থ অর্থাৎ সদ্‌গুণ-বিরোধী ধর্ম্ম থাকে। ভজন করিতে করিতে সে সমস্ত অনর্থ অনায়াসে ভক্তি ও সাধুসঙ্গ বলে দ্রবীভূত হয় এবং তাহাদের স্থানে সদ্‌গুণসকল সহজেই উদয় হইয়া পড়ে। যে পর্য্যন্ত অনর্থনাশ ও সদ্‌গুণ প্রকাশ না হয়, সে পর্য্যন্ত ভজনাভাস বা নামাভাস হইতে থাকে। অনর্থনাশ ও সদ্‌গুণ প্রকাশ একদিকে, ও শুদ্ধভজন বা শুদ্ধনাম অন্যদিকে—যুগপৎ হইয়া থাকে। এই অবস্থার পরে আর অনর্থ বা পাপে সাধকের রুচি হয় না। অতএব শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৭)

কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্তি, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, মৈত্রী, ফল-দক্ষতা, অসৎ কথায় ঔদাসীন্য, পবিত্রতা, তুচ্ছকামত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদয় হয়। অন্য গুণ উদয় করিবার প্রয়াস করা ভক্তজনের পক্ষে বিধেয় নয়। শুদ্ধভক্তির অনুশীলনই যথেষ্ট। অনর্থহানি ও সদ্‌গুণোদয় অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে।

যোগ ও নৈতিক মার্গ অপেক্ষা সাধুসঙ্গেই সদ্‌গুণরাশির আবির্ভাব সম্ভব

যোগভ্যাসে যে যম, নিয়ম, প্রত্যাহার শিক্ষার প্রথা আছে তাহা কষ্টকল্প, বহুকালব্যাপী এবং অনেক অবান্তর ব্যাঘাতদ্বারা প্রতিহত হয়। যে পর্য্যন্ত ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা হয় নাই, সে পর্য্যন্ত জীবের যোগমার্গীয় গুণ সাধনের শ্রেয়তা দেখা যায়। অতএব উদিতশ্রদ্ধ পুরুষের সাধুসঙ্গে কেবল ভজন প্রয়াসেই সমস্ত গুণগণ উদয় হইবে। যোগমার্গে বা নৈতিকমার্গে গুণাভ্যাস হয়, তাহাতে ভক্তের প্রয়োজন নাই। তত্তন্মার্গে লব্ধগুণ পুরুষসকল ভক্তিহীন হইলে কুরূপা স্ত্রীর অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় সুন্দর শোভা লাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি সাধুকৃপায় ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা কোন ভাগ্যক্রমে লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই উত্তমা ভক্তি সাধনে প্রবৃদ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আশ্রয়ের উপদেশ

হে সদ্‌গুণশালী ভ্রাতৃবর্গ! আপনারা বৃথা সময় নাশ না করিয়া লব্ধ সদ্‌গুণ্যের উত্তম ফলরূপ ভক্ত সাধুর পদাশ্রয় করিয়া জীবন ও ধর্ম্ম সফল করুন। সদ্‌গুণ সঞ্চয় করিতে পারিলেই যে ভক্তি হইবে এরূপ নয়। কিন্তু ভক্তি হইলে সদ্‌গুণ অনায়াসে উপস্থিত হইবে। কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্‌গুণ হইলেও যে-পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সমস্ত সদ্‌গুণেরও মাহাত্ম্য নাই। কৃষ্ণভক্তি-বিহীন সদ্‌গুণ-সম্পন্ন জীবেরও জীবন বিফল বলিয়া জানিবেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কেহ কেহ বলেন, দেশ যেরূপ বন্যায় প্লাবিত হইতেছে, তাহাতে কিন্তু এখনও সিগারেট, বিড়ি, তামাক প্রভৃতির আগুন নির্ব্বাপিত হয় নাই। বন্যার জল উচ্ছ্বসিত হইয়া এখনও দেশের বিড়ি, সিগারেটের অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই। দেশবাসীর মুখের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে যে-অপব্যয়টা বাঁচিবে, তদ্দ্বারা অনেক বন্যা-পীড়িত দুস্থ ব্যক্তির সাহায্য হইতে পারে। সমাজের দুঃসময়ে দেশের এতগুলি টাকাকে অগ্নিতে পোড়াইয়া দেওয়া কিছুতেই সমীচীন নহে; কারণ, বিড়ি, সিগারেট, তামাক না পান করিলে লোকের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে কোনই অসুবিধা হয় না। অধিকন্তু মাদকতার কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

কাশীতে শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের হরিকথা *

"শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়।"

শ্রীচৈতন্যদেবের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বিষয়িনী কথা শ্রবণ করিলেই ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যকথা ও জড়কথার পার্থক্য আছে। জড়কথা —গ্রাম্যকথা অথবা গ্রাম্যব্যক্তির মুখে কীর্ত্তিত—যাত্রা, থিয়েটার, আখড়া প্রভৃতিতে গীত ভগবৎকথা (?) শ্রবণে আমাদের কোন লাভই হয় না, তাহাতে আমাদের উৎসাহ, উদ্যম, সময়, বৃথাই নষ্ট হইয়া থাকে।

অনেকে হয় ত' প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ভগবৎকথা যে কোন স্থানে শ্রবণ করিলেই হইল; যাত্রা থিয়েটারে যখন ভগবৎকথা শুনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহা শুনিতে বেশ ভাল লাগে এবং চিত্তের আকর্ষণও হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে কোন শক্তি না থাকিলে এত অধিক লোক আকৃষ্ট হইবে কেন? তদুত্তর এই যে, বদ্ধজীবের আকর্ষণ সর্ব্বক্ষণ বিষয়ের প্রতি, ইন্দ্রিয়গণ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার চিত্তকে বিষয়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। উহা তাহার পক্ষে মনোরম লাগিলেও যাহাতে আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয়, তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির কথা নাই। মাতালের মদ্যপানে প্রীতি আছে বলিয়া মদ্য-গন্ধে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়; সুতরাং উহাতে কি ভগবৎ-শক্তি আছে স্বীকার করিতে হইবে? উহা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ যাত্রা-থিয়েটার, নাটক-নভেলাদিতে ভগবৎকথার সমাবেশ থাকিলেও উহা গ্রাম্যকথা ব্যতীত কিছুই নহে। গ্রাম্য কবি—যদ্বা তদ্বা কবি কখনও কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে পারে না। যাত্রা-থিয়েটারাদিতে ভগবল্লীলা-কথা-শ্রবণ করিয়া সাময়িক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, সময়ের অপব্যবহার ও শারীরিক অস্বাস্থ্য-মাত্র ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ শ্রীকপিলদেব, ব্রহ্মা ও পৃথু মহারাজ-কর্ত্তৃক উক্ত "সতাং প্রসঙ্গাৎ" জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং", "মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতা" প্রভৃতি শ্লোকে সাধু-মুখেই ভগবৎকথা শ্রবণের বিধির উল্লেখ হইয়াছে।

নিখিল চেতন-জগতের প্রাণ-স্বরূপ—সমস্ত অণুচেতনের চেতন-স্বরূপ চৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ না করিলে অচৈতন্যই থাকিতে হয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং একদিন সমস্ত জগতের নিকট চেতন-বাণী কীর্ত্তন করিয়া সকলের

---

* ১৮ই জুন, ১৯৩১ সালে কাশীস্থ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ-প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণ।

—প্রকাশকের সংগৃহীত

চৈতন্য-বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল-প্রভাবে বিশ্ব আবার অচৈতন্য-হইয়া গেলে চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় চৈতন্যবাণী আজ স্বয়ং মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চৈতন্যবাণীর কীর্ত্তন-দ্বারা নিখিল জগতের চৈতন্য-বিধান-পূর্ব্বক চৈতন্য-মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণের ফল কি, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত (২।৮।৪-৬) বলেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥

"যদিও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামিরূপে জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন, তথাপি তিনি সেই অবস্থায় উদাসীন ভাবেই বিরাজ করেন; কিন্তু জীবের কর্ণ-দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপবেশন-স্থানরূপ জীবের হৃদয়কমলস্থ দাস্য-সখ্যাদি ভাবকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে জীব-হৃদয়ের কাম-ক্রোধাদি মলও বিদূরিত হয়। যদি কেহ বলেন,—জ্ঞান-যোগাদিও ত' কাম-ক্রোধাদিরূপ মলকে বিনষ্ট করিতে পারে, তবে হরিকথার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? তদুত্তর এই যে, যে-প্রকার কোনও কুম্ভস্থ জলকে দ্রব্যান্তর মিশ্রণ-দ্বারা শোধন করা যায় এবং তদ্দ্বারা ঐ কুম্ভস্থ পরিমিত জল-মাত্রই শোধিত হইয়া থাকে, অন্য পাত্রস্থ বা নদী-তড়াগাদির জল আর শোধিত হয় না; আবার জল শোধিত হইলেও মলরাশি ঐ কুম্ভের তলদেশেই পড়িয়া থাকে, জল কোনও প্রকারে ঈষৎ ক্ষোভিত হইলেই পুনরায় জলে মল মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-তপাদির দ্বারা সকল জীবের হৃদয়ের মল শোধিত হইতে পারে না। কাহারও কাহারও শোধিত হইলেও সর্ব্বতোভাবে শোধিত হয় না, কুম্ভস্থ জলের তলদেশস্থ মলরাশির ন্যায় কাম-ক্রোধাদি মল কিছু সময়ের জন্য উপশমিত হইলেও পুনরায় কোন কারণে ঈষৎ ক্ষুভিত হইলেই আবার হৃদয়ে অনর্থ প্রকাশিত হয়।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—মুহুর্মুহু কামলোভে প্রপীড়িত বদ্ধজীবের আত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা-দ্বারা যে-প্রকার শান্ত হয়, অষ্টাঙ্গযোগ বা জ্ঞান-

কর্ম্মাদি-পথসমূহের উপদিষ্ট প্রণালীদ্বারা তদ্রূপ হয় না। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকথা—কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। জাগতিক কথা যেরূপ দেশ-কাল-পাত্রাদি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, উহা তদ্রূপ নহে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-কথা ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই কথারূপে সেবোন্মুখ জীবের হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ-পূর্ব্বক সর্ব্বজীবের সর্ব্বপ্রকার হৃদয়-মল নিঃশেষিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-কথাকে তপ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সহিত সমপর্য্যায়ে দর্শন করেন, নামাপরাধহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইতে বঞ্চিত হন। শ্রীকৃষ্ণ-কথাই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবমাত্রের পরম সাধ্য ও সাধন।

রামচন্দ্র খাঁন

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র-প্রসঙ্গ-পাঠ-কালে দুইজন রামচন্দ্র খাঁনের নামোল্লেখ ও তাহাদের দুইটী পৃথক্ বৃত্ত দেখিতে পাই। এক রামচন্দ্র খাঁনের চরিত্র আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করি। তিনি 'বিষয়ী' হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং প্রীতিভরে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাধিকার পাইয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন। আর এক রামচন্দ্র খাঁনের চরিত্র আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাঠ করি। এই রামচন্দ্র খাঁন কেবলমাত্র 'বিষয়ী' নহে, পরন্তু বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী মহাপাষণ্ডী। অদোষদর্শী জগদুদ্ধারণ পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের অযাচিত কৃপা-পর্য্যন্ত এই রামচন্দ্র খাঁন পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি পরম অশিষ্টাচার ও পাষণ্ডতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল। 'তৃণাদপি সুনীচতা' এবং সহিষ্ণুতা'র আদর্শ-শিরোমণি নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে পর্য্যন্ত উক্ত রামচন্দ্র খাঁন অপেয়-রূপে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

নামে উভয়ে এক হইলেও—বাহ্যতঃ উভয়ই শ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহা-বদান্য-লীলার সময় বিরাজিত থাকিলেও এবং উভয়েই বাহ্যদর্শনে ভগবান্ ও ভগবৎপার্ষদগণকে দেখিবার সুযোগ পাইলেও উভয়ের চরিত্র, স্বভাব ও চিত্তবৃত্তির পার্থক্যের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর জীবকুলকে অনেক শিক্ষা-সংগ্রহের অবসর দিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীনিত্যানন্দাদি ভক্তগণ-সহ ছত্রভোগে বিজয় করিয়াছিলেন, তখন সেই গ্রামের অধিকারী রামচন্দ্র খাঁন দোলায় চড়িয়া মহাপ্রভুর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর বৈকুণ্ঠ-ঐশ্বর্য্য-দর্শনে প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য-গৌরবে গৌরবান্বিত রামচন্দ্র খাঁনের 'ভয়' হইল। তিনি সসম্ভ্রমে দোলা হইতে অবতরণ করিয়া প্রভুর পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। মহাপ্রভু 'কোথায় জগন্নাথ'! 'হা জগন্নাথ!' বলিয়া উচ্চরবে ক্রন্দন করিতেছিলেন। মহাপ্রভুর এই প্রকার আর্ত্তি-দর্শান রামচন্দ্র খাঁনের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। মহাপ্রভু কিছুক্ষণ পরে বাহ্যদশা পাইয়া রামচন্দ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে রামচন্দ্র উত্তরে বলিলেন,—

"প্রভো, দাস অনুদাস মুঞি তোর।"

তখন স্থানীয় লোকসল প্রভুর নিকট রামচন্দ্র খাঁনের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন যে, "ইনি দক্ষিণরাজ্যের অধিকারী"।

মহাপ্রভু রামচন্দ্রের পরিচয় পাইয়া বলিলেন,—"ভাল হইয়াছে, তুমি আমাকে শীঘ্র শীঘ্র নীলাচল যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেও।" রামচন্দ্র খাঁন মহাপ্রভুকে তদানীন্তন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া পথ-ঘাটের বিপদের কথা বলিলেন এবং যে কোন রূপেই হউক, তিনি প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবেনই, তাহাও জানাইলেন। রামচন্দ্র খাঁন করজোড়ে মহাপ্রভুর নিকট একটি প্রার্থনা করিলেন,—

"যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
তবে আজি ভিক্ষা হেথা কর সর্ব্বজনে॥
জাতি-প্রাণ-ধন কেনে আমার না যায়।
রাত্রে আজি তোমা' পাঠাইব সর্ব্বথায়॥"

শ্রীগৌরসুন্দর রামচন্দ্র খাঁনের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র খাঁন সপার্ষদ শ্রীল প্রভুর ভোজন-লীলা ও নৃত্য-কীর্ত্তন-প্রেমোন্মাদাদি-দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে প্রভু স্থির হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র খাঁন প্রভুর জন্য নৌকা লইয়া আসিলেন। এবং সপার্ষদ মহাপ্রভুকে নৌকায় চড়াইয়া সভক্ত ভগবানের সেবাসুকৃতি অর্জ্জন করিলেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই রামচন্দ্র খাঁনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

সেই গ্রাম-অধিকারী রামচন্দ্র খাঁন।
যদ্যপি বিষয়ী, তবু মহাভাগ্যবান্ ॥
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে দেখা তান কেনে।
দৈবগতি আসিয়া মিলিল সেই স্থানে ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৮৫-৮৬)

কিন্তু এই রামচন্দ্র খাঁনের ঠিক বিপরীত চিত্র ও চরিত্র শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোল্লিখিত রামচন্দ্র খাঁনের মধ্যে দেখিতে পাই।

যশোহর জেলায় 'বেনাপোল' নামক এক গ্রামের অধিকারী বা অধ্যক্ষ-স্বরূপ ছিল—দ্বিতীয় রামচন্দ্র খাঁন। যখন নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীল হরিদাস নিজ-গৃহ ত্যাগ করিয়া বেনাপোলের বনের মধ্যে নির্জ্জন কুটীরে অবস্থান-পূর্ব্বক তুলসী-সেবা ও রাত্রি-দিনে তিন লক্ষ হরিনাম-সংকীর্ত্তন করিতেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক ভজন-প্রভাবে দেশের সকল লোকই তাঁহাকে পূজা ও শ্রদ্ধা করিতেন। ইহা বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খাঁনের চক্ষুশূল হইল। সে ভাবিতে লাগিল যে, সে দেশের জমিদার, জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাকে পূজা না করিয়া একজন ভিখারী ও অবরকুলোদ্ভূত ব্যক্তির পূজা লোকে কেন করিবে? নামাচার্য্য ঠাকুরকে জব্দ এবং লোকের নিকট তাঁহার সম্মানের লাঘব করিবার জন্য 'বৈষ্ণব-বিদ্বেষী', 'বিষয়ী', 'পাষণ্ড-প্রধান' রামচন্দ্র খাঁন অনেক 'ফন্দি' আটিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে সে কতকগুলি বেশ্যাকে ডাকিয়া তাহাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী ও যুবতী, তাহাকে ঠাকুর হরিদাসের বৈরাগ্য নষ্ট করিবার জন্য নিয়োগ করিল। ঐ বেশ্যা "তিন দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই ঠাকুরের বৈরাগ্য নষ্ট করিবই"—এই প্রতিশ্রুতি দিয়া হরিদাসের নির্জ্জন-কুটীরে গমন-পূর্ব্বক তিন দিবসের মধ্যে কিরূপ অবস্থা লাভ করিয়াছিল, তাহা সুপ্রসিদ্ধ।

প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম-মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি ॥

পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁনের নামাচার্য্যের চরণে এই ভীষণ অপরাধের বীজ ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও বিশাল মহীরুহে পরিণত হইতে থাকিল। বৈষ্ণবাপরাধের ফল ফলিবেই ফলিবে। তখন ফল দেখা না গেলেও তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস গাহিয়াছেন,—

একালে যে বৈষ্ণবেরে বড় ছোট বলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক সে, জানিবে কত কালে ॥

শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ পায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২২শ)

রামচন্দ্র খাঁনের চরিত্রে এই বৈষ্ণবাপরাধের বীজ পল্লবিত হইয়া উঠিল,—

সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খাঁন।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর-সমান ॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব-অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম ॥

বৈষ্ণবাপরাধ-ফলে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পাতিত-পাবন-শিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যখন গৌড়দেশে আগমন-পূর্ব্বক 'প্রেম-প্রচারণ' ও 'পাষণ্ড-দলন'-কার্য্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন একদিন তিনি রামচন্দ্র খাঁনের গৃহে আসিয়া তাহার দুর্গামণ্ডপের উপরে বসিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গী বহুলোক-জনে রামচন্দ্র খাঁনের অঙ্গন ভরিয়া গেল। পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে অভ্যর্থনা করিতে স্বয়ং আসা দূরে থাকুক, একজন ভৃত্য পাঠাইয়া খবর দিল যে, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সঙ্গে অনেক লোক-জন আছে, সুতরাং তাঁহাকে গোয়ালার বিস্তৃত গো-শালায় বাসস্থান দেওয়া হইবে। রামচন্দ্র খাঁনের গৃহে এত লোকের স্থানের সঙ্কুলান হইবে না।

রামচন্দ্র খাঁনের এইরূপ অশিষ্টাচার-দর্শন ও তাহার বাক্য-শ্রবণ-পূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া অট্ট অট্ট হাসিতে হাসিতে তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং বলিলেন,—

সত্য কহে,—এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গো-বধ করে, তা'র যোগ্য হয় ॥

ইহা বলিয়া স-গণ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অবিলম্বে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর স্থান —সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। রামচন্দ্র খাঁনের ইহাতেও পাষণ্ডতা-বৃত্তির পরিতৃপ্তি হইল না—সে পাষণ্ডতার চূড়ান্ত পর্য্যন্ত দেখিতে ইচ্ছুক হইল। রামচন্দ্র খাঁন তাহার ভৃত্যকে আজ্ঞা প্রদান করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যে-স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানের মাটী খোদাইয়া ফেলিল এবং নূতন মাটি ভরপূর করিয়া সমস্ত চণ্ডী-মণ্ডপ গোময়-জলের দ্বারা লেপাইল। তথাপি রামচন্দ্র খাঁনের তৃপ্তি হইল না। রামচন্দ্র খাঁন কিছুকাল পরেই এই বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষের দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার দুর্গামণ্ডপে বিধর্ম্মিগণ আসিয়া বাস করিল এবং 'অবধ্য' বধ করিয়া সেই ঘরে মাংস রন্ধন করিল—রামচন্দ্র

খাঁনকে তাহার স্ত্রী-পুত্রগণের সহিত বন্ধন করিয়া তাহার গৃহ ও সমগ্র গ্রাম তিন দিন ব্যাপিয়া লুট করিল—রামচন্দ্র খাঁনের জাতি-ধন-সকল হরণ করিল—সমস্ত গ্রাম উজার হইল।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে ভীষণ অপরাধ-ফলে অনেকের এইরূপ জাতি-ধর্ম্ম প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। কাহারও কাহারও অখাদ্য ভোজনের বৃত্তি উদিত হয়। কাহারও বা বিধর্ম্মে রতি হয়। কাহারও বা রমণী-রঞ্জন লালসা উদিত হয়। কেহ বা বৈষ্ণবগণের সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, জিহ্বা-লম্পট, স্ত্রী-লম্পট, পাষণ্ডগণের মিত্র ও রমণীর মিত্র হইয়া পড়ে। ভগবান্ যাহাকে শীঘ্র শীঘ্র দণ্ড প্রদান করিয়া তাহার বৈষ্ণবাপরাধের ভীষণ ফল বুঝাইয়া দেন, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা যাহারা বৈষ্ণবাপরাধের দণ্ড বিলম্বে প্রাপ্ত হইবার সুযোগে তাহাদের স্বকার্য্য-সমর্থনে আনন্দ-প্রকাশ-পূর্ব্বক বৈষ্ণবাপরাধের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত করিবার অবসর পায়, তাহারা অধিকতর অপরাধী। তাহাদের দণ্ডের গুরুত্ব ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম

এই প্রপঞ্চে জীবগণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মজগতে ভ্রমণ করেন। জ্ঞানের গ্রাহক-সূত্রে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্‌দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ —এই পাঁচটী বিষয় ধারণা করেন। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে ধারণা-লব্ধ বিষয়গুলির স্থৌল্য গৃহীত হয় না। স্থূলবিষয়ক ভাবমাত্র ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের আধারে সংগৃহীত হইয়া চেতনের সান্নিধ্য লাভ করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় চেতনের সান্নিধ্য লাভ করিবার যোগ্য হইলেও চেতনের যে-অংশ নশ্বর রূপাদি বিষয়-গ্রহণে সমর্থ অর্থাৎ অচিৎএর অভিভাবক-সূত্রে যে-সমস্ত নশ্বর ভাব যাহাকে সেবা করে, তাহা—চিদাভাস 'চিত্ত,' এবং স্থূলভাবে সেই বস্তুই 'মনো'রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার চিদাভাস হইলেও তাহাদের সহিত অচিৎএর সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সকল আবরণ-বিবর্জ্জিত নিরুপাধি চেতন-বস্তুই 'জীব' শব্দ-বাচ্য। সেই জীব—পূর্ণ, চিন্ময়বস্তুর অংশবিশেষ বা শক্ত্যংশ-

বিশেষ। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালনাক্রমে বাহ্যজগতে নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও বহুত্ব, —একই বস্তুর উদ্দেশে বিভিন্ন পরিচয় মাত্র। জাগতিক ভোগ্য নশ্বর ব্যাপারসমূহ মনের অধীনে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়। সম্বন্ধের প্রথম সোপানে নাম বা সংজ্ঞা, সংজ্ঞা-দ্বারা সংজ্ঞিত বস্তুর অধিষ্ঠান অপর চারিটী ইন্দ্রিয়-দ্বারা এবং ইন্দ্রিয় সমষ্টিদ্বারা সমর্থিত হইলে তাহাই 'সত্য'রূপে প্রতিভাত হয়। পরিমেয়-জগতে পরিচ্ছিন্ন-ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায়, ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান তদতিরিক্ত ব্যাপার আয়ত্ত করিতে অসমর্থ। মায়িক-জগতে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান প্রথমেই নাম বা সংজ্ঞাদ্বারা পরিচয় লাভ করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম— প্রাকৃত বা মায়িক নাম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিশিষ্ট। মায়িক বা প্রাকৃত নাম-মাত্রেই যে বস্তুকে নির্দ্দেশ করে, তাহা জীবের অপর ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান-দ্বারা সমর্থিত, কিন্তু প্রকৃতির অতীত রাজ্যের নামদ্বারা উদ্দিষ্টবস্তু মায়িক বস্তুর সাম্যে ভোগ্যরূপে পরিণত হইবার অযোগ্য; তজ্জন্য বৈকুণ্ঠ বস্তুকেই 'অধোক্ষজ' বলা হয়। অক্ষজ-ধারণায় যাহা কিছু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, উহা 'অধোক্ষজ' সংজ্ঞা লাভের অযোগ্য; আবার অধোক্ষজবস্তু বৈকুণ্ঠ হওয়ায় উহা পরিমেয় জগতের বস্তুবিশেষ হইতে পারে না। তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন— "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

যাহারা বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে ভ্রান্ত হইবার যোগ্য, তাহারাই 'ভক্তি' ও 'জ্ঞান' এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে অনভিজ্ঞ। নাম এবং নামী—বৈকুণ্ঠ-ব্যাপারে অভিন্ন, কিন্তু প্রপঞ্চে নামের সহিত নামীর ভেদ আছে, এজন্যই অচিজ্জগৎকে—'ভেদজগৎ' এবং চিজ্জগৎকে 'অভেদ জগৎ' বলা হয়। চিন্ময় অধোক্ষজ-জগতে যে বিচিত্রতা আছে, তাহাতে ভেদের হেয়ত্ব সংশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় না। তথায় নাম এবং নামী অভিন্ন বলিয়া চিন্ময় নামের সহিত চিন্ময় রূপের ভেদ নাই, চিন্ময় গুণের ভেদ নাই, চিন্ময় পরিকর-বৈশিষ্ট্যের ভেদ নাই, চিন্ময়ী লীলার ভেদ নাই। অচিজ্জগতেই পরস্পর ভেদ ও হেয়তা বর্ত্তমান; যেহেতু বৈকুণ্ঠ-নামীর অপূর্ব্ব বিচিত্রতা সত্ত্বেও অভেদের অহেয়তা ও ভেদের হেয়তা অথবা জড়ীয় অভেদের হেয়তা ও চিন্ময় ভেদের অহেয়তা অবস্থিত, তাহাতে বৈকুণ্ঠ-নাম ভোগ্য জগতের বস্তু-নির্দ্দেশক সংজ্ঞার সহিত 'এক' হইতে পারে না; তজ্জন্য নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও মুক্ত চৈতন্যরস-বিগ্রহ চিন্তামণি বস্তুই

বৈকুণ্ঠ-নাম। জীবের বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির অভাব-দর্শনে পরমকৃপাবশে জগতে বৈকুণ্ঠ-নাম অবতীর্ণ হন, এবং উপাধিদ্বয়-বিনির্মুক্ত চিন্ময় জীবই সেই বৈকুণ্ঠ-নামের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য। দুঃসঙ্গে আত্মীয়-বোধহেতু জীবের হরিবিমুখত বা তৎসেবা-বৈমুখ্য ঔপাধিক ও 'সহজ' বলিয়া বিবর্ত্ত-বুদ্ধি হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অনাত্ম-মন্ত্রণাকারীর সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন শুদ্ধজীবাত্মা আত্মবিদের সঙ্গপ্রভাবেই স্বীয় স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারেন।

বৈকুণ্ঠ-নাম এবং মায়িক-নামের মধ্যে তটস্থ জীবের একটি তাটস্থ্য-ভাব আছে। বৈকুণ্ঠ-নামের আভাস—মধ্যবর্ত্তিস্থানে অবস্থিত। একদিকে অপরাধ, অপরদিকে মুর্ত্ত নিরপরাধ, মধ্যবর্ত্তিস্থানে অপরাধ-নির্ম্মুক্তিরূপ নামাভাস অর্থাৎ একদিকে 'নাম', অপরদিকে নামাপরাধ, মধ্যে নামাভাস। নামের সেবা করিতে গিয়া প্রপঞ্চে বা ইতরব্যোমে নামাপরাধ এবং উহার ও পরব্যোমের মধ্যবর্ত্তিস্থানে নামাভাস এবং বৈকুণ্ঠে নাম অবস্থিত। নামাপরাধ —নাম-সেবা নহে, নামের সেবাও অপরাধ বা তদ্রহিত আভাসমাত্র নহে। প্রপঞ্চে অপরাধযুক্ত জীবগণ অপরাধকেই নাম-সেবা বলিয়া ভ্রান্ত হয়। নামাপরাধের অভাব হইলে নামাভাস হয়, কিন্তু নামাভাসের পরপারে পরব্যোমধামে নামসেবা অবস্থিত। অতএব আমরা নাম-সাধন করিতে গিয়া তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেম-ধন"—এই শ্রৌতবাণী হইতে জানা যায় যে, অনর্থযুক্ত অবস্থায় নামাভাস বা নামের অবস্থিতি নাই। অপরাধমুক্ত অবস্থায় এবং নামভজনে যোগ্যতা-রাহিত্যরূপ সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। নামাপরাধ-ফলে ত্রৈবর্গিক ফল-প্রাপ্তি বা ফলের অপ্রাপ্তিরূপ তুচ্ছ ফল লাভ করা যায়।

প্রাপঞ্চিক জীবের ভোগময় অবস্থানে অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় নাম-গ্রহণ-যোগ্যতা হয় না। নামাভাস করিবার যোগ্যতায় অপরাধ হয় না। এইজন্যই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—বৈকুণ্ঠনাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইবামাত্রই সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়, তাহার পর নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়। নামোদয়ের পূর্ব্বে নামাভাস হয় অর্থাৎ নামাভাসের পরে নামোদয় হয়; তবে যে নামাভাস হইবার পর জাগতিক দর্শনে মুক্তপুরুষের চরিত্রে বদ্ধভাব প্রাপঞ্চিক নয়নে দৃষ্ট হয়,

তাহা বাস্তব নহে, উহা ভক্তির পরিপোষক। উহা মুক্তপুরুষের চরিত্রে যখন প্রতিভাত হইতেছে, তখন তাহাকে অপরাধের ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে না; কিন্তু তাই বলিয়া যাবতীয় নামাপরাধী তাহাদের প্রথম উচ্চারিত নামকেই 'নামাভাস' জ্ঞানে আপনাদিগকে "মুক্তবৈষ্ণব অজামিল" মনে করিয়া স্ব-স্ব অপরাধকেই ভক্তির পরিপোষক জ্ঞান করিবেন না, করিলে, নামবলে পাপপ্রবৃত্তি-হেতু নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হইবেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় বলেন,—যদিও অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তকর, সর্ব্বানর্থনাশক নামাভাস সম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিচার-প্রণালীতে পরিদৃষ্ট হয় এবং কাল-প্রভাবে বীজ হইতে বৃক্ষের ফলধারণকাল পর্য্যন্ত যে ব্যবধান, তাহা অনন্তকাল-বিচারে নিতান্ত স্বল্প, তথাপি নামাভাসের অব্যবহিত পরেই নামসেবা আরম্ভ না হইয়া আর কিছু সংসাধিত হইলেই তাহাকে ভক্তিপরিপোষক বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। সকলেই 'অজামিল' নহেন এবং বহির্দৃষ্টিতে অজামিলের কদর্য্যানুষ্ঠান অমুক্ত পুরুষের সমদর্শনে দৃষ্ট হইলে শুদ্ধ নামোচ্চারণে বিলম্ব হইয়া যাইবে, সুতরাং প্রথম নামোচ্চারণ তাঁহার নামাভাস হইলেও নামোচ্চারণের পূর্ব্ববর্ত্তী নামই ভগবৎসেবার স্মৃতি বা অনুভব উৎপাদন করিবে। যদিও অজামিলের আদি-নামোচ্চারণরূপ নামাভাস ফলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া জীবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য বিষ্ণুদূতগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং অজামিলের দ্বারা ভগবৎপ্রেরণাক্রমে নানাবিধ পাপাচার নামভজনের অন্তরায়রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তথাপি অজামিল ব্যতীত অন্যান্য পরবর্ত্তী সাধকের সেই বিচার-ছলে আপনাদের সহিত অজামিলের সমতা-প্রয়াস এবং আপনাদিগের পাপাচারগুলিকে অপরাধোত্থ না জানিয়া ভক্তিপরিপোষক-রূপে উপলব্ধি-হেতু অমঙ্গলপ্রসূ না হয়, তজ্জন্য প্রথম নামোচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমোদয়কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে শেষ-নামোচ্চারণ, সেই শেষ নামোচ্চারণকেই 'নামাভাস' সংজ্ঞা দিলে প্রাকৃত সহজিয়াকুলের সহজবিচার-বিষয়ে অসুবিধা হয় না। নামাপরাধে ত্রৈবর্গিক ফল-লাভ ঘটে, নামাভাসে মোক্ষলাভ ঘটে এবং নামভজনে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" বা "অনুগ্রহায় ভক্তানাং"

প্রভৃতি শ্লোকে 'ভক্ত' শব্দের প্রয়োগে বা "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকে 'অনন্যভাক্' শব্দের প্রয়োগে সেবা-বৈমুখ্যকেই ভক্তিরসজ্ঞানরূপ ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে জানা উচিত—'অনন্যভক্ত' শব্দের অর্থ চতুর্ব্বর্গানুসন্ধান-প্রিয়তায় আবদ্ধ নহে, পরন্তু তাদৃশ চতুর্ব্বর্গানুসন্ধান হইতে ব্যতিরেকভাবে জীবকুলকে নিষেধ করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবদিচ্ছাক্রমে বিহিত। যদি কেহ স্বীয় অনর্থযুক্ত অবস্থায় আপনাকে শুদ্ধভক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের মতে, অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণের পরে তাঁহার যে-সকল দুষ্ক্রিয়ার উল্লেখ আছে, ইন্দ্রিয়তর্পণপর সেইগুলি আদায়ের সহিত গ্রহণীয় বা অনুকরণীয় নহে; পরন্তু ব্যতিরেক-বিচারে তাহাই তাহাদের পরিহার করা কর্ত্তব্য। মুক্তপুরুষের ঐগুলি 'দোষের বিষয়' না হইলেও অমুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উহা কখনই 'আদর্শ' হইতে পারে না। এই সকল কথা বিচার করিতে গেলে স্বল্পাক্ষরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, নামাপরাধ, নামাভাস ও পরে শুদ্ধ নাম—একশ্রেণীর মহাজনের কথা, আবার অপর শ্রেণীর মহাজনের কথা এই যে, প্রথমেই মুক্ত-পর্য্যায়ে নামাভাস ও মুক্তি, তৎপর নাম বা শুদ্ধসেবা উভয়ে সমতাৎপর্য্য বিশিষ্ট হইলেও শেষোক্ত মতের তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বাগ্রে নামাভাস, পরে ভোগময়-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত ভগবদিচ্ছাক্রমে দুরাচারাদি অপরাধ-প্রতিম অনুষ্ঠানের হেয়ত্বদর্শন পরিহারপূর্ব্বক উহাকেই 'ভক্তিপোষক' বলিয়া জ্ঞান হইলেও উহা ফলোদ্গমকালাপেক্ষা-মাত্র, তৎফলে ঐ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ-কালে তাদৃশ অবস্থার অনধিষ্ঠানে নাম-ভজনারম্ভ দৃষ্ট হয়। এতদুভয় মতই পরস্পর এক উদ্দেশ্য-বিজ্ঞাপক। সুধী পাঠক এ-বিষয়ে ভাষা ও বিচারের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উভয়ের এক তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই নামসাধনপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। পরিশেষে আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, অজামিলের নামোচ্চারণ-কালে অর্থবাদ বা অর্থ-কল্পনারূপ 'সাঙ্কেত্য অপরাধ' ছিল না; সুতরাং ঐ অপরাধদ্বয়ে অপরাধী অনভিজ্ঞ স্মার্ত্তকুলের বহুজন্মব্যাপী কোটি কোটি নামোচ্চারণের সহিত অজামিলের নামোচ্চারণ কখনই একপর্য্যায়ে বিচারাধীন হইতে পারে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ

তুমি প্রভু *

তুমি প্রভু, তাই, তোমার চরণে
লুটায় এ' মোর মাথা।
তুমি গুরুদেব, তাই, এ' জীবনে
করি সদা তব সেবা ॥
একদা আমারে শ্রীনাম দানিয়া
হৃদয় আমার তুলিলে রসিয়া,
যা' দিয়াছো মোরে করুণা করিয়া
আজো তা' হৃদয়ে গাঁথা ॥
নদীয়ায় কবে প্রভুপাদ-সেবনে
মরণের ভয় করনি জীবনে,
আজো সেই কথা স্মরি' ভকতেরা
গাহে তব জয়-গাথা ॥
শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচারের তরে
এসেছিলে তুমি এ ধরণী'পরে,
প্রভুপাদ-ইচ্ছা করিলে পূরণ
বিদূরিয়া যত বাধা ॥
বুঝিনি তোমারে এ' দীন জীবনে,
তবু তব লীলা, দোলা দেয় মনে,
গুরু-রূপে তুমি কত মানুষের
ঘুচাইলে ভব-ব্যথা ॥
এহেন সুকীর্ত্তি রেখে গেলে হেথা
ইতিহাসে তাহা পা'বে অমরতা,
যুগ যুগ ধরি' তোমার আসন
র'বে ভক্ত-হৃদে পাতা ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

---

* আলোচ্য কবিতাটি পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ**-স্মরণে লিখিত।

অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গী

স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ অপেক্ষা জগতে অনর্থকর আর কিছুই নাই। জগতে যত কিছু অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার মূল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ-প্রভাব অনুস্যূত বা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। স্ত্রী-সঙ্গ-স্পৃহা অতীব অনর্থকারিণী, তদপেক্ষা স্ত্রী-সঙ্গীর-সঙ্গ-স্পৃহা আরও অনর্থসাধিনী। যযাতি, প্রিয়ব্রত, পুরূরবা প্রভৃতি স্ত্রীসঙ্গাসক্ত ব্যক্তিগণেরও কোনও দিন নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকারীগণের মঙ্গল উপস্থিত হওয়া সুকঠিন।

স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গকারী ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশা যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহা কপিলদেব মাতা ও স্ত্রীজাতি দেবহূতির নিকট লোক-মঙ্গলার্থ অকপটে ব্যক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—

যত্তসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিন্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥
সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিহ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি সংসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥
ন তথাস্য ভবন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ (ভাঃ ৩।৩১।৩২-৩৫)

কামজস্পৃহার ও উদরের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যত অসাধুগণের সহিত অবস্থান করিয়া জীব যদি তাহাদের পথেই বিচরণ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকে প্রবেশ করে। সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্যবৈভব ইত্যাদি যাবতীয় সদ্‌গুণরাশি সমস্তই অসৎসঙ্গ-প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; ঐ সকল অশান্ত, মূঢ়, দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, ঘৃণ্য অসদ্ব্যক্তিগণের সঙ্গ জীবের কখনও কর্ত্তব্য নহে। যোষিৎ (ভোগ্যা স্ত্রী) ও যোষিৎসঙ্গী (ভোগ্যা-স্ত্রী-সঙ্গী) ব্যক্তির সংসর্গ-ফলে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেইরূপ (সর্ব্বনাশ) হয় না।

স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গের কুফল শ্রীঋষভদেব আত্মজগণের প্রতি স্পষ্টভাবে বর্ণন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—

মহৎ সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
(ভাঃ ৫।৫।২)

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ শুদ্ধভক্ত বা মহাজনের সেবাকেই স্বরূপ-ব্যবস্থিতিরূপা মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গকেই তমোরূপ নরকের দ্বার বলিয়া অভিহিত করেন।

স্ত্রীসঙ্গিগণ বা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গিগণ সুদুর্ল্লভ অকৃত্রিম মহতের পাদধূলিকণ-সমূহের অসমোর্দ্ধ্বা বিমলত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কেন না, তাহাদের কর্ণ স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গিগণের কামবার্ত্তার—ভাবাসাহিতো-নাম-মন্ত্রে এতদূর ভরপুর—তাহাদের নয়ন কামিনী-কটাক্ষ ও কামিনী-সঙ্গিগণের বিবিধ মুদ্রার ধ্যানে এতদূর তন্ময়—তাহাদের হৃদয় স্ত্রীসঙ্গিগণের ভাব-ভাবনায়, বিচার-আচারে এতদূর উদ্‌ভ্রান্ত যে, সর্ব্ববিধ যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গ-বর্জ্জিত, অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্বোপকরণে কৃষ্ণ-সেবাময় অকৃত্রিম অনবদ্য মহদ্ ব্যক্তি এবং তাঁহার কৃষ্ণসেবার আনুকূল্যকারী পরমবিমল চরিত্র সঙ্গিগণ জগতে অবস্থান করিতে পারেন, ইহা ঐ সকল স্ত্রীসঙ্গ-সর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণ কিছুতেই ধারণায় আনিতে পারে না। তৎফলে তাহারা জগতে অকৃত্রিম মহাজনের পাদপদ্মপরাগের অনুসন্ধান না পাইয়া যে-সকল ব্যক্তি নানা ছলে-কৌশলে স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গের অনুমোদন করে, তাহাদিগকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। যাঁহারা স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করিবার অনুমোদনের আদর্শ দেখাইয়া স্ত্রীসঙ্গিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে বা প্রেয়োলিপ্সার চাকুরী করিতে পারিলেন না, সেই সকল সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকারী সুদুর্ল্লভ মহদ্-ব্যক্তিকে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গিগণই কল্পনা ও লোকপ্রবঞ্চনা-প্রবৃত্তিমূলে কখনও "যোষিৎসঙ্গী" বলিয়া স্থাপন করিবার কুচক্র পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া থাকে।

"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" কামুকগণ জগৎময়—বিশ্বময় কামিনী ও কামিনীসঙ্গীই দর্শন করে। কারণ, বহির্ম্মুখ লোকের স্বভাবই এই যে, "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" ন্যায়াবলম্বনে তাহারা নিজের চরিত্রদ্বারা বিশ্বের চরিত্র নির্ণয় করিয়া থাকে। কিন্তু অকৃত্রিম মহদ্‌ব্যক্তির চরিত্র যে বিশ্ব-চরিত্রের অন্তর্গত নহে—তিনি যে জগতের লোক-সামান্য বা জাতিসামান্যের অধীন নহেন, ইহা অসদ্‌ব্যক্তিগণের অসতী ধারণায় কখনই আসে না। ইহার ফলে স্ত্রীসঙ্গিগণ সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীসঙ্গবিমুখ, অকৃত্রিম, মহৎসঙ্গিগণের সঙ্গলাভের

সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া স্ত্রীসঙ্গিগণের কবলে ও সঙ্গেই অধঃপতিত ভাবে পতিত হইবার পথ পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত দেখিতে পায়।

আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপ-লীলার চরিত্র-সম্বন্ধে মহামহিমমুকুটমৌলি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,—

*　　*　　*

সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে ॥
স্ত্রী-হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫অঃ)

কিন্তু তদানীন্তন নবদ্বীপের "পাষণ্ডী হিন্দু" "কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত", "বর্ণাশ্রমারূঢ়াভিমানী" ব্যক্তিগণ শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনে দুর্দ্দৈবফলে প্রবেশাধিকার না পাইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বোত্তম আদর্শ বিমল চরিত্রে দোষারোপ করিয়া বলিয়াছিলেন,— রাত্রি করি' মন্ত্র পড়ি' পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা-সবার সনে ॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন।
খাইয়া তা-সবা-সঙ্গে বিবিধ রমণ ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেক দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ ॥
চাল, কলা, দুগ্ধ, দধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি' খায় একত্র হইয়া ॥
পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য় ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ৮ম অঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যাহাদিগকে "পাষণ্ডী-হিন্দু" নাম প্রদান করিয়াছেন, উপরি-উক্ত উক্তিগুলি তাহাদেরই বা তাহাদের সমশীল বন্ধু ব্যক্তিগণেরই মুখনিঃসৃত।

অদৈব-বর্ণাশ্রম বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-মত জগতের বহির্ম্মুখ লোক-সমাজে যতই সুন্দর সজ্জায় ও রূপে লোকমনো-মোহন করুক না কেন, উহা স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গের ধারাকে অক্ষুণ্ণরূপে প্রবাহিত রাখিবার একটি প্রকৃতি-সহজ প্রণালিকা। কাজেই "বর্ণাশ্রমারূঢ়াভিমান" করিয়া অদৈব বর্ণাশ্রমী কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-মতাবলম্বিগণ 'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" ন্যায়ের যে

উদ্‌ভ্রান্ত নৈয়ায়িক হইয়া পড়িবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সাই শৌক্র-ধারার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর স্ত্রীসঙ্গিগণই তাহার বাহন। বিষ্ণু বৈষ্ণব-বিরোধী তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ছলনা—সেই দেবীপূজার পীঠাবরণ দেবতা। অকৃত্রিম বৈষ্ণবের নিন্দা ও কৃত্রিমতার প্রশস্তি—সেই দেবতাপূজার কবচমন্ত্র, বর্ণাশ্রমের বেশধৃক্ বিশ্বশ্রবাপুত্রের ন্যায় বিষ্ণু যোষিৎকে হরণ করিবার প্রবৃত্তি-মূলে বিষ্ণুকে 'নপুংসক' করিবার চেষ্টা—সেই দেবীপূজার সঙ্কল্প, স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গ-প্রগতির যজ্ঞে বিঘ্ন-দীক্ষা—সেই পূজার অমোঘ সিদ্ধি।

স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গ-প্রগতির প্রকৃতি-পিচ্ছিল্ল প্রবাহকে রোধ করিয়া 'কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগত্যাগে'র দিকে চিত্তবৃত্তিকে পরিধাবিত করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠ অকৈতব শ্রৌত-পথানুসারে দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ সংপ্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করিয়াছেন। যে-সকল অদৈব বর্ণাশ্রমারূঢ়াভিমানী ব্যক্তি দৈব-বর্ণাশ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠাকে স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গের বাধক আশঙ্কা করিয়া "চোর বলে ঐ চোর" নীতি অবলম্বনে নিজদিগের পশু অপেক্ষাও অধম কলুষিত চরিত্র গোপন এবং "মণিময়-মন্দির-মধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম" ন্যায়ানুসারে সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র মহতের অল্পছিদ্র লোক-প্রতারণার চক্রান্ত-বলে অলীকতার সৃষ্টি করিয়া 'বহুলোকে গাহিবার' দুরভিসন্ধি-দ্বারা আপনাদিগের স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গের ধিক্কৃত, পশুঘৃণিত মুমূর্ষু জীবনকে আরও দুই এক মুহূর্ত্ত বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য গ্রাম্য কথা—গ্রাম্যবার্ত্তা— গ্রাম্য উপন্যাস—গ্রাম্য নবন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহে, আর ঐরূপ অভিসন্ধিমূলে কল্পিত গ্রাম্য উপন্যাসের দ্বারা সমাজ-হিতৈষণার ছলনায় বেকার সমস্যার দিনে ঐরূপ বেকার বারবনিতার কবলে কবলিত, গ্রাম্য কল্পনার উর্ব্বর জন্মভূমিস্বরূপ যে-সকল ব্যক্তি বিশ্বসুলভ প্রতারণায় শত-সহস্রবার প্রতারিত, প্রকৃতি-সুলভ প্রেয়ঃ পিপাসায় আর্ত্ত ব্যক্তিগণের লুব্ধকর্ণের নিকট গ্রাম্য উপন্যাসের মদিরার পাত্র সরবরাহ করিয়া ভাগবত-নিন্দিত নিজ উদর-উপস্থচারণের—স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গের পথ আরও সুলভ এবং সমাজের তত্তদ্‌বিষয়ে সহজ উত্তেজনার কৌতূহল অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গের রসদ-সরবরাহ-কার্য্যকেই 'সমাজ-মঙ্গলে'র রূপে সাজাইতে চাহে, সেই সকল অবৈধ স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গীর রঙ্গাভিনয়—বারাঙ্গনা-প্রবৃত্তি নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু, অকৃত্রিমতার আর্ত্তসেবকগণ চিরদিনই ধরিয়া লইতে পারেন।

'কালস্য কুটিলা গতিঃ'। মহাপ্রভু বৈষ্ণবের নিকট 'ভাগবত' পড়িবার উপদেশ দিয়াছেন—অকৈতব বৈষ্ণবের নিকট দেবদুরধিগম্য বৈষ্ণব-চরিত্র জানিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু কলিকাল যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই বারবিলাসিনীর মুখে—ভাগবতী গীতি, বৃষলীপতির মুখে—ব্যভিচার-যুক্ত বর্ণাশ্রমের ছদ্মবেশ-ধারীর মুখে 'ভাগবত' (?) শুনিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে! এখন অকৈতব মহাভাগবতের নিকট বৈষ্ণব-চরিত্র বিচার বা শ্রবণ—প্রামাণিক ও নিরপেক্ষতাব্যঞ্জক নহে! বৈষ্ণবতার বক্তা এখন—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গি-সম্প্রদায়, আর তাহাদের বিলাসিনী কুল! ইহা কি ভাগবত-শ্রবণ ও ভাগবত-চরিত্র-নির্ণয়ের নিদর্শন, না আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অভিনন্দন—আত্মবঞ্চনার আবাহন? কথায় বলে,—'শুঁড়ির সাক্ষী—মাতাল'। তাই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গীর সাক্ষী—কল্পিতা বারবিলাসিনী! কুল-কলঙ্কিনীই কি যুগোচিত কুলহিতৈষিণী? ইহাই কি নারীপ্রগতির যুগসিদ্ধি? (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দ ব্রজবাসী

শ্রবণ ও দর্শন

'দর্শন'-ব্যাপারটি দর্শকাভিমানীর নিজের দিকের ক্রিয়া, আর 'শ্রবণ' সেবায় সম্প্রতিষ্ঠিত অপরের দ্বারা অনর্থযুক্তের সেবোন্মুখতা উৎপাদনী ক্রিয়া। 'দর্শন'—দর্শকের নিজের চেষ্টা, আর 'শ্রবণ'—শ্রাবয়িতা গুরুদেবের দ্বারা শিষ্যের সেবা-গতিময়ী চেষ্টা। আমরা শ্রীগুরুপ্রণামে পাঠ করি,—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তি আপনাকে দ্রষ্টা অভিমান করিয়া যে দর্শন-চেষ্টা প্রদর্শন করে, তাহাতে দর্শন তিমিরময়—অনর্থময়; উহা দর্শনবোধ, অন্ধকার বা মায়া-দর্শন, আর শ্রীগুরুদেব অজ্ঞানতিমিরান্ধকে সত্য শ্রবণ করাইয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানাঞ্জনশলাকা-দ্বারা অজ্ঞানতিমির বিনাশ করিয়া যে দর্শনের যোগ্যতা দেন, অর্থাৎ শ্রবণ-ফলে যে দর্শনাধিকার লাভ হয়, তাহাতে অনর্থযুক্তের আবরণ থাকে না।

অনর্থযুক্তের দর্শনের বাধা রহিয়াছে, সুতরাং ঐ বাধা বাধকময় দর্শনের দ্বারা অপসারিত হয় না; কিন্তু শ্রবণের বাধা সাক্ষাৎ শ্রবণের দ্বারাই সাক্ষাদ্

ভাবে অপসারিত হয়। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ নববিধা ভক্তির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রবণের কথা বলিলেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রবণ-ফলে পরম পুরুষ বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ-বুদ্ধি উদিত হয় অর্থাৎ ক্ষুদ্রজীব আমি, আমার অনর্থময়, আবৃত ও বিক্ষিপ্ত অহমিকার কোন চেষ্টা দ্বারা অধোক্ষজ বিষ্ণুর স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে না। শ্রবণ-ফলে যখন আত্মসমর্পণ হয়, তখনই শ্রুতবিষয়ের অনুকীর্ত্তন, অনুকীর্ত্তিত বিষয়ের ধ্যান বা স্মরণ, শ্রবণমুখে অর্চ্চন, শ্রবণমুখে বন্দন, শ্রবণকারী চেতনে সখ্যাদি বিচার প্রকাশিত হয়।

শ্রুতবিষয়ের অনুকীর্ত্তন না করিয়া অনর্থযুক্ত দর্শকাভিমানী তাঁহার দর্শন-বাধের অভিজ্ঞানের বিষয় বা কল্পনার বিষয় যদি কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাহা হরিকীর্ত্তন নহে, মায়িক কীর্ত্তন-মাত্র। কোন এক ব্যক্তি তাঁহার কল্পিত গুরুকে বলিলেন,—"আমাকে 'ভগবান্' দর্শন করাইয়া দিতে পারেন?" গুরু (?) বলিলেন,—"হাঁ আমাকে যেরূপ দেখিতেছ, সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবেই তোমাকে ভগবান্ দর্শন করাইয়া দিতে পারি।"

এখানে দর্শন করাইবার মালিক অভিমানকারী 'গুরু' ও দর্শনকামী শিষ্য উভয়েই অনর্থযুক্ত ও বিবর্ত্তে পতিত। এখানে শিষ্যের গুরু-দর্শন এবং গুরুর শিষ্য-দর্শন উভয় ব্যাপারই অনর্থময়। কারণ, তাহারও "বিষ্ণোঃ শ্রবণম্" অর্থাৎ অধোক্ষজ বিষয় শ্রবণ হয় নাই। গুরুব্রুব শিষ্যব্রুবকে অক্ষজ দর্শন করাইবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আর অক্ষজ দর্শন-প্রতারিত শিষ্যব্রুব 'অক্ষজ-দর্শন'কেই অধোক্ষজ দর্শন মানিয়া লইয়া অক্ষজ-দর্শন-বঞ্চিত লোকসংখ্যাধিক্যের নিকট—বহির্ম্মুখগণকোটির নিকট ঐরূপ প্রতারক ব্যক্তিকে বংশদণ্ডের অগ্রভাগে আরোহণ করাইয়া বিজয়পতাকারূপ ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছে। এখানে ঐরূপ প্রতারিত অনর্থময় শিষ্যের দর্শন যেরূপ ভ্রান্ত, অনর্থযুক্তগণকোটির দর্শনও তেমনি বিবর্ত্তাশ্রিত। শ্রবণাভাবে অনর্থময় শিষ্য অশ্রৌত অনর্থগণকোটিরই অন্যতম।

প্রত্যক্ষ নেত্রে অক্ষজ দর্শন হয়; কিন্তু বিষ্ণু—অধোক্ষজ, অতীন্দ্রিয়; তাঁহাকে প্রত্যক্ষ নেত্র কিরূপে দর্শন করিবে? যেখানে কোন আবরণ নাই, সেই অনাবৃত বস্তুরই দর্শন সম্ভব। কিন্তু 'যোগমায়া সমাবৃত' ভগবান্ বিষ্ণুর দর্শন মহামায়ার আবরণে আবৃত গণকোটি বা জীবের কিরূপে সম্ভব? সুতরাং অক্ষজ দর্শন-প্রতারিত জীব যখন পরমমুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ-ফলে অক্ষজ দর্শনের হাত হইতে পরিমুক্ত হইয়া সেবোন্মুখ হন, তখনই স্বপ্রকাশ অধোক্ষজ বস্তুর স্বপ্রকাশিত রূপ তাঁহার সেবোন্মুখ নয়নের দর্শনের বিষয় হয়। শ্রবণ-ফলে যখন মহামায়ার যবনিকা—আবরণ বিদূরিত হয়, তখনই 'যোগমায়া সমাবৃত' পুরুষোত্তম আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীমন্ত্র-শ্রবণ, শ্রীনাম-শ্রবণ আর রূপ-দর্শন। শ্রীমন্ত্র-শ্রবণ-ফলে মননধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের নিজেন্দ্রিয়তাৎপর্য্যরূপ যাবতীয় মনোধর্ম্ম নিরস্ত হয়, শ্রীনাম-শ্রবণ-ফলে অধোক্ষজ বস্তুতে অনাবৃত চেতনের প্রীতি উদিত হয়, তখন আকর্ষক ও আকৃষ্টের অনাবৃত নির্বাধ অবস্থানের মধ্যে সাক্ষাৎ দর্শন বা রূপ প্রকাশিত হয়।

"একবার হৃৎকমলে, বামে হেলে
দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী।"

—প্রভৃতি মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের গান নিজ-জড়েন্দ্রিয়তাৎপর্য্যপর। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকামি-সম্প্রদায় সর্ব্বাগ্রেই ফলটা চায়; কেন না তাহা হইলেই তাহারা যাবতীয় কৃত্যের হস্ত হইতে অবসর লাভ করিতে পারে। সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়-যাজন, তৎপরে প্রেমফল লাভ; কিন্তু উহারা সাধন বা অভিধেয় যাজন না করিয়াই জোর করিয়া একেবারেই 'ফল' আদায় করিবার জন্য ব্যস্ত হয়! ফল লাভ হইয়া গেলে আর কোনও সাধন-ভজনাদি করিতে হইবে না—উহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ হইবে, ইহাই ঐ সকল ভোগোন্মুখ ব্যক্তিদের হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ! যাহারা শ্রৌত সদ্গুরুর পাদপদ্ম হইতে শ্রবণ না করিয়াই ফল-লাভের জন্য ব্যস্ত, সেই সকল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকামী ব্যক্তিই সর্ব্বাগ্রে 'রূপদর্শন,' 'রূপদর্শন' করিয়া ব্যস্ত হয়!

'দর্শন করিবেন কে? কাহাকেই বা দর্শন করিবেন? প্রকৃত দর্শনই বা কি?—এই সকল বিষয় সদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ না করিয়াই 'দর্শনের জন্য ব্যস্ত হওয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টারূপ 'দর্শনবাধ-ব্যাপারের আবাহন। পরন্তু 'শ্রবণ' এমনই ব্যাপার যে, তজ্জন্য পৃথগ্ভাবে 'দর্শনে'র জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। 'শ্রবণ'ই 'দর্শন'রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া দর্শকের চক্ষুদান,

দর্শনের অনাবিলতা-সাধন, দর্শক ও দৃশ্যবস্তুর মধ্যে যাবতীয় ব্যবধান ও প্রতিবন্ধকের অপসারণ করিয়া দেয় এবং স্বপ্রকাশ, দৃশ্য ইষ্টবস্তুকে সহজ, স্বাভাবিক ও অব্যবহিতরূপে প্রকাশিত ও অবরুদ্ধ করে। শ্রুতিকে এজন্য দর্শন-শাস্ত্র বলে—শ্রুতির অন্তরে দর্শন—শ্রুতির মধ্যে দর্শন পাওয়া যায়। শ্রুতিকে বাদ দিয়া যে অশ্রৌত দর্শন, তাহাই কুদর্শন বা দর্শন-বাধ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,— শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ সচেষ্টিতম্।

নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ (ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলকথা শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ এবং তদনুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতিশীঘ্রই সেই শ্রবণকীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হন। তদ্‌বিষয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা বা কৃত্রিমভাবে অষ্টকাল-লীলাস্মরণ অথবা রূপাদি দর্শনের প্রয়োজন হয় না।

সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ (ভাঃ ১।১।২)

শুশ্রূষুগণই তৎক্ষণাৎ অধোক্ষজ কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া থাকেন। একমাত্র শ্রবণকারী ব্যক্তিই তৎক্ষণাৎ ভগবানকে নিত্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া দর্শন করিতে পারেন। যাঁহারা নিজেন্দ্রিয়তাৎপর্য্যার্থ শ্রবণবিমুখ হইয়া অনর্থময় "হৃদকমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী" প্রভৃতি ফক্কাকার বাক্য-মাত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অধিকতর দর্শন-বাধের মধ্যে স্বয়ংই অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন, অধোক্ষজ পরমস্বতন্ত্র কৃষ্ণকে অবরুদ্ধ করিতে পারেন না। যাঁহারা জ্ঞানের অর্থাৎ অধিরোহ প্রণালীর যাবতীয় চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সাধুগণের উচ্চারিত কথা শ্রবণ এবং কায়মনোবাক্যে উহার সৎকার করিয়া জীবন ধারণ করেন, অখিল লোকে অজিত ভগবান্ তাঁহাদের নিকটই জিত হইয়া থাকেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

শ্রবণকারী পুরুষই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সাক্ষাৎকার পান—

পিবন্তি যে ভগবতঃ আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।

পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥ (ভাঃ ২।২।৩৭)

যাঁহারা নিজ ইষ্ট ভগবান্ শ্রীহরির ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়-দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্মসমীপে উপনীত হন।

প্রত্যক্ষ দর্শন, ভ্রম-প্রমাদাদি শ্রবণ আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তেই ছলনা করিতে পারে। আত্মারাম সরকারের মন্ত্র-প্রয়োগে কাহারও মস্তক কাটিয়া গেল দেখিলাম, কিন্তু বস্তুতঃ উক্ত ব্যক্তির মস্তক অটুটই রহিল, ঐন্দ্রজালিক একটি অশ্বকে অগ্নি-দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিল, আবার পরমুহূর্ত্তেই সেইরূপ একটি অশ্ব সেই স্থানেই আনিয়া দিল, একজন হয় ত' আমার প্রতি খুব প্রসন্ন, তাঁহাকে আমি ক্রুদ্ধ দর্শন ক'রলাম; একজন প্রকৃত নিষ্কপট সাধুকে 'স্ত্রীসঙ্গী' বলিয়া দর্শন করিলাম, আর কপট স্ত্রীসঙ্গীকে 'সাধু' মনে করিলাম। নবদ্বীপের পড়ুয়া-সমাজ, পাষণ্ডী হিন্দুগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "গোপী গোপী" উচ্চারণ করিতে দেখিয়া স্ত্রী-চিন্তা-বিহ্বল এবং মহাপ্রভুর গোপীভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও দোষারোপের অপ্রাকৃতত্ব অবধারণাভাব গোপীভাবময় মহাপ্রভুর পড়ুয়াকে কৃষ্ণপক্ষপাতী জ্ঞানে ক্রোধভরে তাহার পশ্চাদ্ধাবন, পড়ুয়ার পলায়ন তথা তদ্দর্শনে কর্ম্মজড় হরি-বিমুখ ব্রাহ্মণব্রুব-গণের মহাপ্রভুকে অত্যন্ত ক্রোধী এবং ব্রাহ্মণ-হিংসকরূপে দর্শন—মহাপ্রভুর প্রকৃত স্বরূপ দর্শনের বাধক। সাহিষ্ণু হইয়া মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ-ব্যতীতই মহাপ্রভুকে অক্ষজ-নেত্রে দর্শন (?) করিয়াছিল বলিয়া কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ বঞ্চিত হইয়াছিল। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত সাধুর কথা শ্রবণ না করিয়াই যাঁহারা 'সাধুকে দর্শন করিয়া ফেলিয়াছি' মনে করেন, তাঁহারা এইরূপেই বঞ্চিত হন। জগতে শতকরা প্রায় শতজন লোকেই অধোক্ষজ তত্ত্বের শ্রবণ-ব্যতীতই 'দর্শক' হইয়া পড়ায় তাঁহারা এইরূপ ভাবেই বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কাহারও কল্পিত বুজরুক্ গুরু কোনও অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে হয় ত' 'ভূত' বা ইন্দ্রজাল দেখাইয়া দিলেন, আর অমনি শিষ্যব্রুব উহাকেই 'ভগবদ্দর্শন' বলিয়া মানিয়া লইল এবং তাহা প্রচার করিয়া বঞ্চিত গণ-গড্ডলিকার নিকট 'মহা সাধু' ও ভক্ত' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে করিতে কেবল বঞ্চনা-বিষয়গর্ত্তেই পতিত হইতে থাকিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলমঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবং চুঁচুড়া ও শিলিগুড়িস্থিত সমিতির অন্যতম শাখামঠ যথাক্রমে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গীয় বহুল প্রচারিত বিভিন্ন পঞ্জিকাগুলির মতানুসারে শ্রীরথযাত্রা ২৬শে আষাঢ় (ইং ১১।৭।৭৫) ব্যবস্থিত হইলেও শ্রীসমিতির মূলমঠসমূহে শ্রীপুরী-ধামের ব্যবস্থানুসারে ২৫শে আষাঢ় (ইং ১০।৭।৭৫) শ্রীরথযাত্রা ও ১লা শ্রাবণ (ইং ১৮।৭।৭৫) তারিখে পুনর্যাত্রা উদ্‌যাপন করিয়াছেন। কারণ এই প্রসঙ্গে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ব্যবস্থা, যথা—

কিন্ত্বীদৃগ্‌ ভক্তিসন্দর্শী জগন্নাথানুসারতঃ
দোলা-চন্দন-কীলাল রথযাত্রাশ্চ কারয়েৎ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৪।৩২৭)

শ্রীবৈষ্ণব-সার্ত্ত-মতানুসারেই শ্রীরথযাত্রা হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়—বিবেচনায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্যবৃন্দ বঙ্গের প্রচলিত মত অনুসরণ না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত মতকেই স্বীকারপূর্ব্বক ইহা উদ্‌যাপন করেন। স্থানাভাবে এস্থলে শুধু সমিতির কেন্দ্রীয় মঠানুষ্ঠানের উদ্‌যাপীত মহোৎসবের সংক্ষেপত নিম্নে বর্ণিত হইল।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে উক্ত মঠে বিপুল আনন্দোৎসবের আয়োজন হয়। নবদ্বীপস্থ ফাঁসীতলা ঘাটনিবাসী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহারই নবগৃহে এই বৎসরও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-মন্দির নিয়োজিত হয়। বিগত ২৪শে আষাঢ় (ইং ৯।৭।৭৫) বুধবার পূর্ব্বাহ্নে বহু ভক্তবৃন্দ শ্রীমঠ হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজকে অগ্রণী করিয়া কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে উপনীত হন। তথায় শ্রীহরি-কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পরে শ্রীল আচার্য্যমহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুমধুর কণ্ঠসম্বলিত শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জনের তাৎপর্য্য যে প্রকৃতিতে আত্মকল্যাণকামীগণের হৃদয়-মন্দির-মার্জ্জনেরই আভাষ তাহা সুগভীর বাগ্মিতা-ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেন। পরে কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির-মার্জ্জনান্তে শ্রীসুরধুনীধারায় স্নাত হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তৎপর দিবস (২৫শে আষাঢ়) প্রাতঃ হইতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথখানি বিভিন্ন সাজে সুসজ্জিত করা হয় এবং শ্রীজগন্নাথদেবকে বিভিন্ন উপকরণ সমন্বিত ভোগাদি সমর্পিত হইলে ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশনকারী শ্রীশ্রীনৃসিংহ-দেবের পুনঃ অর্চ্চনান্তে অসংখ্য জনগণের 'জয় জগন্নাথ'-ধ্বনি ও আনন্দপূর্ণ কোলাহল অবস্থায় শ্রীহরি-কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রথোপরি উপবেশন করান হয়। অপরাহ্নে ভক্তগণের আকুল প্রার্থনায়, অসংখ্য জনতার উল্লসিত আহ্বানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথখানি গুণ্ডিচা-বাড়ী অভিমুখে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। সুপ্ত নগরী আজ যেন শ্রীজগন্নাথের আগমনে উল্লসিত। বিপুল জনস্রোতের রথরজ্জু আকর্ষণে নগরের মধ্যদিয়ে যখন রথখানি অতিক্রম করিতেছিল তখন এক অভিনব আনন্দপ্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছিল। সন্ধ্যালগ্নে শ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচামন্দিরে শুভবিজয় করেন।

এই সুন্দরাচলক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অষ্টযামিনীকাল অবস্থানপূর্ব্বক নবম দিবসে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে এই যাত্রাকে 'নবদিনাত্মিকা'রূপে সুবিদিত করিয়াছেন। সুতরাং তিথি-বিচারের উপর পুনর্যাত্রা-দিবস নির্দ্ধারণ না করিয়া উক্ত মতানুসারে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উদ্‌যাপীত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকাকারগণ তিথির উপর নির্ভর করিয়া পুনর্যাত্রা নির্দ্ধারণ করায় কোন কোন সময়ে অষ্টম দিবসেই পুনর্যাত্রা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য শ্রীপুরীধামের সহিত মতপার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়গণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের নির্দ্দেশনা মতে উৎকলের প্রথানুযায়ী শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব করিয়া থাকেন।

শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ীতে অবস্থানকালে প্রত্যহ বিভিন্ন দিবসে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-প্রহ্লাদ-কৃষ্ণলীলাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

১লা শ্রাবণ শুক্রবার, পুনর্যাত্রাদিবস সন্ধ্যায় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আরাত্রিকান্তে বিপুল ভক্তবৃন্দকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আরও সংবাদ এই যে, চুঁচুড়াস্থিত **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে** ও শিলিগুড়িস্থিত **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও** শ্রীরথাকর্ষণ অনুষ্ঠান যথারীতি উদ্‌যাপীত হইয়াছিল। চুঁচুড়াস্থিত মঠের যাবতীয় পরিচালনায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও শিলিগুড়িস্থ মঠের পুরো-

ভাগে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ থাকায় উক্ত দুই স্থানের উৎসব-অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। উহার প্রত্যেক স্থানেই সহস্রাধিক আগন্তুক মহাপ্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় শ্রীধাম পুরী দর্শন

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কতিপয় সেবক সমিতির আচার্য্যপাদের আনুগত্যে শ্রীরথযাত্রা-উপলক্ষে পুরী-পরিক্রমার ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে বিগত ১৯শে আষাঢ় (ইং ৪।৭।৭৫) তারিখে হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেসযোগে রওনা হইয়া বৈকালে বালেশ্বরে পৌঁছি। সেখান হইতে ট্যাক্সীযোগে রেমুনায় পৌঁছিয়া শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করি ও মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বলায় রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা হয়। এখানে রাত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রসঙ্গ পাঠ করা হয়। রাত্রে আমরা সকলেই ঠাকুরের প্রসাদ পাই।

পরের দিন মঙ্গলারতি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করি। অন্ন মধ্যাহ্নের প্রসাদ পাইবারও ব্যবস্থা হয়। আমরা স্নানাদি শেষ করে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ভজনস্থলী প্রভৃতি দর্শন করি এবং প্রসাদাদি পাইয়া বিশ্রামান্তে রিক্সাযোগে বালেশ্বরে পৌঁছি। ট্রেণযোগে প্রায় সন্ধ্যায় জাজপুর রোডে পৌঁছি ও সেখান হইতে বাসযোগে জাজপুরে পৌঁছিয়া এক ধর্ম্মশালায় থাকার ব্যবস্থা হয়। পরের দিন প্রাতে বৈতরণীতে স্নানান্তে শ্বেতবরাহদেব, বিরজা-মন্দির প্রভৃতি দর্শন করি। অনেক যাত্রীই বৈতরণীতে তর্পণ-শ্রাদ্ধাদিও করিয়াছিলেন।

২১শে আষাঢ় (ইং ৫।৭।৭৫) বৈকালে ট্যাক্সীযোগে জাজপুর রোডে পৌঁছিলে ট্রেণে ভোরের সময় ভুবনেশ্বরে পৌঁছিয়া শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় থাকার ব্যবস্থা করি। প্রাতে বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া পরে দর্শনে বহির্গত হই। আমরা শ্রীভুবনেশ্বর-মন্দির ও অনন্তবাসুদেব মন্দির দর্শন করিয়াই বাসযোগে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি দর্শনে গমন করি। পাহাড়ের মনভোলান দৃশ্যাদি দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করি এবং ভুবনেশ্বরের অনেক মন্দিরাদি দর্শন করিয়া শ্রীঅনন্তবাসুদেবের ভোগ হইলে তথাকার

প্রসাদ সংগ্রহ করিয়া পরম তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করি। এইদিন ভুবনেশ্বরে থাকি এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিভিন্ন মন্দিরাদি দর্শন করিয়া পরে ধর্ম্মশালায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসাক্ষীগোপাল-প্রসঙ্গ পাঠ হয়।

২৩শে আষাঢ় (ইং ৮।৭।৭৫) প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করত শ্রীমন্দিরে গিয়া দর্শনাদি করিয়া সকাল সকাল প্রসাদ পাইয়া রিজার্ভ বাসযোগে শ্রীসাক্ষী-গোপাল দর্শনের জন্য অগ্রসর হই। সাক্ষীগোপালের শ্রীবিগ্রহ দর্শনাদি করিয়া সেই বাসেই পুরী রওনা হই। পুরীতে যাহাতে শ্রীজগন্নাথ দর্শনের সুবিধা হয় তজ্জন্য শ্রীমন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী জায় আমাদের পাণ্ডাজীর ধর্ম্মশালায় থাকার ব্যবস্থা হয়। আমরা জিনিসপত্র ধর্ম্মশালায় রেখেই কালবিলম্ব না করিয়াই শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় আন্তিসহকারে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করি। মূলবেদীতে শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীউকে দর্শন করিয়া তবে আস্তানায় এসে বিশ্রাম করি।

২৪শে আষাঢ় (ইং ৯।৭।৭৫) শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন ছিল। সুতরাং প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপন করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনান্তে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরাভিমুখে রওনা হই। সেখানে পৌঁছিয়া বিপুল জনতা দর্শন করায় অনাবিল আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া আমরাও জলপূর্ণ কুম্ভ ও ঝাড়ু লইয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করি। মুহুর্মুহুঃ 'জয় জগন্নাথ, জয় বলদেব, জয় সুভদ্রাজীউ কী জয়' এবং কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির মার্জ্জন করত মধ্যাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রসাদ পাই।

ঐ দিন বৈকালে সমুদ্র-সৈকতে আমাদের সমিতির অন্যতম শাখামঠ পুরীর স্বর্গদ্বারস্থ শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠে উপনীত হই। সেখান হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিপীঠ, শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, শ্রীগৌর-গোবিন্দ আশ্রম, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও শ্রীটোটা গোপীনাথ প্রভৃতি দর্শন করিয়া স্বর্গদ্বারে সমুদ্রসৈকতে কিছুক্ষণ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা দর্শন করি। সমুদ্রের গম্ভীর নিনাদরাজি ও উদ্দাম তরঙ্গগুলি দর্শনে বার বার মনে হইতেছিল যেন রত্নগর্ভ শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে না পারায় বিরহ-ব্যথায় ভারাক্রান্ত হইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন; তাই নীলাচলনাথের পদধৌত প্রয়াসে বারবার বেলাভূমিতে আছাড় খাইতেছেন। অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহার গহ্বরে সঞ্চিত থাকিলেও প্রভু-বিরহহেতু তাহা শান্ত্বনা দান করিতে পারে নাই। তাই সেব্যের পদধৌত করিতে না পারিলেও তাঁহারই কৃপার কাঙ্গাল হইয়া তদীয় সেবকের কৃপাশায় ভক্তের পদসম্বাহন করিতেছেন। অপলক দৃষ্টিতে

সেই নীলাম্বুধিকে অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে বার বার ইচ্ছা হয়। 'প্রেমের ঠাকুর গোরা'—যিনি ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও বাহ্যে গৌররূপে বা রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ, তিনিই গৌরচন্দ্র; যাঁহার পদধৌত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন এই জলনিধি, সেই পারাবারকে প্রণতি জানাইয়া পুনঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে উপনীত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক চতুস্পার্শ্বস্থ ছোটবড় বিভিন্ন মন্দিরগুলি দর্শন ও পরিক্রমণান্তে মূল মন্দিরে আরতি দর্শন করি।

২৫শে আষাঢ় (ইং ১০।৭।৭৫) বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ ও প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন করত মঙ্গলারতি দর্শন হইলে ফিরে আসি। সকাল সকাল রান্নাদি হওয়ায় প্রসাদ পাইয়া শ্রীরথযাত্রা দর্শনে এগিয়ে যাই। বিপুল দর্শনার্থী দেখিয়া মনে হইল যেন জন-সমুদ্র। চারিদিকে মানুষ আর মানুষ। এই জনারণ্যে আমরাও মিশে গেলাম।

শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদেবীর রথ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সারিবদ্ধ করিয়া সজ্জিত রয়েছে। শ্রীগৌসুন্দরের কৃপাপ্রাপ্ত মহারাজ প্রতাপরুদ্রের বংশধর বর্ত্তমান রাজ বংশধর যিনি আছেন, তিনি শ্রীরথ ঝাড়ু দিলে পর যথাক্রমে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রাদেবী ও পরিশেষে শ্রীজগন্নাথদেব রথাসীন হন। পূর্ব্ব হইতে পর পর রথাকর্ষণ হইতেছিল। সেই যে দৃশ্য আজও হৃদয়পটে স্বচ্ছরূপে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীর জয়ধ্বনি আকাশ মুখরিত হইতেছিল। ধীর-মন্থর গতিতে রথগুলি যথাক্রমে শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ী পৌঁছিলে দণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্ব্বক আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করি।

শ্রীরথযাত্রার পরের দিন অন্য কোথাও দর্শনে যাওয়া হয় নাই। শুধু গুণ্ডিচাবাড়ী গিয়া দর্শন ও প্রসাদ পাইয়া আসা হয়।

২৭শে আষাঢ় শ্রীআলালনাথ দর্শনের জন্য বাস রিজার্ভ করা হয়। আমরা সকাল সকাল সেখানে পৌঁছি। স্নানযাত্রার পর শ্রীজগন্নাথ-মন্দির বন্ধ থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথ গিয়া অবস্থান করিতেন। আমরা আলালনাথ দর্শনান্তে মধ্যাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রসাদ পাই। ১০ দিন পুরীতে অবস্থান, বিভিন্ন মন্দিরাদি দর্শন, সমুদ্রে স্নান ও প্রতিদিন শ্রীজগন্নাথ দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমরা প্রত্যাবর্ত্তনের দিন পুরী-হাওড়া এক্সপ্রেসযোগে যথাসময়ে হাওড়া ষ্টেশনে ভালভাবে পৌঁছিয়াছিলাম।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল ও দ্বারকাধাম

দর্শনের সুবর্ণ-সুযোগ

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

তীর্থদর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাজনবাক্যে দেখিতে পাই—"যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ!"

আজকাল বহু প্রমোদভ্রমণ-সঙ্ঘ নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তীর্থদর্শনের যথার্থ ফল লাভ হয় না।

আমাদের তীর্থদর্শনের বৈশিষ্ট্য—

১। মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক তীর্থদর্শন-পরিক্রমাদির যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ।

২। সাধুগণের নিকট দর্শনীয় তীর্থের শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ।

৩। চলন্ত ট্রেণেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন ও ভোগরাগ-আরাত্রিকাদি দর্শনের সৌভাগ্য।

৪। প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা।

৫। সঙ্কীর্ত্তনমুখে তীর্থাদি দর্শন ও পরিক্রমা।

৬। রিজার্ভড্ টুরিষ্টকার-যোগে স্বচ্ছন্দ রেলভ্রমণ।

পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত নিয়মানুসারে ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনবৃন্দকে এই পারমার্থিক সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

অল্পসংখ্যক সংরক্ষিত আসন, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বর আসন সংরক্ষণ করিবেন।

দর্শনীয় স্থানসমূহ :—

১। বিষ্ণুপুর (মদনমোহন), ২। গয়া, ৩। আগ্রা, ৪। জয়পুর, ৫। আজমীর (পুষ্কর). ৬। সাবিত্রী, ৭। নাথদ্বার, ৮। ভেরাভল (প্রভাস), ৯। সোমনাথ, ১০। পোরবন্দর (সুদামাপুরী) ১১। গোমতী-দ্বারকা, ১২। বেট-দ্বারকা, ১৩। মথুরা, ১৪। শ্রীবৃন্দাবন, ১৫। গোকুল, ১৬। নন্দগ্রাম, ১৭। বর্ষাণা .১৮। গোবর্দ্ধন. ১৯। রাধাকুণ্ড, ২০। শ্যামকুণ্ড।

—: নিয়মাবলী :—

আগামী ২১শে কার্ত্তিক (ইং ৮।১১।৭৫) শনিবার, রাত্র ৮টার সময়ে হাওড়া ষ্টেশনের ১৩নং প্লাট্‌ফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব যাত্রিগণ ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে উক্ত প্লাট্‌ফর্মে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমায় আনুমানিক ২২ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্ত্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রিকে ৭০৫'০০ (সাতশত পাঁচ) টাকা ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের নিম্নে) জন্য ৫০১'০০ (পাঁচশত এক) টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদের সম্পূর্ণ টাকা লাগিবে। ২২শে আশ্বিন (ইং ৯।১০।৭৫) মধ্যে অগ্রিম ৩৫০'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার ১০ দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১১ই কার্ত্তিক (ইং ২৯।১০।৭৫) মধ্যে জমা দিতে হইবে। যাত্রিগণ একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-পত্র ১৫ কিলোর অধিক না হয়; বড় সুটকেশ ও ট্রাঙ্ক সঙ্গে লইবেন না। সংক্ষেপে শীতোপযোগী বিছানা সঙ্গে লইবেন। যাত্রিগণ পাণ্ডা-বিদায়ের খরচ বহন করিবেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জিলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—ঠিকানায় অর্থাদি জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ অথবা পত্রালাপ করিবেন। ইতি—৩১শে শ্রাবণ, ইং ১৭।৮।৭৫ ।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— অনিবার্য্য কারণ ও দৈব-দুর্ব্বিপাকে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্ত্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয় স্থানে পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। | অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ | হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৭শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ২৭ হৃষীকেশ, ৪৮৯ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৮২ ; ইং ১৭।৯।১৯৭৫ } ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকুন্তীদেবী-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্"

(শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ে—১৮-৪৩)

কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্য কীর্ত্তয়ে।
যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনম্‌ ॥৩২॥

মলয় পর্ব্বতের যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত যেমন চন্দন বৃক্ষের জন্ম হয় তদ্রূপ পুণ্যশ্লোক প্রিয় যুধিষ্ঠিরের অথবা পবিত্রকীর্ত্তি যদুর কীর্ত্তির জন্য তদ্বংশে জন্মরহিত ভগবান্‌ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥৩২॥

অপরে বসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোঽভ্যগাৎ।
অজস্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায় চ সুরদ্বিষাম্‌ ॥৩৩॥

এই জগতের মঙ্গল এবং অসুরগণের বধের নিমিত্ত স্বয়ং জন্মরহিত হইলেও তোমাকে যাচ্ঞা করায় পূর্ব্বজন্মে সুতপা পৃশ্নিরূপী ক্ষত্রিয় দম্পতি বসুদেব ও দেবকীর পুত্রত্ব সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইয়াছ অর্থাৎ অঙ্গীকার করিয়াছ ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥৩৩॥

ভারাবতরণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদধৌ।
সীদন্ত্যা ভূরিভারেণ জাতো হ্যাত্মভুবার্থিতঃ ॥৩৪॥

সমুদ্রের মধ্যে বিপুলভার বশতঃ মজ্জমান নৌকার ন্যায় দুর্ব্বিসহ পাপভারে অবসন্নপ্রায় পৃথিবীর ভার হরণের জন্য স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রার্থনা ফলেই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছিলে ইহাও আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥৩৪॥

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥৩৫॥

হে গোবিন্দ, এই সংসারে তোমার পরমানন্দ স্বরূপের অজ্ঞানরূপিণী যে অবিদ্যা তজ্জনিত জীবের দেহাত্মবুদ্ধি হয় তাহা হইতে কামের উৎপত্তি। সেই কামজাত অগ্নিতে দগ্ধীভূত জীবগণের দুঃখনিবৃত্তির জন্য নিত্য শ্রবণ ও স্মরণের যোগ্য তোমার যে সকল লীলা আছে তাহা সম্পাদন করিবে বলিয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ ইহাও আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥৩৫॥

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
তে এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥৩৬॥

যে-সকল ব্যক্তি তোমার চরিত কথা বারংবার শ্রবণ, কীর্ত্তন উচ্চারণ কিম্বা অন্যে কীর্ত্তন করিলে আদর করেন তাঁহারাই জন্মপরম্পরানিবর্ত্তক তোমার চরণারবিন্দ অবিলম্বে দর্শন করেন ॥৩৬॥

অপ্যন্য নস্ত্বং স্বকৃতেহিত প্রভো
জিহাসসি স্বিৎ সুহৃদোঽনুজীবিনঃ।
যেষাং ন চান্যদ্ভবতঃ পদাম্বুজাৎ
পরায়ণং রাজসু যোজিতাংহসাম্ ॥৩৭॥

হে নিজজনকর্ম্মসম্পাদনেচ্ছু ভগবন্, রাজগণের দুঃখোৎপাদন করায় তাহাদের বিদ্বেষভাজন আমাদের তোমার পাদপদ্ম ব্যতীত অপর আশ্রয় নাই; সেই বন্ধু ও অনুগত আশ্রিত আমাদিগকে অদ্য তুমি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর কি? ॥৩৭॥

কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ।
ভবতো দর্শনং যর্হি হৃষীকাণামিবেশিতুঃ ॥৩৮॥

যেমন ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা জীবাত্মার অদর্শনে জড় ইন্দ্রিয়গণের নাম এবং রূপ কিছুই থাকে না, তদ্রূপ যদি তোমার অদর্শন ঘটে অর্থাৎ তুমি যদি আমাদিগকে না দেখ তাহা হইলে খ্যাতি ও সমৃদ্ধিশালী যদুগণের সহিত যুক্ত হইলেও পঞ্চ পাণ্ডব ও আমি এই আমাদের শক্তি কতটুকু অর্থাৎ অতিতুচ্ছ। শত বলে বলী হইলেও তোমার অভাবে সকলই নিস্ফল; কারণ তুমিই আমাদের একমাত্র বল ও সম্বল ॥৩৮॥

নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেদানীং গদাধর।
ত্বৎপদৈরঙ্কিতা ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ ॥৩৯॥

হে কৃষ্ণ! এক্ষণে যে প্রকার আমাদের এই পাল্যভূমি অসাধারণ ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নযুক্ত তোমার পদযুগলদ্বারা চিহ্নিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তুমি চলিয়া গেলে আর তদ্রূপ শোভা পাইবে না ॥৩৯॥

ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুপক্কৌষধিবীরুধঃ।
বনাদ্রিনদ্যুদন্বন্তো হ্যেধন্তে তব বীক্ষিতাঃ ॥৪০॥

বিশেষতঃ তোমার দর্শনপ্রভাবে এই দেশসকল উত্তম ফলবান্, এই ঔষধি ও লতাসকল এবং এই বনগিরিনদীসাগরসমূহ সুসমৃদ্ধ হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ॥৪০॥

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ॥৪১॥

এক্ষণে তুমি প্রস্থান বা অবস্থান যাহাই কর না কেন, হে জগদীশ! হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! হে বিশ্বরূপ! আত্মীয় পাণ্ডবগণ এবং যাদবগণের প্রতি আমার এই গভীর স্নেহবন্ধন ছেদন করিয়া দিন ॥৪১॥

ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥৪২॥

হে মাধব! গঙ্গা যেমন কোন বিঘ্নকে বিঘ্ন বলিয়া গণনা না করিয়া নিজ স্রোতকে সাগরাভিমুখে প্রেরণ করে, তদ্রূপ আমার অব্যভিচারিণী সাধ্বী মতি ব্যবধান মুক্ত হইয়া তোমার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষাৎ প্রীতি লাভ করুক ॥৪২॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রুগ্-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য ।
গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার ।
যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে ॥৪২॥

হে কৃষ্ণ ! অর্জ্জুনসখ, যাদবশ্রেষ্ঠ, তুমি পৃথিবীদ্রোহী নৃপতিকুলবিনাশকারী তুমি অক্ষয় প্রভাবি-বৈকুণ্ঠ-গোলোকাধিপতি, গো, ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তোমার অবতার। হে জ্ঞানেশ, হে বিশ্বগুরু, হে ঈশ্বর, তোমায় প্রণাম করি ॥৪৩॥

শ্রীধামসেবা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯১ পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চোপাস্য তত্ত্ব

ব্রহ্মসংহিতায় এক একটি উপমাদ্বারা পঞ্চোপাস্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হ'য়েছে ; যেমন, শম্ভুতা বা রুদ্রত্ব বুঝা'তে গিয়ে দুগ্ধের বিকৃতি দধির উদাহরণ প্রদান ক'রেছেন ; গোবিন্দ—দুগ্ধস্থানীয়, রুদ্র—দধি-স্থানীয় ; দধি কিন্তু দুগ্ধ নয়, দুগ্ধ কিন্তু দধি নয়, উভয়ের সঙ্গে একাকার হয় না, তথাপি দধি কারণরূপ দুগ্ধ হ'তে পৃথক্ তত্ত্ব নয়—শম্ভু কৃষ্ণ হ'তে পৃথক্ আর একটি ঈশ্বর ন'ন, শম্ভুর ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। দুর্গা বা শক্তিতত্ত্ব বুঝা'তে গিয়ে ব্রহ্ম-সংহিতা আর একটি উপমা দিয়েছেন ; যেমন—বিম্ব ও প্রতিবিম্ব—কায়া ও ছায়া। স্বরূপশক্তি—কায়াস্বরূপিণী, আর বিরূপশক্তি—ছায়াস্বরূপিণী। দুর্গা সেই চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগৎ দুর্গের বা সংসার-দুর্গের রক্ষয়িত্রী। এই জড়জগৎ বিম্বরূপ চিজ্জগতের হেয় অসম্পূর্ণ, বিকৃত প্রতিবিম্ব। আবার যেমন—গোবিন্দ ও ব্রহ্মার স্বরূপ বুঝা'তে গিয়ে সূর্য্য ও সূর্য্যকান্ত মণির উপমা দিয়েছেন। কৃষ্ণ—সূর্য্যসম ; সূর্য্য যেমন নিজতেজঃ সূর্য্যকান্তাদি মণিসমূহে কিয়ৎ পরিমাণে বিকীর্ণ ক'রলে অন্যবস্তুসমূহ দগ্ধ হয়, সেইরকম কৃষ্ণের শক্তিতেই রজোগুণাবতার ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার নিজের কোন স্বতন্ত্র সামর্থ্য নাই। "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।

রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ।"

"বৈকুণ্ঠ নির্ব্বিশেষ লোকের উত্তর লোক। সে'টি ভগবানের সবিশেষ লোক দেবীধামে, বিরজায় ও ব্রহ্মলোকে ভগবানের চিদ্‌বিলাস বা সবিশেষত্ব আক্রমণ ক'রবার চেষ্টা হ'য়েছে। দেবীধামস্থ মহামায়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত বহির্ম্মুখ লোকসকল আপনাদিগকেই বিলাসী অভিমান করে। 'আমরাই জগৎ ভোগ ক'রব, আমাদেরই চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ থাকবে, আমরাই বিলাসী—এই রকম বিচারে একমাত্র অদ্বিতীয় বিলাসীর অনুকরণে চিদ্‌বিলাসকে আক্রমণ করবার চেষ্টা প্রদর্শিত হ'য়েছে। অচিদ্‌বিলাসিগণ অদ্বিতীয় চিদ্‌বিলাসীর আনুকরণিক ক্ষুদ্র প্রতিযোগী হ'য়ে স্ব স্ব দুর্দ্দশা বরণ ক'রছে। প্রকৃতপক্ষে বিলাস ক'রতে পারছে না। বিলাসের চেষ্টা দেখা'তে গিয়ে বদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। দেবীধামে ব্যাপ্ত হয়ে যে জলধি 'বিরজা' নামে খ্যাত তাতে এই দেবীধামের মিশ্র-সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অধিষ্ঠান না থাকলেও অর্থাৎ তথায় ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা হলেও তা প্রাকৃতিক তটস্থ-ভাব-নির্গত। শাক্যসিংহাদির বিচার বা অচিন্মাত্রবাদ যে স্থানে পর্য্যবসিত হতে পারে, সেখানে বিলাসের কোন কথা নেই, কেবল স্থৈর্য্যভাব আছে মাত্র; সুতরাং বিরজাতেও চিদ্‌বিলাস আক্রান্ত। তৎপরে ব্রহ্মলোক বা নির্ব্বিশেষধাম। এখানে অদ্বিতীয় বিলাসীর হাত-পা-নাক-কানগুলি কেটে ফেলবার অবৈধ চেষ্টা প্রদর্শিত হয়েছে। যেমন মহাপ্রভু মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,—

"কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
ব্যাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
*　　*　　*
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড করে বেটা ভালমতে॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
*　　*　　*
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস'।

নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার,—'বিলাস' কথাটি থাক্‌লেই তা'তে অচিৎএর হেয়তা মিশ্রিত হ'তেই হ'বে! চিৎএরই একমাত্র বিলাস হ'তে পারে। পরিপূর্ণ, পরমোপাদেয় নিত্য, অখণ্ড চিদ্‌বিলাসেরই অসম্পূর্ণ, হেয়, অনিত্য, খণ্ড প্রতিফলনই যে অচিদ্‌বিলাস—ইহা মায়াবাদীর মস্তিষ্কে ধারণার বিষয় হয় না। সুতরাং নির্ব্বিশেষলোকে চিদ্‌বিলাস আক্রান্ত।

'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো' ও 'কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো' শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা

বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ যেখানে যাবতীয় কুণ্ঠাধর্ম্ম—কুণ্ঠ জগতের চিন্তাস্রোতঃ বিগত হ'য়েছে, সেই বৈকুণ্ঠ হ'তে চিদ্‌বিলাসের কথা আরম্ভ হ'ল। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বৈকুণ্ঠ হ'তে কথা আরম্ভ কর'লেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের পূর্ব্বের যত কথা, সেগুলি পারমার্থিক রাজ্যের পথিকের গণনার মধ্যেই আসতে পারে না; কারণ, বৈকুণ্ঠের পূর্ব্বে ভগবত্তার স্বরূপই আরম্ভ হয় নাই, সেই সকল স্থানে অজ্ঞেয়তা, নাস্তিক্য, অহংগ্রহোপাসনার উদ্যোগ ভূমিকারূপ কুণ্ঠাধর্ম্ম বিরাজমান। দেবীধামের অচিদ্‌বিলাসী সুখদুঃখভোগ, বিরজার অচিন্মাত্রবাদী বোধিসত্ত্বা অঙ্গীকারকারী যোগী, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোকের চিন্মাত্রবাদ অঙ্গীকারকারী জ্ঞানী—কা'রও চিদ্‌বিলাসের উপলব্ধি না থাকায় চিচ্ছদ্ম ভাগবত মধ্যেই গণ্য হ'তে পারেন না। ঐ সকলের কুণ্ঠাধর্ম্ম যে-স্থানে বিগত হ'য়ে চিদ্‌বিলাসের কথা—চিন্ময় বাস্তবধর্ম্মের কথা আরব্ধ হ'ল, সেই বৈকুণ্ঠ হ'তে শ্রীরূপপাদ তাঁর কথা আরম্ভ ক'রলেন। চিদ্‌বিলাসে অচিদ্‌বিলাস-বিবর্ত্ত-বুদ্ধি ক'রে বিবর্ত্তবাদী 'নিরস্ত-নিখিলদোষহ্যনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণযুতঃ' পুরুষোত্তমের ঐশ্বর্য্য স্বীকার ক'রতে কুণ্ঠিত হ'লে—কেবল কল্যাণগুণগণ পুরুষোত্তমের অঙ্গকান্তির ঐশ্বর্য্যে বিমোহিত-চক্ষু হ'য়ে প'ড়লে সত্যানুসন্ধিৎসু পারমার্থিকের জন্য নির্ব্বিশেষ লোকের উত্তর মহৈশ্বর্য্যলোক—যেখানে ভগবান্ বহু ভৃত্যাদিদ্বারা পরিসেবিত হ'য়ে বিলাস করেন, রত্নময় সিংহাসনে অনন্ত ঐশ্বর্য্য সহকারে লক্ষ্মীর সঙ্গে বিহার করেন—যেখানে অসংখ্য বিলাসের উপকরণ—অসংখ্য ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ র'য়েছে, সেই বৈকুণ্ঠলোক আবিষ্কৃত হ'ল। সেই বৈকুণ্ঠলোকে বিলাসের কথা থাক্‌লেও মধুপুরীতে বিলাস আরও ব্যক্ত।

বৈকুণ্ঠ হ'তে মথুরা শ্রেষ্ঠ—'জনিতঃ'—অজের জন্মনিবন্ধন, বৈকুণ্ঠে অজের জন্ম নাই। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ মাতা-পিতা হ'তে জাত নন। জন্মের উপাদেয়ত্ব

ও নিত্যত্ব, নিত্যজন্মের নিত্যত্ব নারায়ণধাম বৈকুণ্ঠে ব্যক্ত নয়। যাঁ'দের চিদ্‌বিলাস আক্রমণ ক'রবার প্রবৃত্তি, তাঁরা বলেন—যেখানে জন্ম, সেখানেই হেয়তা। মাতাপিতা হ'তে প্রাপ্ত দেহ—নশ্বর ও হেয়তাযুক্ত। নশ্বর মাতা-পিতার নশ্বর পুত্র। চিদ্‌বিলাস-বিরোধীর এই আক্রমণের পূর্ণ বাস্তব প্রতিবাদ সম্পূর্ণভাবে বৈকুণ্ঠে প্রদত্ত হয় নাই। কেন না, সেখানে অজের জন্মকথা পরিব্যক্ত হয় নাই, কিন্তু অজের কিরূপে জন্ম হ'তে পারে, যুগপৎ বিরুদ্ধ-ব্যাপার চিদ্‌বিলাসরাজ্যে কিরূপে অতি সুন্দর ভাবে সমন্বিত হ'য়ে চিদ্‌বিলাসের সৌন্দর্য্য প্রকাশ ক'রতে পারে, তা' মথুরায় প্রদর্শিত হ'য়েছে, কাজেই বৈকুণ্ঠ হ'তে মধুপুরী শ্রেষ্ঠা।

মধুপুরীতে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা চিদ্‌বিলাস সৌন্দর্য্য অধিকতর ব্যক্ত হ'লেও বৃন্দারণ্যে তদপেক্ষা অধিকভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে। মথুরায় রাসোৎসব হয় না। তথায় বসুদেব দেবকীনন্দনের ঐশ্বর্য্যময় বাৎসল্যরস প্রকাশিত থা'কলেও নন্দনন্দনের মধুর রতি-মহোৎসব মথুরায় প্রকাশিত হয় নাই। গোপীজন-বল্লভ নন্দনন্দন কৃষ্ণের মধুর রসের মহামহোৎসব বৃন্দাবনীয় রাসক্রীড়ায় প্রকাশিত হ'য়েছে।

কিন্তু এই রাসোৎসবে চন্দ্রাবলীর যূথ সমঞ্জসারতির নায়িকাগণও উপস্থিত থাকায় রাসোৎসবের সমন্বয়-বিচার কৃষ্ণের পরমমুখ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকার মনপূতঃ হয় নাই। শ্রীমতী রাধিকা বিচার ক'রেছিলেন—'আমি কি কৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবা করি না যে, আমার জন্য কৃষ্ণ সকল নায়িকাকে পরিত্যাগ ক'রতে পারেন না? যদি পারেন তবে জান্‌ব আমি কৃষ্ণসেবা ক'রছি।—এই বিচার ক'রে শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণ প্রেমসুলভ মমতা-দর্শনে কৌটিল্যবামতা-হেতু রাসমণ্ডলী ছেড়ে চ'লে গেলেন।

দুই দুই গোপীর মধ্যে রাসমণ্ডলে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার পার্শ্বে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ—এইরকম প্রকাশ হ'য়েছিলেন। রাধিকা তা'তে স্বীয় কুটিল প্রেমের বামতা প্রকাশ ক'রলেন—ক্রোধ ও মানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ ক'রে গেলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা, রাধিকা রাসোৎসবের রস পুষ্টি করেন; কিন্তু রাধিকা চ'লে গেলে শ্রীকৃষ্ণ মদনবাণে জর্জ্জরিত হ'য়ে বিলাপ ক'রতে ক'রতে শ্রীমতীর অন্বেষণে ভ্রমণ ক'রতে লাগলেন—

'কংসারিরপি সংসারবাসনা-বদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী তটান্ত-কুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥'

রাসমণ্ডলীতে দক্ষিণা ও বামার বিচার—সমঞ্জসা ও সমর্থা বিচারের সমন্বয় থাকায়, চন্দ্রাবলীর যূথ প্রবেশ করায় বৃন্দাবনীয় রাসমণ্ডলী অপেক্ষা গোবর্দ্ধন-গিরিগুহা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কারণ গোবর্দ্ধন গিরিগুহা উদারপাণির রমণ-স্থান—ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের নির্জ্জন কেলিকলার কন্দর। রাসে ৎসবে কেবল মাধুর্য্য-প্রকাশ, কিন্তু গোবর্দ্ধনে মাধুর্য্যের অন্তর্গত ঔদার্য্য উদারপাণিরমণের দ্বারা প্রকাশিত। চন্দ্রাবলীর যূথস্বরূপ শ্রীরূপানুগবিরোধিদল শ্রীবার্ষভানবীর চরণসেবাকাঙ্ক্ষী—শ্রীরাধিকার যূথস্বরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রতিযোগিতায় বালগোপালের উপাসনা বা বৃন্দাবনে রাসোৎসব পর্য্যন্ত আসবার চেষ্টা ক'রতে পারেন, আরও অধিকতর প্রতিযোগিতা মূলে গোবর্দ্ধনে আসবার চেষ্টা ক'রতে পারেন, আরও অধিকতর প্রতিযোগিতা মূলে গোবর্দ্ধনে আসবার চেষ্টা ক'রে বিফল-মনোরথ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগকে গোবর্দ্ধনে চতুর্ভুজ দেখান। তাঁ'রা প্রকৃত শ্রীনন্দনন্দনের সেবা বা শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্য ক'রতে পারেন না; তাঁ'রা বালগোপালের উপাসকসূত্রে গোকুল, প্রতিযোগিতামূলে কিশোর গোপালের উপাসনা দেখা'তে গিয়ে বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবন হ'তে গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত আগমন ক'রতে চা'ন; কিন্তু রাধাকুণ্ডে তাঁদের প্রবেশাধিকার নাই। রাধাকুণ্ড একমাত্র রাধিকা-যূথের দুর্গ। তাঁ'রা প্রতীপজনকে কখনও সেই কুণ্ডের তীরে আসতে দেন না। এখনও গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ রাধাকুণ্ডের তীরে অপর বিচারাবলম্বীকে আসতে দেন না; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! ভাগ্যহীনের প্রাকৃত দর্শন অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডের অধিষ্ঠান কলুষিত ক'রবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধা-কুণ্ডকে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের অধিকৃত মনে করে। ভাগ্যহীন প্রাকৃত সহজিয়াগণ রাধাকুণ্ডের তীরে বাস ক'রতে পারে না—অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ডের জল স্পর্শ ক'রতে পারে না। রাধাকুণ্ড অপ্রাকৃত ভাব-জগতের শিখামণি-স্বরূপ। কেননা, সেই শ্রীরাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন হ'তেও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু তাহা প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু প্রেমের সংজ্ঞা শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে ব'লেছেন—

'সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥' (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম

ভারতবর্ষীয় চাতুর্বর্ণস্থিত আর্য্যগণ চারিটি আশ্রমে অবস্থিত। এই আশ্রম-বিভাগ বর্ণ-বিভাগের সহিত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারি আশ্রমের যে-কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ণ-ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়। যাঁহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় আছে, তাঁহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম সামাজিক বিধানের অন্তর্গত; যাঁহারা সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন নিবদ্ধ বিধি-নিষেধ, পালন-বর্জ্জন দ্বারা সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত কর্ম্মী ও জ্ঞানী সমাজে শ্রেষ্ঠ

সামাজিক মানবের দুইটী বৃত্তি, উভয়ই সমাজের কল্যাণার্থ প্রযুক্তা হয়। সমাজে যাহাতে কোন-প্রকার অপ্রীতি উদয় না হয়—এরূপ উদ্দেশ্যে সামাজিক আর্য্যগণ বিধি, নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে-সকল ব্যবস্থা ও আচার প্রতিপালিত হয়, তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গাদি লাভ ও পুণ্য সঞ্চয়াদি গৌণ উদ্দেশ্যেও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মানবের কর্ম্মাত্মিকা বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পিত্রাদি-তর্পণ, সংস্কারাদি আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থ-বাস, পবিত্র সলিলে স্নান প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তির জন্য দেব-বিপ্রাদির পূজা, গুরুজনের সম্মান, আচারবানের জ্ঞানপ্রাপ্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রসমূহে নিবদ্ধ আছে। যাঁহারা এই বৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আত্মসুখ, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি নিবৃত্ত-অভাব সকলের প্রাপ্তি লোভে ক্রিয়া করেন, তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

বর্ণাশ্রমী যোগীর সমাজ-কল্যাণ

সমাজের অন্তরালে থাকিয়া শুষ্ক জ্ঞানী-সম্প্রদায় বিপ্রান্ন ভোজন করত সমাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করেন। যোগী-সম্প্রদায় 'স্ব-স্ব অভাব সঙ্কোচ করিয়া সুখলাভ সম্ভবপর'—জানাইয়া সাংসারিক জীবগণের ত্যাগ-জনিত সুখ-ভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দার্শনিকগণ স্ব স্ব প্রক্রিয়ার দ্বারা সুখ-প্রয়াসীকে আহ্বান করেন এবং ক্রিয়াজনিত ফলে সুখী করিয়া সমাজের কল্যাণ করেন।

শ্রীবৈষ্ণব বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস

বর্ণ-ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা 'সমাজকে পোষণ করা বা তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা'—উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়াদ্বারা 'সমাজ পুষ্ট হউক বা সমাজের সর্ব্বনাশ হউক'—এ-চিন্তা হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণ-চতুষ্টয়ের নিকট নিজ নিজ-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁহার ক্রিয়া 'বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম-নিষেধ মানিল না'—এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব 'ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন'—একই কথা; 'গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন'—তাঁহার গৌরব অগৌরব নাই। ভগবদ্-ভক্তির জন্য 'শ্রীবৈষ্ণব নরক-লাভ করুন বা স্বর্গ লাভ করুন'—একই কথা। **ভগবৎ-প্রাপ্তিতেও তাঁহার যে-প্রেম, ভগবদ্বিরহেও সে-প্রেমের খর্ব্বতা নাই।** শ্রীবৈষ্ণব কিছুই আশা করেন না, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ব্রহ্মকামীর অভাববশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের ঔৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাঁহার চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ চমৎকারিতা হেয়ত্ব লাভ করে। ব্রহ্ম-কামী মায়িক নিগড়ে নিতান্ত অস্থির। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্য্য-চ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়াকলাপ সমস্ত মায়িক কাম-ফলপ্রসূ ক্রিয়াকারী-গণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।

পরমহংস বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম-বিচার নিষিদ্ধ

শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন ও সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিতে চেষ্টা করেন। এ-চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত, সামাজিক চেষ্টাবিশেষ।

ভগবদ্দর্শনে সর্ব্ব সংশয় ও কর্ম্মক্ষয়

জগতের একমাত্র পরমগুরু পতিত-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্ময় আবির্ভাব-লীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হয়। পরবিদ্যা-শাস্ত্র বেদে লিখিত আছে,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

ভগবচ্চরিত্র দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয়ের ছেদন হয়, কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া সত্য উপলব্ধি হয়। সদাচার-পরায়ণ দশসংস্কার- সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাবর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের চিন্ময়-চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্ব্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র দর্শনে বৈষ্ণবের শুদ্ধ পরিচয়

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র পরাবর, যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই জানেন যে—শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শুদ্র নহেন ; ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন ; তিনি ঐগুলি হইতে পৃথক্, গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। **'আমি ব্রহ্ম বা অণু' ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না।** ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্জু-সর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্য যুক্তিগুলির স্বরূপ-প্রাপ্তির পর কোন প্রয়োজন থাকে না।

বৈষ্ণব জাতি বা সমাজের অন্তর্গত নহেন

আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি 'শ্রীবৈষ্ণব' শব্দকে এরূপ ঘৃণ্য ও বিপরীত অর্থ সংযোগদ্বারা সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপ অবৈষ্ণবতাচরণ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতেও কষ্ট বোধ হয়। তাহারা মায়িক অনিত্য পরিচয়ে শ্রীবৈষ্ণব-বপু কলুষিত করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস করিয়াছেন মাত্র।

(ত্রয়োদশ) অপসম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণবের কলঙ্ককারী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময়লীলার অপ্রকটের কিছুকাল পরে স্মার্ত্ত কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায় 'সহায়তা করিবার ছলে' তদপেক্ষা অধিক কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীহরিদাস ও শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের বর্ণবিচার আদরণীয় নহে

শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বর্ণাভিমানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব-শিক্ষা প্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপনের নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য-বিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করে নাই, অতএব ভক্ত-বৈষ্ণবের এ-সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে।

শ্রীবৈষ্ণব কৃষ্ণ-পরতন্ত্র—স্বাধীন নহে

শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা এইটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীবল্লভ-দাসানুদাস পরতন্ত্র, স্বাধীন নহেন। যেহেতু তাঁহার তদীয়ত্বরূপ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম বিক্রয়দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন। একথা যদি বৈষ্ণবাখ্য জীবের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বিতর্কসকল হৃদয়ে স্থান পায়, তাহা হইলে তাহার কেবল কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম কপটতাবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হইয়াছে; বস্তুতঃ তদীয়ত্ব-ধর্ম্ম মায়ার নিকট বিক্রয় করিয়া মায়াদাস হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস শ্রীবৈষ্ণব হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভক্তির সাধনের পরিবর্ত্তে কামের সাধনে অনিত্য দুঃখ নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধি-নিষেধসকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভসার

প্রীতিসন্দর্ভ—৫১

অতঃপর রসাভাস বিচার কথিত হইতেছে। মুখ্যরস পঞ্চবিধ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার। সপ্ত গৌণরসও সাতটী—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। গৌণ ও মুখ্য রসে যথাযোগ্য বৈর, উদাসীনতা ও অনুগামিতা আছে। হাস্যের বিয়োগাত্মক চারি রসে বৈর, শান্তে উদাসীনতা, অন্যত্র অনুগামিতা; হাস্য রসের করুণ ও ভয়ানক রস বৈরী, বীরাদি মধ্যস্থ এবং অদ্ভুত রস মিত্র।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় কাব্যসমূহে প্রস্তুত রসের সহিত অযোগ্য অন্য রসের সম্মিলনে আস্বাদের যে ব্যাঘাত ঘটে, তাহাই রসাভাস। আর যে-স্থলে অন্যরসের সঙ্গতি, ভক্তিবিশেষ দ্বারা যোগ্য স্থায়ীর উৎকর্ষের হেতু হয়, সেস্থলে রসের উল্লাস হইয়া থাকে। কোন কারণে অযোগ্য স্থায়ীর উৎকর্ষ ঘটিলে রসাভাসেরই উল্লাস ঘটে।

মুখ্য রসের সহিত অন্য মুখ্যরসের সম্মিলনে রসাভাসের দৃষ্টান্ত—শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকাগমন সময়ে শ্রীযুধিষ্ঠিরের পুরমহিলাগণ বলিয়াছিলেন (ভাঃ ১।১০।২১ ও ২৮), —

স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো য এক আসীদবিশেষ আত্মনি।

*　　*　　*　　*

নূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ সমর্চ্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহুর্ব্রজস্ত্রিয়ং সংমুমুহুর্যদাশয়াঃ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই পুরাণ পুরুষ, একমাত্র যিনি আত্মার অবিশেষরূপে অবস্থিত ছিলেন।

*　　*　　*　　*　　*

ইনি যাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জন্মান্তরে নিশ্চয়ই ব্রত, স্নান, হোমাদি দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চন করিয়াছিলেন; যেহেতু ব্রজসুন্দরীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত স্মরণ করিয়া মোহ প্রাপ্ত হন, ইহাঁরা তাহা মুহুর্মুহু পান করিতেছেন।

এস্থলে শান্তরসের উপক্রম করিয়া উজ্জ্বল রসে উপসংহার করা হইয়াছে। শান্তরসের সহিত উজ্জ্বলের মিলনে এস্থলে শান্তরসের সঙ্কোচ হইয়াছে বলিয়া রসাভাস মনে হইতেছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে রসাভাস থাকিতে পারে না। বিজ্ঞগণ এস্থলে এরূপ সমাধান করেন যে শ্রীমদ্ভাগবতে পুরস্ত্রীগণের বাক্য বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমস্ত তাহাদের বাক্য নহে। "স বৈ কিল" ইত্যাদিতে শান্তরসের বর্ণনা, ইহা অন্য পুরুষগণের উক্তি। "নূনং ব্রত" ইত্যাদি অন্য রমণীগণের উক্তি এবং পরিশেষে—

এবম্বিধা বদন্তীনাং স গিরঃ পুরযোষিতাম্।
নিরীক্ষণেনাভিনন্দন্ সস্মিতেন যযৌ হরিঃ॥ (ভাঃ ১।১০।৩১)

শ্রীসূতের উক্তি। তাহা সকলের আনন্দব্যঞ্জক। অন্য দৃষ্টান্ত—

পৃথু মহারাজ শ্রীবিষ্ণুকে বলিয়াছেন (ভাঃ ৪।২০।২৭-২৮)—,

অথাভজে ত্বাখিলপুরুষোত্তমং গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ।
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলির্ন স্যাৎ কৃতত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ॥
জগজ্জনস্যাং জগদীশ বৈশসং স্যাদেব যৎ কর্ম্মণি নঃ সমীহিতম্।

আমি লক্ষ্মীর ন্যায় উৎসুক হইয়া অখিল পুরুষশ্রেষ্ঠ গুণালয় আপনারই ভজন করিব। লক্ষ্মী ও আমি উভয়ে আপনার শ্রীচরণে একতান; এক পতির জন্য দুইজন অভিলাষী হওয়ায় আমাদের ত কলহ হইবে না?

দাসভাব নামক ভক্তিময় রসের আরম্ভ হেতু যোগ্য স্থায়ী (দাস্যরতির) সহিত অযোগ্য উজ্জ্বলের সম্মিলনে এস্থলে রসাভাস দেখা যায়। তাহাতে পৃথুবাক্যে দাসভাব সেই প্রকরণে সিদ্ধ। তাহাকে লক্ষ্মীর ন্যায় উৎসুক

হইয়া ইত্যাদি বাক্যে রসাভাস মনে হয়, কিন্তু লক্ষ্মীর মত পৃথুর কান্তভাব বাসনা জন্মে নাই, ভক্তিবাসনাই ছিল। তাঁহার বাক্যে লক্ষ্মীর ভক্ত্যাংশই দৃষ্টান্তরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর পরম কৃপাপ্রাপ্ত বীরাখ্য দাসভাবপ্রাপ্ত পৃথুর পক্ষে লক্ষ্মীর সহিত প্রতিযোগিতা অনুপযুক্তা নহে। তাহা শ্রীবিষ্ণুর দীনবিষয়ক কৃপাসূচক প্রেমময় বাঙ্ময়ধুর্য্য মাত্র, লক্ষ্মীর সহিত প্রতিযোগিতামূলক নহে। যেহেতু দীনবৎসল আপনি দীনের প্রতি দয়া করিয়া তাহাদের তুচ্ছ সেবাকেও বহুমানন করেন। এই বাক্যে পৃথু মহারাজের নিজেকে তুচ্ছ বলিয়া অভিমান করিয়াছেন।

এইরূপ ভক্ত্যাংশের সাদৃশ বা উৎকর্ষ অন্যত্রও দেখা যায়—শ্রীবামনদেব বলি মহারাজের মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণ করিলে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

নেমং বিরিঞ্চো লভতে প্রসাদং ন শ্রীর্ন শর্ব্বঃ কিমুতাপরেঽন্যে।
যন্নোঽসুরাণামসি দুর্গপালো বিশ্বাভিবন্দ্যৈরভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ॥

(ভাঃ ৮।২৩।৬)

শ্রীনৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদের প্রতি কৃপা, করেন, তখন প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,— ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেস্মিন্।
জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন তু ভবস্য ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ॥ (ভাঃ ৭।৯।২৬)

হে ঈশ! রজোগুণ হইতে যাহার উৎপত্তি এবং তমোগুণ যাহাতে প্রচুর, এমন যে অসুর কুল, তাহাতে উৎপন্ন আমিই বা কোথায়? আর অনুকম্পাই বা কোথায়? ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীর মস্তকে পদ্মবৎ সকল সন্তাপহারী আপনার প্রসাদরূপ যে কর অর্পিত হয় নাই, এই অনুকম্পায় তাহা আমার মস্তকে অর্পিত হইল।

এস্থলে ব্রহ্মাদি উপস্থিত থাকিলেও আমারই মস্তকে শ্রীকর অর্পিত হইয়াছে—ইহা বলাই শ্রীপ্রহ্লাদের অভিপ্রায়। উভয়স্থলেই শ্রীবলি ও প্রহ্লাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনে শ্রীবামন ও শ্রীনৃসিংহ অবতারের অপেক্ষায়ই তাদৃশ প্রসাদ-ভাবের কথা অভিপ্রেত হইয়াছে। শ্রীব্রহ্মাদি যে বলি ও প্রহ্লাদের মত ভগবৎপ্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই তাহা নহে, যখন উক্ত ভক্তদ্বয়ের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কেবল তাদৃশ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন নাই। অন্য সময়ে তাদৃশ বা ততোধিক প্রসাদ লাভ করেন।

শ্রীসুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের সখা। তিনি যে ভক্তিময় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা হইতে রসাভাস দোষের সম্ভাবনা করা যায়। তাহার সমাধানও সেই প্রকার। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

কিমস্মাভিরনির্বৃত্তং দেবদেব জগদ্গুরো।
ভবতা সত্যকামেন যেষাং বাসো গুরাবভূৎ॥ (ভাঃ ১০।৮০।৪৪)

হে দেবদেব! হে জগদ্গুরো! তুমি সত্যকাম। আমরা যখন তোমার সহিত একত্র গুরুকুলে বাস করিয়াছি, তখন আমাদের কি অসম্পন্ন রহিয়াছে? ইহার সমাধান—শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভক্তগণের সুখব্যঞ্জক নানা লীলার নিমিত্ত পরস্পর বিরুদ্ধ বহুগুণ ধারণ করেন, তিনি অচিন্ত্যশক্তিশালী বলিয়া তাহাতে কোন বিরোধ ঘটে না, তদ্রূপ লীলাপরিকরগণও বহু বহু বিরুদ্ধ গুণ ধারণ করিয়া থাকেন; তাদৃশ গুণ ধারণ করার যোগ্যতা তাঁহাদের আছে।

শ্রীরুক্মিণী দেবীর শ্রীকৃষ্ণে কান্তাভাব। তাঁহার বাক্যে শান্তরতির সূচনা হেতু রসাভাস সম্ভাবিত হয়। যথা,—

ত্বং নস্তপোদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব
আত্মাগমশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি। (ভাঃ ১০।৬০।৩৯)

আত্মারাম মুনিগণ আপনার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, আপনি ত্রিজগতের আত্মা ও আগম।

আত্মা—পরমাত্মা। আত্মা মোক্ষসমূহে সেই সেই আত্মাবির্ভাব প্রকাশক। শ্রীরুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের কান্তা বলিয়া মধুর রতি তাঁহার যোগ্য স্থায়ী। আত্মাদি শব্দ দ্বারা শান্তরতি ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ইহা মধুর রতির অযোগ্য। এজন্য এস্থলে রসাভাস মনে হয়। তাহার সমাধান শ্রীরুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া প্রেয়সী। এজন্য তাঁহার কান্তভাবে দাসীত্বাভিমানময়ী ভক্তির সম্মিলনও সমীচীন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যই শুকদেব বলিয়াছেন,—

দাসীশতা অপি বিভো বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ (ভাঃ ১০।৬১) অর্থাৎ শত শত দাসী প্রভুর দাস্য বিধান করিতেন। ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী হইলেও পতিব্রতা-সুলভ দাস্যাভিমান হৃদয়ে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন। বিশেষতঃ শ্রীরুক্মিণী লক্ষ্মীস্বরূপা। তাঁহার ভক্তি ঐশ্বর্য্য ও স্বরূপ-জ্ঞানমিশ্রা। কান্তাভাবে সেই ভক্তির মিশ্রণ আছে। সেজন্য ভক্তির পোষণ হেতু তাদৃশ বাক্য সঙ্গত হইয়াছে।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ধর্ম্মজীবনে বিপ্লব

পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা বহু প্রকারের বিচিত্রতা দর্শন করি; এই বিচিত্রতার কারণ—প্রকৃতি। প্রকৃতিতে যে ধর্ম্ম আমরা লক্ষ্য করি, তাহাতে নশ্বরতা-ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। সেই নশ্বর-ধর্ম্মে বহুপ্রকার প্রাণী ইহজগতে পরিচিত হইয়া থাকে। স্থাবর, জঙ্গম-ভেদে বহুপ্রকার প্রাণী আমরা ইহ-জগতে দেখিতে পাই। তাহার ভিতর স্বল্পপরিমাণে কতকগুলি প্রাণী 'মানব' নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। এই অল্পসংখ্যক মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর, বেদনিষ্ঠ প্রভৃতি বহুপ্রকারের মানব দৃষ্ট হয়। এই মানবজাতির ভিতর 'ধর্ম্ম'নামে একটি শব্দ বহুদিন প্রচারিত আছে। এই ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ বুঝিবার যোগ্যতা একমাত্র মানবজাতির আছে। মানবজাতি যখন অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহেতে 'আমি' 'আমার' অভিমান করে, তখনই তাহার ভিতর 'ধর্ম্ম'শব্দের নানা প্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রকার মতভেদের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মতবাদিগণ ধর্ম্মের অধীন নহেন বা 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে, সে কথায় তাহাদের বাস্তব প্রয়োজন নাই। যাহারা ইহজগতের ধর্ম্মের বক্তা সাজিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশ দান করিবার জন্য কতই না আস্ফালন করিয়া থাকেন তাঁহারাও নিরপেক্ষ হইয়া—অস্থির হইয়া 'ধর্ম্ম'শব্দের অর্থ চিন্তা করিবার খুব কমই অবসর পাইয়া থাকেন। রাজা রাজত্ব পাইলে প্রজা শাসন করিয়া থাকেন, সমাজে আধিপত্য করিবার জন্য সমাজপতি সমাজ শাসন করিয়া থাকেন, পতি পত্নীকে শাসন করেন, পিতা পুত্রকে শাসন করেন। ইহাদের পরস্পর শাসন-প্রণালীর বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহারা অধিকাংশ সময়ই শাসিত না হইয়াই শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। মতভেদ নিরাস করিবার জন্য অক্ষজ-জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া জাগতিক ধীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ চেষ্টা করিয়া থাকেন বা বহুপ্রকারে মানবজাতিকে প্রলোভন দেখাইয়া সুখী করিবার কিম্বা শান্তি দান করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাদের চেষ্টা ইহজগতের বিচারে ফলপ্রসব করিলেও আমরা প্রকৃতিস্থ হইয়া চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে, তাহার দ্বারা কুফলই ফলিয়া থাকে, কারণ তাহারা অপ্রকৃতিস্থ।

অপ্রকৃতিস্থ মানব দণ্ডধৃক্ হইতে পারে—অপরকে শাসন করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু চিন্তা করিবার অবসর পায় না—কাহাকে শাসন করা হইতেছে বা কে শাসনকর্ত্তা ? যে-দিন কোন সৌভাগ্যক্রমে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কোন সুকৃতির ফলে কোনও মুক্তপুরুষ বা ভগবানের নিজ-জনের সহিত তাহাদের দেখা হয়, সে-দিন এই ভ্রান্তিময় রাজ্যে প্রতারিত মানবজাতির আত্ম-দুরবস্থা দর্শন করিবার সুযোগ হয়। তাহার কারণ মুক্ত-পুরুষ আত্মস্থ বা প্রকৃতিস্থ।

প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ইহজগতে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি কৃপা-পরবশ হইয়া যাবতীয় প্রাণীর মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকেন —সমস্ত প্রাণী যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই আশ্রয়দাতার কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই কীর্ত্তিত বস্তুটী জগতের অন্তর্ভুক্ত কোন বস্তু নহেন, সেটী—অধোক্ষজ অতীন্দ্রিয় বস্তু। সেই বস্তুটি একমাত্র বেদ-বেদ্য ও বাস্তব,—ইহা যিনি জানেন, তিনিই যাবতীয় প্রাণীর ধর্ম্ম-নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

'ধর্ম্ম'-শব্দ প্রয়োগ করিলেই মানব অস্থির হইয়া পড়েন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, ভোগমূলা প্রবৃত্তি মানবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। সেই সেই ভোগমূলা প্রবৃত্তির ইন্ধন যাঁহারা যোগাইতে পারেন তাঁহারাই আমাদের নিকট অবতার বা ভগবান্ সাজিতে পারেন। কিন্তু আমরা প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির সঙ্গ-প্রভাবে সুন্দররূপে অনুভব করিবার সুযোগ পাই—মৃত ব্যক্তি কি করিয়া মানবজাতির মঙ্গল বিধান করিতে পারিবে ? জন্ম-মরণশীল বস্তুতে যাহার বুদ্ধি আবদ্ধ বা মৃত ব্যক্তিকে সুখী করিবার জন্য যিনি নিরন্তর চেষ্টিত, তিনি কি একবার ভাবিবার অবসর পাইবেন,—যে বস্তুগুলি আমার নিকট 'আমার' বলিয়া পরিচিত হইতেছে বা যে জিনিষটি 'আমি' বলিয়া মনে হইতেছে, সেই বস্তুগুলি কি 'আমার' বা সেই জিনিষটি কি, আমি' ? সেই জিনিষটি যদি আমি হইতাম, তাহা হইলে নিত্যকাল 'আমি' থাকি না কেন ? বা সেই জিনিষগুলি আমার থাকে না কেন ? এই বিষয় চিন্তা করিবার অবসর পাইলে ধর্ম্মালোচনা আমাদের কাছে ভালো লাগে।

এই 'ধর্ম্ম' জিনিষটী ক,—এই বিষয়টি বিশদরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—যাহার দ্বারা বস্তুর সম্যক্ প্রকারে ধারণা হয়, তাহাই

ধর্ম্ম। এই ধারণ করিবার যোগ্যতা কাহার? তিনি কে? এই নশ্বর দেহই কি সেই বস্তু? যদি এই দেহ সেই বস্তু হন, তাহা হইলে যে-দিন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, সেই দিন এই ধারণার বস্তুর সন্ধান কে করিবেন? এই ধারণার অনুসন্ধান-দানকারী—একমাত্র নিত্যদেহ-দেহী-অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম। যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব সত্যসত্যই নিষ্কপটে গুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় করেন, তাহা হইলে গুরুপাদপদ্মই যে এই ধারণা দিতে একমাত্র সমর্থ, তাহা তাঁহার বোধগম্য ব্যাপার হয়। মরজগতে যে ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়ার দরুণ যাবতীয় প্রাণীর ভীষণ দুরবস্থার উদয় হইয়াছে, সেই দুরবস্থার হাত হইতে রক্ষা করিয়া যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদের ধারণার বস্তু ধরিবার সুযোগ দান করেন, তখনই তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যত্ব, নিজের নিত্যত্ব ও তাঁহাদের ধারণার বস্তুর নিত্যত্ব অনুভব করিবার সুযোগ পান এবং তখনই তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে বলিয়া থাকেন,—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। এই উপনিষদ্-বাক্য যখন সৌভাগ্যক্রমে আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তখনই অস্থির সিদ্ধান্তে বা মনোধর্ম্মের খেয়ালে যাহারা আমাদের নিকট ধর্ম্মের বক্তা সাজিয়া ঐ সকল বাক্যের মৌখিক ও উপলব্ধিহীন উদ্গার করে, তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রৌতগুরুপাদপদ্মে পরিনিষ্ঠিত-মতি হই। আত্মস্থ ব্যক্তির কাছে অবগত হইয়া, শুধু অবগত হওয়া নয়, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বা সেই বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া যিনি 'ধর্ম্ম' কথাটী কীর্ত্তন করেন, তাঁহার নিকট আমরা যদি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা ধর্ম্ম-বিষয়ে বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বপ্রথমে জগতের যত প্রকার খেয়াল, মনগড়া, বহির্ম্মুখ সমাজ-গড়া বা স্বেচ্ছাচারিতার কারখানায় প্রস্তুত করা ধর্ম্ম আছে, তাহা সম্পূর্ণ নিরাস করিয়া একমাত্র সনাতন শ্রৌত-ধর্ম্মের বক্তা যে স্বয়ং ভগবান্—"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতং"—এই কথাটী জানাইয়া দেন। যত মহাজন আমাদের নিত্যধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া দেন, তাঁহারা সকলেই শ্রৌত-আম্নায়ে মূলপুরুষ শ্রীভগবানের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট; তাই তাঁহাদের বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—এই চারি প্রকারের দোষ নাই; তাই তাঁহারা ধারণার বস্তুবিষয়ে ভুল করেন না।

চেতন, অচেতন, যাহাকিছু এই পরিদৃশ্যমান জগতে দেখা যাইতেছে বা ইহার বাহিরে যাহা কিছু চিন্তা করিবার সুযোগ হইতেছে, সেই সমস্তের মালিকই ভগবান্। তাঁহাকে যিনি ধরিয়াছেন বা তাঁহা হইতে যিনি চ্যুত

হন নাই, এবম্বিধ ব্যক্তিই এই ধর্ম্মবিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আমাদিগকে নিত্যধর্ম্মে বা সাত্বতধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। আমরা তাঁহার কৃপায় নিত্যধর্ম্মে সম্প্রতিষ্ঠিত হইলে জানিতে পারি যে, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিতে ভোগময় রাজ্যের কোনপ্রকার আবর্জ্জনা, হেয়তা বা অবরতা নাই। তখনই আমরা তাঁহার আনুগত্য করিয়া থাকি; তৎপূর্ব্বে আমাদের আনুগত্যটি সুষ্ঠুরূপে হয় না। তাই আমরা কখনও মনোধর্ম্ম গ্রহণ করি, কখনও তাহা ত্যাগ করি। ত্যাগ এবং গ্রহণের জিনিষ—ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না বা মনোধর্ম্মের খেয়ালে গ্রহণ করাও যায় না। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি হইতে চ্যুত হইলেই আমার প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির ভোক্তা অভিমান করিয়া থাকি বা প্রকৃতির অধীশ্বর সাজিবার প্রয়াস পাই।

প্রকৃতির অধীশ্বর আমরা যে নহি—একথা চিন্তা করিবার অবসর আমরা পাই না। প্রকৃতির প্রলোভনে পড়িলে মানব ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া নানা প্রকার মতবাদে প্রবেশ করে। প্রকৃতিসুন্দরী তাহাদের উপর এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করেন যে, জীবের নিত্যমঙ্গলদাতা শ্রীজগদ্গুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেও সেই গুরুপাদপদ্মের শোভা-দর্শনের সম্মুখে নিজ-কৃত আড়াল আনিয়া ফেলে। বহুরূপিণী প্রকৃতির সঙ্গ প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ না করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঔদার্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। নিজ-সুখ কামনা-চরিতার্থ করিতে হইলে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গ করিতে হয়। যাহারা বহুরূপিণী নিজ-সুখ-কামনা চিরতরে কৃষ্ণ-কামাগ্নির ইন্ধন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃতির অধীশ্বর বা অনন্তকোটী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের—অনন্তকোটী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন,—ব্রহ্মলোক বা তাহার অতীত গোলোক-বৃন্দাবনের—সমস্তের অধীশ্বর যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরব্রহ্ম, সেই অদ্বয়জ্ঞানবস্তু কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন।

এই ধারণা হইতে চ্যুত হইয়াছেন যাহারা, তাহারা সকলেই অপ্রকৃতিস্থ। সুতরাং তাহারা যত প্রকরের চেষ্টাই করুন না কেন, সেই চেষ্টা ফলবতী হয় না, যতদিন না তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের পদরজঃদ্বারা অভিষিক্ত হন। মহাভাগবতের পদরজে অভিষিক্ত হইলে আমাদের প্রাকৃত মন চিরকালের তরে অপসারিত হয়! তখন আমরা তথাকথিত সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় বা 'জগাখিচুড়ি' না করিয়া কিম্বা মহাজনদিগের উপর দোষারোপ না করিয়া নিত্য পূর্ণচেতনের সেবক আমরা সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক অহিংসাই যে আমাদের আত্মার

সহজ বৃত্তি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। তখনই আমরা পরম দয়াল পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রতিপালনের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টিত হইয়া থাকি। এইপ্রকার চেষ্টা অপ্রতিহতা। কারণ, তাহা হেতুমূলে চেষ্টা নহে। তখন পরদুঃখেদুঃখী শ্রীগুরুদেব জীবের আত্যন্তিক দুঃখ দর্শন করেন, তাহাদিগকে 'দরিদ্রনারায়ণ' (?) দেখেন না।

নারায়ণের অংশ নারায়ণকে বিস্মৃত হইয়া বা স্ব-স্ব ধর্ম্মচ্যুত হইয়া উপাধি-গত অনুভূতিতে নানা প্রকার তাপ উপভোগ করিতেছে। সেই অদ্বয়জ্ঞানবস্তু পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্‌কে ভুলিলেই জীব এই প্রকার দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এইটীই তাঁহার দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

যাঁহারা ইহজগৎ দর্শন করেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের বাস্তবিক দর্শন-ক্রিয়া যে বন্ধ হইয়াছে, ইহা কি তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন? দৃশ্যবস্তু যাঁহাদের জড়, তাঁহারা কি করিয়া সেই জড়বস্তুর উপর শাসন বিস্তার করেন এবং কি করিয়াই বা তাহাদের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করেন কিম্বা তাহাদের মঙ্গল করিবার জন্য ব্যস্ত হন? নিজে অন্ধ হইয়া অপর অন্ধকে পথ দেখাইবার চেষ্টা ক ধৃষ্টতা নহে?

'নারায়ণ'-অনুভূতি যদি আজ আমাদের থাকিত, বা 'নারায়ণ' যদি আমাদের দর্শনের বিষয় হইতেন, তাহা হইলে কি করিয়া আমরা তাঁহাতে 'দরিদ্র'-শব্দ আরোপ করিতে প্রবৃত্ত হইতাম? নারায়ণ ত' সমস্ত চেতন-অচেতনের অধীশ্বর, তিনি ত' ষড়ৈশর্য্যশালী ভগবান্। তাঁহারই সেবক আমরা, তাঁহাকে ভুলিয়াই আজ আমাদের এই প্রকার দুরবস্থা।

ভগবদ্বিস্মৃত, বিষয়-কূপে পতিত যে-সব ক্ষুদ্র জীব, তাহাদের দুঃখ বা তাহাদের সুখ তাহাদের বিচারে তাহারা অর্জ্জন করিতেছে; প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া এই প্রকার সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াও তাহারা প্রকৃতির অধীশ্বর —একমাত্র স্বরাট্ বস্তুর শরণাগত হইতে পরিতেছে না। তাঁহার শরণাগত হইলেই তিনি তাহাদিগকে প্রকৃতির কবল হইতে ছুটী করাইয়া থাকেন। ভগবদ্বিস্মৃত যে-সব দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের নিজের নিজত্ব বা ভগবানের ভগবত্তা-বিষয়ে উপলব্ধি হয় নাই, তাহারা 'ধর্ম্ম' জিনিষটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তাই গীতায় আমরা দেখিতে পাই—সর্ব্বপ্রথমেই 'ধর্ম্ম'-শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন আমরা পাঠ্য-জীবনে শিক্ষালাভ করিতে গিয়া সর্ব্ব-প্রথমে

বর্ণ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করি, সেই প্রকার যখন আমাদের নিত্যমঙ্গল বা শান্তি-পিপাসা হৃদয়ে প্রবল হয়, তখনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্ব-প্রথমে আমাদের 'ধর্ম্ম' কি, বা কর্ত্তব্য কি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। সেই ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা নানাপ্রকার অস্থির সিদ্ধান্তে ব্যস্ত থাকি। তখনই যুগাচার্য্য আমাদের নিকট অবতীর্ণ হইয়া আমাদের বা অনন্ত-কোটী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত জীব আছে, তাহাদের স্বরূপ-ধর্ম্মের কথা বলিয়া থাকেন। 'ধর্ম্ম' যাহাদের আলোচ্য বিষয় হয় নাই বা যাহারা ধর্ম্ম হইতে চ্যুত, তাঁহারা কি করিয়া আমাদের মঙ্গল-বিধান করিতে পারেন?

ধর্ম্মই আমাদের জীবন, ধর্ম্মই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, ধর্ম্মই আমাদের পালনকর্ত্তা। সেই ধর্ম্মে যাঁহারা আশ্রয়গ্রহণ করেন, তাঁহারাই ইহজগতে 'ধার্ম্মিক' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে বা ধর্ম্মকে যখন আমরা নিধন করিতে চেষ্টিত হই, তখনই শ্রীভগবান্ "ধর্ম্ম"-শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার জন্য নিজে আমাদের নিকট অবতীর্ণ হন। তখন তিনি ধর্ম্মের নিত্যত্ব বা উৎকর্ষতা বুঝাইবার জন্য তাঁহার বিপক্ষ বা অসমর্থনকারী যে-সব অধার্ম্মিক ব্যক্তি, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রেতেও আমরা দেখিতে পাই,—"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই ভগবানের একমাত্র কৃত্য। যখন যখন অধর্ম্মের প্রাধান্য আমরা দেখিতে পাই, তখন তখনই শ্রীভগবান্ স্বয়ং কিম্বা আপনার নিজ-জনকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন।

অধর্ম্মের বিনাশ বলিলেই আমরা মনে করিতে পারি, "শ্রীভগবান্ বোধ হয় একপক্ষ অবলম্বন করিলেন," কিন্তু তাহা নহে। শাস্ত্রালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই বা মুক্তপুরুষেরা বলেন, ধর্ম্মভ্রষ্ট প্রাণী নিজেই নিজেকে বধ করিয়া থাকে; যদিও সে নিজে আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না বা অস্ত্রে কাটে না, তথাপি আহার উপাধিগত অনুভূতি প্রবল থাকায় বা উপাধিদ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় উপাধিগত বস্তুকে রক্ষা করিতে চাহিলেও উপাধি জিনিষটি সংরক্ষিত হয় না। তাই তাহাকে উপাধির হাত হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য —উপাধি-নির্ম্মুক্ত ধার্ম্মিক-পুরুষগণ যে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিত্যকাল রক্ষিত, তাঁহাদের যে কোন দিনই ধ্বংস নাই, এই কথাটী বুঝাইবার জন্যই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের আবির্ভাব। আমরা যদি নিষ্কপটে শ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তিনি আমাদের উপাধিগত ধর্ম্মকে

নিরাস করিয়া বা ধ্বংস করিয়া আমাদিগকে সধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টিত। উপাধিগত অনুভূতি হইতে নির্ম্মুক্ত না হইলে গুরুর দাস্যই যে আমাদের নিত্য স্বভাব, ইহা অনুভূতির বিষয় হয় না। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সেই পরম প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করিবার চেষ্টা যখন প্রবল হয়, তখনই সেই জিনিষটার অধিষ্ঠান আমাদের হৃদয়ে অনুভবনীয় হয়। তাই আমরা ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া থাকি। 'প্রপন্ন' হওয়াটা—লোক-দেখান নহে। যিনি প্রপন্ন হইবেন, তিনি নিজেকে নিজে যতদিন না জানেন, ততদিন তিনি প্রকৃতির অধীন। প্রকৃতির বিচিত্রতার নশ্বরত্ব দর্শন-পথে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতির অধীশ্বর হইবার পিপাসা আমাদের হৃদয়ে প্রবল থাকে। অহৈতুকী করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে উপদেশ দেন,—'তোমরা প্রকৃতির অধীশ্বর নহ, প্রকৃতির অধীশ্বর একমাত্র ভগবান্, তাঁহাকে ভোগ করিতে গিয়াই তোমাদের এই দুরবস্থা, তোমরা যদি নিত্যমঙ্গল চাও, তবে আমার আদেশ অনুসারে আত্মধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই মঙ্গলের অনুসন্ধান কর। এমন সুযোগ তোমরা আর কখনও পাইবে না। চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর নরদেহরূপ যে এমন একখানি পটু নৌকা পাইয়াছ, সেই নৌকার ধর্ম্মে প্রমত্ত না থাকিয়া নৌকাস্থিত তোমাদের স্বরূপের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমাদের প্রকৃত প্রয়োজন লাভে যত্নবান্ হও—কায়মনোবাক্য সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত কর। তাহা হইলেই মনুষ্যজন্মের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ

প্রশ্নোত্তর

পূজ্যপাদ

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

মহাত্মন্, আপনাদের সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক পত্রে নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়েকটীর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত উত্তর প্রদান করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

* * * * *

বৈষ্ণব-কৃপাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

প্রশ্ন

১। বিগ্রহ-পূজার পরিবর্ত্তে শ্রীশিবের লিঙ্গ-পূজা হয় কেন? ঐরূপ পূজা কি হিন্দুগণের অসভ্যতার নিদর্শন? উহাতে কি অশ্লীলতা আরোপিতা হইবে?

২। শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শ্রীসুভদ্রার অবস্থান কেন? শ্রীজগন্নাথের সহিত লক্ষ্মী বা শ্রীবলদেবের সহিত রেবতী থাকাই শাস্ত্র-সঙ্গত বিচার; কিন্তু শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শ্রীসুভদ্রা রহিলেন কেন?

৩। অসমর্থপক্ষে সম্পূর্ণ উপবাস করিতে না পারিলে একাদশী-দিবস কি কি বস্তু অনুকল্পরূপে গৃহীত হইতে পারে? অনুকল্প গ্রহণ কি যতবার ইচ্ছা, ততবারই হইতে পারে? অদীক্ষিত বালকও কি একাদশী করিবে? জননাশৌচ, সূতকাশৌচ, মরণাশৌচ প্রভৃতিতে অনেক স্মার্ত্তের বিচারে একাদশী নিষিদ্ধ; কেহ কেহ রবিবার ও সংক্রান্তি দিবসে উপবাস নিষেধ করেন; সুতরাং ঐ সকল ঘটনায় ও দিবসে একাদশী উপবাস করিতে হইবে কি না? তদ্বিষয়ে কৃপাপূর্ব্বক শাস্ত্রবাক্যসহ উত্তর দিবেন। নিজে একাদশীতে উপবাস করিয়া যদি পুত্র-পরিজন কিংবা বন্ধুবর্গকে অথবা অতিথিকে তাঁহাদের সন্তোষ-বিধানের জন্য একাদশীতে অন্নাদি ভোজন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাতে কোন বিশেষ অপরাধ হয় কি?

উত্তর

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত—শ্রীব্রহ্মসংহিতা, ৫ম অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকের তাৎপর্য্য ও বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

"নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষেচ্ছাই সৃষ্টি করেন। **নিমিত্তই মায়া**—মায়া অর্থাৎ **যোনি** এবং **উপাদানই শম্ভু** অর্থাৎ **লিঙ্গ**। **মহাবিষ্ণু**—**পুরুষ** অর্থাৎ **ইচ্ছাময় কর্ত্তা**। দ্রব্যময় প্রধানরূপ তত্ত্বই—'উপাদান' এবং আধারময় প্রকৃতি-তত্ত্বই—মায়া। তদুভয়ের সংযোগকারী ইচ্ছাময় তত্ত্বই—প্রপঞ্চ-প্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণাংশরূপ পুরুষ। এই তিনই সৃষ্টিকর্ত্তা।

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু চিচ্ছক্তিবলে একাংশে সৃষ্টিকালে চিজ্জগত ও মায়িক জগতের মধ্যসীমারূপ বিরজায় নিত্যশয়ন করিয়া দূরস্থিতা ছায়ারূপা

মায়াশক্তির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তৎকালে সেই **চিদীক্ষণ-স্বরূপাভাসরূপ রুদ্ররূপী দ্রব্যশক্তিময় প্রধান-পতি শম্ভু নিমিত্তাংশ মায়ার সহিত সঙ্গ করেন ;** কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিদ্বলরূপ মহাবিষ্ণু-প্রভাব ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং শিবশক্তিরূপা মায়া ও প্রধানগত উপাদান, এতদুভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় কৃষ্ণাংশ অর্থাৎ কৃষ্ণাংশ সঙ্কর্ষণের অংশরূপ মহাবিষ্ণু আদ্যাবতাররূপ অনুকূল হইলেই মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহাবিষ্ণুর অনুকূলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, তন্মাত্র ও জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়সকল সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অংশসমূহই জীবরূপে উদিত। শ্রীব্রহ্মসংহিতা (৫ম অঃ ১৬শ শ্লোক) আরও বলেন,—

অহঙ্কারাত্মকং বিশ্বং তস্মাদেতদ্ব্যজায়ত ।"

শম্ভু হইতেই অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। মূলতত্ত্বে ভগবত্তত্ত্ব—পৃথগভিমানশূন্য সর্ব্বসত্ত্বময়। মায়িক জগতে যে বিভিন্নাভিন্নমানরূপ লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নিত সত্ত্বার উদয় হয়, তাহা সেই শুদ্ধ সত্ত্বারই মায়িক প্রতিফলন এবং তাহাই আদি শম্ভুরূপে রমাদেবীর বিকার-রূপ মায়িকযোন্যাত্মক আধার-তত্ত্বে মিলিত ; সে-সময়ে শম্ভু—কেবল দ্রব্য-ব্যূহাত্মক উপাদান-তত্ত্ব-মাত্র। সকল অবস্থায়ই শম্ভুতত্ত্ব—অহঙ্কারাত্মক। পরমাত্মার চিৎকিরণ হইতে উদিত হইয়া চিৎকণ অনন্ত জীবসমূহ আপনাদিগকে 'ভগবদ্দাস' অভিমান করিলে মায়িক জগতের সহিত তাঁহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না, তাঁহারা বৈকুণ্ঠগত হন। সেই অভিমান ভুলিয়া তাহারা যখন মায়ার ভোক্তা হইতে চায়, তখনই সেই শম্ভুর অহঙ্কার-তত্ত্ব তাহাদের সত্তায় প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগকে পৃথক্ ভোক্তৃতত্ত্ব করিয়া দেয়। সুতরাং শম্ভুই অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব এবং জীবের মায়িক দেহাত্মাভিমানের মূলতত্ত্ব।

লিঙ্গ-যোন্যাত্মক ভব-বৈতানিক (সংসার-বিস্তারশীল) অহঙ্কার হইতে মুক্তি বা দক্ষের (দক্ষ—প্রজাবৃদ্ধিকারক ; শিব - দক্ষের দমনকারী) সংসার-বৃদ্ধিকর অহঙ্কারের দমনের জন্য শিবলিঙ্গের পূজা করিয়াও যাঁহারা ভগবৎসেবাময় শুদ্ধ সাত্ত্বিক অহঙ্কার অর্থাৎ "আমি নিত্য কৃষ্ণদাসানুদাস"—এই অভিমানকে বিলীন করিতে চাহেন, তাঁহারা রমা ও শম্ভুর অন্তর্য্যামী ও নিত্য উপাস্য শ্রীসঙ্কর্ষণ-মহাবিষ্ণুর বিরোধাচরণ করায় 'ভবব্রতধর' হইয়াও প্রচ্ছন্ন ভবই বরণ করেন। কারণ, দ্বিতীয়ব্যূহ শ্রীসঙ্কর্ষণ সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ এবং অহঙ্কারতত্ত্বের অন্তর্য্যামী। জীবের নিত্যসত্তা এবং কৃষ্ণদাস বা বিষ্ণুদাস-রূপ

শুদ্ধসত্ত্বময় অহঙ্কারকে বিনাশ বা অস্বীকার করিলে শ্রীসঙ্কর্ষণকে—বিষ্ণুকেই অস্বীকার করা হয়। সুতরাং চতুর্ব্যূহবাদ অস্বীকার করিয়া যে শিবপূজার ছলনা, তাহাতে সঙ্কর্ষণপ্রিয় শিবের অর্থাৎ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর প্রীতি ও পূজা না হওয়ায় তাহা 'পাষণ্ডতা' মধ্যে গণ্য। ঐরূপ পূজার ছলনা অসভ্যতার নিদর্শন। ভবব্রতধরগণ—অসভ্য, ভূতপ্রেতস্থানীয়। আর শম্ভুর নিত্যপার্ষদ প্রচেতাগণ—পরম সভ্য। প্রচেতাগণের আদর্শেই শম্ভুর পূজা কর্ত্তব্য।

বৃন্দাবনীয় অপ্রাকৃত নবীনমদনের উপাসকগণ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর অংশী সদাশিব বা গোপেশ্বর মহাবিষ্ণুর সেবা করেন। ইনি অপ্রাকৃত কামের মহামহোৎসব-স্বরূপ শ্রীরাসে গোপালনীশক্তিরূপে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবায় রতি প্রদান করেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবনের সেই গোপেশ্বর মহালিঙ্গ মায়িক কামের প্রতীক নহেন। একমাত্র যে কামবীজ ও কামগায়ত্রীতে অপ্রাকৃত নবীনমদনের—মন্মথমন্মথ নন্দকুলচন্দ্রমার আরাধনা হয়, সেই কামবীজ ও কামগায়ত্রীর মূর্ত্ত আদর্শরূপ সেই মহালিঙ্গ—গোপালনী শক্তি। গোপীগণের কামই 'প্রেম' নামে অভিহিত। গোলোকে যে কামবীজ, তাহা বিশুদ্ধ চিন্ময় এবং প্রপঞ্চে যে কামবীজ, তাহা মায়াশক্তিগত কাল্যাদি-শক্তির কামবীজ। প্রথমোক্ত কামবীজ মায়ার আদর্শ হইয়াও সম্পূর্ণ দূরবর্ত্তী এবং দ্বিতীয়োক্ত কামবীজ—মায়িক প্রতিফলন।

২। শ্রীজগন্নাথ—প্রাভব-তত্ত্ব এবং শ্রীবলরাম—বৈভবতত্ত্ব। প্রাভব ও বৈভব-তত্ত্বের মধ্যে সুমঙ্গলময়ী স্বরূপশক্তি সন্ধিনী সুভদ্রা। সুভদ্রা চিচ্ছক্তি-রূপে প্রাভব ও বৈভবতত্ত্বের সন্ধান প্রদান করিয়া ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল প্রকাশ করিতেছেন। যাহারা শ্রীজগন্নাথ-বিষ্ণু এবং শ্রীবলদেব-বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বজগৎ-প্রভু ও সর্ব্বজগত-বিভুতত্ত্বের অসম্প্রসারিত হস্ত-পদ লক্ষ করিয়া কেবল "অপাণি পাদঃ"—নিরাকার-নির্ব্বিশেষ-কল্পনা-পূর্ব্বক নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ অভদ্রের সন্ধানে ধাবিত হয়, সুমঙ্গলময়ী চিচ্ছক্তিস্বরূপা সুভদ্রা প্রভু ও বিভুতত্ত্বের মধ্যবর্ত্তীস্থানে থাকিয়া তাঁহাদিগকে "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে, পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ"—শ্রুতির তাৎপর্য্য অর্থাৎ শক্তিমান্ সবিশেষ পুরুষোত্তমের সন্ধান দিতেছেন। এখানে 'ভগ্নী' বিচার বা অন্য কোনও প্রাকৃত-জন-সুলভ বিচারে সুভদ্রার অধিষ্ঠান কল্পিত হয় নাই। যাঁহারা 'একলবাসুদেবে'র বিচার করেন, তাঁহাদের অপরিপক্ক বিচারও নিরাস করিয়া চিচ্ছক্তিরূপিনী সুভদ্রা শক্তি-

সমন্বিত ভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানের সন্ধান প্রদান করিতেছেন। চতুর্ব্বিধ নাস্তিকতার তুরীয় সীমা-রূপ নির্ব্বিশেষ বিচার এবং চতুর্ব্বিধ আস্তিকতার প্রথম ক্রমরূপ একল বাসুদেবের বিচার যেখানে মিলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেইখানে চিচ্ছক্তি সুমঙ্গলময়ী সুভদ্রা উভয় বিচারকে পৃথক্ করিয়া শক্তিসমন্বিত শ্রীপুরুষোত্তম-তত্ত্বের সন্ধান দিতেছেন। বস্তুতঃ শক্তিমান্ পুরুষোত্তমের নিত্য অধিষ্ঠান স্বীকার ব্যতীত কোনও কল্পনাই প্রকৃত আস্তিকতা বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে না, ইহা জানাইবার জন্যই সুভদ্রা প্রভু ও বিভু-তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তীস্থলে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। বাহ্যদর্শনে শ্রীজগন্নাথ বা শ্রীবলদেব-তত্ত্বের সহিত শ্রীলক্ষ্মীকে অধিষ্ঠিত না দেখিয়া এবং শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেবের অসম্প্রসারিত হস্ত-পদ দেখিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-তত্ত্বকে কেহ একলবিচারে বা নির্ব্বিশেষ মতবাদের কবলে কবলিত না করেন, এইজন্য 'সুভদ্রা' মঙ্গলময় চিচ্ছক্তির বিচার প্রকটিত করিয়া উভয় তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-শ্রীজগন্নাথ কখনই নিঃশক্তিক বা লক্ষ্মীহীন একল নহেন। তিনি শক্তিমান্—শক্তির প্রভুতত্ত্ব বাসুদেব, আর বলদেব-সঙ্কর্ষণ—শক্তির বিভুভার পরমেশ্বর—বিস্তারিণীশক্তির ঈশ্বর তিনি। সুভদ্রা এই বার্ত্তা জানাইবার জন্য প্রভু ও বিভুতত্ত্বের মধ্যে শ্রীসুভদ্রাদেবী অবস্থান করিতেছেন।

৩। আট বৎসর বয়ঃক্রমের পর অপূর্ণ অশীতি বর্ষ যাবৎ শুক্লা ও কৃষ্ণা—উভয় পক্ষীয় একাদশীতেই উপবাস করা মানব-মাত্রের একান্ত কর্ত্তব্য—

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো অপূর্ণাশীতিবৎসরঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োপরি॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ধৃত কাত্যায়নস্মৃতি-বাক্য)

জল, ফল, মূল, ক্ষীর, ঘৃত, সদ্ব্রাহ্মণ-অভিধান, সদ্‌গুরুর বাক্য ও ঔষধ—এই আটটি ব্রত-নাশক নহে—

অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্ব্বচনমৌষধম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ধৃত মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব-বাক্য)

কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ বিধি আছে—

মদুত্থানে মৎশয়নে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
অত্র যো দীক্ষিতঃ কশ্চিৎ বৈষ্ণবো ভক্তিতৎপরঃ।
অন্নং যদি ভুঞ্জীত ফলমূলমথাপি বা।

অপরাধমহং তস্য ন ক্ষমামি কদাচন।
ক্ষিপামি নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ধৃত কাশ্যপ-পঞ্চরাত্র-বাক্য)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—দীক্ষিত ও ভগবদ্ভক্তিপর কোন বৈষ্ণব (বিষ্ণু-মন্ত্রোপাসক) যদি এখানে মদীয় উত্থান-দিবসে, শয়নাহে ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে অন্ন বা ফল-মূলাদিও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি কখনও তাহার অপরাধ ক্ষমা করি না, আপ্রলয় তাঁহাকে ভীষণ নরকে পতিত করি।

অসদ্‌গুরু বা গুরুব্রুব যদি আত্মভোগ বা শিষ্যের ভোগ-সমর্থনকল্পে কিংবা মহাজন ও শাস্ত্র-বাক্য-লঙ্ঘন করিয়া একাদশী দিবসে প্রসাদ-গ্রহণ-ছলনায় ভোজনের আজ্ঞা প্রদান করে বা শ্রীক্ষেত্রাদিতে একাদশী ব্রতপালন-নিষেধ-পূর্ব্বক কর্ম্মজড়বিচারানুকরণে মহাজন ও শাস্ত্র-বিগর্হিত কুমত প্রচলিত করে, তবে সেই সেই মহাজন-লঙ্ঘনকারী গুরুব্রুবের বাক্য 'গুরু-বাক্য' বা 'ব্রাহ্মণ-অভিধান' (কামনা) বলিয়া গৃহীত হইবে না। কারণ মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বেই লিখিত আছে,—গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥
ভোগ্যবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক-রহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতরপন্থানুগামী ব্যক্তি নাম-মাত্রে 'গুরু' হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। **একভক্তেন** নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ।
পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি ন নিষ্কর্দশিকো ভবেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ ধৃত মার্কণ্ডেয়পুরাণ-বাক্য)

বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তি নিশাতে **একবার মাত্র** আহার কিংবা দুগ্ধ ও ফল-মূল গ্রহণ-পূর্ব্বক তিথি অতিবাহিত করিবেন; কোনক্রমেই একাদশী লঙ্ঘিত হইবে না। ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিকশরীরিণাম্।
ত্রিংশাব্দর্ষাধিকানঞ্চ নক্তাদিপরিকল্পনম্॥ (ঐ)

যাঁহারা রোগগ্রস্ত কিম্বা যাঁহাদের দেহে পিত্তাধিক্য রহিয়াছে আর যাঁহাদের বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক, তাঁহারা রাত্র্যাদিতে অনুকল্প গ্রহণ করিতে পারেন।

নিতান্ত অসমর্থপক্ষে একাদশী ব্রতকালে একবারমাত্র অনুকল্প গ্রহণের ব্যবস্থাই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, বহুবার ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে।
একাদশ্যাং প্রভুং বিষ্ণুং সমভ্যর্চ্চ্য কদাচন।
উপোষিতেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ॥

একভক্তেন বা তাত্ত ন নির্দ্বাদশিকো ভবেৎ।
তদেকনিয়মী নিত্যং ন সীদতি কদাচন॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বাক্য)

ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা অক্ষমতা হইলে একাদশী দিবসে ভগবান্ শ্রীহরির পূজার অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক উপবাস বা নক্তব্রত অথবা অযাচিত ব্রত কিংবা একবার-মাত্র কিছু অনুকল্প গ্রহণ করিয়া দিনপাত করিবে। কিন্তু কিছুতেই একাদশী ব্রত অতিক্রম করিবে না। এই প্রকার নিয়মের আশ্রয় করিলে ক্লেশভাগী হইতে হয় না।

ভীষণ আপদ বা বিপুল আনন্দের সময় কিংবা জননাশৌচ, মরণাশৌচ ও সূতকাশৌচে কখনই একাদশী ব্রত পরিত্যাজ্য নহে। জাগতিক কার্য্য পরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু হরিব্রত কোন কালেই পরিত্যাজ্য হইতে পারে না।

পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যাজ্যং দ্বাদশীব্রতম্।
সূতকেঽপি নরঃ স্নাত্বা প্রণম্য মনসা হরিম্।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ব্রতমেতন্ন লুপ্যতে। (হঃ ভঃ বিঃ ১২।২৭)

রবিবার বা সংক্রান্তি-দিবসে একাদশী তিথি উপস্থিত হইলে বাল-বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষ, বর্ণাশ্রমী—সকলকেই নিশ্চয়ই একাদশীব্রত পালন করিতে হইবে। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের লৌকিক মত সাত্বত শাস্ত্র নিরাস করিয়াছেন—বরং ঐ সকল দিবসে একাদশী আরও অধিকতর প্রশস্ত। কারণ, যে-সকল দিবসে প্রাকৃতজন হরিভজন ত্যাগ করেন, হরিভক্তজনগণ সেই সময়েই অধিকতরভাবে উৎসাহে ও নিশ্চিন্তমনে হরিভজন করিয়া থাকেন।

শনের্ব্বারে রবের্ব্বারে সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেঽপি চ।
ত্যাজ্যা নৈকাদশী রাজন্ সর্ব্বদৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১২।২৬)

অর্থাৎ, হে নৃপতে! নিশ্চিত জানিবে যে, শনিবার, রবিবার, সংক্রান্তি ও গ্রহণ সহবাসকাল—এই সমস্ত কালেই একাদশী ত্যাগ করিতে নাই।

অমাবস্যা দ্বাদশী চ সংক্রান্তিশ্চ বিশেষতঃ।
এতাঃ প্রশস্তাস্তিতয়ো ভানুবারস্তথৈব চ॥
উপবাসস্তথা দানমেকৈকং পাবনং মহৎ। (হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ)

অর্থাৎ অমাবস্যা, দ্বাদশী, সংক্রান্তি প্রভৃতি প্রশস্ত দিনে এবং রবিবারে একাদশীর উপবাস ও দান অধিকতর প্রশস্ত। একাদশীর উপবাস-দিবসে

পুত্র-পরিজন-বন্ধুবর্গ বা অতিথি—কাহাকেও ভোজনার্থ অন্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, একাদশীদিনে আহার করিলে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুহন্তা-পাপীরূপে পরিগণিত হইতে হয় এবং সেই ব্যক্তি বিষ্ণুধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে (হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ১৩শ সংখ্যা)। হরিবাসরে ভোজন করিলে কেবলমাত্র পাপভোজন করিতে হয় (হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ১৪শ সংখ্যা)। একাদশী তিথিতে আহার করিলে প্রতিগ্রাসে মল-মূত্রময় পাপভোজন হইয়া থাকে (হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ ১৭শ সংখ্যা)। সুতরাং এমতাবস্থায় কোন বন্ধুলোকই পুত্র-পরিজন বা অতিথিকে অন্নাদি প্রদান করিয়া তাহাদের পাপ ও অপরাধ-বর্দ্ধনের দায়ভাক্ হইতে পারেন না। ভুঙ্ক্ষ্ব ভুঙ্ক্ষ্বেতি যো ব্রূয়াৎ সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।

গোব্রাহ্মণস্ত্রিয়শ্চাপি জহীহি বদতি ক্বচিৎ।
মদ্যং পিবেতি যো ব্রূয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ।
পুরোডাশোঽপি বামোরু সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
অভক্ষ্যঃ সর্ব্বদা প্রোক্তঃ কিং পুনশ্চান্নসক্রিয়া॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৭শ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য)

হরিবাসর সমুপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি অপরকে "আহার কর, আহার কর" বলিয়া অনুরোধ বা ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করে, যে কোন সময়েই হউক, যাহার মুখে "গো-বধ কর, বিপ্র-হত্যা কর, নারী-বধ কর,"—এইরূপ উক্তি উচ্চারিত হয় এবং যে ব্যক্তি "সুরাপান কর" বলিয়া থাকে, ইহাদের সকলেরই অধোগতি হয়। অর্থাৎ শ্রীহরিবাসরে পুত্র-পরিজন-বন্ধু-অতিথি প্রভৃতিকে আহারের জন্য বলা আর গোবধ, বিপ্রহত্যা, নারীবধ ও সুরাপন করিবার জন্য অনুরোধ করা—সমান। হরিবাসরে যখন যজ্ঞীয় অবশেষ পুরোডাশ পর্য্যন্ত অভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন অন্নপাকাদির বিষয় আর কি বলিব?

অপরপক্ষে শাস্ত্র স্ত্রী-পরিজন বন্ধুবর্গের সহিত একাদশীতে উপবাসের বিধিই প্রদান করিয়াছেন,— সপুত্রশ্চ সভার্য্যাশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ।

একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৯শ সংখ্যাধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বাক্য)

পুত্র, ভার্য্যা, স্বজনাদি সকলের সহিত ভক্তিযুক্ত-হৃদয়ে উভয়-পক্ষীয় একাদশী তিথিতে অবশ্য উপবাস করিবে।

যে-কথা কীর্ত্তনে সাধ জাগে মনে

যে-কথা শ্রবণে ভরে হৃদি প্রেমে,
সর্ব্বানর্থ দূরে রয়;
যুগ যুগ ধরি' সে-কথা ফুকারি'
শুদ্ধ ভকতেরা কয়।
শুদ্ধ ভক্ত-কাছে প্রেম-ভক্তি আছে
তাঁরা তাহা দিতে পারে,
এ'কাঙাল তাই ব্যস্ত সর্ব্বদাই
ভক্ত-সেবা করিবারে।
ভক্ত-কাছে থাকি' ভক্ত-পদ সেবি'
যে-কথা শুনেছি কানে,
এ ছাড় জীবনে সে' কথা কীর্ত্তনে
সদা সাধ জাগে মনে।
গৌর-লীলা-গুণ যে' করে শ্রবণ
পূত হয় চিত তাঁর,
গৌরাঙ্গের পদ যে' ভজে সতত
সেই জানে রস-সার।
গৌর-কথা ছাড়ি' অন্য কথা পাড়ি'
সুখ নাহি উপজয়,
তাই, এ' অধম সপি' প্রাণ মন
গাহে গৌরাঙ্গের জয়!
শ্রীগৌরাঙ্গ-সনে শুদ্ধ ভক্ত-গণে
কৈলা যত গূঢ়-লীলা,
শ্রীবৃন্দাবন দাস আর শ্রীকৃষ্ণদাস
গ্রন্থে তাহা লিখি' গেলা।
তাঁদের লিপিকা বেদ-গোপ্য-কথা,
সে' কথা ভকতি-সার,
সে' কথা গাহিয়া গৌর নাম নিয়া
যাই যেন ভব-পার।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রবণ ও দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৫ পৃষ্ঠার পর)

অকৈতব শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে এই সকল কথা নিয়ত শ্রবণ-ফলে আমাদের ভগবদ্দর্শনের বাধক ঐ সকল প্রতিবন্ধক ও অনর্থময় ভ্রান্তিরাশি বিদূরিত হয়।

হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুর 'দর্শন'-চেষ্টা আর প্রহ্লাদের বিষ্ণুর 'দর্শন' সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রহ্লাদ 'শ্রবণ' করিয়াছিলেন, আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ শ্রবণ-ফলে জানিয়াছিলেন,—আত্মনিবেদনকারীর নিকট অধোক্ষজ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর রাজদরবারের ভোগ্য স্তম্ভেরও অন্তর্য্যামী ও নিয়ামক প্রভুতত্ত্ব-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন—প্রহ্লাদ শ্রবণ-ফলে বুঝিয়াছিলেন—স্তম্ভকে 'দর্শন' করা যায় না, যতক্ষণ না স্তম্ভ তাঁহাকে দর্শন করাইয়া থাকেন। হিরণ্যকশিপু নিজ-চেষ্টায় স্তম্ভকে দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন—পদাঘাত করিয়া—স্বীয় অহমিকা ও বলপ্রয়োগে স্তম্ভ দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাই স্তম্ভ তাঁহার দর্শনের বাধক অর্গলরূপে—'দর্শনে'র হন্তারকরূপে স্তম্ভান্তর্গত কশিপু-বিদারক মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, আর শ্রবণ-শরণাগত প্রহ্লাদ 'স্তম্ভ তাহার স্বরূপ দর্শন করাইলে তিনি স্তম্ভকে দর্শন করিতে পারিবেন' শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নিকট স্তম্ভ হইতে অধোক্ষজ ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়ক শ্রীনৃসিংহবৈভবতত্ত্বের অবতরণ হইয়াছিল। যাহারা 'শ্রবণ' না করিয়াই দর্শন করিবার পক্ষপাতী—যেন অধোক্ষজ ভগবানের সহিত অক্ষজ নেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া—পদাঘাত করিয়া দর্শন করিবার পক্ষপাতী, তাহাদের মনোভাব কশিপু-মনোভাবেরই প্রতিমূর্ত্তি। প্রহ্লাদ ঐরূপ 'দর্শন'-চেষ্টাকে নিরাস করিয়াছেন। প্রহ্লাদ বলেন,—শ্রবণ-কারীই দর্শন করিতে পারেন—সেবোন্মুখ শ্রোত্রই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব-দর্শনের নেত্র। সেখানে শ্রোত্রের সহিত নেত্রের আর ব্যবধান থাকে না।

অতাত্ত্বিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় মনে করেন, "শ্রীগৌরসুন্দর লোক-দিগকে প্রথমে তাঁহার দর্শন অর্থাৎ রূপ-দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া পরে তাহাদিগকে হরিনাম শ্রবণ করাইয়াছিলেন। লোকে প্রথমেই রূপ-দ্বারাই আকৃষ্ট হয়, পরে রূপাকৃষ্ট ব্যক্তি শ্রবণার্থ কর্ণ নিয়োগ করে। যেমন কাশীর মায়াবাদি-সন্ন্যাসীগণ প্রথমে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করেন নাই, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপাকৃষ্ট হইবার পরে তাঁহারা মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥

দর্শন-প্রভাবেই মুখে হরিনামকীর্ত্তন উপস্থিত হয়, শ্রবণ-প্রভাবে 'হরিনাম' নহে—ইহাই মহাভাগবতের লক্ষণ।*

আপাতযুক্তিতে এরূপ ভ্রান্তি বা সাধারণ ভ্রম প্রেয়ঃকামী প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে প্রবলতা লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর শ্রীমুখ হইতে যথার্থ তাৎপর্য্য শ্রবণের অভাব হেতুই বহুরূপী প্রচ্ছন্ন অনর্থের অন্যতমরূপেই এই সকল সুসূক্ষ্ম ভ্রম "শ্রবণ"—ফলেই বিদূরিত হইতে পারে, নতুবা আপাত দর্শনে ঐ ভ্রম আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে শ্রীচৈতন্য-চরণ হইতে 'দূরাৎ-সুদূরে'ই নিক্ষেপ করিতে থাকে।

মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতী বা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া জীবের অদৈব-প্রবৃত্তি মোহন করিয়াছিলেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীমুখ-গাথা শ্রবণের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর দর্শন (?) লাভ করিয়াও প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর পরমেশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত স্বরূপ দর্শন হয় নাই। মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দ এইমাত্র বুঝিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু—"কেশবভারতীর শিষ্য," "সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী," "সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন। ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন।" "হীনাচার কর কেনে, ইথে কি কারণ" ইত্যাদি। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-কথা "শ্রবণে"র পূর্ব্বে "দর্শন" (?) করিয়া মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিলেন,—"ইহার প্রৌঢ় যৌবন। কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইবে রক্ষণ ॥ নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব। বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব ॥ কহেন যদি, পুনরপি যোগপট্ট দিয়া। সংস্কার করিয়া উত্তম সম্প্রদায়ে আনিয়া।" নবদ্বীপের পড়ুয়া পাষণ্ডিগণ মহাপ্রভুকে নিয়ত দর্শন করিয়াও শচী পিসির 'ছেলে' মাত্র মনে করিয়া মহাপ্রভুকে কাজীর শাসনাধীন প্রজামাত্র-জ্ঞানে কাজীর নিকট মহাপ্রভুকে নবদ্বীপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য সকলে মিলিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে মথুরা হইতে প্রয়াগের বিজলী খাঁ প্রভৃতি পাঠান-গণ মহাপ্রভুকে ভক্তগণকে দর্শন করিয়াও মহাপ্রভুর নিষ্কপট সেবক বৈষ্ণব-গণকে "বাটোয়ার" এবং মহাপ্রভুকে বাটেয়োরগণের বিষপ্রয়োগে মুমূর্ষু জীব মনে করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য

মহাপ্রভুকে অক্ষজ নেত্রে দর্শনের অভিনয় করিয়াও মহাপ্রভুর সহিত কুতর্ক এবং সকলে মিলিয়া কুমন্ত্রণা করত অমেধ্য অন্নদ্বারা মহাপ্রভুকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছিল। রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুকে দর্শন (?) করিয়াও শ্রবণের অভাবে মহাপ্রভুকে একজন ভিস্বালম্পট মনে করিয়াছিল। রামচন্দ্র খাঁন মহাভাগবত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিয়াও শ্রবণ-বিমুখতার জন্য ঠাকুরের নিকট বেশ্যা প্রেরণ করিয়াছিল। যখন মহাপ্রভু তাঁহার ভৃত্য কৃষ্ণদাসকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক ভট্টথারির গৃহ হইতে আনিতে গিয়াছিলেন, তখন ভট্টথারি মহাপ্রভুকে দর্শন (?) করিয়াও শ্রবণ-বিমুখত-নিবন্ধন মহাপ্রভুকে প্রাকৃত মনুষ্যমাত্র মনে করিয়া মহাপ্রভুর প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু সেই প্রকাশানন্দ সরস্বতী, সেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, সেই বিজলী খাঁ প্রভৃতিই শ্রবণ করিবার পর মহাপ্রভুর স্বরূপ যথার্থরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ এবং বৌদ্ধাচার্য্যও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে পরবর্ত্তি-কালে 'কৃষ্ণনাম' শ্রবণ করিবার পরই মহাপ্রভুর স্বরূপ দর্শন করিতে পরিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। মহাভাগবত-লীল শ্রীচৈতন্য-দেবকে 'দর্শন' করিয়াও পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধাচার্য্যগণের মুখে 'কৃষ্ণ'-নাম বহির্গত হয় নাই। নামাচার্য্য মহাভাগবতশিরোমণি ঠাকুর হরিদাসকে দর্শন করিয়াও 'মুলুকের কাজী' প্রভৃতির মুখে 'কৃষ্ণ' নাম বহির্গত হয় নাই অথচ ঠাকুর হরিদাসের নিকট 'শ্রবণ'-ফলে বেশ্যারও মঙ্গলোদয় বা ঠাকুর হরিদাসের পাদপদ্মনখশোভা 'দর্শন' হইয়াছিল।

মহাভাগবত যদি কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করান, তবেই তাঁহার দর্শনে আমাদের মুখে হরিনামের উদয় হয়। সেখানে মহাভাগবতের কৃপাশক্তি সঞ্চারের 'অবতরণ', অনর্থযুক্ত জীবের দাম্ভিকতাপূর্ণ দর্শন-চেষ্টার 'আরোহণ' নহে। মহাভাগবতকে শ্রবণ-সেবোন্মুখতার দ্বারা যে দর্শন হয়, তৎফলেই আমাদের জিহ্বায় প্রকৃত 'নাম' প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মহাপ্রভু বহির্ম্মুখগণের মোহনার্থ কখনও কখনও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেও তদ্দ্বারা বহির্ম্মুখদের আসুর ভাবের সাময়িক স্তব্ধ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু 'শ্রবণ'-ফলেই বহির্ম্মুখগণের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন ঘটিয়াছে। মহাপ্রভু সর্ব্বত্রই শ্রবণামৃত বিতরণ করিয়াছেন।

যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ-নামে ভাসাইলা নবদ্বীপ-গ্রাম॥ (চৈঃ চঃ আদি ১৩।৩০)

যারে দেখ, তারে কহ, কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১২৮)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"তচ্চ নামরূপগুণপরিকরলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি। তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবত-শ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠম্।" (শ্রীভগবান্ ও ভক্তের) নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় শব্দ-সমূহ শ্রবণ-পথগত হইলে তাহাকে 'শ্রবণ' বলা যায়। সাধনের প্রারম্ভে অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত ভগবন্নাম শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়মল মুক্ত হইলে, ভগবানের রূপসম্বন্ধিনী কথা শ্রবণ এবং তাহার ফলে অন্তরে ঐ রূপের উদয়হেতু যোগ্যতা লাভ হয়। রূপের কথা শ্রবণ-প্রভাবে রূপের সম্যক্ উদয় হইলে গুণের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। গুণের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরবর্গের সেবাবৈচিত্র্য এবং তৎসহ তল্লীলাবৈশিষ্ট্যও স্ফূরিত হয়। এইরূপে তদীয় নাম-রূপাদির স্ফুরণে তাঁহার লীলা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না হইয়া সুন্দরভাবে স্ফুরিতা হন।

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন, তখন মূঢ়গণগড্ডালিকা রাত্রিকালে দূর হইতে কালীয়দহে কোন নৌকার উপরে জনৈক কৈবর্ত্তকে প্রদীপ জ্বালিয়া মৎস্য ধরিতে দেখিয়া কালীয়নাগের উপর কৃষ্ণের আবির্ভাব মনে করিয়াছিল। অভিন্ন কৃষ্ণচন্দ্র মহাপ্রভুকে দর্শন (?) করিয়াও তাহারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া 'দর্শন' না করিয়া কৈবর্ত্তে কৃষ্ণবিবর্ত্ত করিয়াছিল। এমন কি, যে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মহাপ্রভুকে দর্শন (?) করিতেছেন, তিনিও বিবর্ত্তাশ্রিত "কৃষ্ণদর্শনে"র প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে "চাপড় মারিয়া" বলিয়াছিলেন—"মূর্খের বাক্যে 'মূর্খ' হইলা পণ্ডিত হঞা।"

সুতরাং শ্রবণবিমুখ বা শ্রবণদুর্ভিক্ষ-পীড়িত মূর্খ বা মূঢ় লোকের—

"নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে।
জ্বালিয়ারে * * 'কৃষ্ণ' করি মানে॥
* * * *
স্থাণু-পুরুষে যৈছে বিপরীত-জ্ঞানে॥"

—প্রভৃতি আপাত 'দর্শন' অধোক্ষজ 'কৃষ্ণদর্শন' নহে। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ-এর নিকট শ্রবণের দ্বারেই প্রকৃত দর্শন হয়। মহাপ্রভু উপরি-উক্ত লীলা প্রকাশ করিয়া এই শিক্ষাই প্রচার করিলেন।

যাঁহারা মৌনী সাধুর 'দর্শন'মাত্র করিয়া নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-মাত্র সাধনপূর্ব্বক অনর্থময় হৃদয়গ্রন্থি-বিদারক সাধুমুখ-বিগলিত তীব্র শ্রেয়োপদেশ 'শ্রবণ' হইতে পলায়নের পথ আবিষ্কার করেন, তাঁহারা আত্মবঞ্চনাকামী। তাঁহারা সাধুর সঙ্গ-ফলে আত্মমঙ্গল চাহে না, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর। আত্ম-বঞ্চনাই পুরস্কাররূপে প্রাপ্ত হন। সাধুর কার্য্যই এই যে,—তিনি মনোব্যাসঙ্গ-ছেদিকা উক্তিসমূহ নিরন্তর 'শ্রবণ' করাইয়া থাকেন,—

"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

যে সাধু অনুক্ষণ শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে 'শ্রবণ' না করান, তিনি হয় আমাদিগকে অত্যন্ত পাষণ্ড দেখিয়া আত্মগোপন করিতেছেন, না হয় তিনি নিজে বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চনা করিতেছেন। কিন্তু সেই সাধুই সর্ব্বাপেক্ষা মহাবদান্য, পরদুঃখদুঃখী—যিনি অনুক্ষণ অধোক্ষজ-কীর্ত্তন করেন এবং আমাদিগের কর্ণপুটে শ্রবণামৃত দান করিয়া আমাদের চেতনার পোষণ করিয়া থাকেন।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥"

উৎসব-সমীক্ষা

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও শ্রীশ্রীঝুলন-যাত্রা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ সমিতির মূলমঠ শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবং তৎশাখা মঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর হিন্দোল-উৎসব যথারীতি উদ্‌যাপন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ৩১শে শ্রাবণ (ইং ১৭।৮।৭৫) রবিবার হইতে ৫ই ভাদ্র (ইং ২২।৮।৭৫) শুক্রবার পর্য্যন্ত ষষ্ঠদিবস-ব্যাপী মহাসমারোহের সহিত উক্ত উৎসব প্রতিপালিত হয়।

স্থানাভাবে এস্থলে শুধু আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ ও উড়িষ্যার অন্তর্গত শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচার কেন্দ্রের বাৎসরিক মহোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হইতেছে; যথা—

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে

উক্ত মঠের বার্ষিক-উৎসবরূপে শ্রীঝুলনযাত্রানুষ্ঠান বিশেষ সাড়ম্বরের সহিত প্রতি বৎসর উদ্‌যাপিত হয়। এই বৎসর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত দামোদর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সঙ্গে লইয়া উৎসবের প্রায় পনের দিন পূর্ব্বেই উক্ত মঠে পৌঁছেন। তদুপরি আসামস্থ সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠের রক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রভু উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীঝুলনযাত্রার প্রাক্‌দিবস অর্থাৎ ৩০শে শ্রাবণ (ইং ১৬।৮।৭৫) শনিবার হইতে শ্রীমঠের তোরণ তথা শ্রীবিগ্রহের হিন্দোল-দোলা সুসজ্জিত করা হয়। এই দিন সন্ধ্যায় আরতি-কীর্ত্তনাদি হইলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীঝুলন-যাত্রা বলিতে কি বুঝায় এবং এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ প্রাঞ্জলভাষায় শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে উক্ত মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ অধিবাস দিবস উপলক্ষে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাকণা-প্রার্থনাপূর্ব্বক সজ্জনবৃন্দকে এই মহদ-নুষ্ঠানে উপস্থিতি ও সহায়-সহানুভূতি করিতে আহ্বান জানান।

৩১শে শ্রাবণ (ইং ১৭।৮।৭৫) প্রাতে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে নগর-কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে বিশেষভাবে চর্ব্ব্য-চুষ্য, লেহ্য-পেয়, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোগ নিবেদনের ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, ৪ঠা ভাদ্র (২১।৮।৭৫) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রতিদিন বিশেষভাবে পাঠ-কীর্ত্তন, হিন্দোল-দোলন এবং শ্রীকৃষ্ণ-গৌর-রামলীলাদি এবং শ্রীপ্রহ্লাদ ও ধ্রুব-চরিত্র প্রভৃতি দিবস প্রঞ্চক যথাক্রমে ছায়াচিত্রযোগে প্রদর্শন এবং সেই সেই বিষয়-সম্পর্কে ভাষণও দান করিয়াছেন। তদুপরি সভানুষ্ঠানে বক্তৃতা মাধ্যমে দেহারাম অপেক্ষা আত্মারামের খোরাকের ব্যবস্থাই প্রচুরভাবে ছিল।

৫ই ভাদ্র (ইং ২২।৮।৭৫) শুক্রবার মঙ্গলারতি ও তৎপর পাঠকীর্ত্তন হইলে শ্রীবলদেব-পূর্ণিমায় উপবাসী সকল ভক্তবৃন্দকে পূর্ব্বাহ্ণ ৯টার মধ্যেই মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। তদনন্তর বৈকাল প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

এই উৎসব-সম্পাদনায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দামোদর মহারাজের সেবানৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য। তদুপরি শ্রীমান্ জীবনকৃষ্ণ, শিবানন্দ, সুন্দরানন্দ, বাণীনাথ ও বলরাম প্রভৃতির সেবা-প্রচেষ্টা দর্শকবৃন্দের স্মৃতিপথে স্মরণীয় থাকিবে।

শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে

এই বৎসর উড়িষ্যায় ভয়াবহ বন্যাপ্রবাহে এখানকার শ্রীঝুলনযাত্রা-উৎসব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে না পারিলেও বন্যার্ত্ত ব্যক্তিগণকে প্রচুর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বেই সমিতির মূল মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ২।৩ মূর্ত্তি ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপনীত হন। অন্যদিকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের তত্ত্বাবধানে উৎসবের জন্য প্রচুর প্রস্তুতি লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু প্রলয়ঙ্কারী বন্যার আগমনে এই উৎসবের রূপ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল। তবে সুখের বিষয় এই যে, বন্যা-প্রপীড়িত বুবুক্ষু জনতা উক্ত স্থানে প্রায় সপ্তাহব্যাপী এই দুর্দ্দিনের সময় ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মহাপ্রসাদ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

আপামর জীবনিচয় ঈশ্বর-বিমুখ হইয়া এই জগতে ত্রিতাপ-জ্বালায় তিলে তিলে দগ্ধিভূত হইতেছেন; পরিতাপের বিষয় এই যে, বিষয়ান্ধ মানবগণের তবুও আত্মচেতনা জাগরূক না হওয়ায় মায়ার কশাঘাতে জর্জ্জরিত প্রায় মনুষ্যেতরের অবস্থায় নিপতিত হইতেছেন। এই দুর্দ্দিনে একাধারে যেমন দুর্যোগ, অন্যদিকে হরিকথারও সেইরূপ দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। তাই জগদ্বাসী শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষী হইলেও প্রতিকূলতার ছায়া আবরণরূপে নানাভাবে অঘটন ঘটাইতে ছাড়িতেছে না। ভোগস্পৃহার আগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা মানবকুলকে তমসাগতির দিকে প্রধাবিত করায় জড়কেন্দ্রিক জীবজগত মুখে সমষ্টি-কেন্দ্রিক উচ্চারিত করিলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আত্মকেন্দ্রিক হইতেছেন।

জগতে মানবকুল যতই আত্মকেন্দ্রিক হইবেন, অশান্তির দাবানলও ততই ব্যাপকরূপ ধারণ করিবে। তাই শরীরের খাদ্য দেওয়ার সহিত আত্মার খোরাক যোগানও সমাজ-কল্যাণের আরও এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। দুইয়ে

দুইয়ের পরিপূরক রাখিলে বদ্ধজীবগণকে অজানা রাজ্যের চিদালোকের ন্যূনতম অবস্থার ক্ষীণ আলোক কিয়ৎ পরিমাণে দর্শন করাইতে পারিলেও ভগবৎকৃপায় অমিত শক্তি ধারণ করিতে পারিবে। মানবগণ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা ক্রমান্বয় দূরিভূত হইবে এবং তখনই যথার্থ সমবণ্টন অবস্থা আপনা-আপনি আমাদের মধ্যে প্রকটিত হইবে। কারণ প্রত্যেকের প্রতি যখন আত্মবোধ আসিবে তখন মাৎসর্য্য আপনা হতে অন্তর্হিত হইতে বাধ্য। ধ্বংসশীল পাঞ্চভৌতিক শরীরের প্রতি যেরূপ বেশীর ভাগ লোকেই যত্ন লইয়া থাকেন, কিন্তু চির শাশ্বত চিন্ময় যে-শরীর তাহার কথা চিন্তা করার অবকাশ কত জনে রাখেন? অথচ আমরা চোখের কাছে দেখিতে পাই যে, এই পাঞ্চভৌতিক শরীরের জন্য প্রচুর যত্ন লইলেও চিৎকণ যখন ইহাকে পরিত্যাগ করেন তখন ইহার (জড়শরীর) মূল্যায়ন একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সুতরাং যে-শরীরের হেন গতি শুধু তাহার কথা নিয়াই ব্যস্ত থাকা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। তজ্জন্য খাওয়া-পরা বাদেও জীবগণের আরও অনুসন্ধানের বিষয় আছে—তাহা সুনিশ্চিত ভাবে মনে রাখিতে হইবে। এই জন্য ভগবদ্ভক্তগণ ইহ জগতের চলন্তিকার মধ্যে (জড়দৃষ্টিতে) নিবিষ্ট থাকিলেও ঈশ্বর-উন্মুখিতাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

সভ্য জগত যেদিন সেই অমিয়ধারা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করত তাহা পালনে ব্রতী হইবেন, সেই দিনই দ্বারে দ্বারে রচিত হইবে প্রকৃত শান্তি। নচেৎ বিশ্ব জুড়ে শুধু শান্তির বাণী আওড়াইলেও ইহার অবস্থান বেলাভূমিতে বালুর ঘর সাজানর ন্যায়ই অবস্থা ধারণ করিবে।

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষাং অধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

ধর্ম্মকে বাদ দিয়া সমাজ কখনই সুষ্ঠু ভিত স্থাপন করিতে পারে না। কারণ ধর্ম্মকে বাদ দিলে মানুষকে যেখানে পশুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে সে-ক্ষেত্রে সমাজের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে তাহা সুধীগণেরই বিচার্য্য।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
৭ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



ওঁ নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৩১শে ভাদ্র, ১৩৮২ ; ইং ১৭।৯।৭৫

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ২রা কার্ত্তিক (ইং ২০।১০।৭৫) সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ৭ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার-দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

২রা কার্ত্তিক, ইং ২০।১০।৭৫ সোমবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। | অন্য ধর্ম্ম মুণ্ডরূপে পালে সেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরমূল। | হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৭শ বর্ষ { বাসুদেব, ২৮ পদ্মনাভ, ৪৮৯ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৮২ ; ইং ১৮।১০।১৯৭৫ } ৮ম সংখ্যা

সানুবাদম্

শ্রীরুদ্র-কৃতং "শ্রী শ্রীসঙ্কর্ষণ-স্তোত্রম্"

(শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তদশেঽধ্যায়ে—১৭-২৪)

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ব্বগুণসংখ্যানায়ানন্তাব্যক্তায় নম ইতি ॥ ১৭

প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক আমি সেই মহাপুরুষ ভগবান্‌কে নমস্কার করি। তিনি—সর্ব্বগুণের প্রকাশক, কিন্তু স্বয়ং অপ্রমেয় ও অনন্ত ॥ ১৭ ॥

ভজে ভজেন্যারণপাদপঙ্কজং
ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্।
ভক্তেষ্বলং ভাবিত-ভূতভাবনং
ভবাপহং ত্বা ভবভাবমীশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

হে ভজনীয়, আপনি—পরম ঈশ্বর। আপনার অভয় পাদপদ্ম ভক্তগণের ভয় বিদূরিত করে। আপনি ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল। আপনি ভক্তগণ সমক্ষেই আপনার নিজ-ভক্তপালকস্বরূপ নিজরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন। হে প্রভো! আপনি ভক্তগণের সংসার মোচন করেন এবং অভক্তদিগকে সংসারে আসক্ত করান। হে ঈশ! আমি আপনাকে ভজনা করি॥ ১৮॥

ন যস্য মায়াগুণ-চিত্তবৃত্তিভি-
র্নিরীক্ষতো হ্যণ্বপি দৃষ্টিরজ্যতে।
ঈশে যথা নোহজিত-মন্যুরংহসাং
কস্ত্বং ন মন্যেত জিগীষুরাত্মনঃ॥ ১৯॥

আমরা ক্রোধবেগ জয় করিতে পারি নাই, সুতরাং আমাদের দৃষ্টি যেরূপ রাগ-দ্বেষাদির দ্বারা মায়িক বিষয়ে লিপ্ত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বর শাসন করিবার নিমিত্ত বিশ্বকে নিরীক্ষণ করিলেও, তাঁহার দৃষ্টি আমাদিগের ন্যায় ঐ মায়িক বিষয়ে অণুমাত্রও লিপ্ত হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়জয়াভিলাষী কোন্ মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই ভগবানের সেবা না করিবেন? ১৯॥

অসদ্দৃশো যঃ প্রতিভাতি মায়য়া
ক্ষীবেব মধ্বাসব-তাম্রলোচনঃ।
ন নাগবধ্বোঽর্হণ ঈশিরে হ্রিয়া
যৎপাদয়োঃ স্পর্শন-ধর্ষিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ২০॥

যে ব্যক্তির দৃষ্টি—অসতী, তাহার সমক্ষে যিনি মধু ও আসব-পান-হেতু রক্তনেত্র বিবেকহীন উন্মত্ত পুরুষের ন্যায় ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন, (বস্তুতঃ তিনি—স্বয়ং নিত্যানন্দস্বরূপ, বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহার বিবেকাদির অভাব হয় না), অর্চ্চন-সময়ে যাঁহার পাদস্পর্শ হইতেই নাগবধূগণ মুগ্ধমনা হইয়া পড়েন, লজ্জাবশতঃ আর অন্যান্য অঙ্গের অর্চ্চন করিতে সমর্থা হন না, সেই ভগবান্‌কে আর কে-ই বা সমাদার না করিবে? ২০॥

যমাহুরস্য স্থিতিজন্মসংযমং
ত্রিভির্বিহীনং যমনন্তমৃষয়ঃ।
ন বেদ সিদ্ধার্থমিব ক্বচিৎ স্থিতং
ভূমণ্ডলং মূর্দ্ধসহস্রধামসু॥ ২১॥

ঋষিগণ যাঁহাকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গের কারণ, অথচ স্থিত্যাদি (অর্থাৎ সত্ত্বাদি)-গুণরহিত বলিয়া যাঁহাকে 'অনন্ত' নামে অভিহিত করেন, সেই অনন্তদেবের সহস্রফণারূপ ধামের একদেশে একটী সর্ষপের ন্যায় যে ভূমণ্ডল অবস্থিত, তাহা যাঁহার গণনার মধ্যেই আসে না, সেই শ্রীভগবান্ অনন্তদেবকে কে-ই বা আদর না করিবে ? ২১ ॥

যস্যাদ্য আসীদ্‌গুণবিগ্রহো মহান্
বিজ্ঞানধিষ্ণ্যো ভগবানজঃ কিল ।
যৎসম্ভবোঽহং ত্রিবৃতা স্বতেজসা
বৈকারিকং তামসমৈন্দ্রিয়ং সৃজে ॥ ২২ ॥
এতে বয়ং যস্য বশে মহাত্মনঃ
স্থিতাঃ শকুন্তা ইব সূত্রযন্ত্রিতাঃ ।
মহানহং বৈকৃত-তামসৈন্দ্রিয়াঃ
সৃজাম সর্ব্বে যদনুগ্রহাদিদম্ ॥ ২৩ ॥

যাঁহা হইতে বুদ্ধির আশ্রয়স্বরূপ রজোগুণ-প্রধান মহতত্ত্ব-শরীর ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, আবার সেই ব্রহ্মা হইতে অহঙ্কারতত্ত্বরূপ আমি (রুদ্র) জন্ম লাভ করিয়া ত্রিগুণাত্মক স্বীয় তেজোবলে দেবতাবর্গ, পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়বর্গের সৃষ্টি করিয়া থাকি ; যে মহাত্মার বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহার অনুগ্রহে, দেবতা, ভূত, ইন্দ্রিয়বর্গ, ব্রহ্মা ও আমি রুদ্র—আমরা সকলেই সূত্রবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই, সেই ভগবান্ অনন্তদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ২২-২৩ ॥

যন্নির্ম্মিতাং কর্হ্যপি কর্ম্মপর্ব্বণীং
মায়াং জনোঽয়ং গুণসঙ্গমোহিতঃ ।
ন বেদ নিস্তারণযোগমঞ্জসা
তস্মৈ নমস্তদ্বিলয়োদয়াত্মনে ॥ ২৪ ॥

যাঁহার নির্ম্মিতা মায়া আমাদিগকে কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ করে, মায়াবিমোহিত তাদৃশ ব্যক্তি যাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে উহা হইতে নিস্তার-লাভের উপায় জানিতে পারে না, যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, সেই পরমাত্মা ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধামসেবা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৩০ পৃষ্ঠার পর)

সেই প্রেমের পরিপূর্ণ প্লাবন—শ্রীরাধাকুণ্ড। সেই গোবর্দ্ধনতটে বিরাজিত রাধাকুণ্ডের সেবা বিবেকিগণই করে থাকেন অর্থাৎ যাঁদের বস্তুবিচারে কোন্‌টী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেব্যাধার-বিচারে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেব্য—এই বিবেকোদয় হ'য়েছে, তাঁ'রাই রাধাকুণ্ডের সেবা ক'রবেন, রাধাকুণ্ডের তীরে বাস—রাধা-কুণ্ডতটস্থিত কুঞ্জকুটীরে বাস অপেক্ষা রাধাকুণ্ডে অবগাহনের আরও অধিকতর বৈশিষ্ট্য আছে। শুধু তীরে বাস নয়—তীরস্থ কুঞ্জে বাস নয়, কুণ্ডে রাধিকার ভাব-বিশেষে অবগাহন ক'রে রাধাকান্তের সেবা আরও অনেক বেশী কথা। 'রাধিকার ভাবে অবগাহন' শব্দে আপনাকে মূলধনস্বরূপ আশ্রয়-বিগ্রহের অভিমান নয়—কারণ উহা অহংগ্রহোপাসনা; ললিতা-বিশাখা প্রভৃতির অভিমানও অহংগ্রহোপাসনা। রাধিকার ভাব-পোষণী অনুচরীর অভিমানে, ললিতার ভাব-পোষণী মঞ্জরীর পরিচারিকা অভিমানে অবগাহন। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিকা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা—এই আট প্রকার নায়িকার অন্যতমার ভাবানুসরণে মুক্ত আত্মা তাঁ'দের পরিচর্য্যামূলে রাধাকুণ্ডে অবগাহন ক'রে কৃষ্ণ-সেবা করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনীতে রাধাকুণ্ডের তীরে অবস্থান মাত্র দেখান' হ'য়েছে। রাধাকুণ্ডে রাধিকার ভাবে অবগাহন ক'রে কৃষ্ণসেবার কথা কিছু বলা হয় নাই। শ্রীরামানন্দ-সংবাদে যখন রামানন্দ রায় 'ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর' ব'লে মহাপ্রভুকে প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের কথা ব'লতে উদ্যত হ'লেন, তখন মহাপ্রভু নিজ হস্তদ্বারা রামানন্দ রায়ের মুখ চেপে ধ'রলেন। 'আত্মার চরম বিকাশের কথা এ'র পর আর জগতে প্রকাশিত হ'তে পারে না' —এই জন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের মুখ আচ্ছাদন ক'রলেন।

'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী' শ্লোকে আধার বা স্থানের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বিচারিত হ'য়েছে। তৎপরে কর্ম্মিভ্যঃ পরিতঃ' শ্লোকে সেবক পাত্র-সমূহের উত্তরোত্তর উৎকর্ষের বিচার হ'য়েছে। অজ্ঞেয়, সগুণ, নির্গুণ, ক্লীব, পুরুষ, মিথুন, স্বকীয়, পারকীয় প্রভৃতি বিচারে সেব্য-পাত্রের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-বিচার প্রদর্শিত হ'য়েছে। জ্ঞেয়ের অজ্ঞেয়-বিচার, সংশয়-বিচার হ'তে অর্থাৎ আত্মার সম্পূর্ণ masked (মুখোস পরা) অবস্থা হ'তে ক্রমশঃ আরোহ-বাদে পরমার্থ-ভূমিকায় পারকীয়-বিচার পর্য্যন্ত আরোহণ করা যায়। যেমন, প্রথমে অজ্ঞেয়তার কোষ ছিন্ন ক'রে ত্রিগুণের কোষ, অচিৎসগুণের কোষ ছিন্ন ক'রে নির্গুণ-বিচারের কোষ, নির্গুণ কোষ-বিচার ছিন্ন ক'রে ক্লীবব্রহ্ম-

বিচারের কোষ, তা' ছিন্ন ক'রে পুরুষ-বিচার বা চতুর্ব্যূহাত্মক বা বাসুদেব-বিচারের কোষ, তা[২] অতিক্রম ক'রে মিথুন বিচারের কোষ, তা'ও অতিক্রম ক'রে স্বকীয় বিলাসের কোষ এবং তা'ও অতিক্রম ক'রে পারকীয় বিচারের কোষ। Immanent * (প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত) হ'তে transcendent (প্রকৃতির অতীত বা অপ্রাকৃত) এর বিচার অথবা অবরোহ-বিচারে অপ্রাকৃত হ'তে অন্তর্য্যামিত্ব-বিচারে যেমন নারিকেলের হরিৎ ত্বগাবরণের অভ্যন্তরে ছোব্ড়া, তদভ্যন্তরে কঠিন কোষ্ঠ, তদভ্যন্তরে আর একটি সূক্ষ্ম আবরণ, তদভ্যন্তরে নারিকেল-শস্য এবং জল—রাধাকুণ্ডে অবগাহন। যদি রাধাকুণ্ড-তীরের কোন এজেণ্ট জগতে এসে আমার নিকট শ্রৌত-পরম্পরায় সে দেশের কথা বলেন এবং আমি কোষসমূহ ছিন্ন ক'রতে ক'রতে বৈকুণ্ঠ-দূতের কৃপারজ্জু ধ'রে আরোহণ ক'রতে থাকি, তবেই ঐরকম আরোহ-বাদ স্বীকৃত হ'তে পারে। নতুবা নিজের চেষ্টায় ঐরকম ছিন্ন ক'রতে ক'রতে আরোহণ ক'রবার চেষ্টা ক'রলে প্রাকৃত সহজিয়া বা এঁচড়ে পাকা হ'য়ে যেতে হ'বে। অথবা তার এক বিচারে আমরা জানতে পারি যে, প্রথমে পূর্ণতমা সেবার বিচারে পারকীয়-বিচার এবং সেই সেবার বিচার ক্রমশঃ হ্রাস হ'য়ে স্বকীয়-বিচার, মিথুন-বিচার, পুরুষ-বিচার, ক্লীবব্রহ্ম-বিচার, নির্গুণ-বিচার, সগুণ-বিচার, অজ্ঞেয় বা সংশয়-বিচার। এখানে transcedent হ'তে phenomena (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃত ব্যাপারসমূহ) এবং তদভ্যন্তরে immanent। ক্লীবব্রহ্ম বা নির্ব্বিশেষ বিচার অসম্যক্ পুরুষ-বিচারও আংশিক। পুরুষ-মাত্র বাদে ক্লীবত্ব নিরস্ত হ'য়েছে বটে, কিন্তু স্ত্রীভাবের অভাব থাকায় অর্দ্ধপরিচয় মাত্র—পূর্ণ নয়। সুতরাং কেবল-বাসুদেবের বিচার—আংশিক বিচার, কেবল বাসুদেবের বিচার উন্নত হ'য়ে মিথুন বিচারে পূর্ণতা দেখ্তে পাওয়া যায়। মিথুন-সমৃদ্ধিতে একপত্নীব্রতত্ব বা সীতারামের বিচারও পূর্ণতম বিচার নয়, উহা মধুর রতি নামে পরিচিত হ'তে পারে না, তা' দাসরসের বিচারমাত্র। যেহেতু সেখানে তটস্থা-শক্তির যোগ্যতা নাই। অপরে প্রকাশ বিগ্রহাবতার রাঘবকে সীতার ন্যায় সেবা ক'রতে পারে না, তা'র প্রমাণ দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যখন রাঘবপ্রকাশের কন্দর্প-বিনিন্দিত নবদুর্ব্বাদল-শ্যামকান্তি ভূজ দর্শন ক'রেছিলেন, তখন তাঁ'রা তাঁ'দের পুরুষশরীরে একপত্নী-ব্রতধর রামচন্দ্রকে স্বয়ং মধুর-রতিতে সেবা ক'রতে অসমর্থ হ'য়েছিলেন এবং

---

* Transcendent শব্দের বিপরীত অর্থবোধক।

তজ্জন্যই বহুবল্লভ কৃষ্ণকান্তা গোপীজন্ম বাঞ্ছা ক'রেছিলেন। সীতার অনুগত হ'য়ে যে রামচন্দ্রের সেবা, তা'ও দাস বা দাসীত্ব বিচারে সেবা। রুক্মিণীবেশের সেবায় স্বয়ং রূপার যে স্বকীয়তা, উহাও সর্ব্বচিন্ময়াঙ্গদ্বারা কান্তের সেবা নয়। দেবী জানকীর—সাধ্বীর পতিসেবা মাত্র। তবে দেবী রুক্মিণীর সেবা প্রকাশ-সেবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংরূপের সেবা। একপত্নীব্রতধর রামচন্দ্র পরকান্তার মুখ দর্শন করেন না, কিন্তু কৃষ্ণ স্বকীয়-বিচারেও কোটিকান্তা-বিলাসী; দ্বারকায় স্বকীয়-বিচারে মর্য্যাদা-নীতি বর্ত্তমান, কিন্তু স্বয়ংরূপের স্বেচ্ছা-চারিতার নিকট তা'ও বিপর্য্যস্ত হ'য়েছে। ডক্টর ভাণ্ডারকার জড়দর্শনে রাম-সীতার উপাসনা পর্য্যন্ত বোঝেন, এর পরের কথা আর বুঝতে পারেন না। স্বকীয় মিথুনে সেবার পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হয় নাই, তা'তে বহু আশ্রয়ের বিচার থাকলেও এবং তা' ঐশ্বর্য্যমিশ্র মধুর হ'লেও উহাও একপ্রকার দাসরসেরই অন্যতম। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি স্বকীয়া মহিষীবৃন্দের অনুচরীবৃন্দ স্বকীয়ানুগত্যে স্ব-দরিদ্রতামুখে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সেবা ক'রতে পারেন। কেবল-স্বকীয়-বিচারে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশিত থাকায় কান্তরতির মধুরতা ও আগ্রহ পরিস্ফুট হ'তে পারে না। ঐশ্বর্য্য-প্রবল স্বকীয়-রসে রাস-উৎসবের মাধুর্য্য প্রকাশিত হয় নাই। যেস্থানে আত্মার অনুরাগ আর্য্যধর্ম্মের অন্তঃসীমা পর্য্যন্ত উলঙ্ঘন ক'রছে, সেই অনুরাগ পারকীয়বিচার-ব্যতীত স্বকীয় বিলাসে নাই। পারকীয় মিথুনেই চিদ্‌বিলাস-সেবার পরিপূর্ণতা। পারকীয়-মিথুনের মাধুর্য্য-পরিমলে স্বকীয় শ্রীগণের শ্রীও বিশ্রী হইয়াছে।

মিথুনবাদে ত্রিবিধ মিথুন স্বীকৃত হ'য়েছে, পুরুষবাদে তা' নাই। প্রাঙ্ মিথুন, মিথুন ও পরমিথুন। যেমন—দেবকী-বসুদেব, রুক্মিণী-বাসুদেব ও রতি-প্রদ্যুম্ন। পরকীয় মিথুনে 'ইদং' এর বিচারটুকু মাত্র নয়, পূর্ণতম 'সঃ' এর বিচার—'রসো বৈ সঃ'—পূর্ণতম সবিশেষ—স্বেচ্ছাচারী সবিশেষ—স্বরাট্ সবিশেষ—সুন্দরতম সবিশেষ। 'মিথুন' ব'লতে এখানে প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ বা প্রাকৃত দাম্পত্য নয়। দেহ বা মনের বিচারের অন্তর্গত মিথুন বা প্রাকৃত সহজিয়াগণের জঘন্য ভণ্ড পারকীয়বাদের প্রাপঞ্চিক হেয় লাম্পট্য আমাদের আলোচ্য নয়, পরিচ্ছিন্ন অনুপাদেয় প্রাকৃত ভাবহীন অপরিচ্ছিন্ন পরমোপাদেয় অপ্রাকৃত ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের পারকীয় কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলে নিম্বার্কদলের কেহ কেহ—'অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা বিরাজমানমনুরূপ সৌভগাম্। সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং

সদা স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্ ॥'—প্রভৃতি শ্লোক রচনা ক'রে যুগল ভজনের বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রলেও তাঁ'রা প্রকারান্তরে শ্রীরুক্মিণীশ স্বকীয় মিথুন পর্য্যন্তই ধারণা ক'রতে পারেন ; রাধাকুণ্ডের তীরে তাঁ'দের প্রবেশাধিকার নাই। রাধাকুণ্ড-স্নান শ্রীরূপের ভাণ্ডারের নিজস্ব সম্পত্তি—স্বরূপের ভাণ্ডারের গুহ্য সম্পুট ; স্বরূপ-রূপানুগগণই উহা প্রাপ্ত হন, অন্যে নয়।

এই সকল কথা গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে ভাল ক'রে প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবব্রুব সমাজদেহে প্রাকৃত-সহজিয়া সমাজদেহে যে সকল বদ্ রক্ত জ'ম্মেছে, তা' অস্ত্রোপাচারে বের ক'রে দিয়ে তা'র প্রকৃত স্বাস্থ্য আনয়ন করা আবশ্যক। তা' হ'লে তা'রা চৈতন্যচন্দ্রের অমন্দোদয় দয়া-বিচারের আবহাওয়ায় থাকৃতে পারবে। ঐ সকল পারমার্থিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হ'তে পারলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রচারের বৈশিষ্ট্য-সকল হৃদয়ঙ্গম হ'বে। কৃষ্ণ যতটা প্রকাশ ক'রতে ইচ্ছা করেন, ততটা প্রকাশিত হ'বে—"ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ !"

শ্রীনন্দনন্দনের সেবাই সকল সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ পারকীয়বাদেই কৃষ্ণপ্রীতি স্বাভাবিকী

"'ভজহুঁরে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয়চরণারবিন্দরে'—সেই শ্রীনন্দনন্দনের সেবাই—সকল সাধন-সাধ্য শ্রেষ্ঠ"। "পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য যদি তাঁ' হ'তে সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে স্বকীয়বাদ ন্যূনাধিক্য বিপন্ন হয়। পরমেশ্বরের যে ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধা হ'য়ে রুক্মিণীদেবী দ্বারকেশকে পতিত্বে বরণ করেন, দ্বারকেশ যদি সেই ঐশ্বর্য্য সঙ্গোপন করেন, তা' হ'লে রুক্মিণীদেবীর পরমেশ্বরীত্বের সঙ্গোপনে ঐশ্বর্য্যময় দাম্পত্য গ্লথ হয়। গোপললনাগণ নন্দনন্দনের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হয়ে কান্তরূপে বরণ করেন নাই—কৃষ্ণের কোনও ঐশ্বর্য্য ব্রজবামাগণকে আকৃষ্ট করে নাই। কৃষ্ণের প্রতি তাঁ'দিগের প্রীতি স্বাভাবিকী। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়পরিতর্পণ-কামনাই তাঁ'দিগের একমাত্র অভিলাষ এবং সেই অহৈতুকী কামনাই কৃষ্ণকে কান্তরূপে বরণ ক'রেছে। "এই সকল কথার গ্রাহকের পরিমাণ খুবই কম। জীবের সৌভাগ্যের তারতম্যের উপর এই কথা গ্রহণ ক'রবার যোগ্যতা হয়। কেহ বা এক জন্মে, কেহ বা দুই জন্মে, কেহ বা শত শত জন্মে, আবার কেহ বা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ জন্ম পরেও এই কথায় রুচি লাভ করে না ; কিন্তু এই প্রকৃত বাস্তব সত্যের প্রতিবাদ ক'রবার কোন যুক্তি, তর্ক বা মতবাদ জগতে কোনও কালে থাকা একেবারেই উচিত নয়।"

চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিবার উপায়

"সর্ব্বে মনোনিগ্রহ-লক্ষণান্তাৎ—সকল সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য মনোধর্ম্ম বা মনের চাঞ্চল্য নিরাস ক'রে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। একমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই মন নিগৃহীত হ'তে পারে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি পন্থায় মনের সাময়িক স্তব্ধভাব পুনরায় প্রতিক্রিয়া এনে মনকে অধিকতর চাঞ্চল্য-সাগরে পাতিত করে। এ-বিষয়ে দীর্ঘকাল হিরণ্য ও কশিপুর সেবারত হিরণ্যকশিপুর মূর্ত্তপ্রতীক অসুরবর্য্যের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজার উপদেশই মনের চাঞ্চল্য নিরাশ ক'রবার একমাত্র উপায় ও উপেয়। * * * ।"

ভগবৎসেবামুখে দুঃসঙ্গ-ত্যাগ ইষ্টলাভের উপায়

"দুঃসঙ্গ ত্যাগ—ভাগবতের বিচার। উহা সাধকের ইষ্টপ্রাপ্তির উপায়। তবে আমরা যে-ক্ষেত্রে পরমেশ্বরকে বাদ দিয়ে—তাঁর সেবা বাদ দিয়ে কেবল-মাত্র আমাদের জড়-ইন্দ্রিয়ের সাময়িক সুখের জন্য অপর ভোগি-সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করি, সে-ক্ষেত্রে আমাদিগকে অধিকতর ঈশ্বর-বিমুখ করিয়ে জন্মজন্মান্তর নিরীশ্বর ভোগী হ'বার সুযোগ প্রদান করে।"

নামাশ্রয়েই গৌরকৃপালাভ

"বৈকুণ্ঠ-ভগবানের সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। জগতে অবৈকুণ্ঠ রাজ্যে যে-সকল বস্তুর পশ্চাতে জীবসকল ধাবিত হয়, সে-সকলই জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গাধীন। অসতে অনিত্যে 'সত্য-নিত্য' বুদ্ধি ক'রে সুখের বিনিময়ে দুঃখই মানবের ভাগ্যে ঘ'টে থাকে; কিন্তু মানব যখন বুদ্ধিমান্ হয়, দেখে শুনে চতুর হয়, তখন সাধুসঙ্গে সেই অশোক, অভয়, অমৃতাধার ভগবানের পাদপদ্ম-সেবায় জীবন উৎসর্গ করে। শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবাই জীবের সাধ্য-পরাকাষ্ঠা। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর আপামরকে সেই সেবাশ্রী প্রদানের জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। শ্রীনামাশ্রয় দ্বারা সেই কৃপা লব্ধ হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। * * * * ।

ভক্তিধর্ম্ম গৃহে গৃহে দেশে দেশে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। তবে আমরা যে ভোগ ও ত্যাগের ধারণা রাখি, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই রকম 'ভোগ ও ত্যাগ' উভয়কেই বর্জ্জন ক'রতে বলেছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসাদির দ্বারে জড়রূপ শব্দ ও গন্ধাদির গ্রহণই ভোগ। এই ভোগে আপাততঃ ক্ষণিক সুখ থাকলেও পশ্চাতে দুঃখের পরিমাণ সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী। এই কারণে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগেরই আদর।" (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

সম্বন্ধ-বিচার

(জড়, আত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ)

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নিত্য, সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় সমভাব

সারগ্রাহী বৈষ্ণব-ধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। কালক্রমে এই নিত্যধর্ম্মের নির্ম্মলতা বোধ হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ কি? ঐ নির্ম্মলতার উন্নতি বিষয়-নিষ্ঠ নহে—কিন্তু বিচারক-নিষ্ঠ। সূর্য্য সর্ব্বদা সমভাব, কিন্তু দর্শকদিগের অবস্থাক্রমে মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকে অধিক উত্তাপদায়ক বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ নির্ম্মল নিত্যধর্ম্ম মানব-গণের উন্নত অবস্থায় অধিকতর উন্নতি-প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক নিত্যধর্ম্ম সর্ব্বকালেই সমান অবস্থায় থাকে। সেই নির্ম্মল নিত্যধর্ম্মের তত্ত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বদ্ধ জীবের পক্ষে তিনটী বিষয় বিচার প্রয়োজন

সারগ্রাহী চূড়ামণি শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভু কহিয়াছেন যে, "সম্প্রতি মানববৃন্দ বদ্ধভাবাপন্ন হওয়ায় নিত্যধর্ম্মকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক্রমে বিচার করিতে বাধ্য আছেন।" প্রভুর উপদেশক্রমে আমরা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিচারের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ সম্বন্ধ-বিচারে আত্মা ও পরমাত্মার অবস্থিতি বোধ

প্রথমে সম্বন্ধ-বিচার। বিচারক স্বীয় আত্মাকে আদৌ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। স্বীয় আত্মার অস্তিত্ব হইতে বিষয় ও বস্তুন্তরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। বিচারক বলিতে পারেন যে, যদি আমি নাই তবে আর কিছুই নাই; যেহেতু আমার অভাবে অন্যের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইত। আত্ম-প্রত্যয়-বৃত্তিদ্বারা বিচারক স্বীয় অস্তিত্ব সংস্থাপন করত প্রথমেই স্বীয় আত্মার ক্ষুদ্রতা ও পরাধীনতা লক্ষ্য করেন। স্বীয় আত্মার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতমাত্রেই কোন বৃহদাত্মার সহায়তা পরিলক্ষিত হয়। আত্মা ও পরমাত্মার অবস্থান বোধটী আত্মপ্রত্যয়-বৃত্তির প্রথম কার্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আত্মবোধের অভাবে জীবের জড়াত্মক জ্ঞান, ও ইহা জীবকে 'জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি' মনে করায়

অনতিবিলম্বেই জড়জগতের উপর দৃষ্টিপাত হইলে, বিচারক অনায়াসে দেখিতে পান যে, বস্তু বাস্তবিক তিনটী অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্মা ও জড়-জগৎ। যে-সকল ব্যক্তিগণ আত্মার উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা আপনাকে জড়াত্মক বলিয়া সন্দেহ করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় জড়ই নিত্য, জড়গত ধর্ম্মসকল অনুলোম-বিলোম-ক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি করে এবং তত্তদবস্থা ব্যতিক্রম-যোগে উৎপন্ন-চৈতন্যের অচৈতন্যতারূপ জড়ধর্ম্মে পরিণাম হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের মনে উদয় হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল বিচারকেরা চিৎপ্রবৃত্তি অপেক্ষা জড় প্রবৃত্তির অধিকতর বশীভূত ও জড়ের প্রতি তাঁহাদের যত আস্থা, জ্ঞানের প্রতি তত নয়। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের আশা, ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সকলই জড়াশ্রিত।

আত্মা যুক্তিবহির্ভূত—
জড়জগৎ যুক্তির অধীন

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমাধিস্থ পুরুষদিগের ব্যবহার সমুদয় তাঁহাদের বিচারে চিৎবৃত্তির পীড়া-স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের সহিত আমাদের বিচারের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তাঁহারা যে-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত বিষয় বিচার করেন, আমরা সে-বৃত্তি অবলম্বন করিতে স্বীকৃত নহি। তাঁহারা যুক্তি-বৃত্তির অধীন। যুক্তি কখনই আত্মনিষ্ঠ বিচারে সমর্থ নয়। তদ্বিষয়ে নিযুক্ত হইলে কোনক্রমেই কার্য্যে সমর্থ হয় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র কর্ণে লাগাইলে কি হইবে? মাইক্রোফন যন্ত্রদ্বারা কি ছবি দেখা যায়? অতএব যুক্তি-যন্ত্র দ্বারা কিরূপে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইবে? জড়-জগতের বিষয়সকল যুক্তি-বৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্মা স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত কোন বৃত্তিদ্বারা লক্ষিত হন না। যুক্তি সৎপথ অবলম্বন করিলে আত্ম-বিষয়ে স্বীয় অক্ষমতা শীঘ্রই বুঝিতে পারে। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ ও জড়ের প্রকাশক; কিন্তু জড়জাত যুক্তিবৃত্তি কখনই আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব আমরা যুক্তিবাদীদিগের জড়সিদ্ধান্তে বাধ্য না হইয়া আত্ম-দর্শন-বৃত্তির দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার দর্শন ও বিচার করিব এবং আত্মা ও জড়ের মধ্যগত ক্ষণিক যুক্তি-যন্ত্র-যোগে জড়জগতের তত্ত্ব সংখ্যা করিব।

আত্মা, পরমাত্মা ও জড়—এই বিষয়ত্রয়ের বিচার

আত্মা, পরমাত্মা ও জড়—এই তিনটি বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিচার করা আবশ্যক। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিন নামে উক্ত ত্রি-তত্ত্বের বিশেষ বিচার করিয়াছেন। সম্বন্ধ-বিচারে ত্রি-তত্ত্বের বিচার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করাই প্রয়োজন।

জড়-সম্বন্ধে বিচার ঃ—সাংখ্য-মতের আলোচনা ও অনুমোদন

সাংখ্য-লেখক কপিলাচার্য্য—প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন। জড় বা অচিত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইলে কপিলের তত্ত্ব-সংখ্যা বিচার্য্য হইয়া উঠে। আধুনিক জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক যত্নসহকারে নবাবিষ্কৃত যন্ত্রসকলদ্বারা মূল-ভূত সকলের নাম, ধর্ম্ম ও রাসায়নিক প্রবৃত্তিসকল বিশেষরূপে আবিষ্কার করত জনগণের প্রাকৃত-জ্ঞান সমৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত বিষয়সকল বিশেষ আদরণীয়, যেহেতু তাঁহারা অর্থরূপে আবিষ্কৃত হইয়া জীবের চরম গতিরূপ পরমার্থের উপকার করিতেছেন। ফলতঃ সমুদয় আবিষ্কৃত বিষয়সকলের আদর করিয়াও সাংখ্যের তত্ত্ব-সংখ্যার অনাদর করিতে হয় না। মূল-ভূত ৬০, ৬৫ বা ৭০ হউক, সাংখ্য-নির্ণীত ক্ষীতি, জল, তেজ প্রভৃতি স্থূল ভূতের সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব সাংখ্যাচার্য্য যে ভূত, তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এরূপ প্রাকৃত জগতের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অকর্ম্মণ্য নহে। বরং সাংখ্যের তত্ত্ব-বিভাগটী বিশেষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্থির করা যায়।

গীতায় উল্লিখিত জড়-তত্ত্বের সংখ্যা

বেদান্ত-সংগ্রহরূপ ভগবদ্গীতা-গ্রন্থেও তদ্রূপ তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষিত হয়। যথা—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।

ভূমি, জল, অনল, বায়ু আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ স্থূলভূত ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আট প্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব প্রকৃতিতে আছে। এই সংখ্যায় তন্মাত্রগুলিকে ভূতসাৎ করা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়সকলকে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম মানসিক তত্ত্বের সহিত মিলিত করা হইয়াছে। অতএব তত্ত্ব-সংখ্যা সম্বন্ধে ও প্রকৃতি-বিচারে, সাংখ্য ও বেদান্ত ঐক্য আছেন বলিতে হইবে।

মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি এক নহে

এস্থলে বিচার্য্য এই যে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—ইহারা আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতির তত্ত্ব। এতদ্বিষয়ে ইউরোপ দেশীয় অল্প সংখ্যক পণ্ডিতেরা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে প্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়া আত্মাকে তদতীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রায়ই মনকে আত্মার সহিত এক বলিয়া উক্তি করেন। ইংলণ্ডিয় বহুতর বিজ্ঞ লোকের সহিত বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা আত্মাকে মন হইতে ভিন্ন বলিয়া স্থির করেন; কিন্তু ভাষার দোষে অনেকস্থলে আত্মা শব্দের পরিবর্ত্তে 'মন'—শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগবদ্গীতায় পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের নীচেই এই শ্লোক দৃষ্ট হয়:—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীঃ ৭।৫)

পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির অতিরিক্ত আর একটী পরমেশ্বরী প্রকৃতি বর্ত্তমান আছে। সে প্রকৃতি জীব-স্বরূপা; যাহার সহিত এই জড়জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। এই শ্লোক পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে পূর্ব্বোক্ত ভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জীব-প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ইহাই সারগ্রাহী সিদ্ধান্ত বটে।

চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড়ের ধর্ম্ম ও পার্থক্য

এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগতে দুইটী বস্তু লক্ষিত হয় অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ অথবা জীব ও জড়। ইহারা পরমেশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তির পরিণাম বলিয়া বৈষ্ণব-জন-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এখন জড়সত্ত্বার ও জীবসত্ত্বার মান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। জীবসত্ত্বা চৈতন্যময় ও স্বাধীনক্রিয়া-বিশিষ্ট। জড়সত্ত্বা জড়ময় ও চৈতন্যাধীন। বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় নর-সত্ত্বার বিচার করিলে চৈতন্য ও জড়ের বিচার হইবে, সন্দেহ নাই, যেহেতু বদ্ধ-জীব ভগবৎ-স্বেচ্ছাক্রমে জড়ানুযন্ত্রিত হইয়া লক্ষিত হইতেছেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ সার

প্রীতিসন্দর্ভ—৫২

শ্রীব্রজদেবীগণের কেবল শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যানুভাবময় কান্তভাব। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিয়াছিলেন—

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্। (ভাঃ ১০।৩১।৪)

আপনি নিশ্চয়ই গোপিকানন্দন নহেন, অখিলদেহী জীবের অন্তরাত্মদর্শী। এ জাতীয় উক্তিতে যে-শান্তাদি রসের সঙ্গতি দেখা যায়, তাহা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তিরস্কারাদি শ্লেষপূর্ণ বাগ্‌ভঙ্গীবিশেষ বলিয়া ব্যাঘাত হওয়ায় রসাভাস হয় নাই; রসেরই উল্লাস হইয়াছে।

শ্রীবলদেবাদিতে বিরুদ্ধভাবের অবস্থানের সমাধান বিষয়ে এইরূপ জানিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ভক্তগণের সুখব্যঞ্জক লীলার নিমিত্ত পরস্পর বিরুদ্ধ বহুগুণ ধারণ করেন, তদ্রূপ তাঁহার পরিকরগণও বহু বিরুদ্ধগুণ ধারণ করেন। শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলিয়া বৎসল, উভয়েই একাত্মা এবং বাল্যকাল হইতে একত্র বিহার করিয়াছেন বলিয়া সখা, আবার তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান বর্ত্তমান আছে বলিয়া তিনি ভক্তও বটেন। শ্রীকৃষ্ণের যখন যেমন লীলা প্রকটিত হয়, পরিকরগণেরও তখন তদ্রূপ ভাব হয়। শ্রীবলদেবে লীলোপযোগী নানা গুণের সমাবেশ নিবন্ধন তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইলেও শঙ্খচূড় বধের পূর্ব্ববর্ত্তিনী হোলিকালীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুগলিত হইয়া শ্রীবলদেবের গীতাদি এবং তাঁহা দ্বারা দ্বারকা হইতে ব্রজদেবীগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ অসঙ্গত হয় না। শ্রীউদ্ধবের সম্বন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে।

অতঃপর মুখ্যরসের সহিত অযোগ্য মুখ্যরসের সম্মিলন জন্য যে রসাভাস হয়, তাহার সমাধান করা হইতেছে। কৃষ্ণ-বলরাম কংস বধান্তে পিতা-মাতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেও দেবকী-বসুদেব পুত্রদ্বয়কে জগদীশ্বর জ্ঞানে আলিঙ্গন করিলেন না। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-বিভাবিত ভয়ানক রসের সম্মিলনে বাৎসল্য রসাভাস ঘটিয়াছে। বসুদেব-দেবকী লীলাপরিকর; তাঁহাদের মধ্যে নানা লীলা নির্ব্বাহোপযোগী বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ আছে। সেজন্য লালাকে দেখিয়া বৎসলের ভীতি অসম্ভব হইলেও এস্থলে তাহা প্রকটিত হইয়াছে।

অনন্তর গৌণরসের সহিত অযোগ্য গৌণরসের সম্মিলনজনিত রসাভাসের সমাধান করা হইতেছে। কালীয় হ্রদে প্রবেশ-লীলায় ভগবান বলরাম শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব অবগত থাকায় ব্রজবাসিগণের কাতরতা দেখিয়া কেবল হাস্য করিলেন, কিছু বলিলেন না। এস্থলে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানবান্ শ্রীবলদেবেরও আধুনিক সামাজিক ভক্তের মত ব্রজজনের করুণাত্মভাবময় করুণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহাতে হাস্য সংযোগে আভাস হইয়াছে। কিন্তু নানাভাবযুক্ত শ্রীবলদেবেরও লীলা-বিশেষ পোষণের রীতি অনুসারে ভাবোদয়হেতু রসাভাস হয় নাই। শ্রীবলদেবের হাস্যের কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব-জ্ঞান। তাঁহার হাস্য দেখিয়া ব্রজবাসীদের এই জ্ঞান হইয়াছিল যে, শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় ও অর্থবেত্তা। তিনি যখন হাসিতেছেন তখন শ্রীকৃষ্ণের কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই। আবার ব্রজবাসীদের কালীয় হ্রদে প্রবেশ-উদ্যম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রভাবাভিজ্ঞ বলরাম তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। তৎপরোকালীয় হ্রদ হইতে উত্থিত হইলে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন।

কেহ মনে করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলদেবের ব্রজবাসীদের মত স্নেহ ছিল না, কিন্তু উক্তস্থলে তাঁহাদের হাস্য লীলার অনুরূপ বলিয়া বিরূপতা লাভ করে নাই অর্থাৎ সেই হাস্য অযোগ্য হয় নাই।

অযোগ্য সঞ্চারিভাবের সম্মিলনে রসাভাসের অন্য দৃষ্টান্ত—ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নন্দযশোদার পরম অনুরাগ দেখিয়া উদ্ধব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এস্থলে ব্রজরাজদম্পতির শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ দুঃখ-অনুভবময়ী শ্রীউদ্ধবের ভক্তি হাস্য-সম্মিলনে আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু উদ্ধব ব্রজরাজ-দম্পতির সান্ত্বনার জন্য আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্মুখে দুঃখ প্রকাশ করিলে তাঁহাদের দুঃখ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সেজন্য তাঁহাদের অনুরাগ দর্শন করিয়া বিস্ময়জনিত হর্ষ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে সেই প্রকারেই সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।

শ্রীবলিরাজ যখন শ্রীবামনদেবকে ত্রিপাদভূমি দান করিতে অঙ্গীকার করেন তখন শুক্রাচার্য্য ভগবান্ শ্রীবামনদেবের পরিচয় প্রদান করিয়া দান-কার্য্যে নিষেধ করিলে বলিরাজ বলিয়াছিলেন—

যদ্যপ্যসাবধর্ম্মেণ মাং বধ্নীয়াদনাগসম্।
তথাপ্যেনং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুম্॥ (ভাঃ ৮।২০।১২)

আমি নিরপরাধ, যদিও ইনি অধর্ম্ম করিয়া আমাকে বন্ধন করেন, তথাপি আমি ভীত ব্রাহ্মণতনু রিপুকে হিংসা করিব না।

এস্থলে শুক্রাচার্য্যকে বঞ্চনা করার জন্য উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলেও শ্রীবামনদেব সম্বন্ধে অধর্ম্মাদি শব্দ প্রয়োগ করা অযোগ্য বলিয়া ভক্তিময় দাস্য-রস আভাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার সমাধান-তৎকালে শ্রীবলিরাজের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্তি জন্মে নাই। শ্রীবামনদেবের শ্রীচরণস্পর্শ লাভের পর জন্মিয়াছিল, এস্থলে তাহা হইলে কোন বিরোধ হইতে পারে না।

অনুভাব প্রীতির কার্য্য। হিংসা করিব না—ইহা অনুভাবের পরিচায়ক। শ্রীবামনদেব অধর্ম্ম করিবেন, তিনি ভীত প্রভৃতি বলা শ্রীবলির যোগ্য হয় না। তিনি যদি শুদ্ধভক্ত হইয়া ঐ সকল কথা বলিতেন তবে দোষের বিষয় হইত। বিশেষতঃ উহা তাঁহার প্রাণের কথা নহে, কেবল শুক্রাচার্য্যকে বঞ্চনার জন্য।

শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে জরাসন্ধ বধের পরামর্শ দানের সময় বলিয়াছিলেন—

জরাসন্ধবধঃ কৃষ্ণ ভূর্য্যার্থায়োপকল্পতে। (ভাঃ ১০।৭১।১০)

হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধবধ বহু প্রয়োজন সিদ্ধির হেতু হইবে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই তাঁহার নাম ধরিয়া সম্বোধন দাসভক্তের পক্ষে অযোগ্য। কিন্তু কৃষ্ণাদি নাম তাঁহার পরম মহিমময় এবং তাঁহার দাসাদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে সকল নাম গ্রহণ করেন, তাহাতে দোষের বিষয় হয় না। কাহারও যশঃ-কীর্ত্তন যেমন তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন হয় না। যেহেতু তাঁহার নামই পরম যশঃস্বরূপ। শ্রুতি বলেন, যস্য নাম মহদ্‌যশঃ—যাঁহার নাম মহদ্‌যশঃ। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-সম্মুখে তাঁহাকে "প্রভো" না বলিয়া নাম ধরিয়া ডাকা দাসভক্তগণের পক্ষে দোষজনক নহে।

শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সাধুগণের শুশ্রূষায় অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ পাদ-প্রক্ষালনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৭৫।৫ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। এস্থলে শ্রীযুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক তাদৃশ কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগ অযুক্ত বলিয়া তাঁহার ভক্তিময় দাস্যরসের আভাস ঘটিয়াছে। শ্রীশুকদেবের বাক্যে বুঝা যায়, যে-সকল ব্যক্তি রাজসূয়যজ্ঞে নানাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বান্ধবগণ স্বয়ংই সে-সকল কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অন্য লোক যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিযুক্ত হওয়ার মত তাঁহার তাদৃশ কার্য্য করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে ইহাই চিন্তা করিয়াছিলেন—সমস্ত কর্ম্ম অপর ব্যক্তিগণ

করিবে কিন্তু পাদপ্রক্ষালন কার্য্যে অভিমানবশতঃ কেহই প্রবৃত্ত হইবে না। তাহাতে আমার বন্ধুগণের এই কর্ম্ম হীনাঙ্গ হইবে। এই হেতু ঐ অযোগ্য কার্য্যে আমারই আগ্রহ করা উচিত। ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি উক্তকার্য্যে শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তাঁহার ইচ্ছা দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া কেহ তাহাতে আপত্তি প্রদর্শন করেন নাই। এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীনারদের পাদপ্রক্ষালন কার্য্যের কথা দেখা যায়। শ্রীনারদ ব্রাহ্মণ এবং ভক্ত বলিয়া ভগবান্ স্বেচ্ছায়ই তাদৃশ ব্যবহার করিলেন। শ্রীনারদ তাদৃশী লীলা-বিষয়ে বলিয়াছিলেন,—

যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য মানুষীমীয়ুষো গতিম্ ॥
বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দ্দৃশা অপি মায়িনাম্।
যোগেশ্বরাত্মন্ নির্ভাতা ভবৎপাদনিষেবয়া ॥ ভাঃ ১০।৬৯।৩৭-৩৮

হে যোগেশ্বর! হে পরমাত্মন্! আপনার পাদপদ্ম পরিসেবনহেতু আমাদের হৃদয়ে মায়ামুগ্ধ জীবগণের দুর্দ্দর্শ ভবদীয় যোগমায়া জানিতে পারিয়াছি। হে দেব! আমি আপনার ত্রিলোকপাবনী লীলাসকল উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া ভবদীয় যশোরাশি পরিপূরিত ভুবনমণ্ডলে পর্য্যটন করিব এজন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। তচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা।
তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ ॥ (ভাঃ ১০।৬৯।৪০)

হে ব্রাহ্মন্! আমি ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা এবং তৎসমর্থক হইয়া নিজ আচরণ দ্বারা লোকশিক্ষার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব, হে পুত্র! তুমি আমার লীলাদর্শনে খেদ করিও না।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

দোষ চতুষ্টয়

সত্যে অসত্য বা অসত্যে সত্য ভ্রম, প্রমাদ বা অনবধানতা, বিপ্রলিপ্সা বা নিজে বঞ্চিত হইয়া পরবঞ্চনেচ্ছা এবং করণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা— এই দোষচতুষ্টয় বদ্ধজীবের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। শ্রীভগবদুক্ত 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'— বিচারানুসরণে বিশেষ সাবধানে সদ্গুরুর পদাশ্রয় ব্যতীত উক্ত ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ কখনই সম্ভব নহে।

প্রশ্নোত্তর

১। **প্রশ্ন ঃ** বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দুইটী অংশ প্রকৃতি ও প্রধানের বৃত্তির মধ্যে পরস্পর কি ভেদ ?

১। **উত্তর ঃ** নিমিত্ত ও উপাদান—উভয় অংশের বৃত্তিভেদের কথা শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু পরমাত্মসন্দর্ভের ৪৯ সংখ্যায় এইরূপ বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন,—"তস্যাঃ মায়ায়াশ্চাংশদ্বয়ম্। তত্র গুণরূপস্য মায়াখ্যস্য নিমিত্তাংশস্য দ্রব্যরূপস্য প্রধানাখ্যস্যোপাদনাংশস্য চ, পরস্পরং ভেদমাহ চতুর্ভিঃ (ভাঃ ১১।২৪)।" * * (৫৩ সংখ্যা) অন্যত্র (ভাঃ ১০ম স্কন্ধ ৬৩ পঃ) তয়োরুপাদান-নিমিত্তয়োরংশেন বৃত্তিভেদেন ভেদানপ্যাহ—"কালো দৈবং কর্ম্ম জীবঃ স্বভাবো দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণমাত্মা বিকারঃ। তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহ-প্রবাহস্তন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে।" অত্র কালদৈবকর্ম্ম-স্বভাবা নিমিত্তাংশাঃ অন্যে উপাদানাংশাঃ তদ্বান্ জীবস্তূভয়াত্মকস্তথোপাদানবর্গে নিমিত্তশক্ত্যংশোঽপ্যনুবর্ত্ততে। * * * (৫৫ সংখ্যায়) নিমিত্তাংশরূপয়া মায়াখ্যয়ৈব প্রসিদ্ধা শক্তিস্ত্রিধা দৃশ্যতে—জ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়ারূপত্বেন * * অথোপাদানাংশস্য প্রধানস্য লক্ষণং—"যত্তৎত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ॥" যৎ খলু ত্রিগুণং সত্ত্বাদিগুণত্রয়সমাহারস্তদেবাব্যক্ত প্রধানং প্রকৃতিংশ্চ প্রাহুঃ। তত্রাব্যক্তসংজ্ঞত্বে হেতু—"অবিশেষং গুণত্রয়সাম্যরূপত্বাদনভিব্যক্তবিশেষম্ অতএবাব্যক্তে কৃতসংজ্ঞশ্চেতি গমিতম্। প্রধানসংজ্ঞা হেতুঃ—বিশেষবৎ স্বকার্য্যরূপানাং মহদাদি-বিশেষাণামাশ্রয়রূপতয়া তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্। * * * নিমিত্তাংশো মায়া, উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি।"

তাৎপর্য্য এই,—"ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দুইটী অংশ—যেই নিমিত্তাংশ গুণরূপা মায়া ও উপাদানাংশ 'দ্রব্যরূপ প্রধান'-সংজ্ঞা-দ্বয়ের পরস্পর ভেদ ভাগবত ১১শ স্কন্ধের ২৪শ অধ্যায়ের চারিটী শ্লোকে বর্ণিত আছে। অন্যত্র দশম স্কন্ধের ৬৩ অধ্যায়ে উপাদান ও নিমিত্ত, উভয় অংশের বৃত্তিভেদে বিভাগ কথিত হইয়াছে—হে ভগবান্, ক্ষোভক 'কাল', নিমিত্ত 'কর্ম্ম', ফলাভিমুখপ্রকাশ 'দৈব,' তৎসংস্কার 'স্বভাব'--এই চারিটী নিমিত্তাংশবিশিষ্ট বদ্ধজীব—সূক্ষ্মভূতসমূহ 'দ্রব্য', প্রকৃতি 'ক্ষেত্র', সূত্র 'প্রাণ', অহঙ্কার 'আত্মা' এবং একাদশেন্দ্রিয় ও ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই ষোল বিকার —ইহাদের একের সমষ্টি দেহ। দেহ হইতে বীজরূপ কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে

অঙ্কুর-রূপ দেহ—এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রবাহ—ইহাই 'মায়া'। হে প্রভো, তুমি নিষেধাবধিভূত-তত্ত্ব, তোমাকে ভজনা করি। জীব নিমিত্তশক্ত্যংশ হইলেও উভয়াত্মক অংশবিশিষ্ট জীব উপাদানবর্গেও অনুসরণ করেন। নিমিত্তাংশরূপা 'মায়া'-শব্দে প্রসিদ্ধ শক্তির তিনটী বিভাগ দেখা যায়—'জ্ঞান', 'ইচ্ছা' ও 'ক্রিয়া'রূপ। উপাদানাংশ 'প্রধানে'র লক্ষণ। যাহাতে সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের সমাহার, তাহাই অব্যক্ত 'প্রধান' এবং 'প্রকৃতি' বলিয়া কথিত। 'অব্যক্ত' সংজ্ঞানির্দ্দেশের হেতু এই যে, বিশেষ-রহিত অর্থাৎ ত্রিগুণ-সাম্য হওয়ায় বিশেষধর্ম্ম অপ্রকাশিত, অতএব প্রধানের অব্যাকৃত সংজ্ঞা পাওয়া গেল। 'প্রধান'-সংজ্ঞার হেতু—বিশেষের ন্যায় মায়ার স্বকার্য্যরূপ মহত্তত্ত্বাদি বিশেষ-সমূহের আশ্রয়রূপ বলিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। * * * নিমিত্তাংশে 'মায়া' এবং উপাদানাংশে 'প্রধান'।"

২। **প্রশ্ন** ঃ—মহাবিষ্ণুই যে একমাত্র জগৎ-সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ এবং জড়রূপা মায়া যে উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ নহে, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি?

উত্তর ঃ—শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম স্কন্ধ, ৪৬শ অঃ, ৩১শ শ্লোক) বলিতেছেন,—

"এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষ প্রধানম্। অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥"

তাৎপর্য্য এই—রাম ও কৃষ্ণ এই বিশ্বের জীবযোনি-স্বরূপ। তাঁহারা দুইজনই সমস্ত ভূতে প্রবেশপূর্ব্বক পরস্পর ভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৩য় অঃ, ১ম শ্লোক—

জগৃহে পৌরুষ রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥

লোকসৃষ্টি-মানসে ভগবান্ মহদাদি-দ্বারা সম্ভূত ও ষোড়শ-কলাবিশিষ্ট পুরুষাখ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৪২শ শ্লোক—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাষ্ণু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥

কারণাব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আদ্যবতার। কাল, স্বভাব, কার্য্য-কারণরূপ প্রকৃতি, মন আদি মহত্তত্ত্ব, মহাভূতাদি অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট্, স্বরাট্, স্থাবর ও জঙ্গম,—সকলই তাঁহার বিভূতিরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধে, ২৬শ অঃ, ১৯শ শ্লোক—

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥

সেই শ্রেষ্ঠপুরুষ দৈবাৎ-ক্ষুধিত-ধর্ম্মিণী স্বীয় মায়ার নিজ বীর্য্য আধান করিয়াছিলেন, তাহাতে মায়া হিরণ্ময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৫ম অঃ ২৬ শ্লোক—

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥

কালবৃত্তি-দ্বারা গুণময়ী (ক্ষুভিতা) মায়ার চিৎশক্তিমান্ মহাবৈকুণ্ঠনাথ আত্মাংশস্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতি-অধিষ্ঠাতা আদিপুরুষের দ্বারা বীর্য্য বা চিৎপরমাণুপুঞ্জ জীব-শক্তি আধান করিয়াছিলেন।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগতের উপাদানাংশে 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' নামে প্রসিদ্ধা এবং জগতের নিমিত্তাংশে 'মায়া' নামে খ্যাতা। জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, যেহেতু কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে কৃষ্ণ প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্যশক্তি প্রদান করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। উদাহরণস্বরূপ —তপ্ত লৌহের উপমা; যেরূপ লৌহের দহন বা তাপ-প্রদান প্রভৃতি শক্তি নাই, কিন্তু অগ্নির স্পর্শে তপ্তলৌহ অন্যবস্তুকে দহন ও তাপ দিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ লৌহরূপ জড়া প্রকৃতির দ্রব্য বা উপাদান হইবার স্বতন্ত্রতা নাই। অগ্নিসদৃশ কারণোদকশায়ীর ঈক্ষণ-শক্তি সঞ্চারিত হইলেই লৌহসদৃশ প্রকৃতি উপাদান প্রতিমা দাহিকা বা তাপপ্রদায়িনী শক্তিবিশিষ্টা হন। উপাদান-পরিচয়ে খ্যাতা প্রকৃতিকে 'উপাদান-কারণ' মনে করা—ভ্রান্তিমাত্র। শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।২৮।৪০)—

"যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাৎ ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ॥

যদিও ধূম, জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও বিস্ফুলিঙ্গে অগ্নির উপাদান বর্ত্তমান থাকায় অগ্নির সহিত এক বস্তু বলিয়া উক্ত হয়, তথাপি উল্মুক হইতে অগ্নি পৃথক্ বস্তু;

ধূমস্থানীয় 'ভূত'-সমূহ, বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয় 'জীব' ও উল্মুক-স্থানীয় 'প্রধান', সকলেই অগ্নিস্থানীয় সর্ব্বোপাদান 'ভগবান্' হইতে শক্তিসমূহ লাভ করিয়াই নিজ-নিজ পৃথক্ পরিচয় দেয়, তাহা হইলেও সকলের উপাদানই সেই 'ভগবান্'। জগতের উপাদান বলিয়া যে প্রধানকে স্থির করা হয়, ভগবানের নিহিত উপাদান হইতেই প্রধানের সেই পরিচয়। 'প্রধান' ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র উপাদানত্বে পৃথক্ বিষয় হইতে পারে না। উপাদান-মূলাশ্রয় কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া সাংখ্যের উপাদানত্ব প্রকৃতিতে আরোপ করা—অজার গলদেশ-স্থিত স্তনাকৃতি মাংসপিণ্ডের দুগ্ধপ্রদানে অসমর্থতার ন্যায় নিষ্ফলমাত্র।

৩। **প্রশ্ন :**—প্রণবের অর্থ কি? ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামবীজ কাম-গায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য কি?

উত্তর :—প্র+নু (স্তুতি করা) +অল্—এই প্রকারে 'প্রণব' সাধিত হইয়াছে। স্তবনীয় পরব্রহ্মের শাব্দিক অবতারই ওঁকার বা প্রণব; যাহা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে স্তব করা যায়।

শ্রীভগবৎসন্দর্ভে (৪৯ সংখ্যায়) শ্রীল জীবগোস্বামি প্রভু লিখিয়াছেন,—"শ্রুতৌ চ প্রণবমুদ্দিশ্য—"ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণোনেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াৎ তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি"। * * * তস্মাদ্ ভগবৎস্বরূপমেব নাম। স্পষ্টঞ্চোক্তং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেঽষ্টাক্ষরমুদ্দিশ্য "ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্। অষ্টাক্ষরস্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্ততে" ইতি। মাণ্ডুক্যোপনিষৎসু (৪।৪-৭) চ প্রণবমুদ্দিশ্য—"ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।" "প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরঃ স্মৃতঃ। পূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যোঽনপরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ॥ সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্মধ্যমন্ত-স্তথৈব চ। এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্॥ প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদয়ে স্থিতম্। সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ। ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ॥" ন তু পরমেশ্বরস্যৈব তত্তদ্‌যোগ্যতাসম্ভবাদ্ বর্ণমাত্রস্য তথোক্তিঃ স্তুতিরূপেবেতি মন্তব্যম্। অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণ-রূপেণাবতারোঽয়মিতি অস্মিন্নর্থে তেনৈব শ্রুতিবলেনাঙ্গীকৃতে তদভেদেন তৎ-সম্ভবাৎ। তস্মান্নামনামিনোরভেদ এব।"

অর্থাৎ 'ওঁ' ইহাই পরব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ (মধুরতম) নাম—উচ্চারণারম্ভ হইতেই যাহা জীবকে সংসার-ভয় হইতে পরিত্রাণ করে;

এইজন্য তিনি 'তার' নামেও কথিত। [শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতের নিজ-কৃত টীকার প্রারম্ভে ওঁকার-মুখে আরম্ভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে 'তারাঙ্কুর' সংজ্ঞা দিয়াছেন] অতএব শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপই। অষ্টাক্ষর মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ং অষ্টাক্ষর-স্বরূপ জীবের মুখে সাক্ষাৎ উদিত হন।" প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডুক্যোপনিষদেও "চিদ্দর্শনে—যাহা কিছু দৃশ্য, সমস্তই ওঁকার—ওঁ এই অক্ষর।"

ব্রহ্মের আর একটি আবির্ভাব—প্রণব; তিনি পরম বস্তু বলিয়া কথিত। তিনি অপূর্ব্ব, অবাধ, অবাহ্য, পরম এবং অব্যয়, তিনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। এইভাবে প্রণবকে জ্ঞাত হইয়া জীব অমৃত ভোগ করেন। সকলের হৃদয়ে অবস্থিত প্রণবকে ঈশ্বর-স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ওঁকারকে সর্ব্বব্যাপী বিভু অর্থাৎ বিষ্ণু-স্বরূপ বলিয়া মনে করিলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে আর শোক করিতে হয় না অর্থাৎ তাঁহার আর শূদ্রত্ব থাকে না। তিনি জড়-মাত্রাহীন হইয়াও অনন্তমাত্রাযুক্ত; তাঁহা হইতে জড়ীয় দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হইয়া অদ্বয়জ্ঞান লাভ হয়, অতএব তিনি পরমমঙ্গলস্বরূপ।" এস্থলে মনে করিতে হইবে না যে, 'পরমেশ্বরের পক্ষে ওঁকাররূপে ঐ সকল মঙ্গল-বিধান অসম্ভব বলিয়া একটি জড়ীয় বর্ণ বা অক্ষরমাত্রের ঐরূপ উক্তিতে প্রকৃত সত্য নাই,—উহা কেবল স্তুতিরূপামাত্র। প্রকৃত পক্ষে, **পরমেশ্বরের অপরাপর অবতারের ন্যায় এই প্রণবও তাঁহার বর্ণরূপী অবতার**; যেহেতু, এই অর্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচন-বলেও স্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া তৎসম্ভাবনা-হেতু এই অর্থই ঠিক। অতএব ভগবানের নাম ও নামি ভগবান্—পরস্পর অভিন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥

অ + উ + ম—এই তিন অক্ষরের যোগে ওঁকার নিষ্পন্ন। 'অ'কারের দ্বারা সর্ব্বলোকের একমাত্র নায়ক "শ্রীকৃষ্ণ" অভিহিত হন, 'উ'কারের দ্বারা শ্রীরাধা নির্দ্দিষ্ট হন এবং 'ম'কার জীববাচক। অর্থাৎ ওঁকারে বিষয়বিগ্রহ, মূল আশ্রয় বিগ্রহ এবং তাঁহাদের নিত্যসেবক আত্মা বা জীব পরিপুটিত।

সপ্রণব ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামবীজপুটিত কামগায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত কোন ভেদ নাই, কেবল রসগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। শান্তরসের উপাসক

ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মগায়ত্রীর দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন আর মধুর রসের উপাসক ভগবদ্ভক্তগণ কামবীজপুটিত কামগায়ত্রী-দ্বারা অপ্রাকৃত নবীন-মদন অখিল রসামৃতমূর্ত্তি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বেদমাতা গায়ত্রী মাধুর্য্য রস আস্বাদন ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম-লালসায় গোপীজন্ম লাভের জন্য ব্যাকুলা হইলে গোপাল-উপনিষদের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কামগায়ত্রীরূপে প্রকাশিত হন। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে যেমন ব্রহ্ম, পরমাত্মাদি অসম্যক্ ও আংশিক প্রতীতিসমূহ ক্রোড়ীভূত, তদ্রূপ কামগায়ত্রী বা কামবীজ-মধ্যেই ব্রহ্মগায়ত্রী ও প্রণব ক্রোড়ীভূত রহিয়াছে। কামগায়ত্রী ও কামবীজ—অধিকতর রসমাধুর্য্যে সম্প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। **প্রশ্ন :**—শ্রীগুরু-গায়ত্রী ও শ্রীগৌর-গায়ত্রীর বিভিন্ন অবস্থানের বৈশিষ্ট্য কি? শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী ও শ্রীকামগায়ত্রীর সঙ্গেই বা উহাদের পার্থক্য কি?

উত্তর :—শ্রীগুরু ও গৌরসুন্দরের অবস্থানের মধ্যে যে লীলার বৈচিত্র্য, শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরগায়ত্রীর মধ্যেও সেইরূপ বৈচিত্র্য বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ—আশ্রয়-বিগ্রহ, শ্রীগৌরসুন্দর—বিষয়-বিগ্রহ। চিদ্-বিলাস রাজ্যে আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের মধ্যে যে লীলাবৈচিত্র্য আছে, তাহা সর্ব্বব্যাপারেই মৃগ্য। যাঁহারা চিদ্‌বিলাসবৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য স্বীকার করেন, তাঁহারাই ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ। যেরূপ কৃষ্ণ-লীলার কৃষ্ণগায়ত্রী আছে, তদ্রূপ গৌর-লীলার গৌরগায়ত্রী, গুরু-লীলার গুরু-গায়ত্রীও আছে। গৌর-গায়ত্রী ও গুরুগায়ত্রীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য গুরু ও গৌরের অবস্থান ও লীলার ন্যায়ই নিত্য। চিদ্‌বিলাসে ঐ সকল নিত্য বৈচিত্র্যের নিত্য অবস্থান স্বীকার অর্থাৎ 'গুরু', 'কৃষ্ণ' ও গৌরে'র নিত্য অবস্থান ও নিত্যলীলা-বৈচিত্র্যের ন্যায় তাঁহাদের আরাধনা-প্রণালীর মন্ত্র, গায়ত্রীসমূহ স্বীকার না করিলে মায়াবাদ-অপরাধ আবাহন করিতে হয়। যাঁহারা কৃষ্ণগায়ত্রী ও কৃষ্ণমন্ত্র মুখে স্বীকার করিয়া গৌরগায়ত্রী ও গৌরমন্ত্র, গুরুগায়ত্রী ও গুরুমন্ত্রের নিত্যলীলাবৈচিত্র্য ও নিত্যাবস্থান স্বীকার না করেন, তাঁহারা প্রচ্ছন্ন মায়াবাদবন্ধু।

ব্রহ্ম, ভগবান্ (রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ) শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগুরুদেবের অবস্থানে যে লীলাবৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামগায়ত্রীর সহিত

গৌরগায়ত্রী ও গুরুগায়ত্রীরও সেইরূপ বৈশিষ্ট্যই বর্ত্তমান। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারে গুরু, কৃষ্ণ, গৌরসুন্দরের নিত্যলীলা-বৈচিত্র্য-হেতু তাঁহাদের আরাধনা-প্রণালীরও নিত্যবিচিত্রতা আছে।

৫। **প্রশ্ন** :—পৃথক্ পৃথক্ গায়ত্রী জপ করিবার আবশ্যকতা কি?

উত্তর :—এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি অনুধাবন করিলেই স্বতঃই মীমাংসিত হইবে। শ্রীগুরু, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী অভিন্নতত্ত্ব হইলেও তাঁহাদের নিত্য-অবস্থানের নিত্যলীলাবৈচিত্র্যের ন্যায় তাঁহাদের নিত্য আরাধনা-বৈচিত্র্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রাকৃত অভিজ্ঞান-বাদী মায়াবাদীগণই অদয়জ্ঞানের বৈচিত্র্যকে তাঁহাদের তথাকথিত কল্পিত একাগ্রতার বিক্ষেপাত্মক বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ অদ্বয়-জ্ঞানের বিচিত্রতায়ই যাবতীয় বিক্ষেপরহিত একাগ্রতা কেন্দ্রীভূত। সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ বিভিন্ন গায়ত্রী জপ করিবার একান্ত সার্থকতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

৬। **প্রশ্ন** :—মহামন্ত্র ও গায়ত্রীর মধ্যে কি পার্থক্য? যে কোনও একটি গ্রহণ করিলে প্রয়োজন লাভ হয় না কি?

উত্তর :—মহামন্ত্র ও গায়ত্রীর মধ্যে তত্ত্বগত ভেদ নাই, তবে মহামন্ত্র বিপ্রলম্ভার্ত্তিসূচক সম্বোধনাত্মক এবং গায়ত্রী আত্মনিবেদনাত্মক চতুর্থ্যন্তপদ ও 'ধীমহি', 'বিদ্মহে' প্রভৃতি শব্দপরিপুটিত। অপ্রাকৃত কামদেবে আত্ম-নিবেদিতাত্মা, সহজধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির যখন অপ্রাকৃত সহজ বিপ্রলম্ভের উদয় হয় তখন তিনি সম্বোধনাত্মক মহামন্ত্রে গোপীনাথের ভজন করেন। মহামন্ত্র ও গায়ত্রী পরস্পর অভিন্ন। মহামন্ত্রে গায়ত্রী ক্রোড়ীভূত রহিয়াছে। যে-কোনও একটি গ্রহণ করিলে প্রয়োজন লাভ হইলেও অর্চ্চন-পথের পথিক উপাসনা-প্রণালীর বিপর্য্যয় বা যথেচ্ছভাবে একের সহিত ভেদজ্ঞান কল্পনা করিয়া যদি স্বতন্ত্র পথ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কোনও দিনই প্রয়োজন বা মঙ্গল-লাভ করিতে পারেন না। অর্চ্চনপথে মন্ত্র ও গায়ত্রী-উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজন আশা করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি অনিবেদিতাত্মা বা মনোধর্ম্ম ও সংসার হইতে যে ত্রাণ পায় নাই, তাহার মুখে শুদ্ধ মহামন্ত্র উচ্চারিত হয় না, সর্ব্বদাই নামাপরাধ হইয়া থাকে। অনর্থ যুক্ত জীবকে মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ বা গানকারী ব্যক্তিকে সংসার হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই মন্ত্র ও গায়ত্রীর কৃপাবতার; সুতরাং যাঁহারা মনোধর্ম্ম হইতে

ত্রাণ লাভ করেন নাই, বা যাঁহারা সংসার হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তাঁহারা যদি মন্ত্র বা গায়ত্রীকে লঙ্ঘন করিয়া কেবলমাত্র মহামন্ত্র গ্রহণের ছলনায় বা মুক্ত ভাগবতগণের ভজনানুকরণের ছলনায় 'নামাপরাধ' বা আলস্যের প্রশ্রয় দেন, তবে তাঁহাদের মঙ্গল-লাভ হইতে পারে না।

৭। **প্রশ্ন :**—হরিনামে যদি কার্য্য সর্ব্বসিদ্ধ হয়, তবে মন্ত্র-দীক্ষার কি দরকার ?

উত্তর :—"এবিষয়ে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর বাক্য দ্রষ্টব্য—"ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃ-শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা-হিতশক্তিবিশেষাঃ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরম-পুরুষার্থফলপর্য্যন্ত- দানসমর্থানি। নামতঃ মন্ত্রেষু অধিকসামর্থ্যলব্ধং। তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতঃ দেহাদি-সম্বন্ধেন কদর্য্যশালিনাং বিক্ষিপ্ত-চিত্তানাং জনানাং তত্তৎসংকোচী-করণায় মন্ত্রদীক্ষা এব কর্ত্তব্যা অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা চেৎ।"

শ্রীভগবন্নামই মন্ত্রের জীবন। নামে 'নমঃ' শব্দাদি সংযোগপূর্ব্বক ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপিত হইয়াছে। নামই নিরপেক্ষ তত্ত্ব, তথাপি দেহাদি-সম্বন্ধে জীব কদর্য্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ঐরূপ চিত্ত-সঙ্কোচকরণাভিপ্রায়ে মর্য্যাদামার্গে সমন্ত্রার্চ্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে। অনর্থ-যুক্তের পক্ষে মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণকারিণী দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়া।

৮। **প্রশ্ন :**—স্বগত স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদের মর্ম্ম কি ?

উত্তর :—**স্বগতভেদ**—যেমন বৃক্ষের সহিত তদন্তর্গত শাখা, ডাল, পুষ্প, মূলাদির পার্থক্য ; সজাতীয় ভেদ—যেমন একটি আম্রবৃক্ষের সহিত অপর আম্রবৃক্ষের পার্থক্য, বিজাতীয় ভেদ—যেমন বৃক্ষের সহিত পর্ব্বতের পার্থক্য।

"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥

(পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ২০শ সংখ্যা)

বিজয়ার গৌড়ীয় গীতি

এস তুমি এস, বৈকুণ্ঠ-অতিথি
আশার রতন প্রদীপ জ্বালি'।
শীরিষে, উশীরে, ঐ নাগকেশরে
অরঘ রচে'ছি সবাই মিলি' ॥

তোমার পূজার যোগ্য উপহার
মরত জনের নাই হে নাই।
তব কৃপা-কণা, জাগায় প্রেরণা,
ভকতি-কুসুম সাজাই তাই ॥

ভিখারী দীনের নাইকো' রতন,
বনফুলে তা'র ভরেগো ডালা।
যূঁথীকার হারে, নীপের গুচ্ছ,—
প্রীতি-চন্দনে গেঁথেছি মালা ॥

লোধ্ররেণু আর কমলের দলে,
তোমার সুরভি আসন রচি'।
পরাণের রংয়ে, রাঙ্গাই চাঁদোয়া,
শ্রদ্ধার ধূপে আরতি শুচি ॥

তিমিরের দেশে, আলোকের বেশে,
এসেছ আজিকে হে মহীয়ান্!
মৃতের পুরেতে, জীবন-সুরেতে,
করিলে নবীন চেতনা দান ॥

পরশে তোমার, শোকার্ত্ত সংসার,
সেবা-উৎসবে উঠিল সাজি'।
সেবার উপায়, শিখা'তে হেথায়,
করুণার বশে এসেছ আজি ॥

গোরা-মুখ-বাণী অমৃতের খনি,
ভুলেছিল সবে জড়ের মোহে।

দিয়া সেই সুধা, নাশিলে হে ক্ষুধা,
অন্য পূজা-ছল আর না রহে ॥

নবীন প্রভাতে, আলোকের রথে,
বাজা'লে উদার গোলোক-তান ।
হরষে মাতিয়া, উঠিল গাহিয়া—
দিকে দিকে যত ভকত-প্রাণ ॥

ধরমের নামে, ব্যবসা চালায়,
সরলে ছলিতে ধূর্ত্ত-রাজ ।
তব দীপ্ত ভাতি, সহেনা তা'দের,
শিরেতে হানিছে তীব্র বাজ ॥

দুষ্টে দলিয়া, শিষ্টে পালিতে,
আর সাধুজনে করিতে ত্রাণ ।
ভ্রান্তি নাশিয়া, সত্য দানিতে,
এসেছ বিশ্বে, হে মহাপ্রাণ ॥

দেব,
কণ্ঠে-তোমার, বৈজয়ন্তী মালা—
সুরবন্দিত অতুল নিধি,
অজিত জয়ের, বিজয়িনী টীকা,
আঁকে তব ভালে তুষ্ট বিধি ॥

ক্ষীণ মোদের কণ্ঠের স্বর,
শকতি-বিহীন সুদীন ভাষা ।
তবু সাধ যায়, ওই পদ-ছায়া,
প্রণতি গ্রহণে পুরাও আশা ॥

'গৌড়ীয়-পত্রিকা,' গৌরের দূত,
যেন নবোদিত সূর্য্য ।
অরুণ-অধরে, চেতনের গাথা
গাহিয়া ফিরিছ, আর্য্য ॥

—শ্রীঅপর্ণা দেবী

———

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

আবির্ভাবভূমি ও কুল-পরিচয়

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা-জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের মধ্যে 'বাঘিয়া' নামে একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। সেই 'বাঘিয়া' গ্রাম অধুনা পদ্মাগর্ভে নিহিত। 'বাঘিয়া' গ্রামের গঙ্গোপাধ্যায়-বংশ তৎকালে বিংশষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ছিলেন। 'বাঘিয়া'-গ্রামের পূর্ব্বতন পুরুষ প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায়; তাঁহার তৃতীয় পুত্র বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়। বাণেশ্বর বংশপরম্পরাগত বিচারে পঞ্চ'ম'-কারের সাধন করিতেন। তাঁহার গলদেশে রুদ্রাক্ষের মালা, পরিধানে রক্তবস্ত্র, লম্বমান শ্মশ্রু, মস্তকে দীর্ঘজটা, হস্তে নরকপাল-নির্ম্মিত পান-পাত্র-দর্শনে লোকে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে 'ব্রহ্মচারী' বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু 'ব্রহ্মচারী' শব্দের যৌগিকার্থের সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী 'গঙ্গাদেবী' পতির সহিতই ভারতের তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিতেন। বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় একজন কৌল ছিলেন এবং তীর্থ-ভ্রমণই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এইরূপ যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বনকারী বাণেশ্বর একসময় চন্দ্রনাথ তীর্থে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, সমুদ্রকূলে 'আদিনাথ' নামে এক 'অনাদি লিঙ্গ' আছেন। "আদিনাথঃ সিন্ধুতীরে"—এই শৈবশাস্ত্রের সংবাদ শ্রবণে সেই শিবলিঙ্গ-দর্শনার্থ কৌল বাণেশ্বরের চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু আদিনাথ যাইবার মত আর্থিক সম্বল তাঁহার নিকট না থাকায় বাণেশ্বর কোনও দানশীল ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি চন্দ্রনাথের পাণ্ডাগণের নিকট জানিতে পারিলেন, চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত 'মেখলা' গ্রামে রাজারাম চৌধুরী নামে জনৈক জমিদার তীর্থপর্য্যটকগণকে মুক্তহস্তে দান সম্মানাদি করিয়া থাকেন।

রাজারাম চৌধুরী

শুনা যায়, এই রাজারাম চৌধুরী কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের পূর্ব্ব-পুরুষ। পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী 'বকাসাইর' গ্রামে রাজারাম চৌধুরী মহাশয়ের পৈত্রিক ভদ্রাসন ছিল। তিনি কোন বিশেষ কারণে পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া মেখলা গ্রামে আসিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। সেই রাজারাম চৌধুরীর গৃহেই বাণেশ্বর গঙ্গো-পাধ্যায় সস্ত্রীক উপনীত হইলেন।

রাজারামের কুলজীর (?) বিবরণ

কথিত হয় যে, কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের কুলজীতে বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত রাজারাম চৌধুরীর সাক্ষাৎকারের বিষয় এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আবির্ভাবের কথা লিখিত আছে। ঐ কুলজীর প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা কতদূর, ঐ প্রশ্ন হইতে পারে। কুলজীতে পদ্যছন্দে যাহা বর্ণিত আছে, তাহার সংক্ষেপ এই;—রাজারাম চৌধুরী নিজ-দেশ ত্রিপুরা হইতে বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া চট্টগ্রামে আসিয়া ছিলেন। তিনি *তথায় আসিয়া মেখলায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার সহিত নানাজাতীয়* লোক আসিয়াছিল। তিনি দেশ-ব্যাপী জমীদারী স্থাপন করেন। তাঁহার অনেক পাইক-প্রহরী ছিল। তিনি রামরাজার আদর্শে শিষ্ট পালন ও দুষ্ট শাসন করিতেন। তাঁহার বড় বড় বাড়ী এবং বাড়ীর সম্মুখে বিস্তৃত দীঘি ছিল। তিনি বহু পাখী পুষিতেন। তিনি খুব দয়াবান্ ও ধর্ম্মাবতার ছিলেন; গরীব এবং দুঃখীকে মুক্তহস্তে দান করিতেন। একদিন তাঁহার ভাগ্য বিশেষ সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাঁহার গৃহে হঠাৎ সন্ন্যাসিবেশধারী একব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে আদর করিয়া কুশাসন প্রদান করিলেন এবং বিনয়-নম্র-বচনে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সন্ন্যাসি-বেষধারী ব্যক্তি বলিলেন,—আমি নানাস্থানে পর্য্যটন করি, আমার পূর্ব্ববাড়ী বিক্রমপুর বাঘিয়া গ্রামে। আমি 'বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী' নামে প্রসিদ্ধ। আমি চন্দ্রনাথ দর্শনে আসিয়াছিলাম। আমার পুত্রকন্যা নাই; তবে আমার পত্নী গঙ্গাদেবী সর্ব্বদাই আমার ভ্রমণের সঙ্গিনীরূপে থাকে। আমার আদিনাথ যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু আমার কাছে পাথেয় কিছুই নাই। আমি আপনার নিকট কিছু পাথেয় খরচ পাইবার আশায় উপস্থিত হইয়াছি। আমি অতি কষ্টে এই মেখলা গ্রামে আসিয়াছি।

রাজারাম চৌধুরী বাণেশ্বরের কথা শ্রবণ করিয়া সস্ত্রীক তাঁহাকে ভোজনাদি-দানে তৃপ্ত ও আদিনাথ যাইবার যথোপযুক্ত অর্থ প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, আদিনাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি যেন একবার মেখলা গ্রামে আসেন। বাণেশ্বর কিছুদিন পরে আদিনাথ দর্শন করিয়া মেখলা গ্রামে পুনরায় আগমন করিলেন। জমীদার রাজারাম চৌধুরীর ব্যবহারে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া বাণেশ্বর তাঁহার অবশিষ্ট জীবন মেখলা গ্রামেই সাধন-ভজনে কাটাইবার ইচ্ছা করিলেন। রাজারামও বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া

বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়কে নিজ-বাড়ীর নিকট স্থান প্রদান করিলেন এবং বহু নিষ্কর ভূসম্পত্তি দানপূর্ব্বক নানাবিধভাবে সেবা করিতে থাকিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ও গঙ্গাদেবীর ঘরে একটী অদ্ভুত পুত্ররত্ন আবির্ভূত হইলেন। তিনিই জগতে **পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি** নামে বিখ্যাত। এই পুণ্ডরীককেই নিমাই 'বাপ' বলিয়া ডাকিতেন। পুণ্ডরীক সকলকে মহামন্ত্র প্রদান করিয়া উদ্ধার করিলেন। 'পুণ্ডরীকে'র নাম শ্রবণে মহাপ্রভু পুলকিত হইয়া উঠিতেন।

'পুণ্ডরীক' নাম-সম্বন্ধে কিংবদন্তী

কিংবদন্তী এই যে, যখন শ্রীগঙ্গাদেবী শ্রীল পুণ্ডরীককে গর্ভে ধারণ করিয়া আছেন, তখন গঙ্গাদেবী এক নিশীতে স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন যে, একজন কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী গঙ্গাদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"ভগবদিচ্ছায় তোমার গৃহে অচিরেই যে পুত্ররত্ন অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য ভাবিও না; তিনি ভগবৎপার্ষদ। জগতে তিনি কৃষ্ণপ্রেম বিস্তার করিবেন। অচিরেই কলির দুর্দ্দশা দেখিয়া ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বৃষভানু-নন্দিনীর ভাব-কান্তি ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। তোমার গৃহে যে-মহাপুরুষ আসিবেন, তাঁহাকে সেই রাধাভাব-বিভাবিত কৃষ্ণচন্দ্র 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করিবেন। তুমি সেই কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণনির্ম্মাল্য এই পুষ্পটী গ্রহণ কর।" এই বলিয়া উক্ত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী সৌভাগ্যবতী গঙ্গা-দেবীকে একটী শ্বেতকমল প্রদান করেন। গঙ্গাদেবী তৎপরদিবস প্রাতঃকালে নিজ পতি-সন্নিধানে ঐ অভূতপূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে মাঘী শ্রীপঞ্চমী তিথির প্রাতঃকালের পুণ্যতম মুহূর্ত্তে গঙ্গা-দেবীর ক্রোড়ে এক অভূতপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় কনককান্তি পুত্ররত্ন আবির্ভূত হইলেন। বৈষ্ণবসন্ন্যাসি-প্রদত্ত কৃষ্ণনির্ম্মাল্য শ্বেত-কমলের নামানুসারে যথাসময়ে বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় পুত্রের নাম রাখিলেন—"পুণ্ডরীক"।

পুণ্ডরীকের আবির্ভাব-কাল

শ্রীল পুণ্ডরীকের আবির্ভাব সময়-সম্বন্ধে দুইটী শ্লোক তদ্বংশীয়গণের মধ্যে প্রচলিত আছে,—

শাকে মুনি ব্যোমযুগেন্দু মানে বিদ্যানিধিঃ প্রসুরভুদ্ধরণ্যাম্।
পিতাস্য বাণেশ্বরব্রহ্মচারী মাতা তু গঙ্গা ভুবি রত্নগর্ভ ॥

মকরেঽতিকরে ভদ্রে শ্রীপঞ্চমীতিথৌ প্রগে
বুধেঽসুত সুতং গঙ্গা পতিতজনপাবনী।
সোঽয়ং পুণ্ডরীকঃ শ্রীমান্ গৌরাঙ্গ-প্রাণবল্লভঃ
বৃষভানুঃ পুরা তস্থৌ রাধিকোদয়কারণম্॥

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্যানুসারে ১৪০৭ শকাব্দার মাঘী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বুধবারে প্রাতঃকালে কৃষ্ণলীলার বৃষভানু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রাণপ্রিয় পার্ষদ-রূপে বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ও গঙ্গাদেবীকে আশ্রয় করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন।

অন্যত্র শ্রুত হয়—

কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং পুণ্ডরীকো ভবিষ্যতি।
বিদ্যানিধিরিতি খ্যাতো বঙ্গস্থে পূর্ব্বচট্টলে॥
কর্ম্মাখ্যে ভারতবর্ষে চন্দ্রশেখরসন্নিধৌ।
বৃষভানুঃ পুরেদানীং শ্রীমতী জনকস্তমঃ॥

অন্যত্র—

যঃ পূর্ব্বং জনকো বিশালধরণীং শাস্ত্বাপি বীতাশয়ঃ
লভে শুদ্ধমনাঃ ঋষীতিপদবীং পশ্চাদিদং প্রাপ্তবান্।
ভান্বন্তো বৃষ আদি নাম করণং শ্রীরাধিকারাধিতং
সোঽভূৎ পুণ্ডরীকঃ সখাকলিজুষাং গৌরাঙ্গমুল্লাসয়ন্॥

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে, রামাবতারের জনক ঋষি, কৃষ্ণাবতারের বৃষভানুই গৌরাবতারে শ্রীপুণ্ডরীক।

গৌরগণোদ্দেশে

শ্রীল কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার ৫৪ শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে।
অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষঃ বিদ্যানিধিমহাশয়ঃ॥
স্বকীয়ভাবমাস্বাদ্য রাধাবিরহকাতরঃ।
চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষময়ে তাতাবদৎ স্বয়ম্॥
'প্রেমনিধি'তয়া খ্যাতিং গৌরো যস্মৈ দদৌ সুধীঃ।
মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যত্বাৎ গৌরবঞ্চ সদাকরোৎ।
রত্নাবতী তু তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিতা বুধৈঃ॥

পূর্ব্বকালে ব্রজমণ্ডলে যিনি 'বৃষভানু' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনিই বর্ত্তমানে গৌরাবতারে পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি মহাশয়। তিনি নিজভাব আস্বাদনপূর্ব্বক সর্ব্বদা শ্রীমতী রাধিকার বিরহে কাতর। রাধাভাববিভাবিত শ্রীচৈতন্য শ্রীল পুণ্ডরীকাক্ষকে "হে পিতঃ" বলিয়া স্বয়ং আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিশেষ সুবিচার করিয়াই পুণ্ডরীককে 'প্রেমনিধি'-উপাধি প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া প্রেমনিধির প্রতি সর্ব্বদা গৌরব প্রদর্শন করিতেন। তত্ত্বজ্ঞগণ পুণ্ডরীক-পত্নী রত্নাবতীকে 'কীর্ত্তিদা' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মেখলা গ্রামের অবস্থিতি

চট্টগ্রামের ছয় ক্রোশ উত্তরে 'হাটহাজারী' নামে একটী মহকুমা আছে। উহার এক ক্রোশ-পূর্ব্বে মেখলা গ্রাম। এই মেখলাগ্রামেই শ্রীল পুণ্ডরীকের আবির্ভাব হয়। চট্টগ্রাম সহর হইতে স্থলপথে, অশ্বযানে বা গোযানে অথবা জলপথে নৌকা বা ষ্টীমার-যোগে তথায় যাওয়া যায়। ষ্টীমারে অন্নপূর্ণার ঘাট, তথা হইতে শ্রীপাট—দুই মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

বৈষ্ণব প্রাকৃত কুল-দেশ-কালের অন্তর্গত নহেন

ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণ কোনও জাতি, কুল, বংশ বা দেশ-কালের অন্তর্গত নহেন। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবৎ-পার্ষদগণ ভগবদিচ্ছায় যে কোনও কুলে, যে কোনও দেশে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবত মহাগ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** মহারাজের অপার করুণায় তদীয় কৃপাভাজন ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ গোরাচাঁদ বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারী প্রভু উক্ত পরিক্রমা সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করিয়াছেন। আমিও উক্ত পরিক্রমায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।

গত ২রা ভাদ্র, ইং ১৯শে আগষ্ট, মঙ্গলবার আমরা মঠবাসী ৪ জন ও গৃহস্থভক্ত ২২জন সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর জয়গান করিতে করিতে.ট্রেণযোগে সন্ধ্যাকালে হাওড়া ষ্টেশনে আমরা উপস্থিত হইয়া ঐদিনই রাত্র ৯'৪০ মিনিটে ডুন এক্সপ্রেসযোগে দেরাদুর রওনা হইলাম। ৪ঠা ভাদ্র, ইং ২১শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার সকলে দেরাদুর উপস্থিত হই। সেখানে হইতে ট্যাক্সীযোগে বেলা ৯-৩০টা নাগাদ হৃষীকেশস্থ শ্রীগোপাল কুঠি ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। ঐদিন ও তৎপরদিন হৃষীকেশে অবস্থান করা হয়। যাত্রীগণ ২দিন ঐস্থানে অবস্থান করত রেল ভ্রমণ জনিত অবসাদ দূর করেন ও মনের আনন্দে শ্রীগঙ্গাস্নান, শ্রীভরত-মন্দির, হৃষীকুণ্ড, শ্রীরামসীতার মন্দির তথা শ্রীগোপালজীর মন্দির প্রভৃতি দর্শন করেন। অনন্তর ৬ই ভাদ্র, ইং ২৩শে আগষ্ট শনিবার দিন আমরা বাসে আরোহণ করি। পথিমধ্যে পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ হিমালয়ের বৈচিত্রাময় দৃশ্য ও গঙ্গার কলকল ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে দেবপ্রয়াগে উপস্থিত হই। এখানে শ্রীঅলকা-নন্দা শ্রীগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। সেখান হইতে আমরা বেলা ২টা নাগাদ রুদ্রপ্রয়াগে উপস্থিত হই। এখান হইতে একটী রাস্তা শ্রীকেদার-নাথ গিয়াছে এবং আর একটি রাস্তা শ্রীবদ্রীনাথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এখানে শ্রীমন্দাকিনী ও শ্রীঅলকানন্দার অপরূপ মিলনস্থল দর্শন করিয়া আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ি। শ্রীকেদারনাথ হইতে শ্রীমন্দাকিনী ও শ্রীবদ্রীনাথ ধাম হইতে শ্রীঅলকানন্দা প্রবাহিতা হইয়া এইস্থানে মিলিত হইয়াছেন। আমরা সকলে ভক্তিভরে তাঁহাদিগকে প্রণাম ও পুণ্যতোয়া সলিলার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করত পরম আনন্দ লাভ করিলাম। উক্ত নদীদ্বয়ের জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। হিমালয়ের তুষার দ্রবীভূত হইয়াই ইহাতে প্রবাহিত হইতেছে। যাহা হউক তৎপরে পুনরায় বাসে আরোহণ করিয়া আমরা অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা সময় শ্রীগুপ্তকাশীতে আসিয়া উপস্থিত হই। সেখানে শ্রীহরপার্ব্বতী দর্শনান্তে সন্ধ্যা ৬টার সময় ফাটাচটীতে আসিয়া উপনীত হই। সেই সময় অংশুমালী সমগ্রহ উত্তরাখণ্ড রক্তিমাভায় রঞ্জিত করিয়া পাটে বসিলেন, আমরাও তত্রস্থ সজ্জনের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করি। পরদিন ২৪শে আগষ্ট, ৭ই ভাদ্র আমরা বাসযোগে শোনপ্রয়াগের দিকে অগ্রসর হই। ২ মাইল পথ অতিক্রম করার পর আমাদের যাত্রা-পথে কিছু বাধা পড়ল। বাস

হইতে নামিয়া দেখিলাম উপরে ধবল পতিত হওয়ায় বাস-রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্য বাসের তীর্থ-যাত্রীগণও কুলির মাথায় মালপত্র দিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতেছেন। আমরাও সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করত মাইল দেড়েক পথ অতিক্রম করিয়া রামপুর চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; এখান হইতে পূজনীয় স্বামিজী মহারাজগণ মালপত্র কুলীর মাধ্যমে শ্রীগৌরী-কুণ্ডে পাঠাইয়া দিয়া পদব্রজে শ্রীত্রিযুগী নারায়ণ দর্শনের জন্য অগ্রসর হইলাম। আমরা সকলকে থাড়াই ৪½ মাইল পথ অতিক্রম করত যখন গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম তখন সূর্য্যদেব ঠিক মস্তকোপরি।

যাহা হউক যাত্রীগণ পাণ্ডাজীর গৃহে কিছুক্ষণ সময় বিশ্রাম করিয়া শ্রীত্রিযুগী নারায়ণের জয়গান করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হই এবং শ্রীমন্দিরে গিয়া সুষ্ঠমতে শ্রীভগবানের দর্শন করেন। এইস্থানেই শ্রীহর-পার্ব্বতীর বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, সেইসময় যে-যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল অদ্যাপিও সেইকুণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ যজ্ঞকুণ্ডকে তত্রস্থ ভক্তগণ ত্রিযুগ-ধুনী বলিয়া থাকেন। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সরস্বতী নামে তিনটী কুণ্ড রহিয়াছে। দর্শনান্তে যাত্রীগণ এখানে প্রসাদাদি পাইয়া গৌরীকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হই। যখন আমরা গৌরীকুণ্ডে পৌঁছিলাম তখন অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখিলাম বিশ্বস্ত কুলিগণ মালপত্র লইয়া জনৈক সজ্জনের একটী দ্বিতল গৃহে ইতোপূর্ব্বে পৌঁছাইয়া ২টী বৃহৎ ঘর ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। আমরা রাত্রে সেখানে প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলাম। রাত্রিবেলায় বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইয়াছিল। এইস্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত। সেইজন্য ভাদ্র মাসেও বেশ শীত পড়িয়াছিল। প্রাতঃকালে ভক্তগণ তত্রস্থ উষ্ণ কুণ্ডে স্নান করত দেহের শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করিলেন এবং সকাল ৯ টার মধ্যে প্রসাদ সেবা করিয়া তথা হইতে শ্রীকেদারনাথের দিকে অগ্রসর হইলাম। এখান হইতে কেদার-নাথ দশ মাইল। আমরা ক্রমশঃ জঙ্গলচটি, রামবাড়া পার হইয়া শ্রীকেদার-নাথে প্রবিষ্ট হইলাম। প্রথম মুখে মন্দাকিনী পরিদৃষ্ট হইল, সেতুযোগে পার হইয়া নেপাল রাজের ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিলাম। যখন আমরা শ্রীকেদারে পৌঁছিয়াছিলাম তখন বেলা ৪ ঘটিকা। শ্রীকেদারনাথ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১৫৩ ফুট উচ্চে অবস্থিত। শ্রীমন্দিরের পশ্চাৎ ভাগেই হিমালয়ের তুষারাবৃত চূড়া পরিদৃষ্ট হইল। রাত্রিবেলায় চন্দ্রকিরণে উহা এক অপরূপ

আকার ধারণ করিয়াছিল—মনে হইতেছিল যেন উজ্জ্বল রৌপ্যমুকুটদ্বারা হিমালয় সুশোভিত হইয়াছে। সুউচ্চ স্থান তথা হিমশৃঙ্গ নিকটস্থ হওয়ায় এই পুরীতে অত্যধিক শীত। সেখানের জল এত ঠাণ্ডা যে, হাত দেওয়া কষ্টকর। সেইজন্য গরম জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমরা সকলেই গরম জলে সকল কার্য্য সমাধা করিলাম। পরদিবস ২৬শে আগষ্ট, ৯ই ভাদ্র সকাল বেলায় আমরা বিবিধ পূজোপহার লইয়া শ্রীকেদারনাথ মন্দিরে গমন করি। অত্যন্ত ভীড়ের কারণে সারিবদ্ধ হইয়া দাড়াইয়া থাকি। পরে ধীরে ধীরে আমরা শ্রীকেদারনাথজীর দর্শন, পূজা ও পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

শ্রীকেদারনাথ অর্থাৎ শ্রীশিব এদিককার ন্যায় লিঙ্গাকারে নহেন এবং শ্যামবর্ণে বিশাল শিলাসদৃশ লম্বা ও চওড়া। অনেকটা মহিষের পৃষ্ঠদেশের পুচ্ছের ন্যায়। স্থানীয় ভক্ত ও তত্রস্থ পাণ্ডাজীর মুখে শুনিলাম শ্রীকেদারনাথের শ্রীবিগ্রহ শ্রীপাণ্ডবগণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক বহুদিনের আকাঙ্খিত শ্রীকেদারনাথজীর দর্শন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। তৎপরে ঐদিনই বেলা ১১টার মধ্যেই মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে শ্রীবদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে আমার রওনা হইয়া পদব্রজে ১৫ কিলোমিটার অতিক্রমান্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে শোনপ্রয়াগে উপস্থিত হই। রাত্রিকালে সেখানে আহারান্তে বিশ্রাম করা হয়।

২৭শে আগষ্ট, ১০ই ভাদ্র সকল ৯ ঘটিকার মধ্যে মহাপ্রসাদ পাইয়া বাসে আরোহণ করি। তৎপরে ক্রমশঃ গুপ্তকাশী, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, চামোলী ও পিপুলকুঠি প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া রাত্রি ৮টার সময় যোশীমঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে বিড়লা ধর্ম্মশালায় রাত্রিযাপন করিয়া পুনরায় পর দিবস ২৮শে আগষ্ট সকাল ৬-১০ মিনিটের বাসে বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডবেশ্বর ও হনুমান চটি অতিক্রম করিয়া বেলা ৯-৩০ মিনিটে শ্রীবদ্রীনাথে উপস্থিত হইলাম। শ্রীবদ্রীধাম সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় সাড়ে দশ হাজার ফুট উচ্চ, এখানেও ঠাণ্ডা প্রচুর। এই ধামের একদিকে সুউচ্চ নর ও অন্যদিকে নারায়ণ পর্ব্বত অবস্থিত। উহাদের মধ্য দিয়া অলকানন্দা বহিয়া চলিতেছে। চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোরম। এখান হইতে নীলগিরি পর্ব্বতের তুষারাবৃত ২১০০০ ফুট সুউচ্চ চূড়া পরিদৃষ্ট হয়। এখানে যেমন অলকানন্দার শীতল জল বহিতেছে, তৎ সন্নিকটে শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে

উষ্ণ জলের প্রস্রবণও বর্ত্তমান। ইহাও শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল। যাহা হউক আমরা সেখানে ৩দিন অবস্থান করত প্রাণ ভরিয়া উষ্ণকুণ্ডে স্নান করায় পরম করুণাময় শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীউর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করত পুলকিত হই। মনে মনে প্রভুর নিকট নিবেদন করিলাম যে, "আপনি পরম করুণাময় তাই নির্ব্বিঘ্নে বিপদসঙ্কুল হিমালয়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করাইয়া শ্রীচরণ-প্রান্তে আকর্ষণ করিয়াছেন।" যাহা হউক আমরা সকলে ভক্তিভরে পূজোপহার অর্পণ করত শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণজীউর উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডৎ করিলাম। শ্রীমন্দির হইতে ৩ মাইল দূরে শ্রীব্যাসগুহা ও শ্রীসরস্বতী নদী তথা শ্রীভীমপুল দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। শ্রীব্যাসদেব শ্রীসরস্বতী-তটেই তদীয় গুরু শ্রীনারদের দর্শন পান এবং শ্রীমদ্ ভাগবত প্রণয়নের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এইস্থানে শ্রীভাগবত রচনা করেন। শ্রীব্যাসাশ্রমের নিকটে তদীয় লেখক শ্রীগণেশজীউর একটি মন্দির আছে। ভক্তগণ এই সমস্ত এবং এতদ্ব্যতীত বহু পারমার্থিক দর্শনীয় স্থানসমূহ বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বদ্রীকাশ্রমের দর্শন সমাপ্ত করেন। সন্ধ্যাকালে আমরা সকলে শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণজীউর ও শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী ঠাকুরাণীর আরতি দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করি এবং পাণ্ডাজীর যাত্রীনিবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

৩০শে আগষ্ট, শ্রীবদ্রীনারায়ণের নিকট প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসযোগে রওনা হইয়া রাত্র ৮ টার সময় প্রায় দীর্ঘ ২২০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করিয়া হৃষীকেশ ভজনাশ্রমে উপস্থিত হই। পরদিন আমরা লছমন্‌ঝোলা গিয়া ক্রমশঃ গীতাভবন দর্শন করি, পরে পুনঃ শ্রীভজনাশ্রমে উপস্থিত হই। ১লা সেপ্টেম্বর আমরা ট্যাক্সীযোগে হরিদ্বার উপনীত হইয়া এক ধর্ম্মশালায় অবস্থান করি। আমরা সেখানে ২দিন অবস্থান করিয়া শ্রীগঙ্গা-স্নান ও কর্ণ্খল আদি দর্শন করত ৩রা সেপ্টেম্বর দেরাদুনে পৌঁছাই। তথা হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর দুন এক্সপ্রেসযোগে হাওড়া যাত্রা করি এবং ৬ই সেপ্টেম্বর নির্ব্বিঘ্নে হাওড়ায় উপস্থিত হই। যাত্রীগণ এইস্থান হইতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; আমরাও চুঁচুড়াস্থ সমিতির শাখামঠ হইয়া ৮ই সেপ্টেম্বর, ২২শে ভাদ্র সোমবার সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পৌঁছায়াছি।

—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত সমুদয় মঠেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করা হয়। বেদান্ত সমিতির উক্ত ব্রতপালনে বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর হইতেই বিভিন্ন মঠসমূহে কোথাও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী, কোথাও বা শ্রীচৈতন্যভাগবত, কোথাও বা শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম স্কন্ধ) পারায়ণ করা হইয়াছে। দিবা-রাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনই এই ব্রত উদ্‌যাপনের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাতে সর্ব্বক্ষণ অন্যচিন্তাশূন্য হইয়া অনাহারে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকাই বিধি। শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীব্রত গৌড়ীয়গণের প্রধান কৃত্য। সমিতির আকরমঠ শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে বিশেষ ও বিপুল উদ্দীপনায় উক্ত ব্রত প্রতিপালিত হইয়াছে।

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে পরব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব তিথি এক বিশেষ তাপর্য্যের সূচনা করিয়াছেন। অনাদিরও আদি সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অন্তর্মুখী জীবকে চিন্ময়রাজ্যে আকর্ষণ করায় বৈকুণ্ঠবিরোধী স্বার্থান্ধ কলহপ্রিয় জনগণকে ধ্বংস করত ভক্তের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। এই শিক্ষা জগতে প্রচার করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি নিরন্তর সাত্বত-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

বিগত ১৩ই ভাদ্র (ইং ৩০।৮।৭৫) শনিবার দিবস শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রদর্শনী প্রায় সপ্তাহাধিককাল প্রদর্শিত হইয়াছিল। উক্ত প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রচুর দর্শনার্থীর আগমনে ভক্তগণের মনে আরও আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা সমন্বিত শিক্ষামূলক মঞ্চস্থ দৃশ্যাবলী ও তৎসহ বৈষ্ণবগণের প্রাঞ্জল ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন মূল পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 'অজ' হইয়াও ভক্তের বাৎসল্য রসে জন্মলীলা করিয়া থাকেন। তিনি স্বতন্ত্র স্বরাট পুরুষ হইলেও ভক্তের ভক্তিতে ভক্ত-পরতন্ত্র হন—ইহাও তাঁহার অভিনব বৈচিত্র্য। গীতায় ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্।"

বলা বাহুল্য, শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে সহস্রাধিক ভক্তকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। শ্রীমান্ হরেকৃষ্ণ, স্বরূপানন্দ ও পরমানন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিগণের চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী-মঞ্চ সজ্জাকরণ ও নিপুণ সেবাসৌকর্য্য প্রশংসার্হ।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

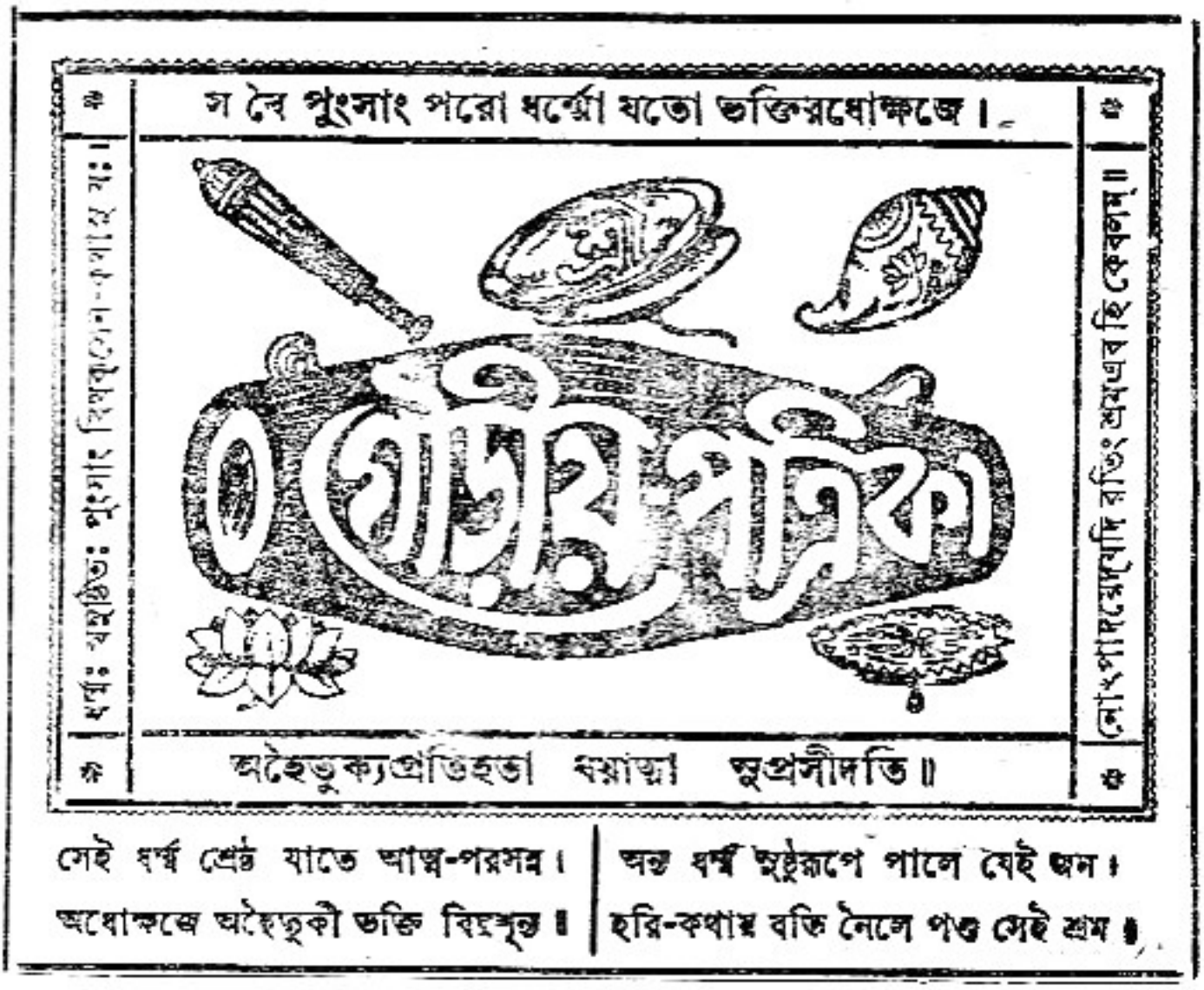

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। | অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিহসূন্ত॥ | হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৭শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ২৮ দামোদর, ৪৮৯ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৮২; ইং ১৭।১১।১৯৭৫ } ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-রুদ্রাদিকৃতো নৃসিংহস্তবঃ

(শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ে)

শ্রীব্রহ্মোবাচ

নতোঽস্ম্যনন্তায় দুরন্তশক্তয়ে
বিচিত্রবির্য্যায় পবিত্রকর্ম্মণে।
বিশ্বস্য সর্গস্থিতিসংযমান্ গুণৈঃ
স্বলীলয়া সন্দধতেঽব্যয়াত্মনে ॥ ৪০ ॥

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্ত, দুর্জ্ঞেয়-শক্তিমান্, অদ্ভুতপ্রভাব, পবিত্রকর্ম্ম, অনায়াসে সত্ত্বাদিগুণের দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি লয়-কর্ত্তা অব্যয়াত্মা আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪০ ॥

শ্রীরুদ্র উবাচ—

কোপকালো যুগান্তস্তে হতোঽয়মসুরোঽল্পকঃ।
তৎসুতং পাহ্যুপসৃতং ভক্তং তে ভক্তবৎসল ॥ ৪১ ॥

শ্রীরুদ্র কহিলেন,—যুগান্ত আপনার কোপের সময়; এক্ষণে এই ক্ষুদ্র অসুর নিহত। হে ভক্তবৎসল! আপনার শরণাগত ভক্ত তৎপুত্র প্রহ্লাদকে রক্ষা করুন ॥ ৪১ ॥

শ্রীইন্দ্র উবাচ—

প্রত্যানীতাঃ পরম ভবতা ত্রায়তা নঃ স্বভাগা
দৈত্যাক্রান্তং হৃদয়কমলং তদ্‌গৃহং প্রত্যবোধি।
কালগ্রস্তং কিয়দিদমহো নাথ শুশ্রূষতাং তে
মুক্তিস্তেষাং নহি বহুমতা নারসিংহাপরৈঃ কিম ॥৪২॥

শ্রীইন্দ্র কহিলেন,—হে পরমেশ্বর, আমাদের ত্রাণকর্ত্তা আপনা-কর্ত্তৃক স্বীয় যজ্ঞভাগসমূহ প্রত্যাহৃত হইয়াছে। দৈত্যব্যাপ্ত আপনার আবাসস্থল আমাদের হৃৎপদ্ম পুনরায় বিকসিত করিয়াছেন। হে নাথ! আপনার শুশ্রূষাশীলের পক্ষে ঐ কালগ্রস্ত ঐশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ, এমন কি (পরমপুরুষার্থ) মুক্তিও তাঁহাদের বহুমত নহে। হে নারসিংহ! অন্য প্রয়োজন বিষয়ে বক্তব্য কি? ৪২ ॥

শ্রীঋষয় উচুঃ—

ত্বং নস্তপঃ পরমমাথ যদাত্মতেজো
যেনেদমাদিপুরুষাত্মগতং সসর্জ্জ।
তদ্বিপ্রলুপ্তমমুনাত্থ শরণ্যপাল
রক্ষাগৃহীতবপুষা পুনরন্বমংস্থাঃ ॥৪৩॥

শ্রীঋষিগণ কহিলেন,—হে আশ্রিতপালক আদিপুরুষ, আপনি আমাদিগকে আপনার প্রভাবস্বরূপ যে পরম তপস্যার বিষয় উপদেশ দিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা আপনি আপনাতে লীন এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন, সেই তপস্যা এই দৈত্যকর্ত্তৃক লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল; রক্ষণার্থ গৃহীত এই শরীরদ্বারা পুনর্ব্বার আমাদিগকে তাহারই বধে অনুজ্ঞা করিলেন, (আপনাকে প্রণাম করি) ॥৪৩॥

শ্রীপিতর উচুঃ—

শ্রাদ্ধানি নোঽধিবুভুজে প্রসভং তনুজৈ-
র্দত্তানি তীর্থসময়েঽপ্যপিবৎ তিলাম্বু।
তস্যোদরান্নখবিদীর্ণবপাদ্ য আচ্ছ্রং,
তস্মৈ নমো নৃহরয়েঽখিলধর্ম্মগোপ্ত্রে ॥৪৪॥

পিতৃগণ কহিলেন,—যে-দৈত্য বলপূর্ব্বক আমাদের তনয়গণকর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্রাদ্ধপিণ্ডাদি অধিকৃত করিয়া ভোজন করিত এবং তীর্থস্নানে অর্পিত তিলোদক পান করিত, তাহার নখবিদীর্ণ উদর হইতে যিনি তাহা আহরণ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বধর্ম্মপালক নৃহরিকে আমরা নমস্কার করি ॥৪৪॥

শ্রীসিদ্ধা উচুঃ—

যো নো গতিং যোগসিদ্ধামসাধু-
রহার্ষীদ্ যোগতপোবলেন।
নানাদর্পং তং নখৈর্বিদদার
তস্মৈ তুভ্যং প্রণতাঃ স্মো নৃসিংহ ॥৪৫॥

শ্রীসিদ্ধগণ কহিলেন,—হে নৃসিংহ! আমাদের তপস্যালব্ধ অণিমাসিদ্ধি যে অসাধু স্বীয় যোগ ও তপস্যার বলে হরণ করিয়াছিল, সেই নানারূপে গর্ব্বিত দুরাত্মাকে আপনি নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করি ॥৪৫॥

শ্রীবিদ্যাধরা উচুঃ—

বিদ্যাং পৃথঙ্ধারণয়ানুরাদ্ধাং
হ্যষেধদজ্ঞো বলবীর্য্যদৃপ্তঃ।
স যেন সংখ্যে পশুবদ্ধতস্তং
মায়ানৃসিংহং প্রণতাঃ স্ম নিত্যম্ ॥৪৬॥

শ্রীবিদ্যাধরগণ কহিলেন,—আমাদিগের পৃথক্ পৃথক্ ধারণায় প্রাপ্ত অন্তর্দ্ধানাদি বিদ্যা, যে মূঢ় বলবীর্য্যমত্ত হইয়া নিষেধ করিয়াছিল, তাহাকে যুদ্ধে যিনি পশুবৎ নিহত করিয়াছেন, সেই লীলা-নৃসিংহবিগ্রহকে নিত্য প্রণাম করি ॥৪৬॥

শ্রীনাগা উচুঃ

যেন পাপেন রত্নানি স্ত্রীরত্নানি হৃতানি নঃ।
যদ্বক্ষঃপাটনেনাসাং দত্তানন্দ নমোঽস্তু তে ॥৪৭॥

শ্রীনাগগণ কহিলেন,—যে দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু আমাদের ফণাস্থিত রত্ন ও উত্তম স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছিল, তাহার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়া যিনি ঐ সকল স্ত্রীকে আনন্দ প্রদান করিলেন, হে দত্তানন্দ, আপনাকে আমরা নমস্কার করি ॥৪৭॥

শ্রীমনব উচুঃ

মনবো বয়ং তব নিদেশকারিণো
দিতিজেন দেব পরিভূতসেতবঃ।
ভবতা খলঃ স উপসংহৃতঃ প্রভো
করবাম তে কিমনুশাধি কিঙ্করান্ ॥৪৮॥

শ্রীমনুগণ কহিলেন,—হে দেব ! আমরা আপনার আজ্ঞাকারী মনু, দৈত্য-কর্ত্তৃক আমাদের বর্ণাশ্রম-মর্য্যাদা বিনষ্ট হইয়াছিল। হে প্রভো ! আপনি ঐ খলকে সংহার করিয়াছেন। আপনার কিঙ্কর আমরা কি করিব ; আজ্ঞা করুন ॥৪৮॥

শ্রীপ্রজাপতয় উচুঃ

প্রজেশা বয়ং তে পরেশাভিসৃষ্টা
ন যেন প্রজা বৈ সৃজামো নিষিদ্ধাঃ।
স এষ ত্বয়া ভিন্নবক্ষা নু শেতে
জগন্মঙ্গলং সত্ত্বমূর্ত্তেঽবতারঃ ॥ ৪৯॥

শ্রীপ্রজাপতিগণ কহিলেন,—হে পরেশ ! আপনার সৃষ্ট প্রজাপতি আমরা যাহার নিষেধে সৃষ্টি করিতে পারি নাই, এই সে ব্যক্তি আপনাকর্ত্তৃক বিদীর্ণ বক্ষ হইয়া শায়িত আছে। হে সত্ত্বমূর্ত্তে, আপনার এই অবতার বিশ্বের মঙ্গলস্বরূপ ॥৪৯॥

শ্রীগন্ধর্ব্বা উচুঃ

বয়ং বিভো তে নটনাট্যগায়কা
যেনাত্মসাদ্বীর্য্যবলৌজসা কৃতাঃ।

স এষ নীতো ভবতা দশামিমাং
কিমুৎপথস্থঃ কুশলায় কল্পতে ॥৫০॥

শ্রীগন্ধর্ব্বগণ কহিলেন,—হে বিভো! আপনার নট ও নৃত্যকালীন গায়ক আমরা বলবীর্য্যপ্রভাবশালী যাহা-কর্ত্তৃক আয়ত্তীকৃত হইয়াছিলাম, আপনা-কর্ত্তৃক সেই হত্যাকার দশাগ্রস্ত হইয়াছে। উন্মার্গগামী ব্যক্তিগণের কখনও কি কুশল হয়? ৫০ ॥

শ্রীচারণা উচুঃ

হরে তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং ভবাপবর্গমাশ্রিতাঃ।
যদেষ সাধুহৃচ্ছয়স্ত্বয়াসুরঃ সমাপিতঃ ॥৫১॥

শ্রীচারণগণ কহিলেন,—হে হরে! আমরা আপনার সংসার-নিবর্ত্তক পাদপদ্মে শরণ লইলাম, যেহেতু হে ঈশ, আপনা দ্বারা সাধুগণের হৃদয়ে ভয়-জনক এই অসুর নিহত হইয়াছে ॥৫১॥

শ্রীযক্ষা উচুঃ

বয়মনুচরমুখ্যাঃ কর্ম্মভিস্তে মনোজ্ঞৈ-
স্ত ইহ দিতিসুতেন প্রাপিতা বাহকত্বম্।
স তু জনপরিতাপং তৎকৃতং জানতা তে
নরহর উপনীতঃ পঞ্চতাং পঞ্চবিংশ ॥৫২॥

শ্রীযক্ষগণ করিলেন,—হে পঞ্চবিংশ (চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বনিয়ামক) মনোজ্ঞ, কর্ম্মদ্বারা আপনার অনুচরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমরা এই দিতিপুত্রদ্বারা শিবিকা-বাহকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম; হে নরহরে, তৎকৃত জীব-পরিতাপের বিষয় আপনি অবগত হইয়া তাহাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত করাইলেন ॥৫২॥

শ্রীকিম্পুরুষা উচুঃ

বয়ং কিম্পূরুষাস্ত্বন্তু মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ।
অয়ং কুপুরুষো নষ্টে ধিক্কৃতঃ সাধুভির্যদা ॥৫৩॥

কিম্পুরুষগণ কহিলেন,—আমরা তুচ্ছ প্রাণী, আপনি পুরুষোত্তম ঈশ্বর, (সুতরাং আমরা আপনার কি স্তব করিব?) এই কাপুরুষ যখন সাধুগণ-কর্ত্তৃক ধিক্কৃত হইয়াছিল, তখনই বিনষ্ট হইয়াছিল ॥৫৩॥

শ্রীবৈতালিকা উচুঃ—

সভাসু সত্রেষু তবামলং যশো
গীত্বা সপর্য্যাং মহতীং লভামহে ।
যস্তামনৈষীদ্বশমেষ দুর্জ্জনো
দ্বিষ্ট্যা হতস্তে ভগবন্ যথাময়ঃ ॥৫৪॥

বৈতালিকগণ কহিলেন,—হে ভগবন্, সভায় এবং যজ্ঞস্থলে আপনার অমল যশোগান করিয়া আমরা মহতী পূজা প্রাপ্ত হই, যে দৈত্য আমাদের ঐ পূজা তাহার আয়ত্ত করিয়াছিল, আমাদের ভাগ্যক্রমে রোগের ন্যায় সেই দুষ্ট আপনা-কর্ত্তৃক নিহত হইল ॥৫৪॥

শ্রীকিন্নরা উচুঃ—

বয়মীশ কিন্নরগণাস্তবানুগা
দিতিজেন বিষ্টিমমুনানুকারিতাঃ ।
ভবতা হরে স বৃজিনোঽবসাদিতো
নরসিংহ নাথ বিভবায় নো ভব ॥৫৫ ॥

শ্রীকিন্নরগণ কহিলেন,—হে ঈশ, আপনার অনুগত কিন্নর আমাদিগকে ঐ দৈত্য নিরন্তর বিনা মূল্যে কর্ম্ম করাইত। হে হরে, সেই পাপ আপনার দ্বারা বিনষ্ট হইল, অতএব হে নৃসিংহ, হে নাথ, আপনি আমাদের সমৃদ্ধির কারণ হউন ॥৫৫॥

শ্রীবিষ্ণুপার্ষদা উচুঃ—

অদ্যৈতদ্ধরিনররূপমদ্ভুতং তে
দৃষ্টং নঃ শরণদ সর্ব্বলোকশর্ম্ম ।
সোঽয়ং তে বিধিকর ঈশ বিপ্রশপ্ত-
স্তস্যেদং নিধনমনুগ্রহায় বিদ্মঃ ॥৫৬॥

শ্রীবিষ্ণু-পার্ষদগণ কহিলেন,—হে আশ্রয়-দাতঃ, অদ্যই আমরা আপনার এই অদ্ভুত সর্ব্বলোক-মঙ্গল নৃসিংহরূপ দর্শন করিলাম। হে ঈশ! এই দৈত্য আপনার সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ভৃত্য, তাহার এই নিধন অনুগ্রহার্থ বলিয়া জানিলাম ॥৫৬॥

শ্রীধামসেবা

[সাধ্যসাধনতত্ত্ব]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা. ২৭০ পৃষ্ঠার পর)

ভোগ ও ত্যাগের বিচার

"ত্যাগ বা বিরাগ বড়ই ভাল। কিন্তু যে বিরাগে-ত্যাগে—'নেতি' 'নেতি' করে ত্যাগ ক'রতে ক'রতে শেষে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত পরিত্যাক্ত হ'য়েছেন, সে ত্যাগ ঐ ভোগেরই আর একটা দিক্। জগৎকে যাঁরা 'মিথ্যা' বলেন, কাকবিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন, তাঁদের বিচার ভ্রান্তি-পরিপূর্ণ। কেননা, তা'তে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদি শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। বিশ্ব—সত্য, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই নশ্বর ধর্ম্মযুক্ত—এই বিচারই বেদান্তবিদ্-গণের একমাত্র সুষ্ঠু বিচার।

ভোগ যেমন বস্তুতে ভগবানের আন্তর অবস্থান দেখ্‌তে দেয়া না, ভোগীকে ভোগ দিয়ে ভোক্তা সাজায়, ত্যাগও সেই প্রকার সকল বস্তুই যে ভগবানের সেবোপকরণ তা' বুঝতে অবসর দেয় না ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা আনয়ন করে। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবারাণসী-ক্ষেত্রে শ্রীল সনাতন গোস্বামী-প্রভুকে শিক্ষাদানকালে 'ভোগ ও ত্যাগ' সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও সুকৌশলপূর্ণ দু'টি শ্লোক ব'লেছেন ;—তাহাই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু লিপিবদ্ধ ক'রেছেন—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ ১ ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥ ২ ॥

বিষয়সমূহই বিশ্বের বৈভব। সেই রূপাদি বিষয়সমূহ আবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গতি। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকল কখনই পরাঙ্মুখ হ'বে না বা বিরতি লাভ ক'রবে না। যদিও মাঝে মাঝে বাহ্য ইন্দ্রিয়কুল সংযত ক'রে বিরাগবিশিষ্ট জনগণ বাইরে বৈরাগী সেজে থাকেন, তথাপি ইন্দ্রিয়বর্গের রাজা মন, তার মানস ইন্দ্রিয় দ্বারে সকলের অজ্ঞাতসারে বিষয়ভোগেই বিভোর হ'য়ে থাকে। আবার যদি কেউ বৈরাগ্য লাভের জন্য বিষয়গ্রহণের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহের বিনাশ সাধনে নিযুক্ত হন তা'হলে বৈরাগ্যলাভের পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়বিয়োগ দুঃখ ঐ বৈরাগীকে ব্যথিত ক'রে ফেলে। সুতরাং

শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে বিষয়ীও বিষয়ের স্বরূপ-বিষয়ক বিজ্ঞানেরই আদর দেখা যায়।

সংক্ষেপে সম্বন্ধজ্ঞান

"আমরা দেহী। আমরা দেহ নই,—দেহ আমাদের সম্পত্তি। সেই দেহ দুই প্রকার,—স্থূল ও সূক্ষ্ম। দেহী বা যা'র দেহ, সেই আত্মা ঐ দুই প্রকার আবরণের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সেই আত্মা জড় দেহ বা সূক্ষ্ম দেহের ন্যায় জড় বস্তু নয়—চৈতন্য বস্তু—অমিত পরমচৈতন্যপূর্ণ বিভুচৈতন্য ভগবানের অনুমিত অংশমাত্র। সেই অণুচৈতন্য আত্মা যখন নিজের কথা—স্বরূপের কথা স্মরণ রাখেন, তখন তিনি এই জড় জগতের জড় বিষয়ভোগে প্রমত্ত হন না। বরং বস্তুর অভ্যন্তরে—বিষয়ের অন্তরে স্বীয় প্রভুকে বিরাজিত দেখে কৃষ্ণকাষ্ঠ-ময় দর্শনে মহাভাগবতের লীলা করেন। আর যখন দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্দ্দৈববশত স্বরূপের রূপে আকৃষ্ট না হ'য়ে বিরূপকে—বাহ্য দেহদ্বয়কে 'আমি' বলে অভিমান করেন, তখনই সেই বদ্ধ আত্মা ইন্দ্রিয় সমাবিষ্ট জড় দেহদ্বারে জড় বিষয়ভোগে ভোগী হয়ে পড়েন।

এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপ-প্রভুকে শিক্ষা দিবার পূর্ব্বেই বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীল সনাতন প্রভুকে সম্বন্ধজ্ঞানের বিজ্ঞান বলেছেন। কাশী তখন জ্ঞানকাণ্ডীয়—শুষ্ক জ্ঞানালোচনাকারিগণের বসতি-স্থল। সকলেই নিত্য, শুদ্ধ, সনাতন আত্মার ধ্বংস চেষ্টায় ব্রহ্মৈক্যবাদ বিতণ্ডায় বিব্রত। এ হেন বিপদ্—মহা বিপদের হস্ত হতে উদ্ধার করতে পরমোদার গৌরসুন্দর প্রথমে 'আমি' বিচার—আত্মার বিচার-জীবস্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে পরস্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে পরস্বরূপের বা ভগবৎস্বরূপের বিচার উত্থাপন করলেন। এই বিচার বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পার্‌লে সকলের সকল বিচার কুবিচারে পরিণত হ'য়ে সর্ব্বানর্থ—অনর্থ হ'তেও অনর্থের উৎপত্তি হয়।

সংক্ষেপে অভিধেয় তত্ত্ব

সম্বন্ধ-বিচার বলার পর মহাপ্রভু আমাদিগকে অভিধেয় তত্ত্ব শ্রীরূপ-শিক্ষা প্রদান করিলেন। আমরা চেতন, কর্ম্মই আমাদের স্বরূপের চৈতন্য-বিষয়ক চৈতন্য দান করে। কিন্তু যে কর্ম্ম বর্ত্তমানে আমাদিগকে চৈতন্য আত্মার জ্ঞান লোপ করিয়ে চেতন রাজ্যের বিপরীত অজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তা'রই দিক্ পরিবর্ত্তন করে—উদ্দেশ্য স্থির করে ব'ললেন—

'লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥'

জড় ইন্দ্রিয়ের সুখের আশায় আশান্বিত হ'য়ে আমরা কার্য্য করি; কিন্তু আমাদের স্বরূপের—আত্মার প্রভু সেই শ্রীভগবানের সেবার জন্য যদি আমাদিগের লৌকিকী, বৈদিকী এবং সকল ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই কর্ম্ম জড়-সুখ-দুঃখ-ভোগদায়ক না হয়ে অচ্যুতের সেবা অনুষ্ঠান বিধায় অচ্যুতে ভক্তি প্রদান করে।

সুতরাং কৃষ্ণ ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ-কালে যাবতীয় বস্তু ভগবানের সেবোপকরণ-জ্ঞানে ভজনের অনুকূলে বিষয়-গ্রহণই 'বিরাগ'। সেই বিরাগ-বিশিষ্ঠ বস্তু পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রাগ বা রতি উৎপন্ন করিয়ে ভোগাজ্ঞানে বিষয়-ভোগে বিগত রাগ বৈরাগ্য আনয়ন করে।

যাঁরা হরিসেবানুকূল বস্তু বা বিষয়সমূহের প্রাপঞ্চিকতায় বিরক্ত হ'য়ে নিজ নিত্য হরিসেবক আত্মার হরিদাস্যের প্রতিও বীতরাগ হন, স্বয়ং এবং অপরের দ্বারা সেব্যের সেবা সংহার করবার প্রয়াস করেন, তাঁরা আত্মবিনাশী ফল্গু বৈরাগী বা ত্যাগী।

ত্যাগ বা ভোগ আত্মার বৃত্তি নয়, সেবাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। মুক্ত আত্মা বৈকুণ্ঠে নিজ সেব্যের সেবা-বিভোর আর বদ্ধাত্মা বদ্ধাবস্থা হতে শুদ্ধ বা মুক্তাবস্থায় যা'বার জন্য ভগবৎ প্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়গুলি ভোগানুকূলে গ্রহণ করেন না, ত্যাগানুকূলে ত্যাগও করেন না, কেবল সেবানুকূলে গ্রহণ ও প্রতিকূলে ত্যাগ করেন। তিনি শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীগুরুদেবের দয়া উপলব্ধি করে বলেন—

'বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রাখে কি কারণে?'

আর সাধনাবস্থায় সিদ্ধির অনুকূলে শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রার্থনা ক'রে বলেন—

" * * *
(কবে) দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া।"

ফল্গুত্যাগিগণ কামক্রোধাদি যে রিপুবর্গকে বিজয় ক'রবার জন্য লোকালয় পরিত্যাগ ক'রে—অভ্যাস অনাহারাদির দ্বারা কঠোর পরিশ্রম ক'রে

সময়ান্তরে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর সমাগমে প্রবল বেগে পরিত্যক্ত বিষয়ে প্রসক্ত হ'য়ে পড়েন, ভোগিগণ যে রিপুষট্‌কের হস্তে লাঞ্ছিত, পদতাড়িত হ'য়ে দুঃখ—অতিদুঃখ-নিষ্পেষিত হয় এবং বিষয়ান্তর বা গত্যন্তর না পেয়ে উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বিত বস্তু পুনশ্চর্ব্বণে নিযুক্ত হয়, শ্রীরূপ-শিক্ষায় সুশিক্ষিত শ্রীকৃষ্ণদেবের অনুগ্রহভাজন, ভোগ-ত্যাগে উদাসীন ভক্তিযোগিগণ সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষিকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা-ফলে হৃদয়ে ভক্তিসাম্রাজ্য-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীগুরুবাক্যের প্রতিধ্বনি ক'রে তারা বলেন,—

"কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ মাৎসর্য্য-দম্ভ সহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধু সঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্ট লাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যা'র ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধ-ত্যাগ সদা দিবা,
লোভ-মোহ এইত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন॥

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

সম্বন্ধ-বিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৭৪ পৃষ্ঠার পর)

নর-সত্ত্বায় অবস্থিত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারসমূহের স্বরূপ ও তত্ত্ব-বিচার

সপ্তধাতুনির্ম্মিত শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, বিষয়-জ্ঞানাধিষ্ঠানরূপ মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার, অবস্থান-ভাবাত্মক দেশ ও কাল-তত্ত্ব ও চৈতন্য—এই কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে নর-সত্ত্বায় লক্ষিত হয়। ভূত ও ভূতধর্ম্ম অর্থাৎ তন্মাত্র-নির্ম্মিত **শরীরটী** সম্পূর্ণ ভৌতিক।

জড়ভূত জড়ান্তরের অনুভব করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু নর-সত্ত্বায় শরীরগত স্নায়বীয় প্রণালী ও দেহস্থিত চক্ষু-কর্ণাদি বিচিত্র যন্ত্রে কোন প্রকার চিদধিষ্ঠানরূপ অবস্থা লক্ষিত হয়—তাহার নাম ইন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয়দ্বারা ভৌতক বিষয়-জ্ঞান ভৌতিক শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত-প্রকাশক কোন আন্তরিক যন্ত্রের সহিত যোজিত হয়। ঐ যন্ত্রকে আমরা **মন** বলি। ঐ মনের চিত্ত-বিত্ত-ক্রমে বিষয়-জ্ঞান অনুভূত হইয়া স্মৃতি-বৃত্তি-ক্রমে সংরক্ষিত হয়। কল্পনা-বৃত্তিদ্বারা বিষয় জ্ঞানের আকার পরিবর্ত্তিত হয়।

বুদ্ধি-বৃত্তি-ক্রমে লাঘব-করণ এবং গৌরব-করণ-রূপ প্রবৃত্তিদ্বয় সহযোগে বিষয় বিচার হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত নর-সত্ত্বায় বুদ্ধি ও চিত্তাত্মক মন হইতে জড় শরীর পর্য্যন্ত অহং ভাবাত্মক একটী চিদাভাস সত্ত্বার লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব হইতে 'অহং ও মম' অর্থাৎ 'আমি ও আমার' এই প্রকার নিগূঢ় ভাব নরসত্ত্বার অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইহার নাম **অহঙ্কার**।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, অহঙ্কার পর্য্যন্ত বিষয়-জ্ঞান প্রাকৃত। অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-শক্তি—ইহারা জড়াত্মক নহে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভূত-গঠিত নহে। কিন্তু ইহাদের সত্ত্বা ভূত-মূলক অর্থাৎ ভূতসম্বন্ধ না থাকলে ইহাদের সত্ত্বা সিদ্ধ হয় না। ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে চৈতন্যাশ্রিত, যেহেতু প্রকাশকত্ব ভাবই ইহাদের জীবনীভূত তত্ত্ব, কেননা বিষয়-জ্ঞানই ইহাদের ক্রিয়া-পরিচয়। এই চৈতন্য ভাব কোথা হইতে সিদ্ধ হয়?

চেতন আত্মার জড়ানুগত্যই দণ্ড-স্বরূপ

আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যসত্ত্বা আত্মার জড়ানুগত্য সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণ বশতঃ পারমেশ্বরী ইচ্ছাক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়-সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে। যদিও বদ্ধাবস্থায় সে কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়াছে, তথাপি বদ্ধাবস্থার আনন্দাভাব বিচার করিলে এ-অবস্থাকে চৈতন্যসত্ত্বার পক্ষে দণ্ডাবস্থা বলিয়া উপলব্ধি হয়।

মুক্তআত্মা মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদি চিদাভাস-সঙ্গশূন্য

এই অবস্থায় জীবসৃষ্টি হইয়াছে ও কর্ম্মদ্বারা জীবের ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়—এরূপ বিচারটী আধুনিক পণ্ডিতদিগের মত হইলেও আত্মপ্রত্যয় বৃত্তি-দ্বারা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এ-বিষয়ে অধিক যুক্তি নাই, যেহেতু শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে ও পরমেশ্বরের লীলা বিচারে ভূতমূলক যুক্তির গতি-শক্তি নাই। এস্থলে এই পর্য্যন্ত স্থির করা কর্ত্তব্য—যে শুদ্ধ আত্মার জড় সন্নিকর্ষে অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপ একটী চিদাভাসের উদয় হইয়াছে। ঐ চিদাভাস, আত্মার মুক্তি হইলে আর থাকিবে না।

আত্মা, মন ও শরীর লইয়াই মনুষ্য-তত্ত্ব

অতএব নরসত্ত্বায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইল অর্থাৎ 'আত্মা', 'আত্মা ও জড়ের সংযোজক চিদাভাস যন্ত্র' ও 'শরীর'। বেদান্ত-বিচারে আত্মাকে জীব, চিদাভাস যন্ত্রকে লিঙ্গ শরীর ও ভৌতিক শরীরকে স্থূল শরীর বলিয়া-ছেন। মরণান্তে স্থূল শরীরের পতন হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গ-শরীর কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চিদাভাস যন্ত্রটী বদ্ধাবস্থার সহিত সমকালব্যাপী। কিন্তু তাহা শুদ্ধ জীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধজীব চিদানন্দ-স্বরূপ। 'অহঙ্কার' হইতে 'শরীর' পর্য্যন্ত প্রাকৃত-সত্ত্বা হইতে শুদ্ধ জীবের সত্ত্বা ভিন্ন।

প্রাকৃতচিন্তা দূরীভূত হইলে শুদ্ধ-আত্মোপলব্ধি হয়

শুদ্ধ জীবের সত্ত্বা অনুভব করিতে হইলে প্রাকৃত চিন্তাকে দূর করিতে হয়, কিন্তু অহঙ্কার তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তাই প্রকৃতির অধীন আছে। চিদাভাস হইতে চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া চিন্তা ভূতাশ্রয় ত্যাগ করিতে পারে না, অতএব মনোবৃত্তিকে স্থগিত করিয়া আত্ম-সমাধি অর্থাৎ স্বদর্শন-বৃত্তিদ্বারা আত্ম-তত্ত্ব যখন আলোচনা করেন তখন নিঃসন্দেহ আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া

থাকে. কিন্তু যাঁহারা অহঙ্কার তত্ত্বের নিকট আত্মার স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন না এবং শুদ্ধ আত্মার সত্ত্বা কিছুমাত্র অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবাদিগণ শুদ্ধজীবের সত্ত্বা কখনই উপলব্ধি করিতে পারে না, অতএব মনকেও তাঁহারা নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

আত্মার দ্বাদশ লক্ষণ

শুদ্ধ জীবাত্মার দ্বাদশটী লক্ষণ. ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ উক্তিতে কথিত হইয়াছে—

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ॥
(ভাঃ ৭।৭।১৯-২০)

আত্মা **নিত্য** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গ শরীরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নয়। **অব্যয়** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গ শরীর নাশ হইলে তাহার নাশ নাই। শুদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃত ভাব-রহিত। এক অর্থাৎ গুণ-গুণী, ধর্ম্ম-ধর্ম্মী, অঙ্গ-অঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈত-ভাব-রহিত। **ক্ষেত্রজ্ঞ** অর্থাৎ দ্রষ্টা। **আশ্রয়** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের আশ্রিত নয়, কিন্তু উহারা আত্মার আশ্রিত হইয়া সত্ত্বা বিস্তার করে। **অবিক্রিয়** অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক বিকার-রহিত। বিকার ছয় প্রকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। **স্বদৃক্** অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে; প্রাকৃত দৃষ্টির বিষয় নয়। **হেতু** অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক সত্ত্বা, ভাব ও কার্য্যের মূল, স্বয়ং প্রকৃতি-মূলক নয়। **ব্যাপক** অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপী নয়। তাহার প্রাকৃত স্থানীয় সত্ত্বা নাই। **অসঙ্গী** অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নয়। **অনাবৃত** অর্থাৎ ভৌতিক আবরণে আবদ্ধ হয় না। এই দ্বাদশটী অপ্রাকৃত লক্ষণ দ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান্ লোক দেহাদিতে মোহ-জনিত অহং-মম ইত্যাদি অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

আত্ম-তত্ত্ব-বিচারে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত ও তাহা প্রাকৃত চিদাভাস-নিষ্ঠ

শুদ্ধ জীবের স্থানীয় ও কালিকা সত্ত্বা আছে কিনা, এ বিষয়ে অনেক তর্ক ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থ বিচারে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই. বরং বিশেষ নিন্দা

আছে। তর্ক সর্ব্বদাই সাদাভাসনিষ্ঠ, চিন্নিষ্ঠ হইতে পারে না। আত্মা অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বের অতীত। এস্থলে প্রকৃতি-শব্দে কেবল ভূতসকলকে বুঝায় এমত নয়, কিন্তু ভূত তন্মাত্র, চিদাভাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও অহঙ্কার সকলই বুঝায়। চিদাভাস প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায়, প্রকৃতিস্থ অনেক অবস্থাকে চিৎকার্য্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে।

অপ্রাকৃত দেশ-কাল-তত্ত্বের বিচার

দেশ ও কাল প্রকৃতির মধ্যে লক্ষিত হইলেও উহারা শুদ্ধসত্ত্ব-ক্রমে চিত্তত্ত্বে আছে। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় উত্তমরূপে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, চিত্তত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব পরস্পর বর্ত্তমান অবস্থায় বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পর বিপরীত তত্ত্ব নহে। চিত্তত্ত্বে যে-সকল সত্ত্বা আছে, তাহা শুদ্ধ ও দোষবর্জ্জিত। ঐ সমস্ত সত্ত্বাই জড়তত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মায়িক জগতে ঐ সকল সত্ত্বা দোষপূর্ণ। অতএব শুদ্ধ দেশ ও কাল, শুদ্ধ আত্মায় লক্ষিত হইবে এবং কুণ্ঠিত দেশ-কাল, মায়াকুণ্ঠিত জগতে পরিজ্ঞাত হইবে; ইহাই দেশ-কাল-তত্ত্বের একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিচার।

বদ্ধাবস্থায় নরসত্ত্বার ত্রিবিধ অস্তিত্ব ও আত্মার আবরণ

শুদ্ধাবস্থায় জীবের কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় নরসত্ত্বার ত্রিবিধ অস্তিত্ব অর্থাৎ শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ **সূক্ষ্ম অস্তিত্ব**, চিদাভাসিক অস্তিত্ব অর্থাৎ **লৈঙ্গিক অস্তিত্ব** এবং ভৌতিক অর্থাৎ **স্থূল অস্তিত্ব**। স্থূলবস্তু সূক্ষ্ম বস্তুকে আবরণ করে, ইহা নৈসর্গিক বিধি। অতএব লৈঙ্গিক অস্তিত্ব (সূক্ষ্মাস্তিত্ব হইতে) কিছু বেশী স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। পুনশ্চ ভৌতিক অস্তিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব উভয়কেই আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেননা আচ্ছাদিত হইলেও বস্তু লোপ হয় না।

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৫৩)

শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি সখাগণ প্রেমের সহিত বলিলেন,—হে মহাবল রাম! হে দুষ্টান্তকারী কৃষ্ণ! অনতিদূরে তালবৃক্ষ সমাকীর্ণ মহাবন আছে। সেখানে তালবৃক্ষ হইতে অতি মধুর তালফল পতিত হয়, কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুরের দ্বারা তাহা অবরুদ্ধ। সেই গর্দ্দভ অতি বলবান এবং আত্মতুল্য বলশালী অসুরগণ পরিবেষ্টিত। সেই তালফলের অপূর্ব্ব গন্ধে চিত্ত আকৃষ্ট। সেই গন্ধেলোভিত চিত্ত আমাদের সেই তাল খাইতে ইচ্ছা হয়। যদি রুচি হয়, তবে তথায় যাইতে পার।

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে ভয়সঙ্কুল স্থানে গমনে নিয়োগ করা অনুচিত। এতদ্দ্বারা সখ্যরস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রভাব অবগত ছিলেন বলিয়া তাহা প্রীতিপোষণের হেতুই হইয়াছিল। সুতরাং রসাভাস দোষ হয় নাই।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বহু সর্প ও পশু সমাকীর্ণ মহাবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া মহাবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখানে গোপসখাগণেরও তাদৃশ ভাব।

সখাগণ অঘাসুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—আমরা এস্থানে প্রবেশ করিলে কি এ দুষ্ট আমাদিগকে গ্রাস করিবে? যদি করে, তাহা হইলে বকাসুরের মত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ক্ষণকাল মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এই প্রকার অযোগ্য অনুভাব সম্মিলনে দ্বারকায় জলবিহার সময়ে মহিষীগণের উক্তি—"বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিম্"। এস্থলে শ্বশুরের নামগ্রহণরূপ অযোগ্য অনুভাব সম্মিলনে কান্তভাব-রসাভাস দোষদুষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে পরমারাধ্য শ্বশুরের যে মুখ্য পুত্র আমাদের পতি, তাঁহার চরণ বসু অর্থাৎ পরম ধনস্বরূপ ইহাই তাঁহাদের মনে ছিল। তথাপি দৈবাৎ শ্বশুরের নামগ্রহণ উন্মত্তাবস্থায় উক্তি, প্রেমবৈচিত্র্যহেতু তাহা দোষাবহ হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনা হইতে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহিষীগণ সমাগত পতিকে দর্শন করিয়া পুত্রদ্বারা আলিঙ্গন করাইলেন। এস্থলে পুত্রদ্বারা আলিঙ্গনহেতু কান্তাভাব আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ পুত্রদ্বারা পতি সম্ভোগ অযোগ্য। তাহার সমাধান সাধারণ প্রীতি পোষণের জন্যই তাঁহারা তাদৃশ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কান্তভাব পোষণের জন্য নহে। পুত্র-

দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করাইয়া সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিলে তাহা দোষজনক হইত। পুত্রদ্বারা আলিঙ্গনে তাঁহাদের প্রীতি পুষ্ট হইয়াছিল।

অযোগ্য বিভাব সম্মিলনে রসাভাসের দৃষ্টান্ত—

যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ
শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরেদ্ বনে
যদ্ গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্ ॥ (১০।৩৮।৮)

অক্রূর বৃন্দাবনে আসিবার সময় মনে মনে বলিয়াছিলেন—যাহা ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ, লক্ষ্মীদেবী, ভক্তগণসহ মুনিগণ অর্চ্চন করিয়া থাকেন, গোচারণ সময়ে অনুচরগণের সহিত যাহা বৃন্দাবনে বিচরণ করে এবং যাহা গোপিকা-গণের কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত, আমি শ্রীকৃষ্ণের সেই চরণকমল কবে দর্শন করিব ?

এস্থলে গোপিকাগণের "কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত" পদে যে রহস্য লীলাচিহ্ন বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান দাসভক্তগণের অনুচিত। অক্রূরের উক্তিতে সেই অযোগ্য কথার সমাবেশ থাকায় দাস্যভাবময় রসাভাস ঘটিয়াছে। এস্থলে অক্রূরের অভিনিবেশ ছিল শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল কেবল ভক্তিদ্বারাই সুলভ এই চিন্তায়; শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ লীলাবিশেষানুসন্ধানে তাঁহার অভি-নিবেশ ছিল না। শ্রীস্বামিপাদটীকায় তদ্রূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন—যাহা গোপিকাগণের ইত্যাদি পাদ। প্রেমমাত্রসুলভত্বচিন্তনই অভিপ্রেত। সুতরাং অনুসন্ধান না করিয়াই কেবল ভক্তির উল্লাসকরূপে সেই বিশেষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কোন দোষ ঘটে নাই।

অতঃপর আলম্বনাযোগ্যতায় রসাভাসের দৃষ্টান্ত—প্রীতির আশ্রয়ালম্বনের অযোগ্যতায় রসাভাসের দৃষ্টান্তস্বরূপে যজ্ঞপত্নীগণের কথিত "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য" (১০।২১।১৭) শ্লোকে পুলিন্দীগণের এবং "ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়ো" ইত্যাদি (১০।২১।১১) শ্লোকে হরিণীগণের ভাব বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে শ্রীমজ্জীব গোস্বামিপাদ কোন সমাধান করেন নাই। তাহার হেতু ব্রাহ্মণীগণকে শ্রীকৃষ্ণ কান্তারূপে অঙ্গীকার করেন নাই। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের নিকট মধুর রসের নায়িকার মত কোন ভাব প্রকাশ করেন নাই। কেবল দাস্যমাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এস্থলে উজ্জ্বল রসাভাস দোষ ঘটে নাই। আর পুলিন্দীগণের উপলক্ষ্য করিয়া ব্রজদেবীগণ নিজভাব প্রকটনময় শ্লোকে নিজরস বর্ণন করিয়াছেন।

হরিণীগণকে উপলক্ষ করিয়াও ব্রজদেবীগণ নিজ রস বর্ণন করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাহাতে বৃন্দাবন সম্বন্ধে তত্রত্য পশুজাতির মাহাত্ম্য এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য রসাভাস দোষ হয় নাই।

অযোগ্য সম্মিলন যদি ভঙ্গিবিশেষে যোগ্য স্থায়ীর উৎকর্ষের হেতু হয়, তাহা হইলে রসের উল্লাস হয়। তাহাতে মুখ্যরসের সম্মিলনে মুখ্যরসের উল্লাস। যথা, শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

অহো ভাগ্যমাহাভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥
(ভা: ১৯।১৪।৩২)

অহো! নন্দগোপের ব্রজবাসিগণের এক অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য; যেহেতু পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের সনাতন মিত্র।

এস্থলে ব্রহ্মা ব্রজবাসিগণের প্রসঙ্গে জ্ঞানভক্তি ও বন্ধুভাব-ভাবনা করিয়াছিলেন। এস্থলে বন্ধুভাবই ভাবনা করিবার যোগ্য। যেহেতু ব্রজবাসিগণের স্বাভাবিক বন্ধুভাব আস্বাদিত হইলে অন্যভাব বিরস প্রতিভাত হয়। তথাপি তাহাতে পরমব্রহ্মব্যঞ্জিতা জ্ঞানভক্তির যে অযোগ্য ভাবনা, তাহা জ্ঞানভক্ত্যংশবাসিত সহৃদয়গণের চমৎকারার্থ ব্রজবাসীর ভাগ্য প্রশংসাবর্ণন ভঙ্গিতে বন্ধুভাবেরই উৎকর্ষ প্রকাশ কারণে প্রবর্ত্তিত হওয়ায় রসের উল্লাস হইয়াছে।

বন্ধুভাবের সহিত শান্তভাবের সম্মিলন অর্থাৎ তাঁহাকে একান্ত নিজজন মনে করা আবার ঈশ্বর বলা রসের হানি হয়। এস্থলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্রজবাসীদের স্বাভাবিক বন্ধুভাবই বর্ণন করিয়াছেন। সেই বর্ণন শ্রবণ-দ্বারা সহৃদয় ভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজজনের বান্ধবরূপে স্ফুরিত হইয়াছেন, আবার তাঁহাকে পরম-ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করায় শান্তভাবের আলম্বন স্ফুরণের অবকাশ হয়। এইরূপে বন্ধুভাবের সহিত অযোগ্য শান্তিভাবের সম্মিলনহেতু রসাভাসের উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু পরম ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ ব্রজবাসিগণের ভাগ্যসূচক প্রশংসা হওয়াতে যে-সকল ব্যক্তির জ্ঞান-ভক্তির সংস্কার আছে, তাঁহাদের আস্বাদনের চমৎকারিতা সম্পাদিত হইয়াছে। যিনি যোগিধ্যেয় পরমব্রহ্ম, তিনি ব্রজবাসীর সনাতন মিত্র—এইরূপ ভাব তাঁহাদের হৃদয়ে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা ব্রজবাসীর বন্ধুভাব সমধিকরূপে আস্বাদন করিয়াছেন—এজন্য রসের উল্লাস হইয়াছে।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ (ভাঃ ১০।১২।১১)

শ্লোকেরও এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। উক্ত শ্লোকে শ্রীশুকদেব ব্রজবালকগণ-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিহার বর্ণন প্রসঙ্গে তাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমেশ্বর-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে সখ্যভাবের সহিত শান্ত ও দাস্যভাবের সম্মিলনে রসাভাস দোষের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বর্ণনভঙ্গীতে জ্ঞানবাসিত সহৃদয়ের চিত্তে যিনি ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, তিনিই ব্রজবালকগণের ক্রীড়া-সহচর সখারূপে কথিত হওয়ায় সখ্যরসাস্বাদনের চমৎকারিতা সম্পাদিত হইয়াছে। এজন্য রসের উল্লাস দেখা যায়।

শ্রীকুন্তীদেবী অক্রূরকে বলিয়াছেন—

ভ্রাত্রেয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
পৈতৃষ্বসেয়ান্ স্মরতি রাম শ্চাম্বুরুহেক্ষণঃ॥ (ভাঃ ১০।৪৯।৯)

ভগবান্ ভক্তবৎসল শরণ্য আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণ এবং কমলনয়ন রাম তাঁহাদের পৈতৃষ্বসেয় ভ্রাতৃগণকে কি স্মরণ করেন?

এস্থলে পিসীমা কুন্তীর ঐশ্বর্য্য জ্ঞানময়ী ভক্তি অযোগ্যা, বাৎসল্যই তাঁহার উপযুক্ত। তথাপি এস্থলে 'ভগবান' প্রভৃতি পদে ব্যঞ্জিত ঐশ্বর্য্য জ্ঞানময়ী ভক্তির যে সম্মিলন ঘটিয়াছিল 'ভ্রাতুষ্পুত্র', 'পৈতৃষ্বসের' ও 'কমলনয়ন' পদের বচনভঙ্গিতে সেই সঙ্গতি অতিক্রম করিয়া বাৎসল্যোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে; তাহাতে রসের উল্লাস ঘটিয়াছে।

শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ প্রভৃতিরূপে জানিলেও তাঁহাকে ভ্রাতুষ্পুত্র মনে করেন। শ্রীবলরাম ঈশ্বর হইলেও তাঁহাকেও ভ্রাতুষ্পুত্র মনে করেন। নিজের পুত্রগণকেও সেই ভগবান রামকৃষ্ণের পৈতৃষ্বসেয় ভাই বলিয়া মনে করেন। ইহাতে বাৎসল্যের অতিবৃদ্ধি জানা যাইতেছে। তাঁহাদিগকে ভগবান বলিয়া জানিলেও তাঁহার বাৎসল্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই অনুভব হইতে সামাজিক ব্যক্তিগণ কুন্তীদেবীর বাৎসল্যরসের চমৎকারিতা আস্বাদন করেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৩ পৃষ্ঠার পর)

ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত

"গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেনে শোচ্য দেশেতে ?

আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদে কেনে জন্মায়েন দূরে ?

যে-যে-দেশ—গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে-দেশে পাণ্ডব নাহি গেল কদাচিৎ ॥

সে-সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত-সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া ॥

সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার ॥

শোচ্য দেশে, শোচ্য কুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণবে, সবারে করেন ত্রাণ ॥

যেই দেশে, যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে ॥

যে-স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময় ॥

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন আবার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

এ সব বৈষ্ণব অবতারে অবতরি'।
প্রভু অবতারে ইহা সবে অগ্রে করি ॥

যেরূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যেইরূপ লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন ॥

তাঁহারা যেরূপ প্রভু-সঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে ॥

অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই ॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্ম-পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি' কহে ॥
"যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া ॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্‌বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥"

বৈষ্ণবগণের অবর-কুলে এবং অবর-দেশ-কালে আবির্ভাবের কারণ

ভগবৎপার্ষদগণ কোন সময় অবরকুলে, কোন সময় বা বিষ্ণু-বিষ্ণুজন-বিদ্বেষীর গৃহে আবির্ভূত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া সাধক জীবগণকে ভগবদনুশীলনে দৃঢ়তা, উৎসাহ ও আশাবন্ধ শিক্ষা দেন। কোমলশ্রদ্ধ সাধক জীব মনে করিতে পারেন, "আমি যখন অবরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন আর আমার ভগবৎপাদারবিন্দ স্পর্শ করিবার অধিকার নাই ; কিম্বা কোন সাধক হয় ত' বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী মাতাপিতা বা সমাজের মধ্যে উদ্ভূত হইয়া মনে করিতে পারেন যে, যখন আমার চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণানুশীলনের অসংখ্য বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে, আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা হইতে বিচ্যুত ও নির্য্যাতিত করিবার অসংখ্য ব্যক্তি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে, তখন আমার কিছুতেই কৃষ্ণানুশীলন পরিত্যাগ না করিলে আমার অস্তিত্ব-সংরক্ষণই সুকঠিন হইয়া পড়িবে।" কোমলশ্রদ্ধ সাধক জীবকুলের এইরূপ নিরুৎসাহের মধ্যে আশার আলোকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পরম কৃপাময় ভগবৎপার্ষদগণ সময়ে সময়ে অবরকুলে, কখনও বা বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষি-কুলে ও সমাজে কখনও বা অত্যন্ত বিমুখতাময় যুগে অবতীর্ণ হইবার লীলা প্রকাশ করেন। তাঁহারা ঐসকল কুলে, সমাজে ও যুগে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল শত শত বাধা-বিঘ্ন ও লোকলাঞ্ছনাকে পদ-দলিত করিয়া নিরপেক্ষ কৃষ্ণ-ভজনের মহান্ আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধক জীবের হৃদয়ে মহা উৎসাহ, সেবাময় সাহস ও অমোঘ আশার সঞ্চার করিয়া থাকেন। এজন্যই ভগবৎপার্ষদ প্রহ্লাদ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর গৃহে আবির্ভূত হন, গৌরনিজজন

ঠাকুর শ্রীল হরিদাস যবনকুলে অবতীর্ণ হন, গৌরপার্ষদ ঝড়ু ঠাকুর ভুঁইমালীর কুলে আগমন করেন, "পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণবপ্রধান" বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সমাজে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণবের স্বাভাবিকী সেবোন্মুখী স্বতন্ত্রতা

কিন্তু তাঁহারা সেই সকল অবরকুলে বা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী মাতাপিতার গৃহে বা সমাজে, কিংবা ভগবদ্‌বিদ্বেষ প্রাবল্যের যুগে আবির্ভূত হইলেও চিরকালই নিজ ভগবৎসেবাময়ী স্বতন্ত্রতার পরিচয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই স্বাভাবিকী সেবোন্মুখী স্বতন্ত্রতাকে প্রতিকূল কোনপ্রকার জাগতিক শক্তিই সঙ্কোচিত করিতে পারে না। সঙ্কোচিত করা দূরে থাকুক্, প্রতিকূল শক্তি যতই বাধা দিবার চেষ্টা করে, তাঁহাদের সেই কৃষ্ণ-কৃপালব্ধা সেবোন্মুখী স্বতন্ত্রতা ততই কোটীগুণ উজ্জ্বলতরভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

প্রহ্লাদের উদাহরণ

প্রহ্লাদ বাল্যকাল হইতেই যে "নৈসর্গিকী রতি" প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী জনকাভিমানী হিরণ্যকশিপুর প্রতিকূল চেষ্টার দ্বারা তাহা জগতে আরও কোটীগুণ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চ বৎসরের বালকের সেই স্বতন্ত্রতা বা "নৈসর্গিকী রতি" হিরণ্যকশিপুর প্রতিকূলাচরণে অমিত বেগবান্ জলপ্রপাতের মত প্রতিহত হইয়া যেন আরও সহস্রশক্তিপূর্ণ অমিত-বেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পুণ্ডরীকের বাল্যচরিত্র

আমাদের আলোচিত গৌরপার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাল্য-চরিত্রেও সেইরূপ আদর্শই প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি ঘোর শাক্ত-সমাজে, পঞ্চ'ম'কারের ঘোর তামসিক আচার-প্রচার-সমৃদ্ধ কুলে, বীভৎস তান্ত্রিকাচারের যুগে ও পঞ্চ'ম'কারের মহানদীপ্লাবিত দেশে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেও অতীব শিশুকাল হইতেই তাঁহারা বৈষ্ণবী স্বতন্ত্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভৈরবী চক্রে পঞ্চ'ম'কার সাধন, রক্তবস্ত্র পরিধান, গলদেশে ও হস্তে রুদ্রাক্ষমালা এবং ললাটে রক্তত্রিপুণ্ড্র ধারণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান ভগবৎ-পার্ষদ পুণ্ডরীকের নিকট অতি শিশুকালেই ঘোর তামসিক হেয় আচার বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। অতি শিশুকালে মাতাপিতার অনুষ্ঠানে ও

সমাজে ঐসকল আচরণ লক্ষ্য করিয়া নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণবপ্রবর পুণ্ডরীক ঐসকল আচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ মাতাপিতার নিকট কৃষ্ণানুশীলন ও বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্মের সুবিমলত্ব, মহত্ত্ব ও সনাতনত্ব কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে মোহনপর তামসতন্ত্রের আচার-ব্যবহার পরিত্যাগে অনুরোধ করায় মাতাপিতা পুত্রস্নেহপরবশ এবং শিশুপুত্রের যুক্তিযুক্ত সদুপদেশে বিমুগ্ধ হইয়া মহা-সুকৃতি-সৌভাগ্য-বশতঃ কুলপরম্পরাগত ও বহুদিনের অভ্যস্ত তামসিক আচার-ব্যবহার অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত বহির্ম্মুখ, বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী অদৈব সমাজ তাঁহার কথা শুনিবার মত কর্ণ ও সৌভাগ্য লাভ না করায় এবং ভগবৎপার্ষদ পুণ্ডরীককে সাধারণ মানব-সামান্য-দৃষ্টিতে দর্শন করায় ঘোর তামসাচারেই লিপ্ত রহিল এবং বৈষ্ণববরের চরণে অপরাধ করায় কৃষ্ণবিমুখতার দণ্ডস্বরূপ জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মার্থ-কাম প্রভৃতি ব্যাপারেই মুগ্ধ হইয়া থাকিল।

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার"

বালক পুণ্ডরীক তাঁহার স্বদেশস্থ বহির্ম্মুখ সমাজকে 'দুঃসঙ্গ' বিচার করিয়া এবং তাঁহার অন্তরের আরাধ্য দেবের সঙ্গ ও সদ্‌গুরুকৃপা-লাভের আন্তরিক উদ্দেশ্য লইয়া বাহ্যে বিদ্যার্জ্জনের ছল প্রকাশপূর্ব্বক **শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে** আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নবদ্বীপে বাসস্থান স্থাপন

মহর্ষি পাণিনি-কথিত গৌড়পুর-নবদ্বীপ তখন সর্ব্ববিদ্যার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। তৎপূর্ব্বে সেনরাজবংশীয়গণ ঐস্থানে গঙ্গাবাসের জন্য বিপুল প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ বিস্তৃত দীর্ঘিকাদি খনন করাইয়াছিলেন। ঐস্থানেই নবদ্বীপের তদানীন্তন মুসলমান ফৌজদারের আসন ছিল। তৎসন্নিকটেই পরমনিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ব্বিৎকুলচূড়ামণি শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। শুদ্ধবৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দ্বিজকুল-চূড়ামণি শ্রীবাস পণ্ডিত, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রবর, ভক্তবর শ্রীধর পণ্ডিত, শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভৃতিও গঙ্গাবাসের জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে স্ব-স্ব বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীল পুণ্ডরীকের পূর্ব্বপরিচিত চট্টগ্রাম-নিবাসী শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরও

শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলেই বাস করিতেছিলেন। শ্রীল পুণ্ডরীক "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" এই ভাগবতোক্ত বিচারে স্বদেশস্থ বহির্ম্মুখ সমাজের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিদ্যার্জ্জনের ছলে ঐসকল বৈষ্ণবের সঙ্গে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাকাঙ্ক্ষী হইয়া শ্রীনবদ্বীপে আগমন করিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মেখলার জমিদার রাজারাম চৌধুরী বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। বহু ভূসম্পত্তিশালী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিজ একমাত্র আদরের পুত্র নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ গমন করিয়াছেন দেখিয়া পুণ্ডরীকের ইচ্ছানুসারে নবদ্বীপে একটী বাসাবাটী স্থাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও জানা যায় ;—

"চাটিগ্রামে আছেন, এথাও বাড়ী আছে।
আসিবেন সম্প্রতি দেখিবা কিছু পাছে।"

(—চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭।৩০)

অর্থাৎ, শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবস্থানকালে ভক্তগণকে বলিতেছেন,—'পুণ্ডরীক' নামে চট্টগ্রামবাসী আমার এক প্রিয়ভক্ত এখন চট্টগ্রামে আছেন, এই নবদ্বীপেও তাঁহার বাড়ী আছে। তিনি শীঘ্রই নবদ্বীপে আসিবেন, তোমরা তাঁহাকে অত্যল্পকাল পরেই দেখিতে পাইবে।'

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সহিত সাক্ষাৎ

শ্রীল পুণ্ডরীকের নবদ্বীপ-অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্যপ্রেমামরতরুর মধ্যমূল শ্রীব্রহ্মমাধ্বাদ্যন্তন পরমহংসকুলমুকুটমৌলি সন্ন্যাসিবেষধৃক্ শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের সহিত শ্রীপুণ্ডরীকের সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের মিলনে প্রেমামৃতসিন্ধু উথলিয়া উঠিল—যেন উভয়ের কতকালের পরিচয়।

পুরীপাদের নবদ্বীপ-বিচরণ

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রমুখ গৌরাবতারের অগ্রদূতগণের সহিত প্রেমকল্পবৃক্ষের রসাস্বাদন করিবার জন্য বহির্ম্মুখগণের অলক্ষ্যে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের ভাবী বিহারক্ষেত্র নবদ্বীপমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই গৌরপার্ষদগণের হৃদয় মূর্ত্ত-মহাভাবের আগমনী-গীতিতে পরিপূরিত, কৃষ্ণপ্রেমে অভিষিক্ত ও দীক্ষিত করিবার লীলা প্রকাশ করিয়া প্রেমময়তনু পুরীপাদ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। "গৌরআনা-ঠাকুর" শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, (কোনও মতে) গৌর-

সুন্দরের দ্বিতীয়তনু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, কৃষ্ণলীলামৃত-রসে পূর্ণহৃদয়, স্বরাট্ সুন্দর শ্রীগৌরসুন্দরের গুরুলীলাভিনয়কারী শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ প্রভৃতি গৌর-কৃষ্ণাবতারের অগ্রদূতগণ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট কৃষ্ণদীক্ষাদি-গ্রহণের লীলা ও আদর্শ প্রদর্শন করিলেন।

পুরীপাদের নিকট দীক্ষা-প্রার্থনা

দৈবক্রমে প্রেমময় গৌর-লীলারঙ্গমঞ্চের আর একটী পরম প্রেমিক পাত্রের সহিত "কৃষ্ণপ্রেমপুর" শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সাক্ষাৎ হইল। এই প্রেমিক পাত্রটী—আমাদের পুণ্ডরীক। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত পুণ্ডরীকের সাক্ষাৎ হইলে যেন পুণ্ডরীকের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত—বাঞ্ছিত ধনের সন্ধান হইল অনুভব করিয়া পুণ্ডরীক প্রেমপুলকে বিভূষিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদকে মহাভাগবতোত্তম সদ্‌গুরু জানিয়া শ্রীল পুণ্ডরীক পুরীপাদের নিকট,কৃষ্ণদীক্ষা প্রার্থনা করিলেন।

পুরীপাদ কর্ত্তৃক শিষ্যের দৃঢ়তা-পরীক্ষা-লীলা

পুরীপাদ শ্রীল পুণ্ডরীককে কৃষ্ণের নিজ-জন জানিতেন। তথাপি তিনি লোকশিক্ষার্থ বাহ্যে পুণ্ডরীককে বলিলেন,—"পুণ্ডরীক, তুমি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ঘোর শাক্তকুলে উদ্ভূত হইয়াছ ; তোমার মাতা-পিতা তামস-তান্ত্রিক-বিচার-পরায়ণ। এরূপ অবস্থায় যদি তুমি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হও, তাহা হইলে তোমাকে বহির্ম্মুখ সমাজ অত্যন্ত নির্য্যাতন ও নানাভাবে পীড়ন করিবে। তুমি তখন তোমার ভজনে পরিনিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে কি ?"

পুণ্ডরীকের প্রত্যুত্তর

শ্রীল পুরীপাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া পুণ্ডরীক সবিনয় তেজোগর্ভ-বাক্যে উত্তর করিলেন,—"প্রভুপাদ, আপনার পাদপদ্মের কৃপায় বহির্ম্মুখ সমাজ কেন, পৃথিবীর—চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের আ-নখকেশাগ্র বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী জীবগণ, এমন কি, বিরজা ব্রহ্মলোকের নির্ব্বিশেষ বিচার, অধিক কি, বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যময় বিচারও আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে বিন্দু-মাত্র বিচ্যুত করিতে পারিবে না। আপনার ন্যায় শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট কৃপা যদি নিষ্কপট হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, তাহা হইলে এই সামান্য বাধা-বিঘ্নকে তৃণতুল্যও মনে করি না। প্রভুপাদ, আপনার কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ করিয়াছি,—

তথা ন তে **মাধব** তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

হে **মাধব**! আপনার ভক্তগণ আপনার শ্রীচরণে সুদৃঢ় প্রেমবন্ধনে বদ্ধ। তাঁহারা কখনই মুক্তাভিমানি-আরোহবাদিগণের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারিগণের মস্তকে পদচারণ করিতে করিতে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

ভাগবত-শ্লোকদ্বারা গুরুর বন্দনা

পুণ্ডরীক এই ভাগবত শ্লোকদ্বারা শ্রীমাধবেন্দ্র গুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনা-পূর্ব্বক গুরুকৃপাবলের—বলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-রজোবলের কথা জগতে জানাইলেন। লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরু গৌরপার্ষদ পুণ্ডরীক ইহা-দ্বারা সাধক জীবকুলকে শিক্ষা দিলেন যে, যাঁহারা নিষ্কপটে সদ্‌গুরুপদাশ্রয় করেন, জগতের কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন, মায়ার কোন প্রকার ছলনা, কোন প্রকার ভগবদ্‌বিমুখতা তাঁহাদের নিকট বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না।

পুণ্ডরীকের সুতীব্র ভক্তিযোগ ও কৃষ্ণানুসন্ধান

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ পুণ্ডরীকের মুখপদ্ম হইতে জগতে এই শিক্ষা প্রচারের জন্যই নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদের সহিত ঐরূপ বচনভঙ্গী করিয়া-ছিলেন। পুরীপাদ পুণ্ডরীকের বাক্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া পুণ্ডরীকের কর্ণে মহামন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক ভাগবতী দীক্ষায় দীক্ষিত করিলেন। পুণ্ডরীক মাধবা-ভিন্নতনু মহাভাগবতোত্তম গুরুবরের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া ভগবদ্‌ভজনে তীব্র অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন। নবদ্বীপের সুরধুনীর তীরে তীরে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রকাশ করিতে থাকিলেন।

'বিদ্যানিধি'-উপাধি লাভ

এদিকে পুণ্ডরীক নবদ্বীপে যে বিদ্যার্জ্জনের অভিনয় প্রদর্শন করিতেছিলেন, সেই অভিনয়ের উপসংহার করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ বিদ্যানিধির অশেষ পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ মেধা, অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে 'বিদ্যানিধি-উপাধিতে বিভূষিত করিলেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের
৭ম বার্ষিক বিরহতিথিতে
দীনের প্রসূনাঞ্জলি

[১]

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারাবিন্দম্ ॥

মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক-প্রবর আচার্য্যসিংহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ**, যিনি ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় পরিকর, যিনি জগজ্জীবের হিতার্থে ভূতলে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার শ্রীচরণকমলে দীনহীন আমি ভক্তিযুতচিত্তে সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করিতেছি।

যাঁহার কৃপাবলেই ভগবদনুগ্রহ-লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও কোন গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

তদনন্তর পরমাভীষ্টদেবের জয়গান করত আজিকার তিথিতে তদীয় শ্রীপাদপদ্মে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। অদ্য শ্রীবিরহ-তিথি। যদ্যপি শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যকাল শ্রীগোলোকবৃন্দাবনে যুগপৎ ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউ ও শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাস্থলীতে অবস্থান করত তাঁহাদের সেবাসৌষ্ঠব বিধান করিতেছেন, তথাপি এই ভৌমজগতে বর্ত্তমান তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন ও উপদেশ-লাভে বঞ্চিত বিধায় বিরহ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। এই বিরহ শ্রীগুরু-দেবের বিশ্রম্ভ সেবকগণের নিকট সুতীব্র ও মর্ম্মভেদী। সেইজন্য বিদগ্ধ-কুলচূড়ামণি বৈষ্ণব-কবি বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ

গোস্বামী প্রভুর তদীয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ৮।২৪৭) শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে.—

দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥

ভক্তগণ-মধ্যে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেইজন্য প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সেবা করিতে বঞ্চিত হইয়া আমরা নিরন্তর বিরহানলে দগ্ধীভূত হইতেছি।

পারমার্থিক রাজ্যে সদ্‌গুরুর কৃপা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, শ্রীমদ্গৌর-পার্ষদ শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী-প্রভুবর ৬৪ প্রকার ভক্তির অঙ্গ বর্ণন-মুখে শ্রীগুরু-পদাশ্রয়ের কথাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীগুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।৩।২১)—

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয় অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি শ্রীভগবদ্ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১।৪৫-৪৬) বলেন,

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারক।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়সংছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ ॥ (বিষ্ণুস্মৃতি-বচন)

অপার কৃপাময়, সুসংপূর্ণ (অর্থাৎ যিনি স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া যাঁহার কোন অভাব নাই), সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং শিষ্যের সর্ব্বসংশয়ছেদন সমর্থ ও অনলস অর্থাৎ সতত হরি-সেবানিষ্ঠ পুরুষই 'গুরু' বলিয়া কথিত হন।

সদ্‌গুরু লক্ষণসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতবাণী, যথা—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয় ॥ (মধ্য ৮।১২৭)

এবম্প্রকার শ্রীগুরু-মহিমা বর্ণনমুখে শ্রীশ্রীভগবান্ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবজীকে বলিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

(শ্রীমদ্ভা: ১১।১৭।২৭)

শ্রীগুরুদেবকে মৎস্বরূপ বলিয়া জানিবে। শ্রীগুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না। শ্রীগুরু সর্ব্বদেবময়।

শাস্ত্র জন্মমরণাদি সংসারানলে সন্তপ্ত ব্যক্তিকে পরমাশান্তি লাভজন্য এ-হেন সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মই শ্রীভগবৎ-কথা পরিবেশনপূর্ব্বক সংসারদুঃখ হইতে উদ্ধার করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দসুখে নিমজ্জিত করিয়া একমাত্র নিত্যশান্তিপ্রদানে সমর্থ হন।

অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ পূর্ব্বোক্ত সকলগুণভূষণে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ, বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে যেরূপ গভীর প্রবেশ তদ্রূপ পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সেবানুভূতিও ছিল অত্যন্ত মহিমময়। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কীর্ত্তনের সময় তিনি সর্ব্বদাই অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবে পরিব্যাপ্ত হইতেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ছিলেন পরম কৃপালু। ভগবদিচ্ছায় তিনি বিপুল সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াও সর্ব্বৈব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া শ্রীনামপ্রেম প্রচার করত অগণিত: মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পরম কৃপালুতারই পরিচয়। জীবের নিত্যধর্ম্ম যে শ্রীকৃষ্ণসেবা, তাহা শিক্ষাদানের নিমিত্ত 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপনপূর্ব্বক তদ্‌ধ্যানে ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনাগারস্বরূপ বহু শ্রীমঠমন্দির ও শ্রবণ-সদন প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত মাসিক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বঙ্গভাষায় এবং হিন্দীভাষায় শ্রীভাগবত পত্রিকা তথা জৈবধর্ম্ম, শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা, মায়াবাদের জীবনী প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থ বিরচন ও সম্পাদন করিয়া দূরদূরান্তে বৈকুণ্ঠবাণী প্রচারপূর্ব্বক কলিহত জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করত বিশ্বের অশেষ কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীঅঙ্গের রূপ ছিল পূর্ণিমার চন্দ্রের সর্ব্বমনোহারী উজ্জল জ্যোৎস্নার ন্যায়। এইজন্য তাঁহার পিতামাতা "জ্যোছ্না" বা "জনা" বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেন। উক্ত শ্রীনামকরণ সার্থক হইয়াছিল, কারণ জ্যোৎস্না যেমন সন্ধ্যাকালে সূর্য্যতাপে তাপিত বিশ্বকে নিজ-স্নিগ্ধতায় সুশীতলতা দান করে তদ্রূপ পরমাভীষ্টদেবও পরমানন্দময় ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণনামপ্রেম বিতরণপূর্ব্বক ত্রিতাপদগ্ধ জীব-কুলকে পরমশান্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিশ্ববিশ্রুত আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রকাশকবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর যখন মাত্র ২।৪ জন পার্ষদভক্ত লইয়া শুদ্ধা ভক্তিধর্ম্ম প্রচার-মানসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মঠস্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, সেই সময় প্রপূজ্যচরণ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিগৌরব গিরি মহারাজ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিশ্বে যে, সব জায়গায় মঠ করিবেন তো লোক কোথায় ?" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তখন তদীয় পরম প্রিয়জন অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের দিকে শ্রীকরকমল নির্দ্দেষ-পূর্ব্বক বলিলেন, "কেন ? আমাদের বিনোদ আছে !" শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের ব্রহ্মচারী-লীলায় নাম শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের উক্ত বাক্যামৃতের দ্বারাই উপলব্ধি হয় যে, শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার কিরূপ অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠ ছিলেন।

তিনি কুলিয়া শ্রীকোলদ্বীপে দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড সকলের সম্মুখে প্রাণকে তুচ্ছীকৃত করিয়া গুরুসেবা-নিষ্ঠার যে জলন্ত আদর্শ রাখিয়াছেন তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া আছে। শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীবৃদ্ধি প্রকাশে তাঁহার অবদান সর্ব্বজন সমাদৃত। সেখানে মঠ-মন্দির, জমি-জায়গা পারমার্থিক-শিক্ষাগার এমন কি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিউশন্ নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রকাশে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীসরস্বতী ঠাকুরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। শ্রীধামের শ্রীবৃদ্ধি সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল গুরু-পাদপদ্মকে "কৃতিরত্ন" আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন।

আমাদের পরমারাধ্যতম দেব শ্রীহরিভক্তিহীন পাষণ্ডসকলের নিকট ছিলেন সিংহসদৃশ। শাস্ত্রসিদ্ধান্তে, যুক্তিবিচারে তিনি ছিলেন অপরাজেয়। তাঁহার

ওজস্বিনী ভাষায় দৃপ্তিময়ী হরিকথা প্রতিপক্ষগণের হৃৎকম্প উৎপন্ন হইত। সেইজন্য অস্মদীয় শিক্ষাগুরুপাদপদ্ম প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মকে "পাষণ্ডগঞ্জৈকসিংহ" উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধারায় স্নাত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শুদ্ধদ্বৈত সিদ্ধান্তে প্রচারক শ্রীশ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের অনুগত। ইহা ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর ও তদীয় পার্ষদগণের সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্ভাগবত অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের প্রতিপাদকগ্রন্থ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই উহার প্রয়োজন,—কৈবল্য নহে। কলিতে শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত শাস্ত্র-প্রমাণিত "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—ইহাই জীবের সাধ্য ও সাধন।

কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে যখন শ্রীশ্রীগৌর-সরস্বতীধারা রুদ্ধকারী কতিপয়-গুরুদ্রোহী পাষণ্ড পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, সেই সময় অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম আচার্য্য-কেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ মার্ত্তণ্ড প্রতাপে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রচারিত "অচিন্ত্যভেদাভেদ" নামক প্রবন্ধে সুসিদ্ধান্ত পরিবেশনপূর্ব্বক কুসিদ্ধান্ত সমূহ ধূলিস্যাৎ করিয়া শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাম্রাজ্যে "সম্প্রদায়ীরা সংরক্ষকরূপে প্রাতঃস্মরণীয় ও চিরস্মরণীয় রূপে খ্যাত হইয়া আছেন। উক্ত অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে বিশ্ববাসীর অশেষ কল্যাণ হইতে পারে বলিয়া মনে করি।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপার অসীম শ্রীগুরুনিষ্ঠা বিশ্ব-বাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছে। তিনিই একমাত্র তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল-সরস্বতী ঠাকুরের অগণিত শিষ্যবর্গের মধ্যে তদীয় ধারা যথাযথভাবে পালন ও প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি প্রকট সময়ে আমাদিগকে উপদেশ-মুখে বলিয়াছেন—"শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুরের সিদ্ধান্তই ঠিক ; তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও কোনও কথা চলিবে না।"

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমন্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধাম, কাম ও নাম প্রচারের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী জীউর নিত্যপরিকর, শ্রীবিনোদ মঞ্জরী।

তিনি পিছলদা ও শ্রীকোলদ্বীপাদির লুপ্ত তীর্থের মহিমা উদ্ধার ও সেখানে মঠ-মন্দির ও শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করিয়া অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তি রাখিয়াছেন।

শ্রীধামনবদ্বীপ, বৃন্দাবন, মথুরা, কেদারবদ্রীনাথ প্রভৃতি ধামাদিতে অসংখ্য ভক্তবৃন্দসহ পরিক্রমা ও মহিমা প্রকাশ তথা বিবিধ সেবাদি দ্বারা শ্রীধামসমূহের ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছিলেন। বহুবিধ ভক্তিগ্রন্থ, মাসিক পত্রিকা ও প্রবন্ধনিবন্ধ প্রকাশ তথা বৃহৎ মৃদঙ্গ অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, দ্বারে দ্বারে শ্রীনামপ্রেম বিতরণ, শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা ও শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি প্রকাশ-পূর্ব্বক বৈষ্ণবের কৃত্যসমূহ প্রচার তথা শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউর লীলাদি প্রকাশ করত শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-কীর্ত্তিধর হইয়া ভক্তহৃদয়ে নিত্যবিরাজিত আছেন। তাঁহার কীর্ত্তিসমূহ দর্শন, স্মরণ ও প্রবন্ধ-উপদেশাদি অধ্যয়ন করিলে মনে হয় তিনি সদাসর্ব্বদা আমাদিগের মধ্যে অবস্থান করত আদেশ-নির্দ্দেশদানে কৃপা বরিষণ করিতেছেন।

তিনি ছিলেন আশ্রিতবৎসল, দূরদর্শী, কৃষ্ণৈকশরণ, কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, গম্ভীর, অমানী, কবি ও দক্ষ আদি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সমূহ গুণেই অলঙ্কৃত। তিনি জড়বিষয়ে সর্ব্বদাই উদাসীন। এমন কি কখনও তাঁহাকে প্রাকৃত বার্ত্তাবহ অর্থাৎ সংবাদপত্র পড়িতে আমরা দর্শন করি নাই। তিনি ছিলেন অপ্রাকৃত বিদ্যোৎসাহী, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সকল দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগোস্বামী-গ্রন্থসমূহে তাঁহার ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তে তিনি ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী। শ্রীভক্তি-রস-শাস্ত্রালোচনায় তিনি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত থাকিতেন। তাঁহার সংগৃহীত বিপুল শাস্ত্রগ্রন্থরাজি আজিও দার্শনিক, বৈয়াকরণিক, নৈয়ায়িক ও ভক্তগণের বিস্ময় উৎপন্ন করিয়া থাকে।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম পরমমুক্ত-নিত্যসিদ্ধ-মহাপুরুষ। তিনি শ্রীবার্ষভানবীদয়িত শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ। সুতরাং এ-হেন মুক্ত পুরুষের শ্রীচরণতলে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারিয়া আমরা গৌরবান্বিত। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অনন্ত মহিমা অনন্তদিন অনন্ত-মুখে কীর্ত্তন করিলেও সমাপ্ত হইবার নহে। সামান্য সময়ে আর কি বলিব? তাহা ছাড়া রাত্রিও অধিক হইয়া যাইতেছে বক্তাও অনেক আছেন।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকৃপা-প্রার্থী—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতেঃ প্রতিষ্ঠাতা-

আচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রীক

অস্মদীয় শ্রীশ্রীগুরুদেবঃ

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি

মহোদয়স্য বিরহোৎসবমুপজীব্য

স্বস্তিকেয়ম্

কেশবস্য-প্রসাদেন শ্রীকেশব মহান্ কৃতী ।
মঠং গৌড়ীয় ইত্যাখ্যং স্থাপয়েৎ হি সযত্নতঃ ॥১॥

শ্রীগুরুং সচ্চিদানন্দং সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সনাতনম্ ।
কারুণ্যামৃতসাগরং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥২॥

ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবঃ ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥৩॥

ন চ বিদ্যা গুরোস্তুল্যং ন তীর্থং ন চ দেবতা ।
গুরোস্তুল্যং ন বৈ কোঽপি সদ্‌গুরোঃ সেবকস্য চ ॥৪॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরোরারাধনং কুরু ।
গুরোর্বক্ত্রে স্থিতং কৃষ্ণ গুরুভক্ত্যা চ লভ্যতে ॥৫॥

তস্য বিরহতিথ্যাং হি শিষ্যাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ ।
শ্রদ্ধাঞ্জলিপ্রদানার্থং সন্তঃ ভক্তিপরায়ণাঃ ॥৬॥

অনুদাসো নিকুঞ্জোঽহং মম নাস্তীতি কিঞ্চনঃ ।
কেবলং তৎ কৃপালেশঃ সুখদঃ শান্তিদঃ ভবেৎ ॥৭॥

যেনাবিদ্যাং পরিত্যজ্য প্রার্থয়াম্যাশিষং সদা ।
তব নামপ্রচারেতু জীবনং যাপয়ামীতি ॥৮॥

ভবদীয়সেবকানুসেবাভিলাষী—
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্য-কেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
৭ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবে
কৃপা-প্রার্থনা

[৩]

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

হে অশোক-অভয়-অমৃতবাণী-প্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম! বিরহ-মহোৎসবের সপ্তম-বর্ষ পূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে সাত-সাতটি বৎসর অতিবাহিতের পথে। হিসাব করিয়া দেখিলাম—লাভ না হইল কিছু, শুধু ঘটিল জঞ্জাল। হে গুরুদেব! আপনার সাক্ষাৎ-অদর্শন-জনিত বিরহ-ব্যথা ও শ্রীমুখ-নিঃসৃত সুললিত অমৃতময়ী মধুর শ্রীহরিকথামৃতবাণী শ্রবণাভাবে সাধুসঙ্গ না করা হেতু আমার হরিভজন-বিমুখ-জীবন গভীর পঙ্কিলমগ্ন কৃমিকীট সদৃশ হইয়া পড়িয়াছে। সদাসর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন পিপাসু ব্যক্তিদিগের প্রতি আমি বিদ্বেষ ও নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া পড়িয়াছি।

হে গুরুদেব! এহেন পামরের এখন কি হইবে গতি?

"বিষয়ে কুটিল মতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ!"

বিষয়-বাসনায় এমন মসগুল হইয়া পড়িয়াছি যে, সাধু-সজ্জন দেখিলেই বিমুখ হইয়া বিপথে নিজেকে চালিত করি। তাঁহারা যে আমার নিজজন, একথা ভুলিয়া শত্রুবৎ জ্ঞান করিতেছি। তাঁহাদের কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন হইতে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়গুলি অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। এই অবসরে আমার চঞ্চল মন আমাকে জড়-ভোগপর রসের সেবায় নিয়োজিত করিয়া নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করিতেছে। "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।" —গীতার এই সার্থকবাণী আমাকে পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়াছে। হে গুরুদেব! এখন' ত আপনার ও আপনার নিজজনের কৃপাবিনা আমার আর কোন উপায় নাই। আপনার সাক্ষাৎ দর্শনে ও আপনার শ্রীমুখে শ্রীরূপানুগগুরু-

বর্গের ভক্তিসিদ্ধান্তের কথা শ্রবণে আমার মনের যাবতীয় ব্যথা দূরীভূত হইয়া অন্তরে সুখ অনুভূত হইত। কিন্তু এক্ষণে আমার কর্ম্মফল বশতঃ বৈষ্ণব-সঙ্গে রতি বা আসক্তির লেশমাত্র নাই। পূর্ব্বে সাধুমুখে শুনিয়াছি—

"বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।"
"তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে মায়-পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণ-ভক্তিপায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥"

হে অধম-পতিত জনের উদ্ধারকারী গুরুদেব! আজ এই বিরহ-মহোৎসবে পুনঃ পুনঃ আমার মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছে। সাধুমহাজনদের গীতি বহুবার শ্রবণকীর্ত্তন করিয়াছি। কিন্তু মনেপ্রাণে তাহা গ্রহণ না করিবার জন্য স্বকর্ম্মফলে হাবুডুবু খাইতেছি।

"গুরু-মুখ-পদ্ম-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।"
সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাঁহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাঁহার হয় ব্রজভূমে বাস॥
"গুরুকে" মনুষ্য-জ্ঞান না কর কখন।
গুরু-নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥"
"গুরু-পাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ॥"
"শক্তি বুদ্ধি হীন আমি অতি দীন।
কর মোরে আত্মসাথ॥"
"করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর।"

হে অন্তর্য্যামী গুরুপাদপদ্ম! আজ এই মহোৎসবের দিনে আমার অন্তরে উৎসবের কোন ভাবই অনুভূত হইতেছে না। শুধু দুঃখ, আর দুঃখ। মর্ম্মবেদনায় আমার অন্তর ভরপুর হইয়া পড়িয়াছে। হে গুরুদেব! দুর্জ্জনের সঙ্গপ্রভাবে আপনাকে সাধারণ 'মনুষ্য'জ্ঞান করিয়া দুর্ম্মতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার সৎপ্রবৃত্তি ও ব্যবহার ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। আমি এতদিন কেবল কপট-ধর্ম্মই যাজন করিয়া আসিয়াছিলাম। সদ্‌গুরু-

পদাশ্রয়, বৈষ্ণবচিহ্নধারণ, আচার-ব্যবহার সবই আমার কপটতা। সেই হেতু আমার এই হীন প্রবৃত্তি ও ঘৃণ্যজীবন।

মহাজনদের গীতিমালা শুধু লোকদেখান ও বাহবা পাইবার জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়াছি। গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ পালন করিবার ভান্ করিয়াছি, মনেপ্রাণে তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই। মনোধর্ম্মপর কথায় সম্মতি না পাইলে সাধুগুরুবৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধবশতঃ অন্য আশ্রমে চলিয়া যাইবার জন্য মন ধাবিত হইয়া উঠে। হে গুরুদেব! শুদ্ধভক্তিকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া আমি যে এতকাল শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলাম তাহা কি আমার ছলধর্ম্ম? কীর্ত্তনের কলিতে শব্দসামান্য-জ্ঞানহেতু নিষ্কপটে আপনার ও আপনার নিজজনের আদেশ-নির্দ্দেশ যথাযথভাবে পালন না করার দরুণ আজ ভবার্ণবে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি।

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায়েও শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়াছি—

"আমিত কাঙ্গাল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি
ধাই তব পাছে পাছে।"

হে সর্ব্বসংশয়-ছেদনকারী করুণ-ঘন-বিগ্রহ! এক্ষণে অবিদ্যাপিশাচীর ফাঁদে পড়িয়া আমি এমনভাবে শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরের পিছে পিছে ধাবিত হইতেছি যে তাঁহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে বাক্যবাণের দ্বারা উদ্বেগ না দিলে আমার শান্তিলাভ হয় না; "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া অনুগমনের পরিবর্ত্তে তাঁহার উচ্চাসন কি করিয়া খর্ব্ব করা যায়, অহিত চিন্তায় নিরত থাকিয়া তাঁহাকে কিভাবে লোকসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়, এই পাশব-প্রবৃত্তি লইয়া আমি নিরন্তর দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছি।

হে গুরুপাদপদ্ম! এতকাল বৈষ্ণব-সঙ্গ করিয়া আমার এই গতি হইল? এখন প্রশ্ন এরূপ কেন হয়? গুরুপদাশ্রয়, মঠে যাতায়াত, তীর্থ-পরিক্রমা সবই হইয়াছে। কিন্তু সাধু বা বৈষ্ণব-সঙ্গ আমার হয় নাই। সাধুসঙ্গ অর্থে সাধুর আদেশ-উপদেশ নিষ্কপটে পালন করা। এই আদেশ-উপদেশ উপেক্ষার জন্য আমার অপরাধের বোঝা বাড়িয়াছে।

"হরিস্থানে অপরাধে, তারে হরিনাম।
তোমাস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান।"

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে অপরাধহেতু এ ঘৃণ্য পশু-স্বভাব আমাকে গ্রাস করায় অতীব নিকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। আমার মায়ার হাত হইতে উদ্ধারের আর কোন পথ নাই। সেই হেতু আমার সাধুগুরু-বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে অপপ্রচার—জেহাদ ঘোষণা।

হে অদোষদরশি গুরুদেব! শাস্ত্রে বহুকথাই কীর্ত্তিত হইয়াছেন—আমার মত অধম পতিতদের মঙ্গলপথে আনয়ন করিবার জন্য। আজ এই বিরহ-মহোৎসবের দিনে আমার আর্ত্তি পুনরায় আপনার অভয়পদ-সরোজে আকুল প্রার্থনা জানাইতেছে।—

"নিতান্ত দুর্ব্বল আমি, না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥"

হে গুরুপাদপদ্ম! এ যাবৎ আমি যে-সমস্ত অপকর্ম্ম, কু-কর্ম্ম, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ও নিন্দাচর্চ্চা করিয়াছি, আমাকে অধম, দুর্জ্জন, দুরাচার, পাতকী, নিঘৃণ্য জেনে, সে-সকল অপরাধ হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার অনুগত জনের নিষ্কপটে বিমল অন্তঃকরণে সেবা করিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদ-বিহারী জীউর চরণে আশ্রয়লাভ করিতে পারি, সেই কৃপা প্রার্থনা করিয়া আজ এই বিরহ-তিথিতে দণ্ডবৎপ্রণতি জানাইতেছি—

"আমি ভক্তিহীন, দীন অকিঞ্চন—
অপরাধী শিরে দাও দু'চরণ,
তোমার অভয় শ্রীচরণে
চির শরণ লইনু আমি।"

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যাশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীগুরুসেবাপরাধী—
শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী
আরক্ষা বেতার অফিস, চুঁচুড়া।

শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর পরমহংসকুলমুকুটমণি

চিদ্বিলাস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৭ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক চিদ্বিলাস আচার্য্যভাস্কর বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীরূপানুগপ্রবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্যতম পরমপ্রিয়পার্ষদ আচার্য্যসিংহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের**



সপ্তমবার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব বিগত ৩০ পদ্মনাভ, ২রা কার্ত্তিক (ইং ২০।১০।৭৫) সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপীত হইয়াছে। তদুপরি সমিতির অন্যান্যশাখামঠসমূহে এবং মঠাশ্রিত কতিপয় গৃহস্থ-ভক্তের গৃহেও এই অপ্রকট-তিথি-পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থানাভাবে এস্থলে শুধু মূলমঠের মহোৎসবের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়-সারস্বত-কেশবের কৃপাভিষিক্ত ভক্তগণ-হৃদয়ে বিরহ-সেবা উদ্দীপ্ত করত এই তিথি সমাগতা হইলে অনুগৃহীতগণ বিরহ-বেদনায় আক্রান্ত হইলেও সেব্যের অহৈতুকী করুণাগাথার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে সেবকবৃন্দ তথা গুণমুগ্ধ সজ্জনগণ ভক্ত্যর্ঘ্যসহকারে তদীয় সমাধিপীঠে সমবেত হইতে আসেন। তাঁহার বিশ্রম্ভ সেবকগণের বিশেষ আহ্বানে ভক্ত তথা সুধীগণের আগমনহেতু উৎসব-মণ্ডবকে সুসজ্জিত মানসে অনুষ্ঠানের পূর্ব্বদিবস হইতেই শ্রীসমাধি-মন্দির, তদীয় ভজনকুটীর, শ্রীমন্দির, অবিদ্যাহরণ শ্রবণ-সদন এবং মঠের তোরণ প্রভৃতি নানা বর্ণের বিচিত্র পত্র-পুষ্প, মাল্য ও বস্ত্রসম্ভার এবং কদলীবৃক্ষাদি ও পূর্ণকুম্ভ স্থাপন প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভারদ্বারা ভক্তজন-চিত্তরঞ্জনকারী মনোরম দৃশ্য রচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সাজ-সাজপূর্ণ ব্যস্ততার মধ্যেও হারিয়ে ফেলার অব্যক্ত বেদনা হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তোলে।

তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী, শ্রীজগন্নাথ, লক্ষ্মী-বরাহদেবের শ্রীবিগ্রহ বিশেষভাবে সুশোভিত হওয়ায় শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্মের অহৈতুকী করুণারাশি ও অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করত তাঁহার বিরহ-ব্যথা আরও তীব্রতর অনুমিত হইতে থাকে। এমনকি, যাহারা ইহজগতে উপেক্ষিত, অবহেলিত; বেদনাতুর জীবনে হতাশায় মর্ম্মাহত তাহাদিগকেও অহৈতুকী করুণা বিতরণে শক্তি-সঞ্চার করত মানব সমক্ষে 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্'……বাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কাহার ক্ষুদ্র সেবা দর্শনে ভগ্নোৎসাহ না করিয়া পরন্তু প্রচুর উৎসাহ দান-পূর্ব্বক যোগ্যতা লাভ করিবার সুযোগ দান করিতেন—তাই ভক্তগণ তাঁর অসীম করুণার কথা স্মরণ করিয়া আজ তদীয় নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করত আরও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেদনাতুর হইয়া পড়েন। তাঁহার বিরহ-ব্যথা কত করুণ, কত মর্ম্মন্তুদ, তাহা লেখনি প্রকাশে সমর্থা নহে।

মহোৎসব-দিবসের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। পরে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া', বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর, 'শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ' প্রভৃতি আর্ত্তি-বন্দনাদি এবং শ্রীগুরু-মহিমাসূচক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তন পরিবেশন করা হয়। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব ও বিরহ সম্পর্কে শ্রীল প্রভুপাদের লেখনী হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন।

পূর্ব্বাহ্ণ অতিক্রান্ত হইলে আমন্ত্রিত অন্যান্য মঠ হইতে আগত বৈষ্ণববৃন্দ ও বিভিন্ন স্থান হইতে সজ্জন মহোদয়গণ উপস্থিত হইলে পরম কারুণিক শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের জীবন-দর্শন ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় তথা নিজজনের আশ্রিত অপ্রাকৃত স্নেহধন্য অনেক বৈষ্ণবগণ তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও অসীম মহিমা-গাথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপাকণা প্রার্থনা করেন। তদনন্তর তাঁহার সমাধিপীঠে উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনবৃন্দ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

মধ্যাহ্নে বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন, চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি উপাদেয় ভোগ-সম্ভার কীর্ত্তন-মুখে নিবেদিত হইলে উপস্থিত সকল বৈষ্ণবগণ ও সজ্জন-মণ্ডলীকে ঐ মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। পরিশেষে আগন্তুক মাত্রকেই আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

উক্ত দিবসেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন সহযোগে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান করা হয়। এই সভায় সমিতির সভাপতি আচার্য্য পরিব্রাজক-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার উদ্বোধনীতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদ-পদ্মের অমিয় পীযুষধারা বাণী-সংরক্ষণ (Tape-Recorder)-যন্ত্র-সাহায্যে কিছু সময় শ্রবণ করা হইলে বিরহ-তিথি উপলক্ষে আর্ত্তি-ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নির্ম্মাল্যস্বরূপ বিভিন্ন ভাষায় রচিত কবিতা-প্রবন্ধাদি আবৃত্তি কর হয়। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দামোদর মহারাজ, বাংলাদেশ হইতে আগত শ্রীপাদ নীলমণি প্রভু এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী তথা কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি তাঁহার অলৌকিক জীবন-দর্শন সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্য মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় নিষ্ঠা, ধৈর্য্য তদুপরি পরম বৈষ্ণবের ২৬টি গুণ যথা,—কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী প্রভৃতি সমস্ত গুণেই তিনি বিভূষিত ছিলেন—ইহা ব্যাখ্যা-মুখে অশেষ অপ্রাকৃত গুণাবলীর কথা স্মরণ করিয়া কৃপাভিক্ষা করত কীর্ত্তন মুখে তাঁহার সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

সংগ্রহ করুন ! সংগ্রহ করুন !!

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত

শ্রীবৈষ্ণবজগতে যুগান্তর আনয়নকারী

সিদ্ধান্তরত্নম্

বা

গোবিন্দভাষ্যপীঠকম্

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-ভাস্কর

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

কর্ত্তৃক

বিরচিত স্বটীকাসমন্বিত ভাষ্যপীঠক

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্রীল বিদ্যভূষণ প্রভুর নিজেরই উক্তি এইস্থানে উদ্ধৃত হইল :—

"শ্রীব্রহ্মসূত্রের স্বরচিত গোবিন্দভাষ্য ও ষট্‌সন্দর্ভাদি গৌড়ীয় দার্শনিক গ্রন্থরাজির সারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সর্ব্বদর্শন সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তি লাভ হয়।"

এই ভাষ্যপীঠক প্রকাশনে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল সূত্রগুলি স্থূলাক্ষরে এবং বঙ্গানুবাদ সুন্দর হরফে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সমৃদ্ধ রহিয়াছে। এরূপ মনোজ্ঞ অনুবাদ ও টীকা সমন্বিত প্রকাশন দুর্ল্লভ। বর্ত্তমানে উক্ত গ্রন্থ টীকা ও মূলানুবাদসহ একান্ত দুষ্প্রাপ্য। অতএব প্রত্যেক ভক্ত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা অবশ্যই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

সেবাসচিব,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-কার্য্যালয়

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৭শ বর্ষ { প্রদ্যুম্ন, ২৮ কেশব, ৪৮৯ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৮২ ; ইং ১৬।১২।১৯৭৫ } ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-দেবাদিকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্

(শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ে)

শ্রীদেবা উচুঃ,—

নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং
বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈ-
র্মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্মময়োরুপাশাৎ ॥৭॥

শ্রীদেবগণ বলিলেন,—হে নাথ! যোগিগণ কর্ম্মময় দৃঢ়বন্ধন হইতে মুক্তিকামনায় অন্তঃকরণ-মধ্যে কেবলমাত্র যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, আমরা আপনার সেই পাদপদ্মযুগল সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বাক্যদ্বারা আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥৭॥

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্‌গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিতকর্ম্মভিরজ্যতে বৈ
যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ ॥৮॥

হে অজিত! আপনি মায়িকগুণসমূহের মধ্যে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত হইয়া ত্রিগুণময়ী মায়াদ্বারা নিজের মধ্যেই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অচিন্তানীয় প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-লীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন; পরন্তু এইসকল কর্ম্মজনিত পাপপুণ্যাদিফলের দ্বারা লিপ্ত হন না, যেহেতু আপনি অবিদ্যাদি-দোষসম্পর্ক-রহিতভাবে অনাবৃত আত্মানন্দে নিরত রহিয়াছেন ॥৮॥

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ ॥৯॥

হে জগদ্‌বন্দনীয়! হে পুরুষোত্তম! ভবদীয়-বিমলকীর্ত্তিশ্রবণ-জনিতা প্রকৃষ্টা শ্রদ্ধা-দ্বারা সাধুগণের যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ হয়, বিষয়-বাসনাসক্ত মনুষ্যগণের উপাসনা, বেদার্থশ্রবণ, অধ্যয়ন, দান এবং তপস্যা-দ্বারা তাদৃশ বিশুদ্ধি লাভ হয় না ॥৯॥

স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ
ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভি-
র্ব্যূহেঽর্চ্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায় ॥১০॥

হে প্রভো! মুনিগণ পরম-মঙ্গল-লাভের জন্য প্রেমার্দ্রহৃদয়ে যাঁহার চিন্তা করেন, আশ্রিত ভক্তগণ সমান ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য বাসুদেবাদিব্যূহমধ্যে যাঁহার আরাধনা করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে আত্মজ্ঞ কতিপয় ধীর পুরুষ স্বর্গ অতিক্রমপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠপদপ্রাপ্তির জন্য কালত্রয়ে যাঁহার অর্চ্চন করেন, আপনার সেই পাদপদ্ম আমাদের বিষয়-বাসনাসমূহের দাহক অনলস্বরূপ হউন ॥১০॥

যশ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ
ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং
জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ ॥১১॥

হে জগদীশ! যাজ্ঞিকগণ সংযতহস্তে হবির্ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক বেদত্রয়নির্দ্দিষ্ট বিধানানুসারে যজ্ঞাগ্নিমধ্যে যাঁহার অধিষ্ঠান চিন্তা করেন এবং যোগিগণ অণিমাদিলাভের কামনা করিয়া অধ্যাত্মযোগে যাঁহার ধ্যান করেন, পরম-ভাগবতগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র পূজিত ভবদীয় তাদৃশ চরণকমল আমাদের বিষয়-বাসনা-রাশির দাহক অনল-স্বরূপ হউক ॥১১॥

পর্য্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং
সংস্পর্দ্ধিনী ভগবতী প্রতিপত্নিবচ্ছ্রীঃ।
যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদন্নো
ভূয়াৎ সদাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ ॥১২॥

হে বিভো! ভগবতী লক্ষ্মীদেবী ভবদীয় বক্ষোদেশরূপ স্বীয় নিবাসস্থানে পর্য্যুষিতা বনমালা দর্শনপূর্ব্বক ঈর্ষাগ্রস্তা হইলেও ভক্তগণের অর্পিতা বলিয়া আপনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়া তাদৃশী পর্য্যুষিতা বনমালা-দ্বারা সম্পাদিতা পূজা স্বীকার করিয়াছেন। হে দেব! তাদৃশ ভক্তবৎসল আপনার চরণকমল আমাদের বিষয়-বাসনারাশির বিনাশক অনলস্বরূপ হউক ॥১২॥

কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতস্ত্রিপতৎপতাকো
যস্তে ভয়াভয়করোঽসুরদেবচম্বোঃ।
স্বর্গায় সাধুষু খলেষ্বিতরায় ভূমন্
পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ ॥ ১৩ ॥

হে ভূমন্! হে ভগবন্! বলিরাজের বন্ধনকালে আপনার শ্রীচরণ ত্রিলোক-ব্যাপ্ত হইয়া বিজয়ধ্বজরূপে এবং ত্রিলোকবিহারিণী গঙ্গাদেবী তাঁহার পতাকা রূপে শোভা পাইয়াছিলেন। তাদৃশ ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম তৎকালে অসুরগণের ভয়ে ও নরকপ্রদ এবং দেবগণের অভয় ও স্বর্গপ্রদ হইয়াছিলেন। আপনার উক্ত শ্রীচরণ ভজনশীল আমাদের পাপ বিনাশ করুন ॥ ১৩ ॥

নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্দ্যমানাঃ।
কালস্য তে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য ॥ ১৪ ॥

হে দেব! পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদি-পীড়িত ব্রহ্মাদি জীবগণ নাসাবদ্ধ গোসমূহের ন্যায় প্রকৃতি-পুরুষাতীত কালরূপী যে-নিয়ামক পুরুষের অধীনে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, পুরুষোত্তমস্বরূপ সেই আপনার শ্রীচরণ আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ১৪ ॥

অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মবাক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ।
সোঽয়ং ত্রিনাভিরখিলপচয়ে প্রবৃত্তঃ
কালো গভীর-রয় উত্তমপুরুষস্ত্বম্ ॥ ১৫ ॥

হে প্রভো! শ্রুতিগণ আপনাকে প্রকৃতি, পুরুষ এবং মহত্তত্ত্বেরও নিয়ামক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অতএব আপনিই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণস্বরূপ। হে দেব! আপনিই জগতের সংহার-কার্য্যে প্রবৃত্ত ত্রিনাভিযুক্ত (চাতুর্ম্মাস্যত্রয়যুক্ত) সংবৎসরাত্মক মহাবেগশালী কালস্বরূপ; সুতরাং আপনিই পুরুষোত্তম ॥ ১৫ ॥

ত্বত্তঃ পুমান্ সমধিগম্য যয়াস্য বীর্য্যং
ধত্তে মহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্য্যঃ।
সোঽয়ং তয়ানুগত আত্মন আণ্ডকোশং
হৈমং সসর্জ্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্ ॥ ১৬ ॥

হে দেব! কারণাব্ধিশায়ী অমোঘবীর্য্য মহাবিষ্ণু আপনার নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়া যে-মায়াদ্বারা এই জগতের বীজস্বরূপ যে-মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই মহত্তত্ত্ব সেই মায়াদ্বারাই যুক্ত হইয়া নিজ হইতে বহির্দ্দেশে সপ্তাবরণযুক্ত সুবর্ণময় অণ্ডকোষের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীধামসেবা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ৩০৮ পৃষ্ঠার পর)

প্রচারের জন্য সমস্ত বাধাবিপত্তি উপেক্ষণীয়

"দেখুন, ভোগবার্ত্তা-প্রচারকের কোন বিপদ্ নাই অসুবিধা নাই। কিন্তু ভগবানের সেবার কথা—আত্মার নিত্যবৃত্তির কথা—জীবের জীবনসর্ব্বস্ব ভক্তির কথা প্রচার করতে গেলে প্রতিপদে বিপদই লাভ হ'বে—পদে পদে অসুবিধা এসে নিরুৎসাহ ক'রবার চেষ্টা ক'রবে; কিন্তু জান্‌তে হ'বে যে সে বিপদ্—সে অসুবিধা আমাদের প্রভুভক্তির প্রভুসেবা-বুদ্ধির পরিমাণ পরীক্ষা ক'রতে এসেছে এবং আমাদিগকে উত্তরোত্তর সেবাপথে অগ্রসর হ'বার সহায়তা ক'রছে। এই সময় নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস, ভক্তরাজ প্রহ্লাদের সেবা সহিষ্ণুতা-সুমেরুর আদর্শ আঁকড়িয়ে ধরে থাক্‌তে হ'বে। মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে অনিত্য বস্তু লাভ ক'রবার জন্য শত শত জন্ম বঞ্চিত হ'চ্ছে। সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখেও মানুষ যদি এক ঘেয়ে ভাবে তুচ্ছ জিনিষের জন্য বাধা বিপত্তিতে বিহ্বল না হ'য়ে জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রতে পারে, তা' হ'লে কি বুদ্ধিমান জনগণ আদি, মধ্য, অন্তে সত্য—ত্রিকাল সত্য—নিত্য সত্যের জন্য নিত্য জীবনের নিশ্চলা চেষ্টা নিযুক্ত ক'রতে পা'রবেন না?

সহজে ভগবৎসেবা লাভের উপায়

"ভগবানের সেবা করেন যাঁ'রা—ভগবানের ভক্ত যাঁ'রা, তাঁদের সঙ্গেই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ভক্তগণ ভগবানের সেবা সার ক'রেছেন। তাঁ'রা ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ এবং ভগবানের লীলা-কথাকেই জীবন-সর্ব্বস্ব ক'রে সর্ব্বদা সেই সকলের আলোচনা করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভগবানের যে আলোচনা হয়, ভক্তমণ্ডলীতে যে আলোচনা, তার মধ্যে পার্থক্য ত' আছেই, পরন্তু একেবারেই বিপরীত। সাধারণ্যে অনেকেই ঐহিক এবং পারলৌকিক সুখের জন্য ভগবান্‌কে সুখ-দাতা জেনে ভজন করেন, আবার বেশী বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ বাইরে ত্যাগী, অন্তরে ভোগী-শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভোক্তা ভগবানের সমান হ'য়ে তাঁ'র সঙ্গে মিশবার জন্য ভগবদুপাসনার ভান করেন; আর মধ্যম লোকেরা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির সিদ্ধির উদ্দেশ্যে উপাসনা করেন। এ'তে উপাসনার অভিনয় থাক্‌লেও উপাস্য ভগবানের নিত্য-নাম-রূপাদি স্বীকৃত হয় নাই; তাঁ'রা সর্ব্বপ্রভু পরমেশ্বরকে

কর্ম্মাধীন জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর উপাসকগণ (?) ভগবানের সেবার জন্য—সুখের জন্য সেবা করেন না; প্রভুকে দিয়ে নিজেদের সেবা করিয়ে নেন।

ভক্তগণের ভাব পৃথক্। তাঁ'রা ইহলোকের, পরলোকের দেহ-গেহাদির সুখের সিদ্ধির, এমন কি মানুষের মহামূল্য মুক্তিরও অপেক্ষা রাখেন না—প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁরা স্বভাবে—ভাবে ভাবে-হৃদয়-ভবনে ভগবানেরই সেবা করেন। সেই সেবা-প্রবৃত্তি কোন বাধা মানে না। সাগরের অভিমুখে অতিদ্রুত প্রবাহিনী গঙ্গাধারার ন্যায়-উঁচু-নীচু—সকল স্থান ডুবিয়ে—সম্মুখের সব বাধা বিদূরিত ক'রে ছুটতে থাকে। সে ভক্তি-প্রবাহের বাধা নাই—বিপত্তি নাই—বিরাম নাই; তা' প্রাণারামের রমণের জন্য—নয়নাভিরামের নয়নে নবনবায়মান রমণীয়রূপে স্বরূপ ধারণ ক'রে তাঁ'রই কোটিচন্দ্রসুশীতল পদতল বিধৌত ক'রে সেই পদতলেই অবস্থান করে। ভক্তগণ ভগবানের সেবায় সতত যুক্ত। অন্যত্র—অন্য বিষয়ে—অন্য কার্য্যে যুক্তপ্রবণ-চিত্ত, সেই নিত্যযুক্ত যোগিগণের বিক্রীতাত্মস্বরূপে বৃত্ত রচনার সুযোগ পায়না। ভগবানের ভক্তগণ—সেবকগণ—ভগবানের সেবায়, ভগবানের ভক্তের সেবায় প্রীতিযুক্ত—নিত্য প্রীতিযুক্ত। দেহ, দৈহিক-স্ত্রী-পুত্রাদিতে, গেহ, গৃহসম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনে, পাল্য পশুপক্ষী প্রভৃতিতে বৃত্তি-কুলাদিতে প্রীতি-প্রয়োগের প্রাণ তাঁ'দের নাই। প্রাণের প্রাণ-সর্ব্বপ্রাণ-প্রাণ-পরেশের প্রীতিতে প'ড়ে তাঁ'রা প্রাণপণে প্রপন্ন। এহেন ভক্তগণ—ভাগবতগণ ভগবানকেই সা'র ক'রেছেন এবং ভগবানও ভক্তগণের ভাবে আবদ্ধ হ'য়ে সারাৎসার হ'য়েও তাঁ'দিগকে সার ক'রেছেন।

ভক্তগণ যে ধর্ম্মের কথা বলেন, তা'র সন্ধান ভাগবতে আছে। সে ধর্ম্ম লৌকিক ধর্ম্ম নয়—পারলৌকিক ধর্ম্ম নয়—সে ধর্ম্ম কোন বর্ণ-বিশেষের কিম্বা আশ্রমবিশেষের পালনীয় ধর্ম্ম নয়—সে ধর্ম্ম জগতের কোন দেশ-বিদেশের অধিবাসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট নয়—সে ধর্ম্ম বালক-বৃদ্ধ-যুবা-স্ত্রী-পুরুষভেদে—পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গভেদে নয়, পরন্তু সে ধর্ম্ম সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক এবং সার্ব্বজনীন—সে ধর্ম্ম দেহের নয়, মনের নয়—আত্মার। সেই ধর্ম্মই নিত্য ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম এবং জৈবধর্ম্ম।

সে-ধর্ম্ম—কৈতব-রহিত। কৈতব—ছলনা বা কপটতা। সে-ধর্ম্মে ধর্ম্মযাজনকারীর দেহসুখ, মনঃসুখ অর্থাৎ ভুক্তি বা ভোগ, সিদ্ধি অথবা মুক্তি

বা মোক্ষলাভের লোভ দেয় না। যে-ধর্ম্মে ভোগা দিয়ে প্রথমে ধার্ম্মিককে, ধন-জন-অর্থাদি-কামীকে ধনজনাদি-প্রদানে সাময়িক সুখে প্রমত্ত ক'রে পরে পুনরায় সেই সুখ-নেশার বস্তুগুলি ধার্ম্মিকের হাত হ'তে ছিনিয়ে নেয় এধর্ম্ম সেরূপ কপট-ধর্ম্ম নয়। আবার যে-ধর্ম্ম সিদ্ধিকামীকে সিদ্ধি সংগ্রহের সুযোগ দিয়ে শেষে ঋদ্ধি-সিদ্ধি ভোগে প্রমত্ত করে এবং পরিশেষে ঋদ্ধি-নেশার অবসানে পুনরায় পূর্ব্ব হ'তে অধিক দুঃখ প্রদান করে, এরূপ পরিণামে সিদ্ধিনাশক ধর্ম্ম—ভাগবত-ধর্ম্ম নয়। অথবা যে-ধর্ম্ম আদিতে সাধককে 'নেতি নেতি' নীতিনিগড়ে আবদ্ধ ক'রে ভোগসিদ্ধির পরপারে ভগবান্ হ'বার ইচ্ছা প্রবল ক'রে, ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছায়—বৃক্ষ-প্রস্তরাদি স্থাবরদেহ-লাভে লোভ-লাস্যের পরিচারিণী করে, এ-ধর্ম্ম ঐ প্রকার বিষকুম্ভপয়োমুখ-ধর্ম্ম নয়; পরন্তু ইহা সেই মুক্তি-স্পৃহা-পিশাচ পরিত্যাগকারী একমাত্র পরমহংসগণের পরিপালনীয় পরম-পুরুষপ্রণীত পরমধর্ম্ম। এ-ধর্ম্ম শুধু তাপত্রয়-ত্রাতা ন'ন, উহা ত্রিতাপোন্মূলনকারী শিবদ বা নিত্য মঙ্গলপ্রদ। এ-ধর্ম্মে ধার্ম্মিকগণ—সাধকগণ ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধি-লোভে লুব্ধ না হ'য়ে লোভ-মোহের পরপারে পরমপুরুষের সেবা লাভ করেন; আবার কেবলমাত্র সেই সর্ব্ব-স্বরূপের স্বরূপ ঈশ্বর স্বরূপের সেবায় সন্তুষ্ট না হ'য়ে—সংপ্রীত না হ'য়ে সেই সর্ব্বসেবা ভগবান্ যে সেবা-বিগ্রহগণের সেবা-লো'ভে লুব্ধ হ'য়ে, বিমুগ্ধ হ'য়ে সেবাপদবীর পরমোচ্চ পদবী হ'তে পদপ্রান্তে পতিত পতি-পরিজন-পরিত্যক্তা গোপ-ললনাগণের ললিত-রমণ হ'য়ে, গোপ্য হ'য়ে, পাল্য হ'য়ে, সেবক হ'য়ে, সেবকের সেবক হন। সেই অহৈতুকী নির্ম্মলা-সেবাবাধ্য, ভক্তিবাধ্য ভক্তের ভক্ত ভগবানের ভজন-রহস্য প্রদান ক'রে থাকেন।

সহজে এক কথায় ব'লতে গেলে আমরা মহাপ্রভুর মতোপদেশে দেখ্‌তে পাই—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

অতএব ভক্তসঙ্গে—সর্ব্বস্বের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণকারী ভাগবত-স্বরূপ ভক্তগণের সঙ্গে ভাব স্ফূর্ত্তি ভাগবতের আলোচনা ও উভয়বিধ ভাগবত-সেবার দ্বারাই সহজে ভগবানের সেবা লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ

———

সম্বন্ধ-বিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর)

শুদ্ধ আত্মার কলেবর ও ক্রিয়া-পরিচয়

শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বটি শুদ্ধ দেশকাল-নিষ্ঠ। অতএব আত্মার স্থানীয় অস্তিত্ব ও কালিক সত্ত্বা আছে, এরূপ বুঝিতে হইবে। স্থানীয় অস্তিত্ব-সত্ত্বে, আত্মার কোন নিশ্চিত অবস্থান স্বীকার করা যায় না। নিশ্চিত অবস্থান-সত্ত্বে, কোন শুদ্ধাত্মিক কলেবর ও স্বরূপ স্বীকার করা যায়। সেই স্বরূপের সৌন্দর্য্য, ইচ্ছাশক্তি, বোধশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদি শুদ্ধাত্মিক গুণগণও স্বীকার্য্য হইয়াছে। ঐ স্বরূপটী চিদাভাস কর্ত্তৃক লক্ষিত হইতে পারে না, কেন না উহা প্রকৃতি অতিরিক্ত তত্ত্ব। যেমন স্থূলদেহে করণসমস্ত নিজ নিজ স্থানে ন্যস্ত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ এই স্থূলদেহের চমৎকার আদর্শ-স্বরূপ সূক্ষ্ম দেহটীতে প্রয়োজনীয় করণসমস্ত ন্যস্ত আছে। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের প্রভেদ এই যে, স্থূলদেহের দেহী শুদ্ধজীব এবং দেহটী স্থূলদেহ, অতএব দেহ দেহী ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব হয়েন, কিন্তু সূক্ষ্মদেহে যিনি দেহী তিনিই দেহ, তন্মধ্যে পৃথকতা নাই। বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় আছে অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া-পরিচয়। মুক্ত জীবের স্বরূপ পরিচয়ই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান। জীব জ্ঞান-স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পদার্থ-দ্বারা তাহার কলেবর গঠিত হইয়াছে। আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। অতএব মুক্ত জীবের সত্ত্বা কেবল চিদানন্দ। শুদ্ধাহঙ্কার, শুদ্ধচিত্ত, শুদ্ধমন ও শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সকল সেই চৈতন্য হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধ সত্ত্বায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখ-দুঃখরূপ আনন্দ-বিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয় হইয়াছে।

পরমাত্মা—তাঁহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য

পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার নাম ভগবান্। মায়া-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি তাঁহার পরাশক্তির প্রভাববিশেষ। যেমন জীব সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র চিৎ স্বরূপ লক্ষিত হয়, ভগবৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ এক অসামান্য চিৎস্বরূপ অনুভূত হয়। ঐ স্বরূপটী শুদ্ধাত্মার পরিদৃশ্য, সর্ব্বসদ্‌গুণ-সম্পন্ন, অত্যন্ত সুন্দর ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। সে সুন্দর স্বরূপের কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ব্যাপ্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যানন্দ-প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পরম শোভা নিত্য-কাল বিস্তার করিতেছে। শুদ্ধ চিদ্‌গণ ঐ শোভায় নিত্য মুগ্ধ আছেন এবং বদ্ধজীবগণ ব্রজবিলাস ব্যাপারে তাহাই অন্বেষণ ও লাভ করিয়া থাকেন।

জীব, পরমাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার

শ্রীরূপ গোস্বামী-বিরচিত "ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু" গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে যে, পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে জীব-স্বরূপে লক্ষিত হয়। পরব্রহ্ম-স্বরূপ নারায়ণের ঐ পঞ্চাশটী গুণ পূর্ণরূপে অবস্থিত এবং তদ্ব্যতীত আর দশটী গুণ তাহাতে উপলব্ধ হয়। তাঁহার পরানন্দ-প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে চতুঃষষ্টিগুণ বিচারিত হইয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ভগবচ্ছক্তি-প্রকাশের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ভক্তগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, **এই ত্রিতত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করাই সম্বন্ধ-বিচার**। নিম্নলিখিত "ভগবদ্গীতার" শ্লোক চতুষ্টয়ে ইহা নির্ণীত হইয়াছে। — ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃতস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ (গীঃ ৭।৪-৭)

প্রথম দুই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শেষ দুই শ্লোকের অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকৃতি হইতে সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্ উভয় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র বা উচ্চ তত্ত্ব কিছুই নাই। ভগবানে সমস্তই ওতপ্রোত-ভাবে আছে, যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে তদ্রূপ। মূলতত্ত্ব এক অর্থাৎ ভগবান্।

জীব ও জড়জগৎ শক্তি-পরিণত—বিবর্ত্ত বা ব্রহ্ম-পরিণত নহে

ভগবানের পরাশক্তির ভাব ও প্রভাবক্রমে জীব ও জড়ের উদয় হইয়াছে, অতএব সমস্ত জগৎ তাঁহার শক্তি-পরিণাম। এতৎ সিদ্ধান্ত দ্বারা বহুকাল প্রচলিত বিবর্ত্ত ও ব্রহ্ম-পরিণাম-বাদ নিরস্ত হইল। পরব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা পরিণাম স্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁহারা পরাশক্তির ক্রিয়া-পরিণাম দ্বারা সকলই সিদ্ধ হয়। উদ্ভূত জীব ও জড় পারমেশ্বরী শক্তি হইতে সিদ্ধ হওয়ায় তাহারা ভিন্ন তত্ত্ব হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাহারা কিছুই করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায়ে এ-সমুদায় বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

ভগবৎ-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব, জড়-তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপ সিদ্ধান্ত এবং জীবের বন্ধন-দশা হইতে মুক্তির উপায়

সংক্ষেপতঃ এই বলিতে হয় যে, ভগবান্ ইহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং ইহারা ভগবানের নিতান্ত আশ্রিত। ভগবান্ পূর্ণরূপে সর্ব্বদা ইহাদের সত্ত্বায় অবস্থান করেন এবং ইহারা ভগবৎ সত্ত্বার উপর সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে। জীব-সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, জীব স্বরূপতঃ চৈতন্যবিশেষ, অতএব পরম চৈতন্য পরমেশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। জড়রূপ তত্ত্বান্তর জীবের আশ্রয়ের যোগ্যবস্তু নহে। সম্প্রতি জীবের স্বধর্ম্মটী জড়গত হওয়ায় পরমেশ্বরগত প্রীতিধর্ম্মের বিকারই বিষয়-রাগ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ঐ বিকৃতরাগ সঙ্কোচপূর্ব্বক প্রকৃত রাগের উত্তেজনা করাই শ্রেয়, যেহেতু জড়ের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ নাই, যে-কিছু সম্বন্ধ আছে তাহা অপগতি মাত্র। যে-কাল পর্য্যন্ত ভগবৎ কৃপাক্রমে মুক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত জীবনযাত্রারূপ জড়-সম্বন্ধ অনিবার্য্যরূপে কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। মুক্তির অন্বেষণ করিলেই মুক্তি সুলভ হয় না, কিন্তু ভগবৎ-কৃপা হইলে তাহা অনায়াসে হইবে; অতএব মুক্তি বা ভুক্তিস্পৃহা হৃদয় হইতে দূর করা উচিত। **ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-রহিত হইয়া যুক্ত-বৈরাগ্য স্বীকার করত জীবের স্বধর্ম্মানুশীলনই একমাত্র কর্ত্তব্য।** জড় জগৎটী ভগবদ্দাসীভূতা পরাশক্তির ছায়াস্বরূপা মায়াশক্তির কার্য্য। এতদ্দ্বারা মায়াশক্তি ভগবৎ-স্বেচ্ছা সম্পাদনার্থে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন। ভগবৎ পরাঙ্মুখ জীবগণের ভোগায়তন (সৌভাগ্যোদয় হইলে জীবগণের সংস্কার-গৃহরূপ) এই জড় ব্রহ্মাণ্ডটী বর্ত্তমান আছে। এই কারা-রক্ষাকর্ত্রী মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় ভগবৎসেবা; ইহা "গীতাতে" কথিত হইয়াছে। যথা—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই ত্রিগুণময়ী মায়া পারমেশ্বরী শক্তিবিশেষ, ইহা হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন। যে-সকল লোক ভগবানের শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপন্ন হয়, তাহারাই এই মায়া হইতে উদ্ধার হইতে পারে।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৫৪)

শ্রীরামচন্দ্রের লীলা মাধুর্য্যময়ী। হনুমানেরও মাধুর্য্যময় দাস্যভাব, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে গদ্যে পদ্যে হনুমানাদির যে উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্য বর্ণন দেখা যায়। ইহাতে মাধুর্য্যময় দাস্যভাবের সহিত স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান সন্মিলনে রসাভাস দোষের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু স্বরূপাদি বর্ণনার পরিসমাপ্তি মাধুর্য্যময়-লীলাও দাস্যভাবে দেখা যায়। এই হেতু এস্থলে মাধুর্য্য জ্ঞানেরই প্রাধান্য। পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম, ব্রজবাসীর সনাতন-মিত্র হওয়ায় তাঁহাদের বন্ধুভাবের যেমন উৎকর্ষ ব্যাপিত হইয়াছে তদ্রূপ স্বরূপৈশ্বর্য্য জ্ঞান-সম্পন্ন শ্রীহনুমান মাধুর্য্যময় দাস্যভাবে উপাসনা করিয়াছেন বলিয়া এস্থলে মাধুর্য্যময় দাস্যভাবেরই উৎকর্ষ।

হনুমানের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য উভয়ের মহিমাজ্ঞানের বর্ণনা—

ওঁ নমো ভগবতে উত্তমশ্লোকায়··· (ভাঃ ৫।১৯।৩)

এস্থলে 'ভগবান্'-শব্দে—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান, 'উত্তমশ্লোক'-শব্দে—মাধুর্য্যজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বরূপজ্ঞানের (ভাঃ ৫।১৯।৪) বর্ণনা—

যৎ তদ্বিশুদ্ধানুভবমাত্রমেকং স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলম্ভনং হ্যনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে॥

যিনি বিশুদ্ধানুভব মাত্র. এক. যিনি নিজতেজে ত্রিগুণময়ী মায়াকে দূরীভূত করিয়াছেন। যিনি প্রত্যক্. প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্তে প্রকাশমান্। অনামরূপ ও নিরহঙ্কার, তাঁহার শরণাপন্ন হই।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রসিদ্ধ দূর্ব্বাদলশ্যামরূপ। এস্থলে প্রকাশক-লক্ষ্মণ বস্তু সূর্য্যাদিজ্যোতির প্রকাশকত্ব, শুক্লতাদি ধর্ম্মের মত, গুণরূপাদি লক্ষণ তাঁহার স্বরূপ ধর্ম্মের ও স্বরূপাত্মকতা লক্ষ্য করিয়া স্বরূপমাত্রত্বই কথিত হইয়াছে। যে ধর্ম্মকে স্বরূপশক্তি বলিয়া ভগবৎসন্দর্ভাদিতে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাই এস্থলে উক্তস্বরূপ ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট।

শ্রীরামচন্দ্রের রূপ-ধর্ম্ম ও ধর্ম্মিরূপে প্রকাশ পাইলেও একই বটে। সেই স্বরূপ-শক্তির মায়াতিরিক্ততা বলা হইয়াছে। নিজ তেজে স্বরূপশক্তিদ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া যাহা হইতে দূরীভূতা হইয়াছে সেই 'রূপ' তদ্রূপ। এই জন্য প্রশান্ত। তাহা প্রত্যক্—দৃশ্যবস্তু হইতে অন্য অর্থাৎ দৃশ্যবস্তু নহে। ইহার রূপ চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ (কঠ ১।২।২৩)

এই ভগবান্ আত্মদর্শনের জন্য যাঁহাকে বর্ণন করেন অর্থাৎ যাঁহার প্রতি নিজগুণে প্রসন্ন হন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন; আত্মা তাঁহার সম্বন্ধেই স্বীয় তনুপ্রকাশ করেন।

সেই রূপ চক্ষুর অগোচর কেন। তাহাতে বলিলেন—অনামরূপ— প্রসিদ্ধ প্রাকৃত নাম-রূপ রহিত। প্রাকৃত নাম-রূপ-সম্বন্ধে ছান্দোগ্যে (৬।৩।২) বলা হইয়াছে—

এতাতিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য
নামরূপে ব্যাকরবাণীতি প্রসিদ্ধ প্রাকৃত নামরূপ রহিতম্।

তেজ, জল ও মৃত্তিকারূপ তিনদেবতা এই জীবাত্মা-দ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপ প্রকাশ করিতেছে। এস্থলে ভৌতিক দেহ সম্বন্ধে যে নামরূপ প্রকাশের কথা বলা হইয়াছে। তাহা মায়িক তদাধিমাত্র। এজন্য প্রাকৃত। শ্রীরামচন্দ্র এই প্রাকৃত নামরূপ রহিত। তাহার হেতু—নিরহঙ্কার— অহঙ্কার শূন্য।

এই শ্রুতিতে আত্মশব্দে পরমাত্মার জীবাখ্য শক্তিরূপ অংশ কথিত। জীবাখ্যশক্তিরূপ অংশে প্রবেশ, দেবতাশব্দবাচ্য তেজোবারি মৃত্তিকারূপ উপাধিতে অভিনিবেশ। তাহাতে জীবাত্মার অহন্তার অভিনিবেশ সেই অধ্যাস ঘটে। সুতরাং পরমাত্মা স্বয়ং অন্তর্য্যামিরূপে দেহে অবস্থান করিলেও অহন্তার অধ্যাসের অভাবনিবন্ধন তাহার নামরূপরাহিত্য সঙ্গত। এস্থলে জিজ্ঞাস্য—শ্রীরাম-রূপ যে এই প্রকার সকলে 'ত তাহা বিশ্বাস করে না। তজ্জন্য বলিলেন,—শুদ্ধচিত্তে প্রকাশমান।

দুর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের নাম-রূপ স্বরূপানুবন্ধী, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ছান্দোগ্যশ্রুতি উদ্ভূত হইয়াছে। তাহাতে "প্রকাশ করিতেছি" ক্রিয়ার কর্ত্তা পরমাত্মা। তাঁহার জীবাত্মারূপ অংশ পাঞ্চভৌতিক দেহে অভিনিবিষ্ট হইলে সেই দেহ সম্বন্ধে নাম-রূপ প্রকাশ পায়। জীবাত্মার অহন্তা সেই নাম-রূপ যুক্ত হয়। অর্থাৎ আমার নাম অমুক, রূপ এই প্রকার ইত্যাদি প্রত্যয় জন্মে। পরমাত্মা অন্তর্য্যামিরূপে দেহে অবস্থান করিলেও দেহসম্পর্কিত নাম-রূপের সহিত তাঁহার অহন্তা সংশ্লিষ্ট হয় না, এ জন্যই পরমাত্মা প্রাকৃত নাম-রূপরহিত। এই হেতু পরমাত্মার স্বরূপানুবন্ধি শ্রীরামাদি নাম। দূর্ব্বাদলশ্যামাদিরূপ আছে—ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীরামচন্দ্র যদি এইরূপই হন তবে তাঁহার মর্ত্ত্যজীবের মধ্যে অবতীর্ণ হওয়ার কি প্রয়োজন? তদুত্তর—

মর্ত্ত্যাবতারস্ত্বিহ মর্ত্ত্যশিক্ষণং
রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ।
কুতোঽন্যথা স্যাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ
সীতাকৃতানি ব্যসনানীশ্বরস্য॥ (ভাঃ ৫।১৯।৫)

বিভুর মর্ত্ত্যাবতার কেবল রাক্ষস বধের জন্য নহে, এ সংসারে মর্ত্ত্যশিক্ষাও ইহার উদ্দেশ্য। নচেৎ আত্মা ঈশ্বর স্বরূপে রমমান, তাঁহার সীতাবিরহজনিত দুঃখ কিরূপে সম্ভব? সেই শিক্ষা কি? তদুত্তর—বহির্মুখ জনগণে বিষয়াশক্তির দুর্ব্বারতা প্রকাশ আনুসঙ্গিক। মূল উদ্দেশ্য—ভগবদ্ভক্তি বাসনাবিশিষ্ট জনের নিকট চিত্তদ্রবকর বিরহ-সংযোগময় লীলাবিশেষের প্রকাশ করা। অন্যথা যদি কেবল রাক্ষসবধ করাই তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্য হয় তবে পরমাত্মা বলিয়া যিনি পরিপূর্ণ, যিনি ঈশ্বর অন্তর্য্যামী স্বরূপে কেবল নিত্যরূপেও বৈকুণ্ঠে রমমান, তাঁহার সীতাবিরহজনিত দুঃখ কিরূপে সম্ভব? কেননা, তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই রাক্ষস বধ করিতে সমর্থ এবং তাঁহার দুঃখও অসম্ভব। নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ করার নিমিত্তই সে-সকল সম্ভব।

শ্রীরামচন্দ্রের তাদৃশ লীলা প্রাকৃত জনের মত কামাদির বশবর্ত্তিতায় প্রকটিত হয় নাই, কিন্তু স্বজনবিশেষবিষয়ক কৃপাবিশেষেই সেই লীলা প্রকটিত।

ন বৈ স আত্মাত্মবতাং সুহৃত্তমঃ
সকৃস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্নুবীত
ন লক্ষ্মণঞ্চাপি বিহাতুমর্হতি॥ (ভাঃ ৫।১৯।৬)

তিনি আত্মবান্ ব্যক্তিদিগের পরমসুহৃদ্, সেই ভগবান বাসুদেব ত্রিজগতের কোন বস্তুতেই আসক্ত হন না। তাঁহার কখনও স্ত্রীকৃত দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে না; লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।

শ্রীসীতার বিরহে শ্রীরামচন্দ্র শোকাকুল হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার এই শোকাকুলতা প্রাকৃত স্ত্রীগত চিত্ত পুরুষের মত নহে। নিজ পরিজনগণের প্রতি তাঁহার যে কৃপা, তিনি সেই কৃপার বশবর্ত্তী হইয়াই শোকাকুল হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং যাঁহাদের নাথরূপে

বর্ত্তমান, তাঁহারা আত্মবান্। তিনি তাঁহাদের পরম সুহৃৎ বলিয়া হিতকারী। তাঁহাদের দুঃখ নিস্তেয়।

শ্রীসীতা রামচন্দ্রের একমাত্র প্রেয়সী। পরিকর শ্রেষ্ঠা পরাশক্তি। তিনি যে নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহার এই দুঃখ স্ত্রীর নিবন্ধন নহে। দুষ্কৃতির বাহুল্য বশতঃ জীব স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হয়। সীতার দুঃখ তাদৃশ নহে। তিনি শ্রীভগবানের পরাশক্তি। বিয়োগাত্মক প্রীতিরস আস্বাদনের জন্য তাঁহার সেই দুঃখ। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। কালপুরুষের সহিত অঙ্গীকার-বদ্ধ হইয়া শ্রীলক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাও বাস্তবিক ত্যাগ নহে, লীলা অপ্রকট করিবার ভঙ্গিবিশেষ। প্রকটলীলাবসানে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

শ্রীহনুমান বলিয়াছেন—

ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভাগং
ন বাঙ্ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকস-
শ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ (ভাঃ ৫।১৯।৭)

মহৎ হইতে জন্ম, সৌন্দর্য্য, আকৃতি, বুদ্ধি, বাঙ্নৈপুণ্য এ সকল দ্বারা লক্ষ্মণাগ্রজের প্রিয় হওয়া যায় না। কারণ ঐ সকল গুণবিহীন বনচর বানরগণকে তিনি সসঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন। আমার দাসত্বের অযোগ্য হইলেও সহবিচারাদি দ্বারা সখার মত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সুরোঽসুরো বাথ নরোঽথ বানরঃ
সর্ব্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমম।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং
য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্ দিবম্ ইতি॥ (৫।১৯।৮)

বনচর বানরকে পর্য্যন্ত সখ্যদ্বারা কৃতার্থ করিয়াছেন বলিয়া দেবতা, অসুর, বানর, নর কিম্বা যে-কোন জীব হউন না কেন, সর্ব্বতোভাবে সকলেরই সুকৃতজ্ঞ, উত্তম, নরাকৃতিহরি রামকে ভজন করা কর্ত্তব্য—যে-রাম অযোধ্যাবাসী সকলজীবকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গিয়াছেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীকৃষ্ণদাস

শ্রীসনাতন-শিক্ষার সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রচারিত উক্তিতে আমরা পাইয়াছি -- "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" কিন্তু আমাদের আলোচ্য "কৃষ্ণদাস" কৃষ্ণের নিত্যদাস হইলেও কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় তিনি—

"কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া (মহাপ্রভু) কৈল দক্ষিণ গমন॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১০ম)

শ্রীচৈতন্য-চরিত-লীলা-পাঠকগণ এই কৃষ্ণদাসের প্রসঙ্গ অবগত আছেন। মূর্ত্তিমান্-বিপ্রলম্ভ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচল হইতে দক্ষিণদেশে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা এবং বৈষ্ণব-গোষ্ঠী-বর্দ্ধন-লীলা প্রকট করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ প্রভু একাকীই "তীর্থ-বৈরাগ্য" প্রকট করিয়া সর্ব্বদেশ পর্য্যটন করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন—কাহাকেও সঙ্গে নিবেন না। ভক্তগণ অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেছেন,—"প্রভো, কৃপা-পূর্ব্বক অন্ততঃ কাহাকেও আপনার সঙ্গী করিয়া লউন। আপনি বাহ্যজ্ঞান-হীন, সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে মহামত্ত, কোথায় কি ভাবে অবস্থান করেন, আপনার সে বিষয়ে কোনও লক্ষ্য নাই; এই আশ্রিত-জনগণের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।" কিন্তু স্বতন্ত্র ঈশ্বর মহাপ্রভু কাহারও কোন কথা শুনিলেন না— তিনি একাকীই তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইতে উদ্যত হইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু তথাপি আর একবার শেষ প্রার্থনা জানাইয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন,—

———যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ-সুখ যে হউক, কর্ত্তব্য আমার॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আর বার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥
কৌপীন, বহির্ব্বাস, আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি যাবে, সবে এই মাত্র॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম-গণনে।
জলপাত্র-বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে॥

প্রেমাবেশে পথে তুমি হ'বে অচেতন।
এ-সব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ॥
"কৃষ্ণদাস"-নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইঁহো সঙ্গে করি' লহ, ধর নিবেদন॥
জলপাত্র-বস্ত্র বহি' তোমা সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা, কর, কিছু না বলিবে॥

মহাপ্রভু এবার শ্রীনিত্যানন্দের সনির্ব্বন্ধ সকাতর প্রার্থনা স্বীকার করিলেন। সার্ব্বভৌমের নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথের পথে দক্ষিণ-যাত্রা করিলেন। বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাভাব-লীলায় মহামত্ত হইয়া মত্তসিংহপ্রায় চলিয়াছেন, দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই—মুখে কেবল বিপ্রলম্ভ আরতি—কৃষ্ণানুরাগ-অনল-শিখা কৃষ্ণ-আর্ত্তনাদ-মধ্যে উৎস-সহস্রাবের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছে,—

হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাহাঁ যাঙ্, কাহাঁ পাঙ্ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ কেশব! পাহি মাম্॥

দাহ্যপদার্থ-মাত্র পাইলেই অগ্নি যেমন তখনই উহাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে এবং আরও বিপুলতর হইয়া প্রজ্বলিত হয়, তেমনি রাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণপ্রেমশিখানল—বিপ্রলম্ভবহ্নি, পথের চতুর্দ্দিকে যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই আত্মসাৎ করিতেছে; এইরূপে গ্রামকে গ্রাম, নগরকে নগর, দেশকে দেশ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৃপা বিস্তার করিলেন,—

যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণ নাম।
এই মত 'বৈষ্ণব' কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন।
তাঁ'র দর্শন-কৃপায় হয় তাঁ'র সম॥

সেই যাই' গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি' তাঁ'রে দেখি' বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই' অন্য গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত 'বৈষ্ণব' হৈল সব দক্ষিণ-দেশ॥
এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
'বৈষ্ণব' করেন তাঁ'রে করি' আলিঙ্গন॥
যেই গ্রামে রহি' ভিক্ষা করেন যাঁ'র ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সেইসব আচার্য্য হঞা তারিল জগৎ॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি' নিস্তারিল দক্ষিণ-দেশে॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৭ম)

কৃষ্ণদাস-বিপ্র স্বচক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল অভূত পূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেম-বিতরণ-লীলা সন্দর্শন করিতেছিলেন, আর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-প্রদত্ত মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট সেবা করিতেছিলেন,—

"পাছে কৃষ্ণদাস যায় জলপাত্র লঞা।"

কৃষ্ণদাসের চক্ষের সম্মুখেই দক্ষিণদেশের কত শত আবৃত কৃষ্ণদাসের স্বরূপ অনাবৃত হইয়াছিল—কত শত মায়াবাদী, পাষণ্ড, নানামতগ্রাহগ্রস্ত দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণনাম-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন—কত শত ব্যক্তি মহাভাগবতত্ব লাভ করিয়া আচার্য্যরূপে জগদুদ্ধারণ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস বিপ্রের মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত মহাপ্রভুর হরিকথা-প্রসঙ্গ, কত ভক্তের সঙ্গে ইষ্ট-গোষ্ঠী, পারমার্থিক রাজ্যের কত উচ্চতম কথাসমূহ শ্রবণ করিবার অবসর হইয়াছিল—যে সৌভাগ্য, যে অধিকার কাহারও উপর কোনও দিন বর্ষিত হয় নাই, যুগপৎ সেই সকল সৌভাগ্য, হরিভজনের সর্ব্ববিধ সুযোগ কৃষ্ণদাস-বিপ্রের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। অধিক কি নবদ্বীপবাসিগণ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলাকালে যে শক্তির প্রকাশ দর্শন করিতে পারেন নাই, কৃষ্ণদাস-বিপ্র তদপেক্ষা অধিক শক্তি-ঐশ্বর্য্য-ঔদার্য্যের প্রকাশ মহাপ্রভুর সেবাসঙ্গী-রূপ অনুক্ষণ লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভু

যখন গার্হস্থ্য-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তখন অনেকে মহাপ্রভুর ঔদার্য্যসীমা গ্রহণ করিতে পারেন নাই—মহাপ্রভুকে তাঁহাদেরই অন্তর্গত একজন প্রতিভা-শালী ব্যক্তিবিশেষ মাত্র মনে করিয়া বিভ্রান্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসি-লীলা আবিষ্কারের পর মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে যে বিপ্রলম্ভ-লীলা — দিব্যোন্মাদ-লীলা—পরমৌদার্য্যময়ী লীলা প্রকট করিলেন, তাহাতে কর্ম্মী, যোগী, পড়ুয়া, মায়াবাদী, বৌদ্ধ, পাষণ্ড, নানামত-গ্রহগ্রস্ত—সকলেই মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই সকলই কৃষ্ণদাস বিপ্রের—মহাপ্রভুর সঙ্গী-সেবকরূপে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু দেখিবার—শুনিবার—অনুক্ষণ সঙ্গে থাকিবার সুযোগ হইলে কি হইবে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতেই যেমন পাই,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তিচরণেই আবার পাই,—

"কৃষ্ণের **তটস্থা শক্তি** ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

কৃষ্ণদাস-বিপ্র—স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস বটে; কিন্তু "তটস্থা শক্তি।" তটস্থা শক্তির যোগ্যতা এই যে, উহা সূক্ষ্ম তটভূমিকার যে কোনও দিকে পতিত হইতে পারে—জলেও পতিত হইতে পারে—স্থলেও পতিত হইতে পারে—কৃষ্ণপাদপদ্ম-স্থলে পতিত—সম্পূর্ণ আশ্রিত হইতে পারে, আবার কাম-ক্রোধ-নক্র-মকর-সঙ্কুল সংসার-জলধিতে — মায়াসিন্ধুতেও পতিত, কবলিত হইতে পারে। বিপ্র কৃষ্ণদাসের দ্বারা অমন্দোদয়-নিধি শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই লীলা প্রকট করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্র কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কন্যাকুমারী দর্শন-পূর্ব্বক মল্লার দেশে আসিয়াছেন। তথায় "ভট্টথারি"-নামক এক সম্প্রদায় বাস করে। মালব-প্রদেশে শুচি অভিমানী যে-সকল নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের বাস, ভট্টথারিগণ সেই সকল ব্রাহ্মণের পুরোহিত। ইহারা মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক যাগ-যজ্ঞের বিশেষ পারদর্শিতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ। অনেক সময় ইহারা যাযাবরের ন্যায় জীবন-যাপন করে। যেখানে যখন থাকে, তথায় শিবিকি অর্থাৎ সামান্য শিবির স্থাপন করে। ইহাদের বাহিরে সন্ন্যাসীর বেষ, কিন্তু ব্যবসায়,—চৌর্য্য ও প্রতারণা। ইহারা প্রতারণা-দ্বারা বহু স্ত্রীলোক সংগ্রহ-পূর্ব্বক শিবিকির মধ্যে সংরক্ষণ করে এবং ঐসকল স্ত্রীলোকের দ্বারা অপর পুরুষকে আকৃষ্ট করিয়া

আপনাদের দল বৃদ্ধি করে। বঙ্গদেশে যেরূপ বেদের টোল, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে সেইরূপ ভট্টথারিদের 'শিবুকি'। ভট্টথারিগণ নবাগত লোক পাইলেই তাহাকে ভুলাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। কৃষ্ণদাস বিপ্র—"সরল ব্রাহ্মণ।" ভট্টথারিগণ সেই নবাগত "আর্য্য সরল বিপ্র"কে দেখিয়াই তাহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির সামগ্রী মনে করিল। উহারা "স্ত্রীধন দেখাইয়া" আর্য্য সরলবিপ্র কৃষ্ণদাসের "লোভ জন্মাইল" এবং তাঁহার "বুদ্ধিনাশ" করিয়া দিল। দুঃসঙ্গে প্রলুব্ধ হইয়া কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর নিত্যসেবা-সঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভট্টথারি-গৃহে চলিয়া আসিলেন। ঔদার্য্য-লীলাময়-বিগ্রহ মহাপ্রভু জীবের স্বরূপ জানেন,—জীব তটস্থা শক্তি—তটস্থা শক্তিতে পতন-যোগ্যতা নিত্য অনুস্যূত। পতিতপাবন বিগ্রহ মহাপ্রভু—পরমকরুণাময় মহাপ্রভু—হউক্ না কেন জীব সাময়িক দুর্দ্দৈব-দুর্ব্বলতা-বশে বিক্ষিপ্ত, তথাপি জীবের দুর্দ্দৈব—জীবের দুঃখে যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা আর্ত্ত—বিগলিত, সেই প্রভু নিশ্চয়ই স্থানচ্যুত জীবকে আবার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবেন—স্বরূপে ব্যবস্থিত করিবেন—স্বরূপ-ব্যবস্থিতির নিত্যবৃত্তি—কৃষ্ণসেবা দান করিবেন,—

দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য-স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি' আনে॥
সেই ভক্ত ধন্য, যে' না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে' না ছাড়ে নিজ-জন॥
(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে সেই লীলাই প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং অবিলম্বে কৃষ্ণদাসের উদ্দেশে ভট্টথারিগণের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা আমার ব্রাহ্মণকে কি জন্য আটকাইয়া রাখিয়াছ, তাহাকে ছাড়িয়া দাও. আমিও সন্ন্যাসী, তোমরাও সন্ন্যাসী; সুতরাং তোমাদের পক্ষে আমার হৃদয়ে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে।" মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া ক্রূরপ্রকৃতি ভট্টথারিগণ অস্ত্র লইয়া মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল; কিন্তু মহাপ্রভুর অচিন্ত্যপ্রভাবে তাহাদের অস্ত্রের দ্বারাই তাহারা আহত হইতে লাগিল, ভট্টথারি-গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল; এই অবসরে পতিতপাবন শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-নিত্যদাস বিপ্র কৃষ্ণদাসকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক নিজ-স্থানে লইয়া চলিলেন। **(ক্রমশঃ)**

শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্য-কেশরী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
৭ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবে
কৃপা-প্রার্থনা

[৪]

এমনি ক'রে সুখে দুঃখে সাতটি বছর হ'য়ে গেল পার।
প্রাণের ঠাকুর কেশব প্রভুর দর্শন তবু মিলিল না আর॥
আমরা সবাই সম্মিলিত হ'য়েছি তাঁরই বেদীমূলে।
ভক্তি-অর্ঘ্য দানিব চরণে, হৃদয়ে ভক্তি-প্রদীপ জ্বেলে॥

শ্রীগুরুসেবা, ভক্তিধর্ম্ম জগতে জানা'ল করুণা করি।
এ শারদ-রাসে ত্যাজিল ভুবন, মিলিল যেথায় আছেন হরি॥
উৎকলদেশে আসি প্রভুপাদ রচিল ক্ষেত্র নিপুণভাবে।
স্বপ্ন তাঁহার হ'ল স্বার্থক পাশে আসি 'বিনোদ' দাঁড়াল যবে॥

দুই ধুরন্ধরে ছড়াল জগতে, শ্রীরূপ-জীবের আদর্শ-বাণী।
পাশ্চাত্তের শ্বেতাঙ্গরাও নত মস্তকে লইল মানি॥
বেদান্ত-বাণীই 'শুদ্ধভক্তি' সিংহনাদে করিলা প্রচার।
আশ্রয় লভি' তাঁর পদতলে, সবাই বিরজা হইল পার॥

'ভক্তিপ্রজ্ঞান' আলোকে যিনি দূর করিলেন অন্ধকার।
বিরহ-বাসরে শ্রীচরণে তাঁর জানাই প্রণতি বারংবার॥
বিরহ-ব্যথা জাগে হৃদে বটে, মিলনের সুর আজও বাজে।
সকাল থেকে সারাটি সময় তাঁহার স্মৃতিটি হৃদয়ে রাজে॥

সারাটি বছর কাটিয়ে দিয়েছি, কতটুকু সঞ্চয়?
হিসাব মিলাতে তাঁর পদতলে শুধু হ'ল পরাজয়॥
হিসাব-খাতায় জমার ঘরে দেখিযে শুধু কেবলই ফাঁকি।
বাক্‌জালে আর তর্কযুদ্ধে নিজের গলদ যাচ্ছি ঢাকি॥

প্রার্থনা মোর তব শ্রীচরণে করুণা এ-দাসে করহ দান।
তব কৃপা ছাড়া এ' নরাধমের নাহিক যে আর পরিত্রাণ॥
তোমার বিরহ-তিথি-বাসরে একটি শুধু প্রার্থনা করি।
বৈষ্ণব আর শ্রীগুরুসেবায় যেন এ' পরাণ ঢালিতে পারি॥

শ্রীগুরুকরুণাভিলাষী—
শ্রীসুধানিধি দাসাধিকারী

পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

সপ্তম বার্ষিক তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে

[৫]

শ্যামের শারদ-রাস-যাত্রা-তিথি প্রতি বর্ষে আসে যবে,
শ্রীগুরুদেবের মহাপ্রয়াণ-কথা মোদের অন্তরে জাগে।
দেখিতে দেখিতে সাতটি বছর গত হ'য়ে গেছে আজ,
শ্রীগুরুর শেষ-স্মৃতি যে আজিও দোলা দেয় হৃদি-মাঝ!
তাঁহার মতন ভকত-প্রবর কে দেখেছে কোথা' কবে?
রাধার প্রসাদী-মালা লয়ে যিনি চলে গেলা ব্রজলোকে!
শ্রীগুরু ছিলা যে ব্রজনর্ম্ম-সখী,···শ্রীরাধার সহচরী,
শ্রীরাধা তাঁহারে মালা দিয়া তাই দাসীরূপে নিলা বরি'।
রাধার নিগূঢ় ইশারা পাইয়া থাকিতে পারে কি তিনি?
শ্রীহরির রাসে পশিলা তখনি হয়ে হরি-সঙ্গিনী!
"গুরোঃ সেবনং হি ব্রহ্মচর্য্যম্"—এ' বাণীর সার্থকতা;—
তাঁহার দিব্য জীবন-ইতিহাসে নেহারিণু সর্ব্বথা।
শ্রীপ্রভুপাদের অন্তরঙ্গ-রূপে প্রভুপাদ-পাশে থাকি',
সেবিলা সতত প্রভুপাদ-পদ নিজের জীবন সঁপি'।

শ্রীপ্রভুপাদের কৃতীসন্তান আমাদের গুরুদেব,
'কৃতীরত্ন' উপাধি ধারণ তাঁহার হইয়াছে সার্থক।
ভক্ত জানয়ে গুরুর মহিমা, গুরুও ভক্তকে জানে,
কেহ কাহারেও ছাড়িয়া কভুও থাকে না তো কোনক্ষণে।
প্রভুপাদ-কথা বলিতে গেগেও মনে আসে তাঁর কথা,
প্রভুপাদ-কার্য্য লাগি' তিনি কত দেখাইলা যোগ্যতা!
শ্রীনাম-প্রেমের প্রচার লাগিয়া গেলা তিনি দেশে দেশে,
পতিতে তাপিতে বক্ষে টানিয়া ডুবালো শ্রীনাম-রসে।
ভাবসিদ্ধ হ'য়ে নিত্য নিয়ত শ্রীহরি-ভজনে মাতি',
শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশিলা তিনি নিগুর্ণ স্থান দেখি'।
তীর্থ-দর্শন-পরিক্রমাদির করি' নানা আয়োজন,
বছরে বছরে বহু মানুষের করিলা মহা কল্যাণ।
বৈষ্ণব-দর্শন ও তত্ত্ব-বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করি'
যে-কীর্ত্তি হেথা রেখে গেছে তাহা র'বে যুগ যুগ ধরি'।
তাঁহার দিব্য 'প্রজ্ঞান'-আলোকে টুটে মায়াবাদ-তমঃ,
ভকতেরে তিনি করুণা করিয়া দিলা কৃষ্ণ-সেবাধন।
জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি অসুস্থতাভিনয় করি',
সেবায় সুযোগ দিলা ভক্তগণে নর-লীলা সঞ্চারি'।
তাঁর অসুস্থতা নেহারি' যাহারা তাঁকে গ্রহাধীন ভাবে,
তারা মূঢ় বলি' সদাই ঘৃণিত বেদ-গীতা-ভাগবতে।
যাঁহার সেবার অধিকার পেয়ে গ্রহগণ ধন্য হয়,
তিনি কি কভুও দিব্যজীবনে কোনও গ্রহাধীনে রয়?
শ্রীহরিদাসের নির্য্যাণ সম, তাঁহার এই অন্তর্ধান,
যোগী-ঋষিরাও শ্রদ্ধাভরে আজি গাহে তাঁর জয়গান।
আজি দেখি তাঁর সকলি রয়েছে, তিনি নাই তা'কি হয়?
ভক্ত হৃদয়-দেউলে আজিও তাঁর আসন পাতা রয়!

ভক্ত আজিও দেখে তাঁর লীলা, কথা কহে তাঁর সনে,
সেবক কভুও থাকিতে পারে কি শ্রীগুরু-সেবন বিনে ?
কৃপালু গুরুর সকল কার্য্য সতত করুণা-ভরা,
ভকতে করুণা করিতে তিনি যে হ'লা এ' বসুধা-ছাড়া !
এক স্তন্যপায়ী শিশুরে জননী যদি অন্য স্তনে টানে,
তা'তে কি মাতার দয়ার অভাব বলিবে গো কোন জনে ?
অধিক দুগ্ধ দানিতে শিশুরে মাতা যেমন কৃপা করে,
তেমতি শ্রীগুরু মোদের ভকতি বাড়াতে লুকালো আড়ে।
মহান্ গুরুর সুমহান্ কৃপা ভকতেরা শুধু বোঝে,
তাই এ' দুর্ভাগা ভক্ত-পিছু ধায় শ্রীগুরুদেবের খোঁজে।
মোর চেয়ে বহু কোটীগুণে শ্রেয়: সেবক রয়েছে তাঁর,
আমার কিন্তু তিনি ছাড়া নাহি আপন বলিতে আর !
শ্রীগুরু ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, তিনি যে নয়ন-মণি,
মোর চিত্তাকাশে আসিবে কি তিনি ধ্রুবতারা সম নামি' ?
আমারে ফেলিয়া চলে গেছে হায় আমার হৃদয়-নিধি ;
শূন্য এ' প্রাণে যাপিব কেমনে বিফল-দিবস-রাতি ?
আজিকে তাঁহার বিরহ-দিবসে কত কথা ওঠে মনে,...
সে'কথা কভুও ফোটে না ভাষায়, জাগে শুধু ক্রন্দনে।
তাঁর লীলাস্থল নদীয়ার মঠে ভজন-কুটীর পানে,—
চেয়ে থাকি, আর হা-হুতাশ করি, ধারা বহে আঁখি-কোণে।
বিরহ-তাপিত অন্তরে আজি নমি' তাঁরে ভক্তি-ভরে,
প্রার্থনা করি এ' মানসে আমার হেরি যেন সদা তাঁরে।

দীনসেবক—
শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল,
সাং—বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

ঠকিয়াছি, কি জিতিয়াছি ?

'হরিভজন' ছাড়িয়া দিলেই 'ঠকা'-'জিতা'র 'খতিয়ান' খুলিয়া বসিতে হয়—আমারও তাহাই হইয়াছে। যিনি সত্য সত্য অকপটে হরিভজন করেন, তাঁহার কিন্তু 'খতিয়ান' অন্য রকমের—তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে বিচার করেন, তাঁহার প্রত্যেক সেবাকার্য্যে **হরি-গুরু-বৈষ্ণবের** কতটা ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতেছে ; তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ না হইলে যেন তাঁহার প্রাণপতঙ্গ ধারণই বৃথা ; তাঁহার এইরূপ অবিচ্ছিন্ন অকপট চিত্তবৃত্তি—লোক-দেখান বা 'ঢেঁটরা' পিটাইয়া সাধারণ্যে উহার বিজ্ঞাপন-প্রচারের চিত্তবৃত্তি নহে।

আমি যে 'খতিয়ান' প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে আমি কৃষ্ণের (?) নিকট হইতে কতটা 'আমদানী' করিতে পারিতেছি, আমার ইন্দ্রিয়-সত্তার কতটা 'জমা'র (?) ঘর বৃদ্ধি করিতেছে, তাহারই হিসাব-নিকাশ করিয়া থাকি। গুরু-পদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া—গুরুর প্রিয়সেবকাভিমানের পতাকা উঠাইয়া—হরিভজনকারীর মুখোস পরিয়া—গুরুর অনুক্ষণ সঙ্গকারী ও বিশ্রম্ভসেবকের লোক-চোখ্-ঝল্সান রঙ্ গায়ে মাখিয়া আমি আমার 'খতিয়ানে'র পাতায় হিসাব-নিকাশ লিখিতে থাকি—"আমি যে হরিভজন করিতে আসিলাম, তাহাতে আমার কতগুলি নূতন নূতন দেশ দেখা হইল—কতগুলি চিড়িয়াখানা আমি দেখিতে পারিলাম—কতগুলি সহর দেখিলাম, রাজধানী দেখিলাম, প্রাসাদ দেখিলাম, নূতন নূতন রাস্তা-ঘাট, পাহাড়-পর্ব্বত, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলাম,—কতগুলি কল-কারখানা দেখিলাম—কতগুলি নূতন নূতন দ্রব্য রসনায় আস্বাদন করিতে পারিলাম—কতটা সম্মান পাইলাম —মুখস্থ 'বুলি' বলিয়া কতটা 'বাহবা' কুড়াইলাম, কতগুলি রাজা-মহারাজ-বড়লোকের প্রাসাদে ও অট্টালিকায় বাস করিতে পারিলাম—কতটা তাঁহাদের অন্দরমহলের অসূর্য্যম্পস্যাগণের দর্শন ও তাঁহাদের প্রদত্ত অর্ঘ্যলাভ করিলাম—রাজা-মহারাজার মত শয়নগৃহ, ভোজনগৃহ, বহির্দ্দেশ-গমনের স্থান—যাহা আমি আমার বিদ্যা, ধন, শক্তি, পূর্ব্বপুরুষগণের আভিজাত্য প্রভৃতি কোন বস্তুর বিনিময়ের দ্বারাই আমার সমগ্র জীবনে স্পর্শ দূরে থাকুক্, চোখে দেখিবার সুযোগ পাইতাম না, সেই সকল দেবভোগ্য দ্রব্যের কতটা স্পর্শানুভূতি বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ করিতে পারিলাম ?'

বিদ্যা-বুদ্ধির অপটুতার কারণেই হউক্ বা অন্য অসামর্থ্য-জন্যই হউক্, যদি আমার গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গে দেশ-দেশান্তর-গমনের সুযোগ না হয়,

বা ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের ঘৃতাহুতি কোন প্রকারে কম হয়, তবে আমার ঠকা-জিতার হিসাব-নিকাশ তখন হইতে থাকে। আমি তখন ভাবি—আমি কম চতুর হইয়া কি 'আক্কেল-সেলামি'ই না পাইলাম—একটুকু চতুর হইতে পারিলে সেবাছলনার 'বহুরূপী' সাজিয়া কত দেশ-দেশান্তর দেখিতে পারিতাম, কতভাবে আখেরের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতাম! সুতরাং এখন হইতে কোন আদর্শ চতুরের অনুকরণে চতুরতা আয়ত্ত করিতে হইবে। কারণ 'চতুর' হওয়াটাই যে বৈষ্ণবধর্ম্ম—"যেই জন কৃষ্ণ-ভজে সে বড় চতুর।" যদি চতুর হইতে না পারিলাম—আখেরের বন্দোবস্তের সহিত নিজের বুঝ্‌টী সোয়াষোল আনা বুঝিয়া লইতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার হরিভজন হইল কৈ? 'কাকের মত অতি চতুর হইতেছি,—এইটীই যা ভয়!'

আমি গুরুর সঙ্গী, গুরুর সেবক কতক্ষণ?— যতক্ষণ 'ঠকা-জিতা'র 'নিক্তি' ঠিক আছে। আখেরের বন্দোবস্ত নেপথ্যের নিভৃত ও নিঃশব্দ অবগুণ্ঠনে ষোলকলায় পূর্ণ রাখিয়া—আমার 'ফাজিল' (উদ্বৃত্ত) সময়টুকুর উপর শুভঙ্করী কষিয়া যখন দেখিতে পাই,—বিনা ব্যয়ে, বিনা খাই-খরচে অনেক সময় বিনা গাড়ী-ভাড়ায়, বিনা বাড়ী-ভাড়ায় ন্যূনাধিক আমার ইন্দ্রিয়ের জমার দিকে আনা যায়, তখন এরূপ সুযোগে সেবকের প্রতিষ্ঠাটুকু ছাড়ে কে?

এই 'ঠকা-জিতা'র শুভঙ্করীতে কতকগুলি লোক খুব 'তুখড়'—গণিতাচার্য্য শুভঙ্কর বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকেও হার মানাইয়া দিতে পারিতেন; আবার কতকগুলি লোক আমারই মত গো-গর্দ্দভ। অঙ্ক কষিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি নাই বলিয়াই মনে করি, আফিসের সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা-পরিশ্রমের পরে সন্ধ্যার সময় অঞ্চলধৃক্ হইয়া বৈদ্যুতিক বীজন-যন্ত্রের বায়ু-সেবন ও শ্রিশ্রামানুকূল নানাপ্রকার দুনিয়ার সংবাদ সংগ্রহ বা খোস গল্প করিবার জন্য আমার হরিভজনের পোষাকী পতাকা 'মালার ঝোলা'টী নাচাইতে নাচাইতে হরিকথা শুনিবার বাহ্য আবরণের মধ্যে—'অপ্রাকৃত' ও 'অধোক্ষজ'-শব্দের আনুকরণিক মৌখিকতার রক্ষা-কবচের মধ্যে যদি আরামাবাসের সকল সুযোগটী আমার ইন্দ্রিয়ের জমার ঘরে পরিপূরণ করিতে পারিলাম, তবেই ত' আমার 'জিৎ' হইল!

যাহারা 'ঠকা-জিতা'র অঙ্কে কুশল, তাঁহারা কিন্তু আমাকে 'গোখর', 'গৃহব্রত' প্রভৃতি বলিয়া আমার উপর টেক্কা দিয়াছেন। তাঁহারা মনে

করিয়াছেন, 'আমি কি বোকা'! একটি নির্দ্দিষ্ট হাড়মাসের কামিনী-মূর্ত্তির পায়ে আত্মবিক্রয় করার দরুণ, আমি কত ভাল ভাল দেশ, বড় বড় লোক, বড় বড় কল-কারখানার দর্শন, মুক্ত পাখীর মত মুক্ত জীবন-যাপন, মুক্ত বায়ু সেবন, বিনা খরচে দেশ-ভ্রমণ, নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা, সম্মান, অর্থ ও প্রকৃতি-দর্শন, সম্ভাষণ, কিছুই লাভ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু জানি না, কে যেন চকিতের মত আমার কানে কানে বলিয়া দিয়াছেন—গো-গর্দ্দভ, তোমার বোকামীর মত, অতি চতুরেরাও শুভঙ্করীতে ভুল করিয়াছে। তুমি বোকা হইয়া ঠকিয়াছ, তাহারা অতি চতুর হইয়া 'জিতিয়াছে' মনে করিয়া ঠকিয়াছে। তোমরা উভয়েই "১" ছাড়িয়া 'ঠকা-জিতা'র প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছ। যদি একের—অদ্বয়জ্ঞানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অকপট হইতে, তবে সেই অজিতকেও জয় করিয়া সর্ব্বজয়ী হইতে পারিতে।

আমার 'ঠকা-জিতা'র খতিয়ানটী এত বিস্তৃত যে, তাহা একটি মাত্র প্রবন্ধে সমাবেশ করা অসম্ভব।

অনেক সময় ভাবি, আমি স্ত্রী-পুত্র হইতে পৃথক্ হইয়া হরিসেবার চেষ্টা দেখাইতে গিয়া কি ঠকাটাই না ঠকিয়াছি! কখনও ভাবি, 'সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথং'—এই শুক্রনীতির বিদ্রূপকারী মায়াবী বৈষ্ণবগণের কথায় পড়িয়া যাবতীয় 'আখেরের বন্দোবস্তে'র প্রতি উদাসীন হওয়ায় আমি ভীষণ ঠকিয়াছি; কখনও বা মনে করি, আমি হঠাৎ ঝোঁকে পড়িয়া বানপ্রস্থের বেষ কাষায়-বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া যারপরনাই ঠকিয়াছি; সাদা পোষাকে থাকিলে "পুনর্মূষিকো ভব" মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে তত বেগ পাইতে হইত না! কখনও ভাবি, আমি ব্রহ্মচারীর কাষায় বেষ পরিয়া ঠকিয়াছি; সাদা বেষ থাকিলে সমাবর্ত্তন করিবার কালে বেশী 'হৈ' 'চৈ' হইত না। আবার কখনও মনে করি,—সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারীর সকল সুবিধা, সুযোগ ও সম্মান, এমন কি, তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা যদি তাঁহাদের মত বেষ ও কৃচ্ছতা স্বীকার না করিয়াও প্রাপ্ত হইতে পারি, তবে আমার মত 'চতুর', 'জয়ী' কে?

আমার এ-সকল 'ঠকা-জিতা'র তৌলদণ্ডের পরিমাপ কি? আমি দেখি,—আমি স্ত্রী-পুত্র হইতে পৃথক্ থাকিয়া, সর্ব্বস্ব-সমর্পণের পোষাকে পরিহিত হইয়াও যতটা অধিক আদর-আপ্যায়ন না পাই, তদপেক্ষা অনেকগুণে

অধিক আদর-যত্ন স্ত্রী-পুত্র-পরিবেষ্টিত ব্যক্তি পাইয়া থাকেন। আমি লক্ষ্য করি, এত নির্ম্মম ত্যাগকরা সত্ত্বেও মাত্র আমার নিজের ভাগ্যেও আমার কৃত বাহাদুরীর উপযুক্ত প্রশংসা ও তজ্জন্য যথোচিত আদর-সম্মান-লাভ ঘটে না, আর স্ত্রী-পুত্রাসক্ত ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র-পারম্পর্য্যে কিরূপ সমাদৃত ও সযত্নে পরিচর্য্যাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন! আমি সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়াও প্রতিষ্ঠা পাই না; আর কোন কোন ব্যক্তি সমস্ত সংরক্ষণ করিয়াও আমা-অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক আদর-যত্ন পাইয়া থাকেন! ইহা লক্ষ্য করিতে করিতে আমার কানে জল প্রবেশ করে—কুলক্রমাগত অনুর্ব্বর মস্তিষ্কটীও তখন উর্ব্বরতা-শক্তি লাভ করে—তখন আমি চিন্তা করি—'আমি করিয়াছি কি?' আমি ত' ভাল কাজ করি নাই। আমিও ত' এরূপ সবদিক্ বজায় রাখিয়া—আখেরের সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া সাধুদিগের আদর-যত্ন পাইতে পারিতাম! আমি কৃষ্ণকে আমার কতটা পরিচর্য্যায় লাগাইতে পারিলাম! কৃষ্ণের জন, কৃষ্ণের ভাণ্ডার হইতে আমার সেবায়—আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণে—আমার প্রতিষ্ঠা-বর্দ্ধনে যতটা অধিক জমা হইল, সেই পরিমাণে আমি জিতিলাম, আর যে-পরিমাণ তাহা কম হইল, সেই পরিমাণে আমি হারিলাম —ইহাই আমার 'হারা-জিতা'র মাপ-কাঠি।

আমি মনে করি—লক্ষ্য করি—অনুধাবন করি,—আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাবর্ত্তন করিবার সময়ই যত চীৎকার, আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সাদা কাপড় পরিলেই যত আপত্তি, আমি গৃহে গেলেই যত শাস্ত্র-নিষেধ, আমি পড়া-শুনা করিলেই যত অসুবিধার আশঙ্কা, আমি চাকুরী বা ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা অর্থার্জ্জন করিতে গেলেই যত সহস্রকণ্ঠে প্রতিবাদ—সকলের জন্য ত' সেরূপ নহে! আবার অন্য সময় বিনা বাধায় সমাবর্ত্তন করিতে পারিয়া—গৃহে প্রবেশ করিতে পারিয়া, আখেরের বন্দোবস্ত করিতে পারিয়া অপিচ বাহ্যে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে সাধু-গুরুবর্গের দ্বারা বঞ্চনাময় আনুকূল্য লাভ করিয়া আমি মনে করি,—"আমিই জিতিয়াছি; আমার অধিকার—উন্নতাধিকার, আমি অধিকতর গুরু-বৈষ্ণবের স্নেহভাজন।" কেননা, আমি যাহাই করি, তাহাতে বিশেষ কোন তীব্র প্রতিবাদ নাই, আমি ঐ উভয় অবস্থায়—উভয় বিচারেই কিন্তু 'হারা-জিতা'র ভুল বিচার করিয়াছি। একদিকে কৃষ্ণের নিকট হইতে আমার প্রেয়ঃ পরিবর্দ্ধনের ইন্ধন আকাঙ্ক্ষা করিতে গিয়া যেরূপ আমি বঞ্চিত, আর একদিকে আমার দুর্দ্দৈব-ফলে

গুরু-বৈষ্ণবের বঞ্চনাকে স্নেহ বা 'আমার উন্নতাধিকার' মনে করিয়া আমি ততোধিক বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যাহাকে আমার প্রতি গুরু-বৈষ্ণবের প্রগাঢ় স্নেহ মনে করিয়াছি, তাহা তত প্রগাঢ়তর বঞ্চনা। ইহার স্বরূপ গুরু-বৈষ্ণবের অবঞ্চনাময়ী কথাকষ্টিপাথরে প্রতিফলিত। শ্রীগুরুদেব ইহাই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, কৃষ্ণ কখনও কাহারও ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে ধাবিত হন না, ইহাই কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব; যাহা ইন্দ্রিয়তর্পণ করে—আমার প্রেয়ঃ সাধন করে—আমার প্রেয়ের আনুকূল্য-বিধান করে, তাহা 'কৃষ্ণ' নহে,—'কৃষ্ণমায়া'; তাহা কৃষ্ণ-দর্শনের যবনিকা। সাধু সাবধান! গুরুবৈষ্ণবের স্নেহ-ভ্রমে যেন বঞ্চনাকে বরণ না করি। গুরুদেব বা বৈষ্ণব আমার জন্য যে চাকুরীটী (?) করেন, আমার বহির্ম্মুখ প্রেয়ের জন্য যে কোনও প্রকার সুপারিশ বা উদ্যমের আভাসও প্রদর্শন করেন, তাহা আমার প্রতি তাঁহার 'স্নেহ' নহে—ইহা তাঁহার অত্যন্ত অধিক বঞ্চনা, তাঁহার স্বরূপকে—তাঁহার ভজনপথকে আমার নিকট অত্যন্ত ঘনীভূত আবরণে আবৃত রাখিবার চেষ্টা—ইহা আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত নির্ম্মম দণ্ড। আমার উপর হইতে আমার নিত্য নিয়ামক যখন শাসনদণ্ড উঠাইয়া লইলেন বা সাক্ষাদ্ভাবে সেই শাসনদণ্ডের প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন কিম্বা আমার উপর পক্ষপাতিত্বের বাহ্য আদর্শ প্রদর্শন করিয়া আমাকে তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ-দানের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেবা গ্রহণ করিবার অবসর দিলেন, তখন আমার ভাগ্য অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত। এ বঞ্চনার ব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহার প্রকৃত অমন্দোদয়-দয়া বিতরণকারি-স্বরূপ দর্শন করা তখন আমার পক্ষে সুদুষ্কর।

এরূপ 'ঠকা-জিতা'র হিসাব-নিকাশ করিয়া আমি যখন দেখি যে, আমি হরিভজন করিতে আসিয়া কোন কোন ব্যাপারে ঠকিয়াছি, তখন গুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে সুদে-আসলে সেই ঠকার ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে বদ্ধপরিকর হই। আমি গৃহ-সুখ ছাড়িয়া যে-পরিমাণ ঠকিয়াছি—ভার্য্যা ও পুত্রাদির সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত পরিচর্য্যা হইতে বিরত হইয়া যে-পরিমাণে ঠকিয়াছি—অর্থার্জ্জনের প্রভুত্ব ও নিয়ামকত্ব বর্জ্জন করিয়া যে-পরিমাণে ঠকিয়াছি, ঐ সকল মূলধন উচ্চতম হারের চক্রবৃদ্ধি সুদ-সমেত ততোঽধিক পরিমাণে আদায় করিয়া জয়ী হইতে চাই! তখন গুরুসেবকগণকে আমার পরিত্যক্ত ভোগ্য পদার্থের স্থানে আনয়ন করিয়া আমি আমার ক্ষতিপূরণ করিতে চাহি;

তখন বহু পরিশ্রম করিয়া—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যোষিৎসেবা করিবার ফলে যোষিতের নিকট হইতে যে দুঃখমিশ্রিত পরিচর্য্যাটুকু পাইতাম, তৎ পরিবর্ত্তে বহু সম্ভ্রান্ত বা সরলপ্রাণ আশ্রিতের (?) দ্বারা বিনা পরিশ্রমে—বিনা আয়াসে অনাবিল ভূরিসেবা লাভ করিবার চেষ্টা করি! অর্থার্জ্জনের প্রভুত্ব ও নিয়ামকত্ব অন্যভাবে অধিকতর প্রবলপরাক্রমে পরিচালনা করিবার জন্য কৌশল আবিষ্কার করি! কখনও মনে করি, 'কামিনী' পরিত্যাগ করিয়া যেপরিমাণ ঠকিয়াছি, তাহার সমস্ত সুদসহ ক্ষতিপূরণ উহারই অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী কনক ও প্রতিষ্ঠা-দ্বারা সাধন করিব। যখন দেখি, 'কনক' পরিত্যাগ করিয়া ঠকিয়াছি, তখন 'কামিনী'র দ্বারা কনকের ক্ষতিপূরণ সাধন করিবার চেষ্টায় থাকি! কখনও বা 'কৃষ্ণের কনক' আমার উদ্বৃত্ত ধনকোষের খতিয়ানের জমার ঘর বৃদ্ধি করিয়া আমার 'আখেরের বন্দোবস্তে'র সাধক হয়, কখনও বা কৃষ্ণের কনকে অবৈধভাবে আমার হস্ত প্রসারিত হয়। "ঠকাজিতা"র খতিয়ান খুলিলেই এইরূপ কত কি উৎপাত উপস্থিত হয়। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা—ইহারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সহচর; একটির অভাব আর একটির দ্বারা পূর্ণ করিতে গেলেই তৎক্ষণাৎ একটি বন্ধু আর একটি বন্ধুকে ডাকিয়া আনে। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকাধামাদি-পরিক্রমা

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে॥"

পরম কারুণিক ভক্তভাব অঙ্গিকারকারী মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্কপুত স্থানসমূহ অনুসরণ করিয়া তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি প্রচার তথা ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণকে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জুনের সহায়তা করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক আচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের আনুগত্যে ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের অধ্যক্ষতায় অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বারও হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভড্

টুরিষ্ট কোচ (Reserved Tourist Coach)-যোগে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারী জীউর কৃপাশীর্ব্বাদ ধারণ করত শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীধাম-দ্বারকাদি পরিক্রমণ ও দর্শনাদির জন্য বিগত ২১শে কার্ত্তিক (ইং ৮।১১।৭৫) শনিবার শুভাযাত্রা আরম্ভ করা হয়। এই পরিক্রমায়েও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবিত শ্রীবিজয়-বিগ্রহ নিত্য সেবা পূজার্চ্চনাদি হইত ও প্রত্যহ মঠবাসী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থী তথা দর্শনার্থী সজ্জনগণ মহাপ্রসাদ সেবনের সুযোগলাভ করিয়াছেন।

রাত তখন প্রায় ৯টা, আমাদের টুরিষ্ট কোচ চক্রধরপুরগামী ট্রেণে সংযোজিত হইয়াছে। প্রত্যেক যাত্রীর শোয়ার যায়গা ঠিক করিয়া দেওয়া হইতেছে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহ পরিক্রমা সঙ্ঘের অফিসে সিংহাসনোপরি সজ্জিত করা হইয়াছে। শ্রীগুরুবর্গ তথা শ্রীগৌরসুন্দর এবং সপরিকর রাধাবিনোদবিহারী জীউর জয়ধ্বনি-রোলের মধ্যে গাড়ী তীব্র গতিতে বিষ্ণুপুর অভিমুখে রওনা হইল।

আমাদের প্রথম দর্শনীয় স্থান **বিষ্ণুপুর**. আমরা প্রসাদ পেয়ে সকলেই ১১টার মধ্যেই শুয়ে পরিলাম। ভোরের দিকে (রাত তখন ৩টা) আমরা বিষ্ণুপুরে পৌঁছিলে গাড়ী হইতে সকলেই অবতরণ করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরে প্রাতঃকৃত শেষ করিয়া কীর্ত্তনমুখে দলমাদল কামান, শ্রীমদনমোহন ও আরও অন্যান্য দর্শনীয়গুলি দর্শন করিতে থাকি। শ্রীমদনমোহনের ওখানে দীর্ঘ সময় বসিয়া সকলের জলযোগেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমরা সমস্ত দর্শন শেষ করিয়া দ্বিপ্রহরে বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে পৌঁছি। সেখানে আমাদের রান্না প্রস্তুত করিয়া রাখা ছিল। আমরা উহা সেবন করিয়া একটু বিশ্রাম করি। পরে দিবা প্রায় তিনটার সময় ট্রেণে উঠিলাম। এখান হইতে আমাদের পরবর্ত্তি দর্শনীয়স্থান **'গয়া'**। গয়ায় পৌঁছিলে আমরা প্রথমে বুদ্ধগয়া দর্শনে যাই। ঐ দিন সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাত্রে কীর্ত্তন ও পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎ ও শ্রীগয়াধাম-মাহাত্ম্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিক্রিম মহারাজ মাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন।

তৎপর দিবস, অর্থাৎ ২৪শে কার্ত্তিক (ইং ১০।১১।৭৫) তারিখে প্রাতঃকালে সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন ও ফল্গুধারায় স্নান করার মানসে যাত্রা করি। আমরা ফল্গুতীরে পৌঁছিয়া প্রথমে স্নানাদি শেষ করত

শ্রীবিষ্ণুপাদ-মন্দিরে উপনীত হইয়া দর্শন-স্তবাদি করি। যাঁহারা পিতৃ-শ্রাদ্ধ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন তাঁহাদের সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা শ্রাদ্ধ-তর্পণ শেষ করিয়া পরে শ্রীমন্দিরে উপনীত হইয়া দর্শন-পূজন করেন। আমরা সকলেই একযোগে পরিক্রমাদি শেষ করিয়া আমাদের রিজার্ভড্ গাড়ীতে দ্বিপ্রহরে পৌঁছিয়া প্রসাদ পাই।

এরপর আমাদের গন্তব্যস্থল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ **আগ্রা**। গয়া হইতে আমাদের গাড়ী তুফান এক্সপ্রেসের (Toofan Express) সহিত সংযোজিত করিয়াছিল। রাত্রির অন্ধকারকে ভেদ করিয়া তীব্রগতিতে আমাদের গাড়ী যখন অগ্রসর হইতেছে—তখন কীর্ত্তনের রোল এক অনাবিল আনন্দের আলোড়ন করিতেছিল। যখন দিবা প্রায় ২টা বাজিতে চলিয়াছে,—আমরা আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখানেই আমাদের ব্রডগেজ (B.G.) গাড়ী হইতে মিটার গেজ (M.G.) গাড়ী বদলের পালা। আমাদের সেখানে গাড়ী বদল হইলে যাত্রীগণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তজামহল তথা অন্যান্য দর্শনের জন্য গমন করেন। আমরা পরের দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানে ছিলাম। সুতরাং খুব আরামে দর্শনার্থীগণ ইচ্ছামত বিভিন্ন দর্শনাদি করিতে কোন অসুবিধা হয় নাই।

এখান হইতে আমরা শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-রাধা-দামোদর দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় **জয়পুর** অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকি। জয়পুরে যখন পৌঁছিলাম তখন প্রায় শেষ রাত্র ৩টা। আমাদের রিজার্ভড্ বগি তীর্থদর্শনার্থী প্লাট্‌ফর্ম্মে স্থানান্তরিত করিলে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত করিয়া মঙ্গলারতি দর্শনের আশায় শ্রীগোবিন্দজী-মন্দিরে উপনীত হই। সেখানে অত ভোরেও দর্শনার্থীর ভীষণ সমাগম দেখিয়া আমি বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। এক্ষেত্রে বাধা হইয়া একটি প্রাদেশিক চিন্তাস্রোত আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত না করিয়া পারিল না। শুধু ইহাই মনে হইতেছিল যে, 'হায়! বাংলার বুকে কোন মন্দির-প্রাঙ্গণে এইরূপ সাত্ত্বিক সমন্বিত আর্ত্তিপূর্ণ জনতার যে প্রবল স্রোত, ইহা দেখিতে পাওয়া কঠিন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাব্রতী যুবক-যুবতী, সম্ভ্রান্ত-পরিবারগৃহ হইতে আগত ভদ্রমহোদয় তথা ভদ্র-মহিলাগণ,—এক কথায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রভৃতি সকল ধরণের নারী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে মিলিত আর্ত্তি কত মধুময়, কত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, ভগবৎ-প্রেমধারায় বিগলিত পবিত্র চিত্ত মনের উদাত্ত প্রার্থনা আকাশ-বাতাসকে মুখরিত

করিতেছিল—তাহা দর্শন না করিলে লেখনি প্রকাশ করিতে সমর্থা হইতেছে না। উহা দর্শন করিয়া আমার ন্যায় হীন পতিত জীবরে হৃদয়েও ভগবৎ সেবনে উৎসাহিত হইয়া উঠে। প্রথম দর্শনে শ্রীগোবিন্দজীউ দর্শনের কথা যেন ভুলিয়াই গিয়াছি—শুধু মনে হইতেছিল জনতার সেই ভাব-গম্ভীর নির্ম্মল আর্ত্তির তরঙ্গমালা। বাংলার প্রান্তে কোন সময় কোন তিথি উপলক্ষে ঐরূপ জনস্রোত দেখিলেও ঐরূপ হার্দিপূর্ণ অবস্থা দেখিয়াছি বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ কোন বিশেষ তিথির সমাবেশ ঘটিলেও সেইরূপ ভাব-গম্ভীর দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তুষ্কক মনে হয়। জনস্রোত কখন কখন পরিলক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তন্ময়তার পরিবর্ত্তে চঞ্চলতার আবেশ রচনার ধারা প্রকাশ পায়। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে প্রান্তভিত্তিক এইরূপ বিপরীত পরিবেশেষের অবস্থা বড়ই বেদনাদায়ক। বাঙ্গালীরা ধর্ম্মীয় জীবনে আরও উদ্দীপ্তমনা হইলে সমাজ-জীবনের সুষ্টতা বিশেষ ভাবেই রচিত হইত বলিয়া আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

কতজনের ভগবৎপ্রীতিপূর্ণ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে দেখিলাম তার ইয়ত্তা নাই, আর—হা গোবিন্দ! গোবিন্দজী কী জয়!! নিনাদিত মুখে পরিক্রমণ প্রভৃতি দর্শনে আবেগময়ী ভাব দান করিতেছিল। বাংলার অনেক যুবক-সম্প্রদায় তথাকথিত ভদ্রবেশে শ্রীবিগ্রহ দর্শনে গিয়া চাপল্যতা, পাদুকা নিষ্কাষণে বিরক্তির ভাব ও অসৌজন্য আচরণ প্রভৃতি কিছুই দেখিলাম না।

যাহা হউক, তথা হইতে শ্রীগোপীনাথ, শ্রীরাধাদামোদর দর্শনান্তে আমাদের আস্তানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে একাদশী থাকা হেতু ফল-মূল-দুগ্ধাদি সেবন করি। পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া গলতাজী দর্শনের জন্য রিজার্ভড্ বাসে যাত্রা করা হয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিজয়-বৈজয়ন্তী এই সেই-ক্ষেত্র। তিনি শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর সাক্ষাৎ কৃপা শিরে ধারণ করত শ্রী-সম্প্রদায় তথা রামানন্দী-সম্প্রদায়কে তর্কসভায় সম্পূর্ণভাবে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দজীর নির্দ্দেশিত শ্রুতি-লিখন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য রচনা করেন—উহাই 'শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য' নামে সুপরিচিত। আমরা সেখানে গালব-কুণ্ড, শ্রীনিতাগোপালজী মন্দির দর্শন-পরিক্রমাদি করিয়া সহরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করি। (ক্রমশঃ)

—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী



২৭শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ২৭ নারায়ণ, ৪৮৯ গৌরাব্দ
বুধবার, ২৯ পৌষ, ১৩৮২ ; ইং ১৪।১।১৯৭৬ } ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মা-দেবাদিকৃতং 'শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্'

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৪১ পৃষ্ঠার পর)

তৎ তস্থুষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো
যন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়য়োপনীতান্।
অর্থান্ জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো
যেঽন্যে স্বতঃ পরিভৃতাদপি বিভ্যতি স্ম ॥ ১৭ ॥

হে হৃষীকেশ! আপনি যেহেতু মায়াকর্ত্তৃক আবির্ভাবিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা উপনীত বিষয়সমূহের ভোগ করিয়াও তাহাতে আসক্ত নহেন, সেইজন্য আপনিই স্থাবর-জঙ্গমের একমাত্র অধীশ্বর। পরন্তু অন্যান্য জীব বা যোগিগণ স্বয়ং পরিত্যক্ত সেই বিষয়ভোগ হইতেও সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

স্মায়াবলোক-লবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈ-
র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্ব্যঃ ॥১৮॥

হে দেব! রুক্মিণী প্রভৃতি ষোড়শসহস্র মহিষী মৃদুমন্দহাস্যবিলসিত দৃষ্টিকটাক্ষপাতে হৃদয়গত অভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক মনোহর-ভ্রূমণ্ডল-নিক্ষিপ্ত সুরত-মন্ত্রদ্বারা সুনিপুণ কন্দর্পবাণ ও কামকলাসমূহ-দ্বারা আপনার চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থা হন নাই ॥১৮॥

বিভ্র্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ-
স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি ॥১৯॥

হে দেব! আপনার কীর্ত্তিসুধা-প্রবাহিনী কথানদী এবং পাদপ্রক্ষালন-জনিত গঙ্গাপ্রভৃতি নদীসমূহ ত্রিলোকের পাপবিনাশে সমর্থা হইয়া থাকেন। সুতরাং বিশুদ্ধিকামী পুরুষগণ শ্রবণেন্দ্রিয়-দ্বারা দেববর্ণিত ভবদীয় প্রকীর্ত্তি-তীর্থ এবং অঙ্গসংস্পর্শ-দ্বারা ভবদীয় পাদপদ্মপ্রসূত তীর্থের (গঙ্গাদেবীর) সেবা করিয়া থাকেন ॥১৯॥

* * * *

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

ভূমের্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো।
ত্বমস্মাভিরশেষাত্মন্ তৎ তথৈবোপপাদিতম্ ॥২১॥

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,— সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! প্রভো! আমরা পুরাকালে পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত আপনার নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমাদের সেই প্রার্থনা যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়াছেন ॥২১॥

ধর্ম্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্বয়া।
কীর্ত্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্ব্বলোকমলাপহা ॥২২॥

হে দেব! আপনি সত্যানুসন্ধিৎসু সাধুগণের মধ্যে সদ্ধর্ম্মস্থাপন এবং দিঙ্মণ্ডলে সর্ব্বলোকপাপ-বিনাশন যশো-বিস্তার করিয়াছেন ॥২২॥

অবতীর্য্য যদোর্বংশে বিভ্রদ্রূপমনুত্তমম্।
কর্ম্মাণ্যুদ্দামবৃত্তানি হিতায় জগতোঽকৃথাঃ ॥২৩॥

হে প্রভো! আপনি সর্ব্বোত্তম বিগ্রহ ধারণ-পূর্ব্বক যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গলের জন্য অপ্রতিহত বিক্রমযুক্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥২৩॥

যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ।
শৃণ্বন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসা তমঃ ॥২৪॥

হে প্রভো! কলিযুগে সাধুপুরুষগণ আপনার ঐসকল চরিত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া অনায়াসে অজ্ঞান উত্তীর্ণ হইবেন ॥২৪॥

যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো ॥২৫॥

হে নাথ! হে পুরুষোত্তম! আপনি যদুবংশে অবতীর্ণ হওয়ার পর সম্প্রতি একশত-পঞ্চবিংশতিবর্ষ পরিমিতকাল অতীত হইয়াছে ॥২৫॥

নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্।
কুলঞ্চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্ ॥২৬॥
ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে।
সলোকান্ লোকপালান্নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ ॥২৭॥

হে নিখিলাশ্রয়! ভগবন্! সম্প্রতি আপনার ভূভারহরণরূপ কার্য্যের সমাপ্তি হইয়াছে এবং এই যদুবংশও ব্রহ্মশাপে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে; সুতরাং যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে স্বীয় পরম-ধামে প্রবেশপূর্ব্বক লোক-সমূহের সহিত মাদৃশ বৈকুণ্ঠসেবক লোকপালগণকে পালন করুন ॥২৬-২৭॥

শ্রীধামসেবা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকের ব্যাখ্যা *

"গীতায় শ্রীভগবান্ সকল প্রকার ধর্ম্ম ছেড়ে তাঁ'র চরণে শরণ গ্রহণের কথা ব'লেছেন। যে ভগবান্ গীতার অন্যত্র স্বয়ং উপদেশ ক'রেছেন যে, স্বধর্ম্ম ছেড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ ক'রলে কোনও শুভোদয় হয় না—স্বধর্ম্ম থেকে নিহত হওয়া ভাল, তবুও ভয়াবহ পরধর্ম্ম যাজন করা উচিত নয়, সেই ভগবান্

---

* প্রয়াগধামে য়্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুত হরিমোহন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত মোটরযানে তাঁহার আলয়ে ১১ই ভাদ্র (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) তারিখে উপস্থিত হইলে তাঁহার পুত্র উকীল শ্রীযুত নীলমাধব রায় মহাশয়ের "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোকটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন।　　—প্রকাশক

আবার ব'লছেন, তোমাদের যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। এই উভয়বিধ ভগদ্বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? দেখুন, মানব নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পারদর্শিতার প্রভাবে পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে জানতে পারে না। ভগবানেরই কৃপায় লোকে ভগবান্‌কে জান্‌তে পারে। আমরা যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্য্যময়-লীলা প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর—যিনি কৃষ্ণ হ'য়ে কৃষ্ণের কথা—নিজের কথায় চৈতন্য বা জ্ঞান দিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন তাঁর কথা আলোচনা করি, তবে এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সুষ্টুভাবে পেতে পারি। মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস ক'রছেন। বাংলার বাদশাহ হোসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী সাকর মল্লিক বা শ্রীসনাতন প্রভু তথায় উপস্থিত হ'য়েছেন। মহাপ্রভুর নিকট তিনি প্রশ্ন ক'রলেন—

'কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়?
ইহা না জানি—কেমনে হিত হয়॥'

এ'র উত্তরে মহাপ্রভু কি ব'ললেন শুনুন,—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ—প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ (বা সুখ)॥'

শ্রীচৈতন্যদেব সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তিকে কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ দেখ্‌লেন না—বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী দেখলেন না—প্রৌঢ় পুরুষ ব'লে দেখলেন না—পণ্ডিত ব'লে বুঝলেন না বাইরের কোনও কথা, কোনও বিচার গ্রহণ না করে তিনি "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' ব'লে বক্তব্য বলতে আরম্ভ ক'রলেন। সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—পরিপূর্ণ চৈতন্যের স্বরূপ মহাপ্রভু—সকল চেতনের চেতন মহাপ্রভু সনাতনকে বাহ্য অনিত্য দেশ, কাল ও পাত্র অর্থাৎ জড়ীয় দেহ মনের পরিচয়ে পরিচিত না ক'রে তাঁ'র নিত্যস্বরূপের—আত্মার পরিচয় প্রদান ক'রলেন। গীতায় যে দেহ ও মনকে ভগবান্ তাঁ'র অপরাপ্রকৃতি, জড়া প্রকৃতি, বিশ্ব প্রসবিনী মায়া-শক্তিজাত পদার্থ ব'লে বিজ্ঞাপিত ক'রেছেন এবং সেই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ে আবৃত পরা প্রকৃতির অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য আত্মার কথা ব'লেছেন, জীব যদি অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানে অর্থাৎ মোহবশে পুনরায় সেই নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি না ক'রে, নিত্যে উদাসীন হ'য়ে, বিমুখ হ'য়ে, অনিত্যকে নিত্য

বুদ্ধি করে, তবে দোষ কা'র ? আবার যে ভগবান্ কৃপা ক'রে প্রাপ্তোদ্দেশ জীবকুলকে অনিত্য নিত্য-বুদ্ধি বিদূরিত ক'রে নিত্যবস্তুর—আত্মার আত্মা পরমাত্মার ভজনের কথা, এমন কি কতনা করুণা ক'রে চরম ভজনের কথা ব'লেছেন তা'র পর অবশেষে বুঝবার কথা—ভাববার কথা থাকে কি ? সব অজ্ঞান, সব অসুবিধা, সব মোহ দূর ক'রতেই এই শ্লোকের অবতারণা।

জীব পরম চৈতন্যের ভেদাংশ চৈতন্য—একথা গীতায়েও গীত হ'য়েছে। সেই ভেদাংশ-চৈতন্য বা অণুচৈতন্য জীব বৃহচ্চৈতন্য সেব্য-ভগবানের সেবক-সম্বন্ধে নিত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রভু ও দাস-সম্বন্ধ উভয়ের অন্তরে বিদ্যমান। সেই চৈতন্য বস্তুর কথা, আত্মার কথা ভুলে যখন আমরা দেহ ও মনকে 'আমি' বা 'জীব' ব'লে বিবেচনা করি, সেই কালে যত অসুবিধা, যত বিভ্রাট্। তখন আমরা দেহের উৎপত্তি যে কুলে, যে দেশে, সেই কুল ও দেশকে আমার বলি। তখন আমি নিজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ, পুরুষ, স্ত্রী অভিমান করি। আবার দেহের পরিবর্ত্তন বা অবস্থা-ভেদে আপনাকে বালক, বৃদ্ধ, যুবা ব'লে জেনে থাকি। সেই দেহকে 'আমি' জেনে 'আমি ভারতবাসী', আমি 'ল্যাপল্যাণ্ডবাসী' বা 'আমি বাঙ্গালী' 'আমি হিন্দুস্থানী', 'আমি পাঞ্জাবী' ব'লে অভিমান করি। আবার আশ্রমীর অভিমানে আপনাকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী ব'লে অভিমান করি। দেখুন, এই অবস্থায় ধর্ম্মভেদ বা বহুধর্ম্মের অবতারণা—কল্পনা বা সৃষ্টি।

গীতার বক্তা ভগবান্। তিনি কোন গানই বাকী রাখেন নাই—সবই গেয়েছেন। তিনি ব'লেছেন, আত্মা নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়; দেহ—অনিত্য এবং হ্রাস বৃদ্ধি যুক্ত। যা'রা দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল আত্মার পরিবর্ত্তন বা জন্ম-মৃত্যু স্বীকার করে, তা'রা মূর্খ! সুতরাং 'সর্ব্বধর্ম্ম' শব্দে বদ্ধজীবের দেহ-মনকে আত্মবুদ্ধি ক'রে যতপ্রকার ঔপাধিক ধর্ম্ম স্বীকৃত হ'য়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বর্ণধর্ম্মসমূহ, ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসী-আশ্রম-ধর্ম্মসমূহ এবং তদতিরিক্ত অন্ত্যজাদি ধর্ম্ম; লৌকিক নিজ ভোগ বা ত্যাগপর পারলৌকিক ধর্ম্ম এবং সবিশেষ ভাবে ব'ল্‌তে গেলে চতুর্দ্দশভুবনান্তর্গত ধর্ম্মসমূহ।

দেখুন, ধর্ম্ম—বস্তুর নিত্যসহচর। ধর্ম্মকে ছেড়ে বস্তু এবং বস্তুকে ছেড়ে ধর্ম্ম থাকতে পারেনা। তবে বস্তু অর্থাৎ নিত্য সত্তা বা আত্মার উপর অনিত্য,

পরিণামী, আদি-মধ্য-অন্ত্যবিশিষ্ট সত্তা বা দেহ ও মন—যা' বর্ত্তমানে এসে পড়েছে। উহার ধর্ম্ম—অনিত্য ধর্ম্মকে ত্যাগ ক'রে শুধু ত্যাগ ক'রে নয় পরিত্যাগ ক'রে অর্থাৎ দেহ—মনের স্মৃতিতে বিস্মৃতি এনে—(যা' গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে যত্নের সঙ্গে আলোচনা ক'রতে ক'রতে আপনিই এসে যায়)—নিত্যাত্মার নিত্যধর্ম্ম পরমাত্মা অর্থাৎ আমার ভজনা কর,—এই কথা শ্রীভগবান্ ব'লেছেন। কিন্তু এই সহজ সত্যের কথা ভ্রান্ত জীব হঠাৎ গ্রহণ ক'রতে পারে না। তা'র প্রমাণ দেখুন, পরবাক্যে ভগবান্ ব'লছেন্,—অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'। অনিত্য জড়-দেহ-মনোধর্ম্ম ছেড়ে নিত্যধর্ম্ম গ্রহণ ক'রতে হ'লে জীব পূর্ব্বাসক্তির বশে--মোহাবেশে যে বস্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছে'ড়ে যা'বে—চ'লে যা'বে—বিনাশ প্রাপ্ত হ'বে, সেই অনিত্য ধর্ম্মত্যাগে পাপ হ'বে ব'লে বিচার করে। হায়! হায়! যে নিত্য ধর্ম্মের অপালনই মহদপরাধ, আজ সেই নিত্যে উদাসীন, অনিত্যে নিত্যবুদ্ধিকারী বদ্ধজীব অনিত্যধর্ম্মের অপালনকে পাপ বলে বুঝছে। আবার শুধু পাপে বুদ্ধি ক'রে উদ্ধার নাই—শোক ক'রছে। তাই 'মা শুচঃ' ভগবদুক্তি।

শোক—শূদ্রের স্বভাব বা ধর্ম্ম। বেদ-বিদ্যাদি সুপারঙ্গত, পরব্রহ্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিষ্ণাত গুরুসেবা, ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন, শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে অনধিকারী ব্যক্তিগণই শূদ্র। কিন্তু আবার যদি বেদাদি শাস্ত্রপাঠী বর্ণ শ্রেষ্ঠ, আশ্রম-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দেহে আত্মবুদ্ধি করেন, তা'হলে তাঁ'রাও শূদ্র ব্যতীত অপর কিছুই ন'ন। অতএব জড় দেহাভিমানী পাপ-পরায়ণ জনগণকে আত্মাভিমানে পরমাত্মা ভগবানের সেবার উপদেশ ভগবানই স্বয়ং প্রদান ক'রেছেন। কিন্তু আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গীতার এত বড় বাক্যকেও "এহো বাহ্য, আগে কহ আর" ব'লে রায় রামানন্দ প্রভুকে ব'লেছেন। কেননা ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি; তা'তে ভগবান্‌কে ব'লে ক'য়ে প্রতিজ্ঞাপত্র দিয়ে ভক্ত ক'রবার জন্য চেষ্টা ক'রতে হয়না।

পিতাকে যদি সাধনা ক'রে পুত্রকে স্বভক্ত করা'তে হয়, তবে পুত্রের মহিমা বা পুত্রের কৃতিত্ব বুঝতে সাধারণের বাকী থাকে কি? কোথায় ভক্ত আপনা হ'তে আপন ভাবে আপন প্রভুর সেবা ক'রবে, তা' না হ'য়ে বিপরীত হ'চ্ছে না কি? এস্থলে ভক্ত শুধু ভগবান্‌কে ভুলে নাই, নিজেকে ভুলেছে, নিজের নিত্য স্বরূপ—নিত্য অস্তিত্বের কথা ভুলে অনিত্যের প্রভু হ'য়ে অনিত্যের সেবায় নিযুক্ত হ'য়েছে। আবার নিজের নিত্য প্রভু এসে

হাতে ধ'রে টেনে এনে আদর করে গুহ্যতম উপদেশ ব'ললেও জীব শুনছে না—বুঝছে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এতবড় ধারণাকে খুব ছোট দেখিয়ে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ধারণা বাহ্য জগদনুভূতির কথা জানিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা, বিরজার পর ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকের পর বৈকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধার্দ্ধ লোকের কথা—নিজ নিত্যবিহারস্থলীর ভক্তগণের কথা জানিয়েছেন। পূর্ব্বে অদত্ত প্রেমার কথা, অদ্ভুত প্রেমার সন্ধান দিয়ে জীব চৈতন্যের চেতনার পরাকাষ্ঠা—চেতনতার পরমোচ্চ পদবীতে উঠবার সুযোগ দিয়েছেন।

'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপর ॥'

—জগদ্‌গুরু **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ**

অবিধেয় বিচার—'কর্ম্ম'

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি প্রয়োজন-লাভের তিন শ্রেণীর উপায়

কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ করিলে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাগত মহাত্মাগণ পরম প্রীতিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধি করিবার জন্য নিজ নিজ অধিকার অনুসারে অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়গুলি অভিধেয়-বিচারে আলোচিত হইবে।

পরমার্থ সিদ্ধির যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে-সমুদয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। সেই তিন শ্রেণীর নাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

বিধি ও নিষেধাত্মক কর্ম্মদ্বয়

কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-স্বরূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করার নাম কর্ম্ম। বিধি ও নিষেধ কর্ম্মের দুই ভাগ। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। কর্ম্মই বিধি। কর্ম্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, তাহা নিত্য। শরীর-যাত্রা, সংসার-যাত্রা, পরহিতানুষ্ঠান, কৃতজ্ঞতা পালন ও ঈশ্বর-পূজা—এই প্রকার কার্য্য-সকল নিত্য কর্ম্ম। কোন ঘটনাক্রমে যাহা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে, তাহা নৈমিত্তিক। পিতৃ-বিয়োগ-ঘটনা হইতে তৎ-পরিত্রাণ-চেষ্টা প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। লাভাকাঙ্ক্ষায় যে-সকল অনুষ্ঠান করা যায়, সে সমুদায় কাম্য, যথা—সন্তান-কামনায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম।

বৈধ কর্ম্মসমূহ ও ভারত তাহার আদর্শ

সুন্দররূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে শারীরিক বিধি, নীতিশাস্ত্র, দণ্ড-বিধি, দয়া-বিধি, রাজ্য-শাসন-বিধি, কার্য্য-বিভাগ-বিধি, বিগ্রহ-বিধি, কাল-বিধি ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিধিসকলকে ঈশ-ভক্তির সহিত সংযোজিত করিয়া একটী সংসার-বিধিরূপ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। সর্ব্বজাতির মধ্যেই এরূপ অনুষ্ঠান কোন না কোনরূপে কৃত হইয়াছে। ভারতভূমি সর্ব্বার্য্যজুষ্ট, অতএব সর্ব্বজাতির আদর্শস্থল হইয়াছে ; যেহেতু এই সমস্ত বিধি অতি সুন্দররূপে সংযোজিত হইয়া বর্ণাশ্রমরূপ একটী চমৎকার ব্যবস্থারূপে ঐ ভূমিতে বর্ত্তমান আছে। অন্য কোন জাতি এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অন্যান্য জাতির মধ্যে স্বভাবানুযায়ী কার্য্য হয় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিসকল অসংলগ্নরূপে ব্যবস্থাপিত আছে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে সমস্ত বিধি-বিধান পরস্পর সংযোজিত হইয়া ঈশ-ভক্তির সাহায্য করিতেছে। ভারতনিবাসী ঋষিগণের কি অপূর্ব্ব ধী-শক্তি! তাঁহারা অন্যান্য অনেক জাতির অত্যন্ত অসভ্য-কালে (অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীন-কালে) অপরাপর জাতির বিচার শক্তির সাহায্য না লইয়াও কেমন আশ্চর্য্য ও সমঞ্জস ব্যবস্থা বিধান করিয়াছিলেন। ভারত-ভূমিকে কর্ম্মভূমি বলিয়া অনেক দেশের আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

স্বভাবানুযায়ী বর্ণ-বিভাগ ও ধর্ম্ম-কর্ম্মের অধিকার

ঋষিগণ দেখিলেন যে, স্বভাব হইতে মনুষ্যের ধর্ম্মাধিকার উদয় হয়। অধিকার বিচার করিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা না করিলে কর্ম্ম কখনই উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব স্বভাব বিচার করিয়া কর্ম্মাধিকার স্থির করিলেন। **স্বভাব চারি-প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বভাব, ক্ষত্র-স্বভাব বৈশ্য-স্বভাব ও শূদ্র-স্বভাব। তত্তৎ স্বভাবানুসারে মানবগণের তত্তৎ বর্ণ নিরূপণ করিলেন।** শ্রীভগবদ্গীতার শেষে বর্ণিত হইয়াছে,—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ (গীঃ ১৮।৪১)

আর্য্যদিগকে স্বভাব হইতে উৎপন্ন গুণক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের কর্ম্ম-বিভাগ করা হইয়াছে।

স্বভাব-জাত বর্ণচতুষ্টয়ের কর্ম্ম-বিভাগ

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞান-বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম-কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ (গীঃ ১৮।৪২)

শম (মনোবৃত্তির নিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ), তপঃ (অভ্যাস), শৌচ (পরিষ্কারতা), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আস্তিক্য —এই **নয়টী স্বভাবজ কর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।**

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বর-ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ (গীঃ ১৮।৪৩)

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধ নির্ভয়তা, দান ও ঈশ্বরের ভাব, এই **সাতটী মাত্র স্বভাবজ কর্ম্ম।**

কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যং বৈশ্য-কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। (গীঃ ১৮।৪৪-৪৫)

কৃষিকার্য্য, পশুরক্ষা ও বাণিজ্য—এই **তিন বৈশ্য স্বভাবজ কর্ম্ম।** নিতান্ত মূর্খ লোকেরা পরিচর্য্যারূপ শূদ্র স্বভাবজ কর্ম্ম করেন। স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মানবগণ সিদ্ধি লাভ করেন।

সংসারী ব্যক্তির অবস্থাক্রমে চারিটী আশ্রম নিরূপিত

এই প্রকার স্বভাবজ গুণ ও কর্ম্মদ্বারা বর্ণবিভাগ করিয়াও ঋষিগণ দেখিলেন যে, সংসারস্থ ব্যক্তির অবস্থাক্রমে আশ্রয় নিরূপণ করা আবশ্যক। তখন বিবাহিত ব্যক্তিগণকে **গৃহস্থ,** ভ্রমণকারী বিদ্যার্থী পুরুষগণকে **ব্রহ্মচারী,** অধিক বয়সে কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম-গৃহীত পুরুষদিগকে **বাণপ্রস্থ** ও সর্ব্বত্যাগী-দিগকে **সন্ন্যাসী** বলিয়া চারিটী আশ্রমের নির্ণয় করিলেন।

কোন্ কোন্ বর্ণের কোন্ কোন্ আশ্রমের অধিকার ও বর্ণাশ্রম বিধির চমৎকারিতা

বর্ণ-ব্যবস্থা ও আশ্রমসকলের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরূপণ করত স্ত্রী ও শূদ্রগণের সম্বন্ধে একমাত্র গৃহাস্থাশ্রম নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং ব্রহ্মস্বভাব-সম্পন্ন পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কেহ সন্ন্যাসাশ্রম লইতে পারিবেন না, এরূপ ব্যবস্থা করত তাঁহাদের অসামান্য ধী-শক্তি-সম্পন্নতার পরিচয় দিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্রগত ও যুক্তিগত বিধি-নিষেধ এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত। এই ক্ষুদ্র উপসংহারে সমস্ত বিধির আলোচনা করা দুঃসাধ্য, অতএব আমি এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইতেছি যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটী সংসার-যাত্রা বিষয়ে একটী চমৎকার বিধি। আর্য্য-বুদ্ধি হইতে যত প্রকার ব্যবস্থা নিঃসৃত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই বিধি আদরণীয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্ণাশ্রম বিরোধের প্রধান কারণদ্বয়

ভিন্নদেশীয় লোকেরা কিয়ৎ পরিমাণে অবিবেচনাপূর্ব্বক ও কিয়ৎপরিমাণে ঈর্ষাপূর্ব্বক এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ যুবকবৃন্দও এতদ্ব্যবস্থার অনেকে নিন্দা করেন। **স্বদেশ-বিদ্বেষই** তাহার প্রধান কারণ। তাৎপর্য্যানুসন্ধানে অভাব ও **বিদেশীয় ব্যবহার অনুকরণপ্রিয়তাও** প্রধান কারণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

বংশগত বর্ণবিচার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাটী সম্প্রতি দূষিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ কি? তাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিতের অভাব হওয়ায় উহা ভিন্নরূপে চালিত হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্য সম্প্রতি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোকের নিকট নিন্দার্হ হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা দোষ-শূন্য, কিন্তু তাহা অযথাক্রমে চালিত হইলে কিরূপে নির্দ্দোষ থাকিতে পারে? আদৌ **স্বভাবজ ধর্ম্মকে বংশজ ধর্ম্ম করায় ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য হইতেছে। ব্রাহ্মণের অশান্ত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে ও শূদ্রের সন্তান পণ্ডিত ও শান্ত-স্বভাব হইলেও শূদ্র হইবে,** এরূপ ব্যবস্থা মূল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ।

গুণগত বর্ণ-নিরূপণের উপায়

প্রাচীন রীতি ছিল যে, সন্তান উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে **কুলবৃদ্ধগণ, কুলগুরু, কুলাচার্য্য, ভূস্বামী ও গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ তাহার স্বভাব বিচার করিয়া তাহার বর্ণ নিরূপণ করিতেন।** বর্ণ নিরূপণ-কালে বিচার্য্য ছিল এই যে, পুত্র পিতৃবর্ণ লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে কি না। নিসর্গবশতঃ এবং উচ্চাভিলাষ-জনিত পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ উচ্চবংশীয় সন্তানেরা প্রায়ই পিতৃবর্ণ লাভ করিতেন। কেহ কদাচ অক্ষমতাবশতঃ নীচ বর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। পক্ষান্তরে নীচবর্ণ পুরুষদিগের সন্তানেরা উল্লিখিত সংস্কার সময়ে অনেক স্থলে উচ্চবর্ণ লাভ করিতেন। পৌরাণিক ইতিহাস দৃষ্টি করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে-সময় হইতে অন্ধ-পরম্পরা নামমাত্র-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কার্য্য না পাওয়ায় আর্য্য-যশঃসূর্য্য অস্তপ্রায় হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যায় নারদ বলিয়াছেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ঐ লক্ষণ অন্য বর্ণজাত সন্তানে দৃষ্ট হইলে তাহাকে সেই লক্ষণানুসারে তদ্বর্ণে নির্দ্দেশ করিবেন অর্থাৎ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে স্বভাবজ ধর্ম্মটি ক্রমশঃ বংশজ হইয়া উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয়—ইহাও কিয়ৎ পরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটী কখন ব্যবস্থা হইতে পারে না।

স্মার্ত্তদিগের হস্ত হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষা করাই স্বদেশ-হিতৈষীতা

সংসারকে ঐ প্রকার অন্ধ-পরম্পরা-পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অতত্ত্বজ্ঞ স্মার্ত্তদিগের হস্তে ধর্ম্ম শাস্ত্র ন্যস্ত হওয়ায়, যে-বিপদ আশঙ্কায় বিধান করা হইয়াছিল, সেই বিপদ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। সু-বিধানের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই স্বদেশ-হিতৈষীতার লক্ষণ। কিয়দংশে মল প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মূল ব্যবস্থাকে দূর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

স্বদেশ-হিতৈষিগণের প্রতি প্রাচীন শাস্ত্র-মর্য্যাদা স্থাপনের নির্দ্দেশ

অতএব হে স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দোষ-ব্যবস্থা সকলকে নির্ম্মল করত প্রচলিত করুন। আর বিদেশীয় লোকের অন্যায় পরামর্শক্রমে স্বদেশের সদ্বিধি লোপ করিতে যত্ন পাইবেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহানুভবগণের কীর্ত্তিসন্ততি-স্বরূপ এই ভারতভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীন জাতি-নিচয়ের নিকট সাংসারিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা রাখিবার স্থান দেখি না! **বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকলপ্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে, ইহা আমার বলা বাহুল্য।** ঈশ্বর ভাবমিশ্রিত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সকলেই আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করিবেন, ইহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

কর্ম্মিগণ কর্ম্মকেই প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় মনে করেন

এবম্বিধ বর্ণাশ্রম-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মানববৃন্দ ক্রমশঃ পরমার্থ লাভ করিতে পারেন। এজন্য কর্ম্মবাদী পণ্ডিতেরা অভিধেয়-বিচারে কর্ম্মকেই প্রয়োজন সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম ব্যতীত বদ্ধজীব ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। নিতান্তপক্ষে শরীর-নির্ব্বাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে কোনক্রমেই প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয় না। অতএব কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য।

ঈশ্বরে ফলার্পণদ্বারা কর্ম্ম শুদ্ধতা লাভ করিলে উহা অভিধেয় হয়

যখন কর্ম্ম ব্যতীত থাকা যায় না, তখন স্বীকৃত কর্ম্মসকলে পারমেশ্বরী ভাবার্পণ করা উচিত, নতুবা ঐ কর্ম্ম পাষণ্ড কর্ম্ম হইয়া উঠিবে।

যথা, ভাগবতে—

এতৎ সংসূচিতম্ ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥ (ভাঃ ১।৫।৩২)

কর্ম্ম অকাম হইলেও উপদ্রব-বিশেষ, অতএব উহা অধিকারভেদে, ব্রহ্ম-জ্ঞান-যোগদ্বারা ঈশ্বরে ফলার্পণ ব্যবস্থাক্রমে এবং ভগবানে রাগমার্গে অর্পিত না হইলে শিবদ হয় না। যথাস্থলে রাগমার্গের বিবৃতি হইবে। অতএব কর্ম্মের অভিধেয়ত্ব-সত্ত্বে, সমস্ত কর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর পরমাত্মার পূজা করা প্রয়োজন। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে ঈশ্বর-পূজা অপরিহার্য্য। যেহেতু পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা সহকারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করার নামই ঈশ্বর-পূজা। কাম্য কর্ম্মগুলি নিম্নাধিকারীর কর্ত্তব্য, তথাপি ইহাতে ঈশ্বর-ভাব মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা, ভাগবতে—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

যে-কর্ম্মই করুন অর্থাৎ মোক্ষকাম, অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া যে অনুষ্ঠানই করুন, তাহাতে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের যজন তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা করিবেন।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৫৫)

রাসে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানময় বচনের উত্তরে শ্রীব্রজদেবীগণের "মৈবং বিভোহ ইতি ভবান্ ইত্যাদি বাক্যে (ভাঃ ১০।২৯।৩১ শ্লোকে) শ্লোক মধ্যে আপনি দেহধারিগণের প্রিয়তম, বন্ধু ও আত্মা—এই বাক্যেও পরিহাসময় বচন-ভঙ্গিতে ভাবোৎকট দ্বারা রসোল্লাস বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রাণীর-প্রিয়তম রূপে বর্ণন করায় তাঁহাকে পরমাত্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাতে মধুর রসময়ী রাসলীলার শান্তরসের সখিগণ হেতু পালকের আশঙ্কা হয়। কিন্তু যে-সকল শব্দ প্রয়োগ-দ্বারা ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করিয়াছেন, সে-সকল বাক্যদ্বারা তাঁহার স্বরূপ-কীর্ত্তনসূচক না হইয়া অন্য অর্থদ্বারা তাঁহার প্রতি ব্রজদেবীগণের পরিহাস সূচনা করিয়া মধুর রসের পুষ্টি সাধন করা হইয়াছে। নায়িকার উপযুক্ত পরিহাস-বচন উক্ত রসের উল্লাস বর্দ্ধন করে।

অতঃপর গৌণরসের সখিগণে বচন-ভঙ্গিতে মুখ্য রসের উল্লাস বর্ণিত হইতেছে। শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্য—

> ত্বক্শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্ত-
> র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্কফপিত্তবাতম্।
> জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতিবিমূঢ়া
> যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥
>
> (ভাঃ ১০।৬০।৪৫)

যে-স্ত্রী আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ করিতে পারে নাই, সেই মূঢ়মতি স্ত্রী বাহিরে ত্বক শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশদ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, বাত, পিত্ত, কফপূরিত জীবিত শবদেহকে কান্ত-জ্ঞানে ভজন করে। এস্থলে বৈরীরূপে অযোগ্য বীভৎস রসের সখিগণ, যাঁহার উৎকট খ্যাপন উদ্দেশ্য, সেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কান্তভাবের প্রশংসাসূচক হওয়ায় সেই ভাবের উৎকর্ষের হেতু হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষখ্যাপন হেতু মধুর রসের উল্লাস সাধিত হইয়াছে।

অন্য দৃষ্টান্ত—দ্বারাকা-মহিষীগণের উদ্দেশ্যে হস্তিনাপুর-রমনীগণের উক্তি—

এতাঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্তপেশলং
নিরস্তশৌচং বত সাধু কুর্ব্বতে।
যাসাং গৃহাৎ পুষ্করলোচনঃ পতি-
র্ন জাত্বপৈত্যাত্মতিভির্হৃদি স্পৃশন্॥
(ভাঃ ১।১০।৩০)

শৌচ ও স্বাতন্ত্ররহিত স্ত্রীত্বকে ইঁহারা পরমশোভিত করিয়াছেন। কারণ, আহরণ সমূহদ্বারা আসক্ত হইয়া যাহাদের গৃহ হইতে কমললোচন পতি শ্রীকৃষ্ণ বহির্গত হন না। শৌচরাহিত্য দোষ অন্য স্ত্রীজাতি সম্পর্কে, শ্রীরুক্মিণীর সম্বন্ধে নহে। কারণ স্ত্রীজাতীয় অন্যের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাদের সাধুত্ব প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং সে সকল দোষযুক্ত অন্য স্ত্রীজাতিকেও নিজ কীর্ত্ত্যাদি দ্বারা তাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়াছেন।

তাঁহারা যে-সে সকল দোষশূন্যা, সর্ব্বগুণে সমাঙ্কতা এবং অসৎ রমণী-গণের সাধুত্ব বিধানে সমর্থা, তাহার হেতু—স্বয়ং তাদৃশী হইলেও আহরণ দ্বারা—প্রেয়সী জনোচিত গুণ সমাহার দ্বারা তাঁহারা এমন প্রীতিপাত্রী হইয়াছেন—যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি আসক্ত হইয়া গৃহ হইতে বাহির হন না। সর্ব্বদা তাঁহাদের গৃহে অবস্থান করেন। "শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের গৃহ হইতে বাহির হন না"—এই বাক্যে কামুক পুরুষের মত তাঁহার আচরণ বর্ণিত হওয়ায় মধুর রসে বীভৎস-রসের সম্মিলন ঘটিয়া মধুর রসের উল্লাস বর্ণিত হইয়াছে।

গৌণরসে অযোগ্যরসের সম্মিলন হইলে তদ্দ্বারা ভঙ্গিবিশেষে যদি যোগ্যস্থায়ীর উৎকর্ষ সাধিত হইলে যে রসোল্লাস ঘটে, তাহার দৃষ্টান্ত—

শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদে নিমজ্জিত হইয়া কালীয় দ্বারা শরীর বেষ্টিত হইলে গোপীগণের-একান্ত অনুরক্ত চিত্ত তাঁহার সৌহৃদ্য, সহাস দৃষ্টি এবং সস্মিত বচন স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত, আর প্রিয়বিরহে ত্রিভুবন শূন্য দেখিতে লাগিলেন—

গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে
তৎসৌহৃদঃ স্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ।
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ
শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্॥ (ভাঃ ১০।১৬।২০)

এস্থলে গৌণ করুণ রস যোগ্য। উজ্জ্বল রস তাহার বিরুদ্ধ, তথাপি সহাস দৃষ্টিরূপ উজ্জ্বল সঙ্গিত স্মরণমাত্রে পর্য্যবসিত হওয়ায় সেই সেই ভাবাভিব্যক্তির ভঙ্গিতে করুণ রসের স্থায়িভাব শোক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। সেইহেতু রসের উল্লাস ঘটিয়াছে।

মুখ্য রসসকলে অযোগ্য সঞ্চারি-সখিগণেও উক্ত রূপে রসের উল্লাস দেখা যায়—

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥

(ভাঃ ১০।২৯।৮)

শ্রীব্রজসুন্দরীগণ রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে মোহিতচিত্ত হওয়ায় পতি, পিতৃ, ভ্রাতৃ ও বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক বারম্বার নিবারিত হইয়াও গমনে নিবৃত্ত হইলেন না।

এস্থলে পত্যাদি সম্মুখে তাদৃশ চাপল্য অযোগ্য হইলেও তৎকালে তাঁহাদের মোহ-প্রাচুর্য্য-বর্ণন-ভঙ্গিতে কান্তভাবের সর্ব্বানুসন্ধানরহিত মহাভাবান্য প্রীতির উৎকর্ষই প্রতীত হইতেছে। তজ্জন্য এস্থলে রসের উল্লাস হইয়াছে।

উজ্জ্বল রসে স্থায়ীকান্তভাব স্থলবিশেষে রসাবহ হইলেও পরকীয়া নায়িকার পত্যাদির অগ্রে চাপল্য কখনও রসাবহ হইতে পারে না, কিন্তু কান্তভাবের চরম পরিপাক মহাভাব। ব্রজসুন্দরীগণ মহাভাববতী বলিয়া পত্যাদির বারণাদির অনুসন্ধান ছিল না। তাঁহার বেণুগীতে মোহিত হইয়া অভিসার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মোহ সামাজিকের চিত্তকে বিস্ময়ান্বিত করে। মহাভাবের অনুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় রসোল্লাস হইয়াছে।

শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে বলিয়াছেন—

যুবাং নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ। (ভাঃ ১০।৮৫।১৮)

তোমরা আমাদের পুত্র নহ, সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর। এস্থলে পিতৃভাবে প্রকাশমান শ্রীবসুদেবের বাৎসল্যই যোগ্য। সেই ভাব অতিক্রম করিয়া দাস সংযোগ রস নির্ব্বাহ করিতে পারে না। বসুদেব লীলাপরিকর, তাঁহাতে নানা লীলানির্ব্বাহোপযোগী বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ রসাভাস ঘটে নাই, পরন্তু রসের উল্লাস ঘটিয়াছে।

ভগবৎপ্রীতিময় রসে যে শান্তরস আছে, তাহার নাম জ্ঞান-ভক্তিময় রস। তাহাতে বিষয়ালম্বন পরম ব্রহ্মরূপে স্ফূর্ত্তিমান্ জ্ঞান-ভক্তির বিষয় চতুর্ভুজাদি-রূপ শ্রীভগবান্। তাহার আশ্রয়ালম্বন ভগবল্লীলাগত মহাজ্ঞানী ভক্তগণ। শান্তরসের এই দ্বিবিধ আলম্বন শ্রীসনকাদির বৈকুণ্ঠগমন প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশুকদেব প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ ছিলেন। সে অবস্থায় তাঁহাতে ভগবৎ-প্রীতিভাব ছিল না। পরে কোনরূপে ভগবল্লীলাকৃষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন।

শান্তরসের উদ্দীপন শ্রীভগবানের গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য। গুণ—সচ্চিদানন্দ-শাস্ত্রাঙ্গত্ব, সদাস্বরূপ সংপ্রাপ্তত্ব, ভগবত্ত্ব, পরমাত্মত্ব, বিদ্যাশক্তিপ্রধানত্ব, বিভুত্ব, হতারিগতিদায়কত্ব, শান্তভক্তপ্রিয়ত্ব, সমত্ব, দান্তত্ব, শান্তত্ব, শুচিত্ব, অদ্ভুতরূপত্ব প্রভৃতি। দ্রব্য—মহোপনিষৎ, জ্ঞানিভক্তপাদরজঃ, তুলসী, ভগবৎস্থানসমূহ ইত্যাদি। অনুভাব—ভগবদ্গুণাদিপ্রশংসা, পরব্রহ্ম পরমাত্মাদি, নামোচ্চারণ, নানাগ্রদৃষ্টিত্ব, অবধূতচেষ্টা, জ্ঞানমুদ্রাদিপূর্ব্বক জৃম্ভা, অঙ্গমোচন, হরিনতিস্তুতি প্রভৃতি।

শ্রীচতুঃসন শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে বলিলেন—

যোঽন্তর্হিতো হৃদিগতোঽপি দুরাত্মনাং ত্বং
নাদ্যৈব নো নয়নমূলমনন্তরার্দ্ধঃ।
যর্হ্যেব কর্ণবিবরেণ গুহাং গতো নঃ
পিত্রানুবর্ণিতরহা ভবদুদ্ভবেন ॥

(ভাঃ ৩।১৫।৪৬)

তুমি হৃদয়স্থ হইয়াও দুরাত্মাদিগের নিকট অন্তর্হিত থাক অর্থাৎ তাহারা দেখিতে পায় না। কিন্তু অদ্য আমাদের নিকট অন্তর্হিত হইতে পারিলে না, আমাদের নয়নগোচর হইলে। তোমা হইতে উৎপন্ন আমাদের পিতা ব্রহ্মা যখন তোমার রহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন তখন তুমি আমাদের কর্ণপথে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ।

এখানে জ্ঞান-ভক্তির স্থায়ীভাব বর্ণিত হইয়াছে।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীকৃষ্ণদাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৫৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন—মহাপ্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণদাস বিপ্রও আসিলেন। মহাপ্রভু একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট বিপ্র কৃষ্ণদাসের সম্মুখেই কৃষ্ণদাসের পূর্ব্ব-আচরণ অর্থাৎ ভট্টথারিগণের প্রলোভনে পতিত হইবার কথা ব্যক্ত করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি ইহাকে ভট্টথারিগণের কবল হইতে উদ্ধার-পূর্ব্বক এখানে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিলাম। আমার আর কোনও দায় নাই, এখন যথায় ইচ্ছা, তথায় যাউক্।" মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে এইরূপভাবে বর্জ্জন করিলে বিপ্র কৃষ্ণদাস ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। মহাপ্রভু দৃক্‌পাত না করিয়া মধ্যাহ্ন করিতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে পতিতোদ্ধারণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিপ্র কৃষ্ণদাসের দ্বারা গৌড়দেশে মহাপ্রভুর নীলাচল-প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ প্রেরণার্থ যুক্তি করিয়া বিপ্র কৃষ্ণদাসকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। অপর একদিনে এই সঙ্কল্প মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিয়া বলিলেন,—'তোমার দক্ষিণ-গমন-সংবাদ-শ্রবণে শচীমাতা ও শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ বিরহকাতর হইয়া আছেন; সুতরাং তোমার প্রত্যাগমন-সংবাদ তাঁহাদিগকে প্রদান করা আবশ্যক। এই কার্য্যের জন্য আমরা বিপ্র কৃষ্ণদাসকে শচীমাতার নিকট গৌড়দেশে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করি।" কৃষ্ণদাসের প্রতি পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা-কৌশল দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আর শ্রীনিত্যানন্দের প্রার্থনা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। বিপ্র কৃষ্ণদাস শ্রীশচীমাতার নিকট গৌড়দেশে প্রেরিত হইলেন।

কৃষ্ণদাসের চরিত্র, কৃষ্ণদাসের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা-প্রসঙ্গে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় আছে। শ্রীগৌরসুন্দর—স্বয়ং ভগবান্; শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—সাক্ষাৎ স্বয়ং প্রকাশ-বিগ্রহ—জগদ্‌গুরুর লীলাভিনয়কারী; সেই শ্রীনিত্যানন্দ-কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় সমর্পিত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বস্ত্র-কমণ্ডলু-বহন-সেবায় অধিকার প্রাপ্ত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পর্য্যটন-লীলার সঙ্গী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগদুদ্ধারণ-লীলা—নাম-প্রেম-প্রচারের প্রত্যক্ষ দর্শী, বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তিমান্ মহৌদার্য্যাবতারীর ঔদার্য্য-সীমা সন্দর্শন ও অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণের সুদুর্ল্লভ সৌভাগ্যলব্ধ ব্যক্তি কেন অসৎসঙ্গে প্রলুব্ধ হন? এরূপ

ব্যক্তিরও কিরূপেই বা মহাপ্রভুর সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীদর্শন—স্ত্রীসম্ভাষণের অভিলাষ হয়? এরূপ প্রশ্ন হৃদয়ে উঠা খুবই স্বাভাবিক। আবার এইরূপ দৃষ্টান্তের ছল লইয়া জগতের অখিল অনাদি-বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায় বিচার করেন যে, যখন সাক্ষাৎ গুরু ও ভগবানের সেবা বা সঙ্গ করিতে করিতেও জীবের পতন হয়—অন্যাভিলাষ উদিত হয়, তখন "গুরু" বা "ভগবান্" বলিয়া কিছু নাই অথবা তাঁহাদের কোন সামর্থ্য নাই। জীব ত' পরমেশ্বরের অধীন—অস্বতন্ত্র; পরমেশ্বর ইচ্ছা না করিলেই ত' জীবের পতনোন্মুখতা-বৃত্তি উদিত হয় না, অথবা পরমেশ্বর যদি জীবকে ঐরূপ কার্য্য করিতে বাধা প্রদান করেন, তবেই ত' জীবের আর ঐরূপ দুরাচারের সামর্থ্য থাকে না। এইরূপ বিচার আরও অত্যধিক চালনা করিতে করিতে কেহ কেহ আবার তাঁহাদের স্বকৃত ও স্বেচ্ছাকৃত দুরাচার-সমূহকে ভগবৎকৃত বা ভগবৎস্বেচ্ছাকৃত আচার বলিয়া স্থাপন করেন—"ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বাক্যের ছলে তাঁহারা তাঁহাদের যাবতীয় অসৎ কার্য্য ভগবানের প্রেরণা-কৃত বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন।

অনাদি বহির্ম্মুখ জীব আমরা, অনাদি-বহির্ম্মুখতাই জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া অভ্যস্ত আমরা বহির্ম্মুখতাকেই যে কোনও ছলে-বলে-কৌশলে পরিপোষণ ও পরিপালন করিতে ইচ্ছা করি। "নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠান "বাঁকা" প্রচলিত প্রবাদের ন্যায় আমাদের নৈসর্গিক যাবতীয় দুরাচার ভগবানের ঘাড়েই চাপাইতে চাই। অর্থাৎ আমরা ভালই নৃত্য করিতে জানি, আমাদের কোন দোষ নাই, অথবা আমাদের যতকিছু দোষ, তজ্জন্য দায়ী ভগবান্! আমাদের কুনাট্যের, তাণ্ডব নৃত্যের যদি কোনও দোষ থাকে, তবে তাহা "উঠানের" জন্য—ভগবানের জন্য! কেন, তিনি ত' সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলেই ত' আমাদের দ্বারা ঐরূপ অসৎকার্য্য না করাইতে পারেন, অথবা আমাদিগকে কেবল সৎকার্য্যেই প্রণোদিত করিতে পারেন! আমরা ত' ক্ষুদ্র জীব অসৎকার্য্যে ধাবিত হইবই, ভগবানের কর্ত্তব্য,—আমাদের যাহাতে ঐরূপ কার্য্যে আদৌ প্রবৃত্তিই না হয়, তজ্জন্য আমাদের মাথার কব্জাকে অন্যরূপভাবে গঠিত করিয়া দেওয়া। অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, জগতের শতকরা ৯৯ জন বা ততোধিক লোকের ন্যূনাধিক প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্নভাবে এইরূপ বিচার রহিয়াছে—পারমার্থিক রাজ্যের কোনও প্রশ্ন উদিত হইলে এখানেই লোকের মস্তক আর অগ্রসর হইতে পারে না।

ভগবান্ কেন আমাদিগের সব করিয়া দিবেন না? আমাদিগের যত ইন্দ্রিয়তর্পণ, তিনি করিয়া দিতে বাধ্য; যদি না করিয়া দেন, তবে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা নাই—উহা কেবল মুখের কথা বা অতিরঞ্জিত স্তুতিবাদ মাত্র। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সময়—ইন্দ্রিয়তর্পণ-সমর্থনের যুক্তি প্রদর্শন-কালে সচেতনের সকল লক্ষণ দেখাইব, আর আমাদের দোষ-স্খালনের সময় আমাদিগকে "অচেতন" রূপে প্রদর্শন করিয়া ভগবানের উপর সমস্ত দোষপর্ব্বত ন্যস্ত করিব—ইহা অনাদি-বহির্ম্মুখতার একটা নৈসর্গিক বৃত্তি—বহির্ম্মুখতা সংরক্ষণের একটা নৈসর্গিক কৌশল। আমরা চাই, যেন কোনরূপেই ভগবৎসেবা করিতে না হয়। ভগবানের—ভগবদ্ভক্তির—ভগবদ্ভক্তের দোষ, ছিদ্র বস্তুতঃ না থাকিলেও কোনও ছলে তাঁহাদের ছিদ্র-কল্পনা করিয়া—কিম্বা ছিদ্র-বিবর্ত্ত উৎপাদন করিয়া ভগবৎ-সেবা হইতে বিরত ও অপরের ভগবৎসেবায় বাধা জন্মাইতে পারিলেই আমাদের অনাদি-বহির্ম্মুখতা সংরক্ষিত এবং তদ্দ্বারা ত্রিতাপে তপ্ত হইবার জন্ম-জন্মান্তরীয় যে অভ্যাস, তাহাকেই কাম্য প্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। এইরূপ আত্মবঞ্চনাময় নিসর্গ আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে!

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জীবের এই অনাদি-বহির্ম্মুখতার যুক্তি ও প্রবৃত্তির সুষ্ঠু প্রত্যুত্তর ও সৎসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন—যাহা পারমার্থিক জগতের কোনও দার্শনিক বা কোন হেতুবাদী এ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"ওহে জীব, তুমি তটস্থা শক্তি, তুমি ভেদাভেদ-প্রকাশ।" তুমি শক্তি,—শক্তিমান্ নহ। শক্তিমান্ হইতে তুমি বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার উপর প্রভুত্ব করিতে পারিতে, তাহাকে স্ববশে রাখিতে পারিতে, তুমি 'মায়াবশ' না হইয়া 'মায়াধীশ' হইতে পারিতে। কিন্তু তুমি শক্তি; তুমি অন্তরঙ্গা শক্তি নহ, তুমি বহিরঙ্গা শক্তিও নহ—তুমি অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয় শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটস্থা শক্তি। কাজেই তোমাতে উভচরবৃত্তি বর্ত্তমান আছে—তুমি অন্তরঙ্গা শক্তির দিকে প্রপন্ন হইলে—উন্মুখ হইলে অন্তরঙ্গা শক্তি তোমাকে আত্মসাৎ করেন, আবার তুমি বহিরঙ্গা শক্তিতে প্রপন্ন হইলে—তদুন্মুখ হইলে বহিরঙ্গা শক্তি তোমাকে গ্রাস করিতে পারে—তোমাকে তাহার বশীভূত, কবলীকৃত করিয়া নিতে পারে। তুমি—শক্তি; নিঃশক্তি বা শক্তিমান্ উভয় বস্তু তুমি নহ; তুমি অচেতন নহ, পূর্ণ চেতনও তুমি নহ। যদি তুমি অচেতন হইতে—'শক্তি' না হইতে, তাহা হইলে

তোমার অন্তরঙ্গা শক্তির অভিমুখে মুখ ফিরাইবার শক্তি থাকিত না, আর তৎসঙ্গে সঙ্গে বহিরঙ্গা শক্তির প্রতি বিমুখ হইবারও শক্তি থাকিত না। তুমি যদি শক্তিজাতীয় না হইতে, তাহা হইলে তোমার বহিরঙ্গা শক্তিতে কবলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা—শক্তি থাকিত না. আর তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গা শক্তির প্রতি বিমুখতা প্রদর্শনেরও শক্তি থাকিত না। আর তুমি নিঃশক্তি—অচেতন হইলেও সচ্চিদানন্দানুভূতি হইতে বিচ্যুত হইতে। কিন্তু তুমি মধ্যবর্ত্তী শক্তিজাতীয় বস্তু বলিয়াই তোমার সেই উভয় বৃত্তি—উভয়দেশ-বিহারিণী স্বৈরিণী বৃত্তি আছে। তুমি যখন অন্তরঙ্গা শক্তির প্রতি উন্মুখ হও. অন্তরঙ্গা শক্তি যখন তোমাকে আত্মসাৎ করেন, তখন তোমাকে আর "স্বৈরিণী" বলা যায় না। কারণ অন্তরঙ্গা শক্তির শক্তিমানের সেবৈকাভিলাষ ব্যতীত অন্য অস্মিতা বা অস্তিত্ব নাই, তুমি তাঁহার আশ্রিত হইয়া তাঁহারই অনুগমন কর। কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তির কবলিত হইলে তুমি দুষ্ট স্বৈরাচার হইয়া পড়। বহিরঙ্গা শক্তি, শক্তিমানের অন্তরে নহে—বাহিরে; বহির্ম্মুখিনীর কবলে তুমি অধিকতর বহির্ম্মুখ হইয়া স্বতন্ত্রতার অত্যন্ত অপব্যবহার করিতে থাক, কাজেই তোমার "স্বৈরিণী" সংজ্ঞা রূঢ়িত্ব লাভ করে।

তোমার যুক্তি এই,—শক্তিমান্ কেন বহিরঙ্গা শক্তি সৃষ্টি করিলেন? কেবল অন্তরঙ্গা শক্তি থাকিলেই ত' লোকের বহিরঙ্গার কবলে কবলিত হইবার প্রবৃত্তি হইত না, অথবা উপায় থাকিত না।

শক্তি সৃষ্টি হয় নাই—শক্তিমানের অন্তর ও বাহ্যপ্রদেশে নিত্যই স্বতঃসিদ্ধভাবে শক্তি-দ্বয় বিরাজিতা। কেবল অন্তরঙ্গা শক্তিযুক্ত হইলে শক্তিমানের পরিচয়ের অসম্পূর্ণতা হইত—তাঁহাকে "বাস্তব বস্তু" বলা যাইত না। কারণ, বস্তুত্বের পরিচয় অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে সাধিত হয়। কেবল অন্বয় পরিচয় বা কেবল ব্যতিরেক পরিচয়—অসম্পূর্ণ পরিচয়। বস্তুত্বের কেবল অন্বয়ভাব থাকিতে পারে না—অন্বয়ভাব, ব্যতিরেকভাবযুক্ত পদার্থই বস্তু। যাহার কেবল অন্তর আছে, বাহ্য নাই, সে ত' কল্পনা, আকাশকুসুম; অথবা যাহার কেবল বাহ্য আছে. অন্তর নাই,—তাহাও অবাস্তব, হেয় ভাব মাত্র। শক্তিমানের অন্তরঙ্গ আছে, আর বহিরঙ্গের পরাভবকারী অন্তরঙ্গের সৌন্দর্য্য নিত্য পরিস্ফুট, অন্তরঙ্গের বিকৃত প্রতিবিম্বাভাসে বহিরঙ্গ হেয় ও অনিত্য। কাজেই তুমি যখন বল, জগতে আলোক থাকুক, অন্ধকার না থাকুক, তখন তুমি বস্তুতঃ আলোকের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার কর—প্রকৃত প্রস্তাবে

আলোক-দর্শনের স্পৃহা তোমার নাই। অপ্রাকৃত রাজ্য কেবল আলোকময় হইলেও অপাশ্রিতভাবে অন্ধকার বা অন্ধকার-ভাব বর্ত্তমান থাকিয়া আলোকের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেছে। সুতরাং কেবল অন্তরঙ্গা শক্তির অস্তিত্ব আকাঙ্ক্ষা করা—বস্তুতঃ অন্তরঙ্গা শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা বা প্রচ্ছন্নভাবে শক্তিমানকে অস্বীকার করা। তুমি বলিতে পার,—আচ্ছা, অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয় শক্তিই শক্তিমানে বিদ্যমান থাকিল স্বীকার করিলাম, কিন্তু তটস্থা শক্তির কি আবশ্যকতা আছে? (ক্রমশঃ)

অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১১ পৃষ্ঠার পর)

কলিকাল অগ্রসরের সঙ্গে-সঙ্গে রামচন্দ্র খাঁ, রামচন্দ্রপুরীর প্রবৃত্তি হইতেও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ও অদৈব সম্প্রদায়ের কুপ্রবৃত্তি অধিকতর কলুষিত হইতেছে। স্ত্রীসঙ্গী রামচন্দ্র খাঁ মহাভাগবতবরেণ্য জগদ্গুরু ঠাকুর হরিদাসের নিকট সত্যই ব্যভিচারিণী প্রেরণ করিয়া বেশ্যার দ্বারা লোক-সমাজে বৈষ্ণব-চরিত্রের সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, আর রামচন্দ্রপুরী পিপীলিকাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জিহ্বা-লাম্পট্যের (?) সাক্ষী রাখিয়াছিলেন; কিন্তু অবৈধ স্ত্রীসঙ্গিগণের অবৈধ অধস্তনগণ অলীকতার কাল্পনিক কৃত্যাকে অকৃত্রিম বিষ্ণু-বৈষ্ণব-চরিত্রের পরিমাপক করিতে চাহিতেছেন!

'ধন্য কলিকাল! তেরি তমাস্না. দুখ্ লাগে আউর্ হাসি।'

অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গ ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের কলা-কৌশলের যাহাতে অধিকতর কৃষ্টি-সাধন হয় এবং তদ্দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ-সাধক উদরের অন্ন-সংস্থান ও উদরের মেধ পরিবর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য এক শ্রেণীর গ্রাম্য সাহিত্যিক সমাজহিতৈষণার ছলনারূপ পূতনা-সুলভ ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া সমাজের চিরসর্ব্বনাশ করিয়া দিতেছে। স্পষ্ট গ্রাম্য সাহিত্যিক অপেক্ষাও এই শ্রেণীর ছদ্মবেশী অসৎ-সাহিত্যিক-পুঙ্গবগণ ভয়াবহ। 'Realistic art' এর নামে সাহিত্যে যে-সকল স্ত্রীসঙ্গোদ্দীপক প্রেয়ো-গ্রাম্যকথা বিস্তারিত

হইতেছে, তাহা ঐরূপ ব্যক্তিগণেরই চরিত্রের সাক্ষী। অদৈব বর্ণাশ্রমের পুরোহিতগণের অবৈধ অধস্তনগণ চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া তাহাদের চরিত্রভ্রষ্টা বিলাসিনীর মুখে যে-সকল চরিত্রহীনতার সাহিত্য সৃষ্টি করে, তাহা একদিকে যেমন চরিত্রভ্রষ্ট সাহিত্যিকগণের চরিত্রহীনতার জীবনপঞ্জী, অপর দিকে তেমনি বর্ত্তমান ও ভাবী সমাজের চরিত্রহীন জীবন-গঠনের প্রশস্ত রাজকীয় পথ। ঐ সকল অসতী সাহিত্য-স্বৈরতা সংযমনের জন্য—নাটক-নভেল-চলচ্চিত্র-নিয়মনের জন্য নানাপ্রকার রাজকীয় আইন প্রস্তুত হইলেও কাপট্য-মূলক স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গজ কাম-লাস্যই অধিকতর কৌতূহলময়ী উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপ-লীলা আলোচনা করিলে দেখা যায়, একদিকে যেমন পাপে পুণ্যে বিষয়ভোগী, হরিকীর্ত্তন-বিরোধী "পাষণ্ডী হিন্দু"-সম্প্রদায় তাহাদের আত্মচরিত্র-বিচারে মহাপ্রভুর সর্ব্বোত্তম বিমল চরিত্রে দোষারোপ করিতেছিলেন, অপরদিকে তেমন পরবর্ত্তিকালে প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় 'মহামহিমগণে'র বিচার ও সিদ্ধান্ত-বিরোধ করিয়া মহাপ্রভুকে 'নাগর', 'লম্পট' বা 'পরস্ত্রী-সঙ্গী' সাজাইয়া অতিধর্ম্মোন্মত্ততার পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন! প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় অধোক্ষজ স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের লাম্পাট্যের অবৈধ অনুকরণ করিয়া কেহ বাউল, কেহ আউল, কেহ সহজিয়া, কেহ কর্ত্তাভজা, কেহ নেড়া, কেহ সখীভেকী, কেহ ভবানীভর্ত্তা স্মার্ত্ত, কেহ লৌকিক গোস্বামী, কেহ অবৈধ কৌপীনধারীর উন্মত্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক জগতে যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গেরই প্রচার বিস্তারিত করিয়াছিলেন! শৌক্রধারায় আচার্য্য-সন্তানত্ব বা গোস্বামিত্ব প্রতিপাদন ও সংরক্ষণ-চেষ্টা—স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গজ অদৈব স্মার্ত্তমতেরই পুনরাবৃত্তি। আবার কেহ কেহ অতিনিরপেক্ষতার অক্ষজ আদর্শের দ্বারা ভোক্তৃতত্ত্ব ভগবান্‌কেও পরিমাপ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ-পূর্ব্বক মহাপ্রভুকে পর্য্যন্ত পাছে অপর লোকে 'যোষিৎসঙ্গী' বলেন, এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হইবার অভিনয় দেখাইয়াছিলেন! শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ গণগড্ডলিকার ভ্রান্তমতের শঙ্কায় শঙ্কিত, অতিনিরপেক্ষতা প্রদর্শনের আদর্শলীল পণ্ডিত দামোদরকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া ঐরূপ ভ্রান্ত-লোক-মতে বা ভ্রান্তগণ-বিশ্বাসে বাস্তব বিমল চরিত্র কোনও দিনই সত্যানুসন্ধিৎসুগণের নিকট পূর্ণ-আদর্শ স্থাপন করিতে লেশমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না, ইহা জানাইয়াছিলেন। আবার—

"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে ॥"
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬।১২৩)

—প্রভৃতির অর্থ জীবেন্দ্রিয়-তৃপ্তির আধারে বিচার করিয়া—

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ী যায়।
তথাপি জানিহ সেই নিত্যানন্দ রায় ॥"

—প্রভৃতি যে-সকল বিকৃত পয়ার পরবর্ত্তিকালে সহজিয়া-সাহিত্যে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকল সাহিত্য হইতেও নানাপ্রকার যোষিৎসঙ্গ-প্রবৃত্তি জগতে প্রসারিত হইতেছে।

বদ্ধজীবকে—'গুরু' কিম্বা জীবতত্ত্বকে—'নিত্যানন্দ' সাজাইবার প্রবৃত্তি, অথবা মহাভাগবতের আচারকে অনর্থ-যুক্ত জীবের আচরণের সহিত সমস্তরে দর্শন ও তাহার অবৈধ অনুকরণ-প্রবৃত্তি যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গিগণের মধ্যে যেরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে, সেই সকল প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট সর্ব্ববিধ যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গজ কাম-কবল হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় এরূপ ভীষণ যুগে হয়তো "গৌড়ীয়মঠে"র আবির্ভাব হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের অপ্রকটের পরে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ব্যতীত একসঙ্গে এত অধিক-সংখ্যক কায়মনোবাক্যে অকৈতব আদর্শ, বিমল-চরিত্র, সুশিক্ষিত ব্যক্তি শুদ্ধ হরিভজনের কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন কি না, আমাদের জানা নাই। তথাকথিত কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা ভক্তিবিদ্বেষী "পাষণ্ডী হিন্দু" এবং তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে নাসিকা-কুঞ্চনময়ী অসতী ধারণাকে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠই অসমোর্দ্ধ আদর্শ অনবদ্য চরিত্রের দ্বারা মাত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয়ের অকৃত্রিম প্রথম পথ-প্রদর্শক ; এই সত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়-পতাকা আজ সজ্জন-বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোনও নিষ্কপট সেবকের কখনও কলিস্থান-পঞ্চকের বিন্দুমাত্র সেবা করিবার অধিকার নাই : পান, তামাক, গাঁজা প্রভৃতি সেবন, তাস-পাশা খেলা, অবৈধ সিনেমা-যাত্রা-থিয়েটার দর্শন, অবৈধ যোষিৎসঙ্গ ও গৃহস্থগণের বৈধ স্ত্রীসঙ্গে অত্যাসক্তি, বিবিধ কামুকতা, পশুবধ, নিজভোগার্থ অর্থ-সংগ্রহ—ইহার কোনটীই শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য সকল কোন-প্রকারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অনুগত সেবকগণের মধ্যে অবশেও অনুষ্ঠিত হইবার জন্য অনুমোদন করেন না।

কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টথারি-স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার মতি বা স্বতন্ত্রতা জীব-স্বরূপের যোগ্যতার পরিচায়ক হইলেও অর্থাৎ তটস্থা শক্তিজাত প্রত্যেক অণুচেতন জীবের ভগবৎসেবা হইতে স্বতন্ত্র হইবার যোগ্যতা আছে, ইহা কালাকৃষ্ণদাসের আদর্শে প্রদর্শিত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনও দিনই বিপ্র কৃষ্ণদাসের ঐরূপ আচরণের অনুমোদন করেন না। পরম করুণাময় পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কৃষ্ণদাসকে যোষিৎসঙ্গ এবং যোষিৎসঙ্গী ভট্টথারী হইতে পৃথক্ রাখিয়া কৃষ্ণদাসের অধিকারোপযোগি-সেবার অধিকার-দ্বারা তাঁহার ভাবিমঙ্গলের পথ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করিবার পক্ষপাতী না হইলেও কালাকৃষ্ণদাসের যোষিৎ দর্শন বা ছোট হরিদাসের "প্রকৃতি দর্শন" কোনও দিনই অনুমোদন করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিবার অভিনয় দেখাইতে গিয়া কালাকৃষ্ণদাসের বা ছোট হরিদাসের যোষিৎসঙ্গ-স্পৃহা, কিম্বা বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের অন্যাভিলাষ, অদ্বৈতপ্রভুর সেবকাভিমানী কমলাকান্ত বিশ্বাসের অস্থির বিচার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া কিম্বা শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ বীরভদ্রের পাদপদ্মসেবা হইতে কেহ কেহ বিচ্যুত হইয়া অসৎসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা শ্রীবীরভদ্র প্রভুকে দোষারোপ করা—যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গজের চিন্তাস্রোত ও বিচারমাত্র। কেননা, শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রাম্য সাহিত্যিক বা প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ন্যায় কালাকৃষ্ণদাসের বা ছোট হরিদাসের ভগবদ্-বিমুখতাজাত যোষিৎসঙ্গ-স্পৃহার বিন্দুমাত্রও অনুমোদন করেন নাই। বর্ত্তমান যুগে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্গের অকৈতব অনুগত সেবক-সম্প্রদায়ই স্ব-স্ব বিমল চরিত্রের আদর্শে ইহা সর্ব্বতোভাবে বাস্তবতায় প্রমাণিত করিয়াছেন।

নীলাচলে যখন সন্ন্যাসি-লীল শ্রীগৌরসুন্দর গরুড়-স্তম্ভের নিকট হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় এক উড়িয়া স্ত্রীলোক অজ্ঞাতসারে মহাপ্রভুর স্কন্ধে পদার্পণ-পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে উদ্যত হন। কৃষ্ণদর্শন-দ্বারা কৃষ্ণের সেবাসুখ বিধান-হেতু সন্ন্যাসি-লীল শ্রীগৌরসুন্দর স্ত্রীমূর্ত্তিকে অপ্রাকৃত কাষ্ণ্ণজ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু উড়িয়া স্ত্রীকে যোষিদ্রূপে দর্শন বা ঐরূপ যোষিতের সঙ্গ করেন নাই। কিম্বা অন্য সময় যখন দেবদাসীর গুর্জ্জরী রাগিণীতে গীতগোবিন্দের সঙ্গীত শুনিয়া অর্দ্ধবাহ্যদশায় শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবদাসীর পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং গোবিন্দের

মুখে 'স্ত্রী' নাম শ্রবণ করিয়া সাবধান হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর যোষিৎসঙ্গ হয় নাই বা তদ্দ্বারা গৌরনাগরবাদও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। খেয়া পার হইবার সময় পাটনীর সঙ্গে নৌকা আরোহণ—যোষিৎসঙ্গে নৌকাবিলাস নহে, ইহা "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" ন্যায়ের বিষয়ীভূত ব্যক্তিগণ যদি ধরিতে না পারিয়া "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" ন্যায়াবলম্বনে অকৃত্রিম সাধুকেও তাহাদেরই মত অসৎ ও কামলুব্ধ মনে করে এবং সেইরূপ অনুমান ও অসৎ অভিসন্ধিতে লোকবঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে বঞ্চিত হইবে কে ও কাহারা, ইহা অস্থির যোষিৎসঙ্গিগণ বিচার করিতে না পারিলেও নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামিগণ বুঝিতে পারেন।

তাই আমরা শ্রীল রূপপাদ ও তদনুগত আদর্শ-চরিত্র ভক্তবৃন্দের পদরেণু-সমূহ শিরোভূষণ করিয়া ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর গীতি পুনরাবৃত্তি করিতেছি—

স্মরন্ প্রভুপদাম্ভোজং নটন্নটতি বৈষ্ণবঃ।
যস্ত দৃষ্ট্যা পদ্মিনীনামপি সুষ্ঠু ঘৃণীয়তে॥

(ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৮।২২)

যিনি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা পদ্মিনী নারীগণকেও দেখিবামাত্র অত্যন্ত ঘৃণা করেন অর্থাৎ দুঃসঙ্গ জ্ঞান করেন, সেই বিষ্ণুভক্ত সর্ব্বদা স্বীয় প্রভুর পাদপদ্ম-স্মরণ-পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

তনোতি মুখবিক্রিয়াং যুবতীসঙ্গরঙ্গোদয়ে
ন তৃপ্যতি ন সর্ব্বতঃ সুখময়ে সমাধাবপি।
ন সিদ্ধিষু চ লালসাং বহতি লভ্যমানাস্বপি
প্রভো তব পদার্চ্চনে পরমুপৈতি তৃষ্ণাং মনঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৮।২৩)

যুবতী-সঙ্গ-রঙ্গের স্মৃতি উদয় হইবা-মাত্র আমার মন মুখবিকৃতি বিস্তার করে, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-সমাধির নিমিত্ত যে-সব শ্রবণ-মননাদির অনুষ্ঠান, তাহাতেও আমার অতৃপ্তি (পুনরাগ্রহ) হইতেছে না অর্থাৎ উহাকে যথেষ্ট-জ্ঞানে ঘৃণা করিতেছে এবং সিদ্ধি-সমূহের প্রতিও আমার আর লালসা হইতেছে না; হে প্রভো! (ভগবান্) কেবলমাত্র তোমার পাদপদ্মার্চ্চনেই আমার মন পরম তৃষ্ণা লাভ করিতেছে।

—শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দ ব্রজবাসী

পঞ্চম সুখ

মায়ার স্থূল আবরণ জড়-ব্রহ্মাণ্ডে।
নানারূপ দুঃখ ভুঞ্জে যত জীববৃন্দে ॥
সেই দুঃখের যাহাতে হয় অবসান।
দুঃখ গতে যেন পায় সুখের সন্ধান ॥
এই হেতু নানা কর্ম্ম করি আচরণ।
অবশেষে হয় সে মায়া-পাশে বন্ধন ॥
ঐহিক সুখের যত্নে করিয়া কামনা।
বিদ্যা-ধন-দ্বারা-সুত আদি লভে নানা ॥
ভূতাদির শরীর গঠনে পূর্ণনা—হীন।
আয়ুস বিগতে শরীর ভূতেতে লীন ॥
কর্ম্মাসক্ত জীব যখন যাইবে চলিয়া।
বিদ্যা-ধন-দারা-সুত থাকিবে পড়িয়া ॥
পারাত্রিক সুখ-কামি—করি চিত্ত শুদ্ধি।
দেবলোক, পিতৃলোকে হয় তার গতি ॥
যাগ-যজ্ঞ-ব্রত-দান করি শুভ-কার্য্য।
ইহলোক হইতে করে স্বর্গে গমন ॥
দিব্যদেহ ধরি লভিয়া দিব্য-সুখ।
থাকে তাহাতে আত্মাকে করিয়া বিমুখ ॥
হইলে পুণ্যক্ষয় ত্যাজিয়া স্বর্গস্থান।
মর্ত্ত্যধামে—করে সেই পুনরাবর্ত্তন ॥
জ্ঞানের আশ্রয়ে জীব, ব্রহ্মে অবস্থান।
সুখ-দুঃখ-অনুভূতি তথা নাহি জ্ঞান ॥
সেই জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ত্রিপুতির লয়।
জ্ঞাতা জ্ঞায়ের—সাম্যভাব সুখ নাহি ভায় ॥
অধোক্ষজ-বিচারে করে লয়ের অর্থ।
পাষাণ ডুবে থাকে যদি—নদী-গর্ভস্থ ॥

কোনকালে পাষাণ যেমন হয় না বারি।
জীবও ব্রহ্ম হয় না—নিজ সত্ত্বা ছাড়ি॥
ব্রহ্ম হইতেও তার হয় অধোগতি।
কর্ম্মজালে আচ্ছাদিয়া বৃথা গতাগতি॥
স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহে করে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান।
সেই দেহেতে নাপায় ভক্তির সন্ধান॥
ভক্তির দ্বারে সেই দেহ করিয়া নাশ।
তবে তাহার অবস্থান শ্রীকৃষ্ণ-পাশ॥
চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব—স্বয়ং শ্রীভগবান।
বিভিন্নাংশ—তত্ত্ব-জীব নিত্য অবস্থান॥
স্বরূপেতে সেই জীবের গোলোকেতে স্থিতি।
সেবা-সুখে মগ্ন, নাহি অন্যথা রতি॥
স্বতন্ত্রতা বশে দুঃখ ভ্রমে নানা যোনি।
পরতন্ত্রে সর্ব্বসুখ, স্বয়ং ভগবদ্বাণী॥
অতএব স্বতন্ত্রতা ত্যজিয়া যতনে।
সমর্পণ করে যেই কৃষ্ণের চরণে॥
চিৎকণ' জীবের এই 'পরমসুখ'।
ইহা ভিন্ন জীবের আর সকলি দুঃখ॥
ত্যজিয়া পরম সুখ 'রমাপতি দাস'।
শৃঙ্খলিত প্রপঞ্চে দৈবী মায়ার পাশ॥
যাছে এ' ছার, কৃষ্ণের চরণকমলে।
মুক্ত কর এবে, মায়ার বন্ধন খুলে॥

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃদ
গ্রাম—খারবোজা, পোঃ থগরপুর;
জেলা—গোয়ালপাড়া (আসাম)।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক

শ্রীরূপানুগ-দশমাধস্তন আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৭ম বার্ষিক বিরহতিথি-উপলক্ষে

ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

যিনি জ্ঞানাঞ্জন সলাকাদ্বারা আমার ন্যায় বদ্ধজীবের হৃদয়ের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করাইয়া দিব্যচক্ষু অর্থাৎ ভক্তিচক্ষু উন্মীলন করান, যাঁহার কৃপায় মূক অর্থাৎ বোবাও বাচালত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পঙ্গু গিরি লঙ্ঘনে সমর্থ হয়, সেই দীন-তারণ পরমারাধ্যতম গুরুপাদপদ্ম **শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** অশোক-অভয়-অমৃত-স্বরূপ চরণ-কমলে আমার অনন্তকোটী প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

আমরা ঔদার্য্য-লীলাময়বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার মধ্যে দেখিতে পাই, যখন পূর্ণিমা এবং গ্রহণের মধ্যে সমস্ত জগতের লোক হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত, সেই সময় তিনি এই জগতে আবির্ভূত হন। তদ্রূপ শ্রীদামোদর মাসের প্রারম্ভে পূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণের ছলে যখন সবাই হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন, তখন মদীয় পরমাভীষ্টদেব তাঁহার পরমাভীষ্ট দেবীর সেবার জন্য ইহলীলা সম্বরণ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। অখিল-রসমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের রসের পূর্ণ বিকাশ রাসের মধ্যে এবং রাসের উপযোগী মাস হিসাবে তিনি দামোদর মাসকে গ্রহণ করিয়াছেন—যদিও বসন্ত রাসের উল্লেখ শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। দামোদর মাসটি শ্রীরাধাগোবিন্দের অত্যন্ত প্রিয়। এই জগতের লোকসকল সাধারণতঃ যে-সব তিথি বা মাস সকলকে অনাদর করিয়া থাকেন, পরজগতে তাহার বিশেষ আদর দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রহণে বা অধি-মাসে সাধারণ লোক কোন শুভ-কর্ম্মাদি করেন না, কিন্তু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ সেই সময় বেশী করিয়া শুভানুষ্ঠান করিয়া তাহার আদর করিয়া থাকেন।

জীব-দুঃখে দুঃখী পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ জীবের সম্বন্ধ-জ্ঞান উদয়ের নিমিত্তে তাঁহার প্রেষ্ঠজনকে এই জগতে গুরুরূপে প্রেরণ করায়। সাধুগুরুরূপেও ভগবৎকৃপা জগতে এইরূপে বর্ষিত হইয়া থাকে।

"জীবের নিস্তার লাগি নন্দসূত হরি।
ভুবনে প্রকাশ পান গুরু-রূপ ধরি॥"

শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দয়াময়, এই কথা সর্ব্বদা শ্রবণ করিলেও বদ্ধতা বশতঃ আমার তাহা উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না, কিন্তু শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপায় সামান্য এক কণ উপলব্ধি হইয়া থাকে। বন্ধমোক্ষবিৎ শ্রীল গুরুদেব আশ্রিত জীবকে—ভগবানের স্বরূপ, মায়ার স্বরূপ, সংসারের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, কেন সে বদ্ধ হইল, আবার কিরূপে মুক্ত হইবে এবং তাহার জন্য কি করা কর্ত্তব্য প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান-সমন্বিত ভগজ্ জ্ঞান অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম-ধন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় লাভ হইয়া থাকে।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভগবদ্ভক্তি-বীজ লাভের আকর। তাঁহার পদাশ্রয়ই ভক্তি লাভের দ্বারস্বরূপ। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, "গুরু-পদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ভগবানের অত্যন্ত অন্তরঙ্গজন, এবং প্রেষ্ঠা সেবিকা। তাঁহার নিজজনের সেবায় তিনি যেরূপ আনন্দিত হন, নিজ-সেবায়েও তিনি সেইরূপ সন্তুষ্ট হন না। "মদ্ভক্ত পূজাভ্যাধিকার" কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এই জগতে দেখা যায়, সন্তান-সন্ততিকে কেহ আদর করিলে পিতামাতা তাহাতে আনন্দিত হন, তাঁহাদের কিছু কম যত্ন করিলেও তাঁহারা তাহাতে কিছু মনে করেন না। তদ্রূপ ভগবানও তাঁহার সেবকের সেবায় অত্যন্ত প্রীত হন। শ্রীগুরু-সেবা ও কৃষ্ণ-সেবা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ও একই স্বরূপে অবস্থিত, ইহাতে ভেদবুদ্ধি করিতে নাই। শ্রীগুরুদেব বদ্ধজীবকে সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবাশিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিরন্তর তাঁহার স্মৃতিতে বিভাবিত এবং ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা আস্বাদনে সতত লোলুপ।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব 'সাক্ষাৎ হরি' বলিয়াছেন এবং সাধুগণও সেইরূপে জানেন ; কিন্তু যিনি সদা এইরূপ হইয়ায় ভগবানের একান্ত প্রিয় সেবক। ভগবান হইতে তিনি অভিন্ন একদেহ, একতনু—কিন্তু তিনি মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ। গুরুদেব সেবক-ভগবান্, তাঁহাকে বাদ দিয়া কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব এবং কৃষ্ণকে বাদ দিয়া গুরুর গুরুত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাই গুরুদেব ভগবান্ হইয়াও পরম ভক্ত—সেবাবিগ্রহ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই শিষ্যের প্রাণ-ধন, ইহজগতে বা পরজগতে তাঁহার নিত্য-কালের পরম বন্ধু। শ্রীগুরুদেব পরমকরুণাময়ঘনমূর্ত্তবিগ্রহ। তিনি নিত্যবস্তু, তাঁহার সেবকও নিত্য। পার্থিব জগতে ধন-জনাদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপেক্ষা বড় নয়—নিষ্কপটচিত্তে ইহার উপলব্ধি প্রয়োজন।

শ্রীগুরুদেব আশ্রিতজন-বৎসল, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সেবককে তিনি কখনও ত্যাগ করেন না, সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন।

"আশ্রয় করিয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যাজে,
আর সব মরে অকারণ ॥"

আজ পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিরহ-বাসরে, তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবকগণ নানা প্রেমভক্তি-উপচারে তাঁহার শ্রীচরণ-কমল বন্দনা করিতেছেন। "শ্রীগুরু-চরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম, বন্দোঁ মুই সাবধান মতে ॥" শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম বন্দনা করিবার মত আমার যোগ্যতা নাই। "শক্তি-বুদ্ধিহীনা আমি অতি দীন, কর মোরে আত্মসাথ। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার ॥"

হে প্রভো ! প্রপন্না আমাকে নিত্য দাসীজ্ঞানে কৃপা করুন। আপনার শ্রীচরণসরোজে নিষ্কপটচিত্তে সতত আমার প্রার্থনা, আপনার শ্রীচরণরেণু-সেবাভিলাষ ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা না হয়। "বার্দ্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হত, কেমনে ভজিব বল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে পড়িয়াছি সুবিহ্বল ॥"

শ্রীগুরুচরণরেণু-সেবাকাঙ্ক্ষিণী—
(শ্রীমতী) সরযূবালা (সাধু)

ঠকিয়াছি, কি জিতিয়াছি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৭ পৃষ্ঠার পর)

"ঠকা-জিতা"র সমস্যা আমাকে যেন কংসের কৃষ্ণচিন্তার মত পাইয়া বসিয়াছে। এখন আর হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার চিন্তা নাই···হরিকথা-শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুস্মরণ নাই, সেগুলি সকলই পচা সংবাদ (stale news) এর মত একঘেয়ে অথবা মুখস্থ গদ মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার যে মুখোসটী আছে, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের যে বাহ্য অভিনয়টুকু আছে, তাহাও "আমার দাঁড়ে ছোলা"র জন্য—আমি যেখানে যেখানে ঠকিয়াছি, সে-সকল স্থানের ক্ষতিপূরণ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য। আমার এখন হরিকথা-শ্রবণাভিনয়—গুরুদেবকে, বৈষ্ণবগণকে ফাঁকি দিয়া অন্তরালে অন্য কার্য্য সাধনের জন্য ; আমার কীর্ত্তন—শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের শ্রবণানুশাসিত কীর্ত্তন বা আত্মোপকার ও পরোপকার চেষ্টা নহে ; তাহা আমার 'কনক' 'কামিনী', 'প্রতিষ্ঠা'-সংগ্রহের পুষ্পবান ; আমার সেই কীর্ত্তনাভিনয়-কেবল আমার কণ্ঠস্বরের, আমার পল্লবগ্রাহিতার, আমার চৌদ্দপোয়ার রূপ-গৌরবের 'বাহবা' কুড়াইবার যন্ত্রবিশেষ। তোতা পাখীর মত কেবল কণ্ঠযন্ত্রমধ্যে ধার করা কথা আবৃত্তি করিয়া আমি বলি --"দেহ কিছু না, মন কিছু না" ; কিন্তু বহুরূপিণী মায়ার ভ্রূভঙ্গীবাণে যখনই বিদ্ধ হই, তখনই কার্য্যতঃ সেই বোলটীও থাকে না—তখন দেহই সারাৎসার, মনই পরাৎপরতত্ত্ব হইয়া পরে—তখন বাউলগণের দেহতত্ত্ব রস আস্বাদনের জন্য বাতুল হইয়া পড়ি! চাঁদবাউলের গীত আর তখন মনে থাকে না ; মন-বাউল যাহা চায়, তাহাতেই ঝাপাইয়া পড়ি। এই ত' আমার ঠকা-জিতার হিসাব-নিকাশের দৌড় !

আবার যখন দেখি, গুরু-বৈষ্ণবগণের সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া আমার 'ঠকা-জিতা'র হিসাব-নিকাশটী পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না, তখন আমি বৈষ্ণব-দুর্গের বাহিরে সরিয়া গিয়া অবৈষ্ণব-দুর্গের মধ্যে আখেরের বন্দোবস্তের হাটপত্তন করি। বৈষ্ণব-দুর্গের মধ্য হইতে যে-সকল অস্ত্র গোপনে সরাইতে পারিয়াছিলাম, এখন সেই-গুলিই আমার আখেরের দিনের অবলম্বন হয়। বৈষ্ণবগণের সহিত কপটতা করায় অস্ত্রগুলির প্রয়োগ-সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণ আমাকে যে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে আমার যথার্থ

অস্ত্রকৌশল শিক্ষা হয় নাই; সুতরাং এখন ঐ সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিতে গিয়া আমায় নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলি আমার উপরই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাকে হনন করে। আমি আচার্য্যের সাক্ষাৎ অকপট কৃপা-লাভে বঞ্চিত হওয়ায় দূরে সরিয়া একলব্যের অনুকরণে যে 'গুরুনিষ্ঠা,' 'গুরুভক্তি' প্রভৃতির নামে গুরুদ্রোহিতাচরণ বা আমার প্রতি গুরুর ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার অভিসন্ধিতে গুরু-বিমুখ-সমাজের চোখ ঝলসাইয়া দেই, তাহাতে আমি বিষ্ণুমায়ার দ্বারা নিহত হই। আমি 'ঠকা-জিতা'র 'বুঝ' করিতে গিয়া অপ্রাকৃত কল্যাণকল্পতরু শ্রীজগদ্‌গুরুর কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মান্তিকে—গুরুগৃহে বাস করিতে না পারিয়া সেই একলব্যেরই আদর্শে গুরুবৈষ্ণবের সহিত পাল্লা দিবার জন্য আমার নিরয়প্রাপক গৃহে কখনও 'আশ্রম,' কখনও 'সমিতি,' কখনও 'মন্দির,' কখনও 'মঠ' কত কি খুলিয়া বসি; কখনও প্রচারক সাজি, প্রচারকের বেশে 'প্রতারক' হইয়া অর্থসংগ্রহ করি, কখনও সেবাদাসীর সেবামুগ্ধ হইয়া ধাম-সেবার নামে গ্রাম্য-সেবা করি, কখনও বা অবৈধ অনুকরণ করিয়া মহোৎসব করি, প্রকৃতি-সম্ভাষণের সুবর্ণসুযোগ আবিষ্কারের জন্য পত্র ছাপাইয়া স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলকে নিমন্ত্রণ করি। সকল কার্য্যই আমার অনুকরণ—গুরু-বৈষ্ণবের সহিত প্রতিযোগিতা। আচার্য্যের কীর্ত্তিত অনুকরণ ও অনুসরণের উপদেশগুলি আমার 'ঠকা-জিতা'র উত্তেজনার প্রবল বন্যায় কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, ঠিক নাই। এখন গুরুদেবের সহিত—বৈষ্ণবগণের সহিত আমার ইন্দ্রিয়রুচিকর সকল ব্যাপারে পাল্লা দেওয়াই আমার গুরু-গৃহ-বাসকালীন যাবতীয় ক্ষতিপূরণের একমাত্র অস্ত্র হইয়াছে। অবৈধ আনুকরণিক বা পাল্লাদার হইতে গিয়া বিশ্বশ্রবা-পুত্রের উপবীত, দণ্ড, বুলি, ঝুলি—যাহা কিছু অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছি, তাহাতে "রাবণের বিষ্ঠা" হইয়া পড়িতেছি। 'ঠকা-জিতা'র মেরুদণ্ডরূপ প্রতিষ্ঠা-শৌকরী-বিষ্ঠা আমাকে কনক-কামিনীর পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া অবশেষে 'রাবণের বিষ্ঠা'য় পরিণত করিতেছে!

'ঠকা-জিতা'র অঙ্ক কষিতে গিয়া যখন দেখিতে পাই যে, আমার মনঃ-কল্পিত রায় রামানন্দের আদর্শের (?) অনুকরণেই লাভের ভাগ অধিক, তাহাতে 'যুক্ত বৈরাগ্যে'র নামে সকল রসাস্বাদনই হয়, তখন আর শ্রীরূপ-সনাতনের "এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন" —এই ফল্গু বৈরাগ্যের (?) আদর্শ গ্রহণ করিয়া ঠকিয়া লাভ কি? বিশেষতঃ "এক এক

বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়নে"র 'রূপকথা' এখন পয়ারী পুঁথির ঠাকুর দাদাদের ঝুলির মধ্যে থাকাই ভাল—আজকালকার নবীনযুগে সে-সকল কথা চলে না। আবার অন্য প্রণালীতে "ঠকা-জিতা"র অঙ্ক কষিতে গিয়া দেখি, শ্রীরূপ-সনাতনের এক এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়ন, 'শুষ্ক চানা রুটী ভক্ষণে'র সহিত পাল্লা দেওয়া ত' মন্দ নহে,—শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার পায়খানায় প্রবেশ (?) বা মড়ার পরিত্যক্ত কাপড় (?) পরিধান কিংবা অপক্ক তণ্ডুল-ভক্ষণের (?) সহিত পাল্লা দিলেও ত' আমার লভ্যাংশ অধিক থাকে--অনেক প্রতিষ্ঠা, গোপনে অনেক কামিনী, কনক সংগ্রহ করা যায়, তখন 'ঠকা-জিতা'র অঙ্ক-কষার ফল আমাকে শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতির প্রতি একটি মুখভঙ্গীকারী মর্কট করিয়া তোলে !

আমরা কেবল খাটিয়া দেই, আর যাঁ'রা 'সেয়ানা', তাঁ'রা যত অভিনন্দনের অগ্রভাগ আত্মসাৎ করেন ! ইহা দেখিয়া দেখিয়া আমার আর 'উৎসাহ' থাকে না। 'উৎসাহ' থাকিবেই বা কেন ? যে-জন্য উৎসাহ, তাহারই অভাব হইলে উৎসাহ কিরূপে থাকিবে ? আমার উৎসাহ ও উদ্যম ছিল—আমার "ঠকা-জিতা"র মূলধন লইয়া। আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ—আমার সুখ-সুবিধা-প্রতিষ্ঠাই যদি এত কম হইল, তবে আর উৎসাহ থাকিবে কিরূপে ? যদি প্রকৃত আত্মবস্তুর সেবায় উৎসাহী হইতাম, তাহা হইলে ত' অজস্র প্রতিবন্ধকে—বাধা-বিপত্তিতে মহীশূরের প্রতিহত-স্রোতা কাবেরী হইতে সমুত্থিত কৃষ্ণরাজসাগরের ন্যায় আমার উৎসাহ-উৎস বেগ আরও সহস্র অশ্ব-শক্তিতে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইত।

আমি ত' আমার ইন্দ্রিয়ের লাভ-লোকসানের খতিয়ান লইয়াই প্রমত্ত থাকিলাম—অন্যমনস্ক রহিলাম—অভূতপূর্ব্ব অমন্দোদয়-দয়াবতার অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের কথা শুনিলাম কৈ ? বুঝিলাম কৈ ? তাঁহার গতিবিধি, অনুধাবন ও অনুসরণ করিলাম কৈ ? আমি তাঁহার কীর্ত্তিত পথের ঠিক বিপরীত পথে চলিয়াছি, আর উহাকেই তাঁহার প্রদর্শিত পথ মনে করিয়া রাখিয়াছি। আমার হরিসেবার্থ চেতনের আত্মবৃত্তির প্রগতি কোথায় ? হৃদয় একঘেয়ে, রুদ্ধ, পচা, দুর্গন্ধ পানাপুকুরের মত শত শত অনর্থের বীজাণু-পরিপূর্ণ—আমি শ্রীগুরুদেবের কোন কথাই বুঝি নাই—তাঁহার প্রদর্শিত পথে এক পা'ও প্রদান করি নাই—তাঁহার মন্দিরের দ্বারেও আসিতে পারি নাই ; আকি 'ঠকা-

জিতা'র অর্থনীতি লইয়া ব্যস্ত আছি বলিয়া তিনি আমার নিকট একজন মস্ত বঞ্চক সাজিয়াছিলেন—পরমার্থনীতি হইতে আমি সম্পূর্ণ দূরে রহিয়াছি. এ কথা ইঙ্গিতে বলিলেও আমি ঠকা-জিতার গুটীই কাঁচা-পাকা করিয়াছি ও করিতেছি।

ধারকরা কথায় কতক্ষণ 'দম' রাখা যায় ?—ধার করা বুলিতে কতক্ষণ নিজের ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য রাখা যায় ?—ধার-করা কথায় কি কখনও আচরণ ও উপলব্ধির নিদর্শন পাওয়া যায় ? শ্রৌত উপলব্ধির কথাই এক, আর ধার বুলিই এক। শ্রৌত উপলব্ধির বাণীর মধ্যে জড়ীয় ভাষা, ছন্দ, সাহিত্য, ব্যাকরণের রূপসী মূর্ত্তি না থাকিলেও তাহা সঞ্জীবনী শক্তিতে লক্ষ্য-ভেদ করিতে পারে—জীবনহীনকে 'জীবন' দান করিতে পারে—রুদ্ধচিত্তসরোবরে চৈতন্য-সেবার স্রোত-সহস্রধারা প্রবাহিত করিতে পারে, লোককে নিজ-আচরণের অমোঘ-শক্তিসঞ্চারে আচরণশীল করাইতে পারে। **যেখানে 'আচরণ' ও 'বাণী' পৃথক্ নহে, সেখানে আচরণই—বাণী, বাণীই আচরণরূপে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সেবা-গঙ্গোত্রী প্রকাশ করিয়াছে।**

'আচরণ' নাই, কেবল বাক্যবাগীশতা, 'প্রাণ' নাই, কেবল অঙ্গভঙ্গী, আত্মবৃত্তির কোন উন্মেষ নাই, কেবল দেহ ও মনের ব্যায়াম-প্রদর্শন-দ্বারা কখনও কি আত্মোপকার বা পরোপকার হইতে পারে ? ঐ সকলের দ্বারা কেবল নিজে ঠকা যায় ও অপরকে ঠকান যায়। তাহা কখনই গুরুবর্গের প্রদর্শিত পথ বা শিক্ষা নহে।

ইন্দ্রিয়ের 'ঠকা-জিতা,' লইয়াই আমি ব্যস্ত থাকিলাম, কিন্তু প্রকৃত লাভের জন্য ব্যাকুল হইলাম কৈ ? কৃষ্ণান্বেষণ, কৃষ্ণপ্রীতি অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে মাঝপথে আমার বিবিধ ভোগান্বেষণ ; আমার ইন্দ্রিয়-প্রীতি অনুসন্ধানের বহুরূপীকে দেখিয়াই সকল কথা অন্তরাত্মায় ভুলিয়া গেলাম—বাহিরে কেবল বুলি ও অভিনয়-দোরস্ত রাখিলাম। অপরের ছিদ্রান্বেষণ করিতে গিয়া নিজের ছিদ্রের উপরে যবনিকা টানিলাম, ধারকরা বদহজমী বিচারের দ্বারা অপরের দোষ-গুণ বিচার করিতে গিয়া আত্মবিচারের মুখ আচ্ছাদন করিলাম। ধ্রুব কাচমণি অন্বেষণ করিতে আসিয়া চিন্তামণির খোঁজ পাওয়ায় কাচমণি পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তামণিরই চির-গ্রাহক হইয়াছিলেন, আর অধ্রুব আমি চিন্তামণির অন্বেষণের অভিনয় করিয়াও—

চিন্তামণির খনির রাজকীয় পথের খোঁজ পাইয়াও কাচমণির মোহে আসল বস্তু হারাইলাম। আনুকরণিক বুলি-মাত্রে চাখড়ি-গোলা ও দুধ, শ্যামাঘাস ও ধান, সোণা ও ক্যামিকেলের দৃষ্টান্ত বলিতে বলিতে নিজেই দুধ ফেলিয়া চাখড়ির গ্রাহক হইলাম, ধান ছাড়িয়া শ্যামাঘাসকে বরণ করিলাম, সোণা ফেলিয়া ক্যামিকেলকে আঁচলে বাঁধিলাম। এই ত' আমার 'ঠকা-জিতা'র হিসাব-নিকাশের ফলাফল।　　**ক্রমশঃ**

শ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকাধামাদি-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭০ পৃষ্ঠার পর)

২৬শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, তখন রাত প্রায় শেষ—আমাদের গাড়ী পুষ্কর অভিমুখে যাত্রা করিল। সকাল প্রায় ৭টায় আমাদের গাড়ী **আজমীর** ষ্টেশনে পৌঁছিলে পূর্ব্বসূচী অনুযায়ী রিজার্ভড্ বগি সেখানে কেটে রেখে যায়। আমরা আমাদের রিজার্ভড্ গাড়ীতে পূর্ব্বেই প্রাতঃকৃত শেষ করে প্রস্তুত ছিলাম। সুতরাং আজমীরে পৌঁছিয়াই রিজার্ভড্ বাসযোগে **পুষ্কর** অভিমুখে যাত্রা করা হয়। তথায় পৌঁছিয়া পুষ্কররাজে স্নানান্তে **সাবিত্রী** পাহাড়ে আরোহণ করি। সেখানে যাঁহারা শ্রীসাবিত্রী দেবীর পূজা দিতে আগ্রহী ছিলেন তাহারা পূজা-অঞ্জলি প্রদান করেন। পরে আমরা পর্ব্বতোপরি হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীব্রহ্মা-মন্দির দর্শন করি। এখানকার একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীব্রহ্মা সেবিত-বিগ্রহরূপে অন্যত্র আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত নাই—একমাত্র এইস্থানেই বেদমাতা গায়ত্রীর সহিত ভক্তগণদ্বারা পূজিত বা সেবিত হন।

আমরা সেখান হইতে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীপ্রসাদান্ন সেবন করি ও একটু বিশ্রামান্তে পুষ্করের প্রায় চতুপার্শ্বে পরিবেষ্টিত বিভিন্ন মন্দিরাদি দর্শন ও কীর্ত্তনমুখে পুষ্কর পরিক্রমা করা হইলে সন্ধ্যায় বাসযোগে আজমীরে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

এরপর আমাদের দর্শনীয় **শ্রীনাথজী**। রাত্রের সুশীতল ও স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের মধ্যে আমাদের গাড়ীখানি তীব্রগতিতে নাথদ্বারের দিকে এগিয়ে চলিতেছিল। আমরা যখন মারোয়ারে পৌঁছি তখন রাত প্রায়

১২টা। **মারোয়ার** হইতে পৃথক্ লাইনে নাথদ্বার অভিমুখে অগ্রগামী হইতে থাকি। পরের দিন সকাল ৮টা নাগাদ **নাথদ্বার** ষ্টেশনে পৌঁছিয়া রিজার্ভ বাসযোগে শ্রীনাথজী মন্দিরে উপনীত হই। এখানে শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরিপাদের গোপালের ঐশ্বর্য্য দর্শনে হৃদয়ে পুলক আনয়ন করে। প্রত্যহ ৪০ মণ দুগ্ধের সামগ্রী এবং এই মরুভূমি প্রায় প্রান্তেও অজস্র পুষ্পরাজির স্তূপ দর্শনে বিস্ময় আনয়ন করে। শ্রীগোপালের জন্য রুটীর বেল্না-দণ্ড ও পিড়ি স্বর্ণ-নির্ম্মিত। দুপুরে ভোগারতি দর্শনান্তে শ্রীগোপালদেবের অন্নপ্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করি। এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শন করিয়া প্রীতিভরে আপ্যায়ন ও প্রসাদ-নির্ম্মাল্য উপহার দেন।

আমরা নাথদ্বার হইতে মারোয়ার হইয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সোমনাথের দিকে অগ্রসর হই। এই সোমনাথে একসময়ে সহস্র সহস্র নরনারীর রক্তবন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। শুধু তাই নয় পৌরাণিক যুগেও এই ক্ষেত্রেই ৫৬ কোটী যদুবংশ আত্মদ্বন্দ্বে যুদ্ধোন্মুখী হইয়া চির শায়িত হইয়াছিলেন। আবার এই ক্ষেত্রেই সোমদেব অর্থাৎ শশাঙ্কদেব শ্রীশিবজীর কৃপালাভে ক্ষয়রোগগ্রস্থ অবস্থা হইতে ত্রাণলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন—তাই শিবজী এখানে **'সোম-নাথ'** নামে প্রসিদ্ধ। তদুপরি ইহার অনতিদূরে পুরাণ প্রসিদ্ধ **প্রভাসতীর্থ**। প্রভাসের বহু মহিমা পুরাণে বর্ণনা পাওয়া যায়। আর এই সেই ক্ষেত্র—যথায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লীলা-সঙ্গোপন ইচ্ছায় জরাব্যাধের বাণ স্বীকার অভিনয়পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অলৌকিক লীলার গূঢ় রহস্য মূঢ় ব্যক্তিগণ অবগত হইতে না পারিয়া তাঁহাকে মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা বা সাধারণ মনুষ্যজ্ঞান করিয়া বিভ্রান্ত হয়। শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ (৯।১১)

অর্থাৎ, অবিবেকী মনুষ্যগণ আমার যে মানুষাকৃতি শ্রীবিগ্রহই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ ইহা না বুঝিয়া সর্ব্বভূতের মহেশ্বররূপ আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

এই ক্ষেত্রেই সত্যভামা, রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবানের প্রীতিকামনায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সুতরাং এই ক্ষেত্র পৌরাণিক কাল হইতেই বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ এক পবিত্রভূমি।

এই স্থান হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সতীর্থ অন্যতম বাল্যবন্ধু শ্রীসুদামা বিপ্রের পুরী তথা পরবর্ত্তিকালে ভারতের অন্যতম জননায়ক মহাত্মা গান্ধীজীর জন্মস্থান **পোরবন্দর** অভিমুখে অগ্রগামী হই। এখানে শ্রীসুদামাপুরী দর্শন ও গান্ধীজীর জন্মস্থান প্রভৃতি দর্শনান্তে অনেক আকাঙ্ক্ষিত দ্বারাবতীর দিকে যাত্রা করি। আমরা প্রথমে ওখানে গিয়া তথা হইতে লঞ্চ্ যোগে **বেটদ্বারকায়** পৌঁছি। সেখানকার দর্শনাদি সমাপ্তান্তে **গোমতী-দ্বারকায়** প্রত্যাবর্ত্তন করি। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারকা-পুরীর স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হইলেও এই স্থানই মূলত দ্বারকানগরী বলিয়া স্বীকৃত। ভক্ত সাধিকা মীরাবাঈ কৃষ্ণপাগল হইয়া দ্বারকাধীশের শ্রীমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক আর নির্গত হন নাই বলিয়া ইতিহাস প্রচলিত রয়েছে। আমরা এখানে উপনীত হইয়া শ্রীগোমতীতে স্নানান্তে শ্রীদ্বারকাধীশ মন্দির দর্শন, পরিক্রমণ ও আরতি দর্শন প্রভৃতি সুযোগ লাভ করি। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীকৃষ্ণলীলা তথা দ্বারকা-মাহাত্ম্য প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যাপূর্ব্বক ভক্তগণকে ভগবৎপ্রেমে আপ্লুত করেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ঐশ্বর্য্য-লীলাক্ষেত্র দ্বারকা দর্শনান্তে তাঁহার মাধুর্য্য-লীলা-ক্ষেত্র **শ্রীব্রজমণ্ডল** অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করি। মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি আরও মোহনীয়। স্বরাট স্বতন্ত্র সর্ব্বনিয়ন্তা হইয়াও ভগবান্ ভক্ততন্ত্র কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করেন—ইহা তাঁহার শ্রীব্রজলীলায় পূর্ণতমরূপে প্রকটিত। তাই সেই লীলামাধুরিমার কথা ভক্তমুখে শ্রবণ করিয়া শ্রীব্রজদর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিলেন।

আমাদের রিজার্ভ বগী **মথুরায়** পৌঁছিলে আমাদের অন্যতম শাখামঠ শ্রীকেবশজী গৌড়ীয় মঠ হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ তথা আরও কয়েক ব্রহ্মচারী রিজার্ভ বাস লইয়া অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বাসে উঠিয়া শ্রীমঠে উপনীত হইয়া মঠস্থ ধর্ম্মশালায় অবস্থান করি। পরে সন্ধ্যায় শ্রীযমুনার আরতি দর্শন আকাঙ্ক্ষায় যাত্রীগণসহ পদব্রজে বিশ্রামঘাটে গমন করত আরতি এবং কয়েকটি মন্দির দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যবর্ত্তন করি।

আমাদের পূর্ব্বসূচীতে **শ্রীবৃন্দাবন** দর্শনের জন্য ৩ দিন সময় নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু ভক্তগণের অনুরোধে আরও ২ দিন বর্দ্ধিত করা হয়। **শ্রীগোবর্দ্ধন বর্ষাণা, নন্দগ্রাম,** শ্রীবৃন্দাবন, **গোকুল মহাবন ও মথুরা** প্রভৃতি স্থানের

বিভিন্ন দর্শনীয়গুলি সুষ্ঠুভাবে দর্শন করা হইলে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে আমাদের টুরিষ্ট কোচ তুফান এক্সপ্রেসে সংযোজনের ব্যবস্থা করা হয়। এই দিন আমাদের পরিক্রমার সমাপ্তি দিবস। বিরাট আনন্দের মাঝে ভাবি বিচ্ছেদের দংশন-জ্বালা যেন এক অশান্তির ছায়া রচনা করিতেছিল। অমানিশার ঘোর অন্ধকার আরও যেন ঘনীভূত মনে হইতেছিল। যাত্রীবৃন্দ পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায়ের সন্ধিক্ষণ যেন বেদনাহত ভারাক্রান্ত এক করুণ সুর ভাসিতেছিল। যখন গাড়ীখানি বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পৌঁছিল তথা হইতে কিছু যাত্রী বিদায় গ্রহণ করেন। পরে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে প্রায় বেশীরভাগ যাত্রীই বিদায় গ্রহণ করেন এবং হাওড়ায় গিয়া যাত্রা সমাপ্তি ঘটে।

—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

প্রশ্নোত্তর

শ্রীযুক্ত "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

* * * * *

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"পরকীর-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ-বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥"

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কিছুকালের জন্য ব্রজে আসিয়া পারকীয়া-লীলা করিয়াছিলেন, সেই পারকীয়া লীলা গোলোকে না থাকায় কিরূপে নিত্য হইতে পারে? কৃপা-পূর্ব্বক আপনার "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়" উত্তর দিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী

অধোক্ষজ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলা-সিদ্ধান্ত-বিচার কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়-গ্রহণ ব্যতীত ইতর বিষয়ে রত জীবের বুদ্ধি-গোচর বা ধারণার বিষয় হয় না। ঐরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সমীপে নিরন্তর বাস, শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নিষ্কপট সেবোন্মুখ-চিত্তে শ্রবণ-ফলে ভক্তি-সিদ্ধান্ত হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের অপ্রাকৃত লীলা-সিদ্ধান্তে

প্রবেশাধিকার নাই—গোদাসগণের—গৃহব্রত-সম্প্রদায়ের—গৃহিবাউল-সম্প্রদায়ের—নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতে মগ্নচিত্ত ব্যক্তিগণের—গ্রাম্যকথা-সেবিগণের—যোষিৎসঙ্গী ও তৎ সঙ্গীগণের—কৃষ্ণাভক্তগণের তত্তৎ অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-নিজজন জগদ্‌গুরুর পদাশ্রয় ব্যতীত ভক্তিসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার মেধা নাই। তাহারা ভগবল্লীলাকে তাহাদের প্রাকৃত কর্ম্মফল ভোগের ন্যায় অনিত্য মনে করিয়া বঞ্চিত হয়। ভগবান্—নিত্য, ভগবন্নাম—নিত্য, ভগবদ্রূপ—নিত্য, ভগবৎ-পরিকরগণ—নিত্য, ভগবল্লীলা—নিত্য। সদ্‌গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে নিরপরাধে ভগবন্নাম-গ্রহণকারী ভগবৎপরিকরগণের সেবাফলে ভগবল্লীলার নিত্যত্ব উপলব্ধি হয়। প্রশ্নকর্ত্তার উপরি-উক্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় নিম্নে প্রদান করিতেছি। বিদ্বৎ-প্রতীতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিষয়টি ধরিতে পারিবেন।

"অনেকে মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিত্যগোলোকবিহারী—স্বল্পকালের জন্য ব্রজে উদিত হইয়া এই পারকীয়-ভাবে লীলা করিয়াছিলেন। ইহা গোস্বামিপাদদিগের মত নয়। শ্রীগোস্বামিপাদদিগের মতে ব্রজ-বিহারও নিত্য। নিত্য চিন্ময়ধাম গোলোকের নিতান্ত অন্তরঙ্গ প্রকোষ্ঠের নামই ব্রজ।" **যেরূপ প্রপঞ্চাবতারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা হইয়াছে, নিত্যধাম ব্রজেও সেইরূপ লীলা নিত্য বিরাজমান।** ব্রজে পারকীয়া-রসের নিত্যাবস্থান। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি তৃতীয় পরিচ্ছেদে কহিয়াছেন,—"অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥" **"ব্রজের সহিত"** এই শব্দে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, **"ব্রজ" বলিয়া একটি চিন্ময়ধামে অচিন্ত্য পীঠ আছে; সেই পীঠের সহিত কৃষ্ণ নিজ চিচ্ছক্তি-বলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোলোকান্তঃপুর সেই নিত্য ব্রজ** ব্যতীত পারকীয়-রসের অন্যত্র স্থিতি নাই, কেন না, বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ব্রজ অনন্তগুণ উৎকৃষ্ট রসের অবস্থান। **প্রকট ব্রজে অপ্রকট ব্রজের বিচিত্রা** জীবের চক্ষে লক্ষিত হইয়াছে, এই মাত্র।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ-রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
১৯শে পৌষ, ১৩৮২ ; ইং ৪।১।৭৬

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৪৮৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ৫ই ফাল্গুন, ১৩৮২ সাল (ইং ১৮।২।৭৬) বুধবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা-তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ৭ই ফাল্গুন (ইং ২০।২।৭৬) শুক্রবার পর্য্যন্ত **দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবা-কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ— বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্ণে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। **বৃহস্পতিবার** পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। **শুক্রবার** পূর্ব্বাহ্ণে **শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ;** অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব-সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। | অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ | হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৭শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ২৭ মাধব, ৪৮৯ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩০ মাঘ, ১৩৮২ : ইং ১৩।২।১৯৭৬ } ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মার্কণ্ডেয়স্য স্তুতিবচনম্

(শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে অষ্টোঽধ্যায়ে)

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ,—

কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্‌মনইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজশর্ব্বয়োশ্চ
স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ॥ ৪০॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিভো! আপনার প্রেরণাবশতঃ নিখিল-প্রাণিগণ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং আমার প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করিয়াই বাক্য, মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, তথাপি আপনি ভজনরত পুরুষগণের আত্মবন্ধুস্বরূপ; আমি আপনার কি স্তুতি করিব?॥ ৪০॥

মূর্ত্তী ইমে ভগবতো ভগবংস্ত্রিলোক্যাঃ
ক্ষেমায় তাপবিরমায় চ মৃত্যুজিত্যৈ।
নানা বিভর্ষ্যবিতুমন্যতনূর্যথেদং
সৃষ্ট্বা পুনর্গ্রসসি সর্ব্বমিবোর্ণনাভিঃ ॥ ৪১ ॥

হে ভগবন্! আপনার এই মূর্ত্তিযুগল ত্রিলোকের পালন, দুঃখনিবৃত্তি ও মোক্ষের কারণ হইয়া থাকেন। আপনি এই বিশ্বের পালনের জন্য যেরূপ নানাবিধ বিগ্রহ স্বীকার করেন, সেইরূপ ঊর্ণনাভির সূত্রসৃষ্টির ন্যায় বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া পুনরায় স্বয়ংই তাহা গ্রাস করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

তস্যাবিতুঃ স্থিরচরেশিতুরঙ্ঘ্রিমূলং
যৎস্থং ন কর্ম্মগুণকালরজঃ স্পৃশন্তি।
যদ্বৈ স্তবন্তি নিনমন্তি যজন্ত্যভীক্ষ্ণং
ধ্যায়ন্তি বেদহৃদয়া মুনয়স্তদাপ্ত্যৈ ॥ ৪২ ॥

হে ভগবন্! গুণ-কর্ম্ম-কালজনিত পাপরাশি বা অন্যান্য তাপাদি দুঃখ যাঁহার আশ্রিতজনকে অভিভূত করিতে পারে না, বেদ-রহস্যজ্ঞ ঋষিগণ তৎ-প্রাপ্তির জন্যই নিরন্তর যাঁহার স্তব, প্রণাম, আরাধনা ও ধ্যান করিয়া থাকেন, আমি স্থাবর-জঙ্গমান্তর্য্যামি, জগৎপালনরত সেই আপনার পাদমূলের আরাধনা করিতেছি ॥ ৪২ ॥

নাস্যং তবাঙ্ঘ্র্যুপনয়াদপবর্গমূর্ত্তেঃ
ক্ষেমং জনস্য পরিতো ভিয় ঈশ বিদ্মঃ।
ব্রহ্মা বিভেত্যলমতো দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্যঃ
কালস্য তে কিমুত তৎকৃতভৌতিকানাম্ ॥ ৪৩ ॥

হে ঈশ! সর্ব্বত্র ভয়শীল জীবগণের পক্ষে অপবর্গস্বরূপ আপনার শ্রীচরণ-প্রাপ্তিব্যতীত অন্য কোনরূপ মঙ্গল আমরা অবগত নহি। দ্বিপরার্দ্ধকালস্থায়ী ব্রহ্মাও ভবদীয় ভ্রূবিজৃম্ভরূপ কালের নিকট অতিশয় ভীত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাদৃশ ব্রহ্মবিরচিত প্রাণিগণের কথা আর কি বলিব? ॥ ৪৩ ॥

তদ্বৈ ভজাম্যতধিয়স্তব পাদমূলং
হিত্বেদমাত্মছদি চাত্মগুরোঃ পরস্য

দেহাদ্যপার্থমসদন্ত্যমভিজ্ঞমাত্রং
বিন্দেত তে তরহি সর্ব্বমনীষিতার্থম্ ॥ ৪৪ ॥

অতএব আমি আত্মাবরক, তুচ্ছ, বিনশ্বর, স্বরূপতঃ আত্মব্যতীত পৃথক্ সত্তারহিত এই দেহাদির সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যজ্ঞান-সম্পন্ন, জীবনিয়ন্তৃ-স্বরূপ পরমপুরুষরূপী আপনার পাদমূল ভজনা করিতেছি। মানবগণ আপনার সেবা করিলেই আপনার নিকট হইতে সর্ব্বাভীষ্টলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

তে রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো
মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদয়হেতবোঽস্য ।
লীলা ধৃতা যদপি সত্ত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ
নান্যে নৃণাং ব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভ্যাম্ ॥ ৪৫ ॥

হে অনাথজীববন্ধো ! জগদীশ ! যদিও আপনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারণরূপে সত্ত্ব-রজ-তমোগুণরূপ মায়াময় লীলাসমূহ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি সাত্ত্বিকী লীলাই মানবগণের মোক্ষহেতু হইয়া থাকে। ব্যসন ও মোহজনক রাজস-তামস-লীলাসমূহ মোক্ষজনক হয় না ॥ ৪৫ ॥

তস্মাৎ ভবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং
শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি ।
যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং
লোকো যতোঽভয়মুতাত্মসুখং ন চান্যৎ ॥ ৪৬ ॥

হে ভগবন্ ! যে সত্ত্বগুণ হইতে বৈকুণ্ঠপদ অভয় এবং আত্মসুখ লাভ হইয়া থাকে, ভক্তগণ যেহেতু সেই সত্ত্বগুণকেই ঈশ্বরের স্বরূপ মনে করেন—ইতর গুণদ্বয়কে তাহা মনে করেন না, সেই জন্য বিবেকিগণ ইহজগতে স্বাভীষ্ট ভবদীয় শ্রীনারায়ণ-সংজ্ঞক বিশুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ভবদীয় নিজগণের মধ্যে নর-সংজ্ঞক শুদ্ধ বিগ্রহের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষায় ভূম্নে
বিশ্বায় বিশ্বগুরবে পরদৈবতায় ।
নারায়ণায় ঋষয়ে চ নরোত্তমায়
হংসায় সংযতগিরে নিগমেশ্বরায় ॥ ৪৭ ॥

হে ভগবন্! অতএব আমি বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বগুরু, পরমদৈবত, সর্ব্বব্যাপী পুরুষস্বরূপ ভগবান্‌কে এবং বিশুদ্ধ, সংযতবাক্, বেদমার্গপ্রবর্ত্তক নরোত্তম নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৪৭ ॥

যং বৈ ন বেদ বিতথাক্ষপথৈর্ভ্রমদ্ধীঃ
সন্তং স্বকেষ্বসুষুহৃদ্ঘপি দৃক্‌পথেষু ।
তন্মায়য়াবৃতমতিঃ স উ এব সাক্ষা-
দাদ্যস্তবাখিলগুরোরুপসাদ্য বেদম ॥ ৪৮ ॥

কপটেন্দ্রিয়মার্গে বিভ্রান্তবুদ্ধি যে-ব্যক্তি ভবদীয় মায়াকর্ত্তৃক আবৃতমতি হইয়া স্বকীয় ইন্দ্রিয়াদি-করণ-সমূহ, রূপাদি বিষয়রাশি এবং আত্মহৃদয়মধ্যে নিরন্তর অবস্থিত আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন না, সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই জগদ্‌গুরুরূপী আপনার প্রবর্ত্তিত বেদজ্ঞান লাভ করিয়া আপনাকে সাক্ষাদ্‌ভাবে অবগত হইয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃপ্রকাশং
মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ ।
তং সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং
বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্ ॥ ৪৯ ॥

হে ভগবন্! একমাত্র বেদেই ভবদীয়-রহস্য-প্রকাশক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, অন্যথা ব্রহ্মপ্রমুখ জ্ঞানিগণও সাংখ্য-যোগাদিমার্গে চেষ্টাযুক্ত হইয়াও ভবদীয় স্বরূপবিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনি সাংখ্যযোগবাদিগণের বিভিন্ন বাদানুযায়ী বিষয়সমূহের অনুসরণে বিভিন্ন স্বভাব প্রকটিত করিতেছেন। জীবের নিকট দেহাদি উপাধিসমূহে ভবদীয় স্বরূপজ্ঞান নিগূঢ় রহিয়াছে। আমি মহাপুরুষরূপী আপনার বন্দনা করিতেছি ॥ ৪৯ ॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, ভক্তিবিজয়-ভবন

কাল—১৩ই মার্চ্চ (১৯৩২), রবিবার, অপরাহ্ণ

উপস্থিত—শ্রীধাম-মায়াপুরের ভক্তবৃন্দ ও পরিক্রমার যাত্রিগণ

কৃষ্ণ কি বস্তু, কে কৃষ্ণের উপাসনার যোগ্য, কিরূপে কৃষ্ণের উপাসনা হয়, এ বিষয়ে যাঁহাদের উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা কৃষ্ণেতর বিষয়ের আরাধনায় ব্যস্ত থাকিয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করেন। তাঁহারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র মুখ্যার্থ না বুঝিতে পারিয়া মায়াবাদী হইয়া পড়েন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র অর্থ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

"কৃষ্ণ তোমার হঙ্ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"

—ইহাই বুঝায়। 'আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার'—এই-রূপ একনিষ্ঠ না হইলে কৃষ্ণোপাসনা হয় না। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে।"

"কৃষ্ণের আমি, আমার কৃষ্ণের সব"—এরূপ অকিঞ্চনা ভক্তি যাঁহার আছে, তাঁহারই কৃষ্ণোপাসনা সম্ভব।

আমি, তুমি ও তিনি—এই তিনটী পুরুষের মধ্যে 'আমি'—এই প্রথম পুরুষের সহিতই আমার সম্বন্ধ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের মধ্যে আমার 'আমি'র কথা যে-পরিমাণে আছে সেই পরিমাণে আমার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ, নতুবা আমার তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। আমি চাই—সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা, আমার স্বার্থের বিষয়—একমাত্র কৃষ্ণ এবং আমি কৃষ্ণের; ইহা ব্যতীত কৃষ্ণেতর স্বার্থে আমার কোন সহানুভূতি নাই।

যাঁহারা কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব দেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব লাভ করিতে পারেন। যাঁহাদের কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পুরুষদ্বয়ে কিছু দিবার আছে, তাঁহারা কৃষ্ণ কি বস্তু, কৃষ্ণপ্রীতি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারেন না। সেইজন্য তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা-ভিন্ন নানা কার্য্য পড়িয়া যায়। দেশ-সেবা, মনুষ্য-সেবা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির সেবা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সেবার কথা কেবল তখনই আসিয়া পড়ে। তখন আমরা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্ম-সেবা-সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হই। গুরু-কৃষ্ণের সেবা-ব্যতীত আমার আর কোন স্বার্থ নাই, এই বিচারে প্রকৃত স্বার্থপর হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

'কৃষ্ণ' এই নামটীতেই ভগবত্তার পরিপূর্ণ পরিচয় আছে। অন্যান্য মানব-কল্পিত নামে চিদচিৎএর সহিত সম্বন্ধ থাকায় কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধির বিষয় হয় না, আংশিক দর্শনকে মাত্র বহুমানন করিয়া সম্যগ্ দর্শন-লাভে বঞ্চিত হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা মতবাদের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই গৌরসুন্দররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের পূর্ণ সৌভাগ্য-লাভের সুযোগ দিয়াছেন। ভগবান্ দশটী পাঁচটী তত্ত্ব নহেন, ভগবৎ-প্রীতির পরিপূর্ণতা না থাকায় আমরা শ্রীভগবান্‌কে নিত্যচিদ্‌বিলাসময় বা সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহরূপে দর্শন করিতে পারি না; প্রীতির আংশিকত্ব-হেতু ভগবদ্দর্শনেরও বিভিন্ন আংশিক প্রকাশ লক্ষ্য করি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-ব্যতীত জীব তাঁহার পূর্ণ সৌভাগ্যলাভে চিরকালই বঞ্চিত থাকিবেন।

দ্রাবিড়দেশে মহাভূতপুরীতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কেবলাদ্বৈত নির্ব্বিশেষবাদের হেয়ত্ব-প্রদর্শন-কল্পে এবং ব্যাসদেবের শক্তিপরিণামবাদের সুষ্ঠুত্ব বিচার সংস্থাপন-উদ্দেশে যিনি জগদ্‌গুরু আচার্য্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যিনি উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব-সংস্থাপনপূর্ব্বক মর্য্যাদা বা বিধি-মার্গে সার্দ্ধদ্বিতয় রসে বৈকুণ্ঠপতির আরাধনার বিষয় লোক-লোচনের গোচরী-ভূত করিয়াছিলেন তাঁহারও সিদ্ধান্তের পূর্ণতা-বিধানের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর বিশ্রম্ভ বা রাগমার্গে অবশিষ্ট পঞ্চার্দ্ধ রসের বিচার প্রদর্শন করেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমন্ নিম্বার্কেরও বিচারসমূহের সুষ্ঠুতা ও পূর্ণতা সম্পাদনপূর্ব্বক মহাপ্রভু নিজ-ভজনমুদ্রা-দ্বারা অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল মধুর রসের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিষয়ের প্রতি আশ্রয়ের এবং আশ্রয়ের প্রতি বিষয়ের প্রীতি কিরূপ নবনবায়মানভাবে অনন্তগুণে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহা ভাগ্যবান্ নির্ম্মৎসর জনগণের গোচরীভূত করিয়াছেন; সুতরাং এমন মহাবদান্যাবতারী অমন্দোদয়-দয়াবারিধি গৌরহরি ব্যতীত আর কে আমাদের শরণ্য হইতে পারেন। যে ভগবান্ নিজে আচরণ করিয়া তাঁহার নিজ-ভজন জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, আজ শ্রবণ-দ্বীপের পরিক্রমা-দিনে সেই অহৈতুক করুণাসিন্ধু প্রভুর শিক্ষামৃত শ্রবণপুটে পান-ব্যতীত আমাদের জীবন-ধারণের আর অন্য কি উপায় থাকিতে পারে?

আমার প্রভুর প্রভু গৌরসুন্দরের শিক্ষা—কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার শতকরা শত অংশ সেবা আমারই; অন্য কাহাকেও তাহার অংশীদার জানিয়া আমার সেবা-শ্রম-লাঘবের চেষ্টা হইতে কৃষ্ণে

কখনও আমার পূর্ণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে না। "আমি কৃষ্ণের পূর্ণসেবা-বিধানে অসমর্থ হওয়ায় অপর কেহ তৎ-পূর্ণতা-বিধানে সমর্থ হইলে আমি আমার আংশিক সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য করিব—কৃষ্ণকে পূর্ণ-সেবালাভে বঞ্চিত করিয়া আমার ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিব অর্থাৎ নিজেও সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারিব না, অন্যে করিলেও তাহা দেখিতে পারিব না", ইহা আদৌ সেব্যের প্রতি সেবকের প্রীতিমূলক সেবা-ধর্ম্ম নহে, উহা মৎসরতা বা সেবাধর্ম্মের বিপর্য্যয়-মাত্র।

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ সেবা করিতে সমর্থা বলিয়া স্বসুখ-প্রধানা চন্দ্রাবলী বা শৈব্যার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ সমৎসর-বিধায় বৃষাকপিতনয়া বা তাঁহার গণ কখনও বহুমানন করেন না। শ্রীবার্ষভানবীর গণে— রূপানুগ-গণে গণিত হইলেই কৃষ্ণের পূর্ণ-কৃপা-লাভে সমর্থ হওয়া যায়; সেখানে সেই সেবাই সৌন্দর্য্য-ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। মাৎসর্য্যের তথায় অবকাশ নাই। শ্রীবার্ষভাবনীদেবী তদনুগ জনকে নির্ব্বালীকভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা দেখিলে তাঁহাকে কৃষ্ণসেবাধিকার দিয়া কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। 'তুমি' 'তিনি'দের বিচার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অকপট কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠ না হইয়া তর্ক-পন্থাবলম্বনে কৃষ্ণসেবাধিকার আদায় করিতে গেলে ভুক্তি ও মুক্তিপিশাচীদ্বয়ের কবলে পতিত হয়।

যে-সকল কপট ব্যক্তি তাহাদের স্ব-স্ব স্থূলদর্শনে ভগবদ্দর্শন কল্পনা করিয়া ভগবানের সুখ-সুবিধা নিজেরা ভোগ করিবার গুপ্ত অভিসন্ধিমূলে লোক-শিক্ষক গুরু সাজিয়া বসে এবং লোকসকলের পূজা ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দিব বলিয়া নিজেরাই আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, তাহারা ভগবন্নৈবেদ্যের অপহারক ও লোকপ্রতারক বলিয়া অচিরেই তাহাদের কপটতার সমুচিত শাস্তি ভোগ করিবে। জগতে এইরূপ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী অসুরের সংখ্যা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। উহারা কেহ আপনাকে ভগবদবতার সাজাইতেছে, কেহ বা ভগবানে মনুষ্যত্ব আরোপ করিয়া জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করিতেছে। আমরা নিষ্কপট সেবক হইতে পারিলেই ঐ সকল দুরন্ত দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব।

যাহারা 'সব ভাল' বলিয়া একটী বাদ উঠাইয়া কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-বিচারের 'আমি'কে কৃষ্ণেতর বিচারের 'তুমি', 'তিনি'র সহিত একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইতে চায়, তাহারা যখন তাহাদের উক্ত মতের

প্রতিকূলে চিদ্বিলাস-সমন্বয়ের কথা শুনে, তখন তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া নিজ-নিজ মতবাদের নিরর্থকতা নিজেরাই প্রকাশ করিয়া থাকে। ভজনবিজ্ঞগণ ঐ সকল মৎসরগণের সমূহ কপটতাই ধরিয়া ফেলেন দেখিয়া উহারা তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। কিন্তু অসুরগণ কৃষ্ণদাসানুদাসগণের কোন অমঙ্গলই করিতে সমর্থ হয় না।

যাহারা গৌরভজনের নাম করিয়া গোপনে অত্যাচার-পরায়ণ হয়, মায়াপুরচন্দ্র গৌরহরি সেই সকল অপরাধীর কপটতা প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে শ্রীধাম হইতে অপসারিত করেন। আমাদের শ্রীমায়াপুরচন্দ্র যে-সে ঠাকুর নহেন। তাঁহার ভজনের নাম করিয়া কপটতাচরণকারীকে তিনি কখনও দেখিতে পারেন না।

আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'তুমি' ও 'তিনি'কে পাইয়া সেই আনন্দের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। আনন্দ পাইতে চায়—'কৃষ্ণের আমি' ও 'আমার কৃষ্ণকে', তাহা না হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না,—আশা পূরিবে না। আনন্দ চায়—কৃষ্ণের 'আমি' আমাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবিধান করাইতে; 'তুমি'র মধ্যেও চাহে—'আমি'কে স্থাপন করিতে, 'তিনি'র মধ্যেও চাহে 'আমি'কে বসাইতে। যে 'তুমি', 'তিনি'র মধ্যে তাহার 'কৃষ্ণের আমি' নাই, সে 'তুমি', 'তিনি'র সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যে-দিন আমরা আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের সকল চেষ্টা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৎপর করিতে পারিব, যে-দিন 'কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের'—ইহা ছাড়া আর ইতর দর্শন থাকিবে না, সেদিনই আমার সত্য সত্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে সত্য সত্য কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-দ্বারা সত্য-সত্য কর্ণবেধ-সংস্কার লাভ হইবে, সেই দিনই আমাদের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-রূপ কর্ণমল মধুকৈটভাসুর বিনষ্ট হইবে, তখন শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন ও কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণের সুষ্ঠুতাক্রমে শ্রবণদশা, বরণদশা, স্মরণদশা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বরূপসিদ্ধি ও তৎপরে বস্তুসিদ্ধি লাভ হইবে। সুতরাং 'আমি'র বিচার ঠিক হওয়া দরকার। আমি ঠিক—সব ঠিক, আমি বেঠিক—সব বেঠিক।

জীব ও জড় সমস্তই কৃষ্ণ হইতে যুগপৎ

ভেদ ও অভেদ

বেদ ও বেদান্ত আলোচনাপূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। **দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈত-মত প্রচার করেন।** তাহাই এক প্রকার সিদ্ধান্ত। **নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মনু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন।** তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। ভক্তিসিদ্ধান্ত চারিপ্রকার; তাহার বিবরণ এই,—(১) **শ্রীরামানুজাচার্য্য 'বিশিষ্টাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন;** (২) **শ্রীমধ্বাচার্য্য 'শুদ্ধাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন;** (৩) **শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য 'দ্বৈতাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন;** (৪) **শ্রীবিষ্ণুস্বামী 'শুদ্ধাদ্বৈত'-মতে ভক্তি প্রচার করেন।** চারিজনেই শুদ্ধভক্তির প্রচারক। (১) **রামানুজ-মতে**—চিৎ ও অচিৎ এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (২) **মধ্ব-মতে**—জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশভক্তিই তাঁহার স্বভাব। (৩) **নিম্বাদিত্য-মতে**—জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। (৪) **বিষ্ণুস্বামী-মতে**—বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য পৃথক্। এরূপ **পরস্পর ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, ভগবানের নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সকলেই মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব। মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা দূর করত বিজ্ঞান-শুদ্ধ-ভক্তিতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।**

যেই বিজ্ঞান এখন বিচারিত হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ।
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি' তাহা উড়াইল বিবাদ॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্ত-বাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেইত প্রমাণ।
'দেহে আত্ম-বুদ্ধি'—এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছাতেই জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্য-শক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত-চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্ত্ব-ধাম॥
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি, চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ-স্বরূপ না মানিলে, পূর্ণতা হয় হানি॥
অপাদান, করণ, অধিকরণ—কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার??
(আঃ ৭।১২১-১২৬, ১৩৮-১৪০ ; মঃ ৬।১৪৪, ১৫২)

বেদব্যাস-কৃত ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদই উপদিষ্ট ; বিবর্ত্তবাদ উপদিষ্ট নয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদে 'ঈশ্বর বিকারী হন' বলিয়া সূত্রার্থ পরিবর্ত্তন করত বিবর্ত্ত-বাদ স্থাপন করিয়াছেন। পরিণাম ও বিবর্ত্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসারে এইরূপ লিখিত আছে,—

সতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥ (৫৯ সংখ্যা)

কোন সত্যবস্তু অন্যরূপ গ্রহণ করিলে তাহাতে যে পৃথগ্‌বস্তু-বুদ্ধি, তাহার নাম—পরিণাম। পরিণাম বিকার মাত্র। দৃষ্টান্ত যথা—দুগ্ধ হইতে দধি। অন্যবস্তু নাই অথচ অন্যবস্তু বলিয়া তাহাতে যে ভ্রম, তাহাই বিবর্ত্ত। দৃষ্টান্ত যথা—রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। এই তাৎপর্য্য লইয়া শাঙ্করীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই জীব ও জড়াত্মক জগৎ কখনই ঈশ্বরের পরিণাম হইতে পারে না। যদি পরিণাম মানা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় অর্থাৎ এই জগৎ ঈশ্বরের একটি বিকৃত অবস্থা বলিয়া মানিতে হয়। দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধিরূপে বিকৃত হয়, জগৎকে সেরূপ ঈশ্বরের বিকৃতি বলিতে হয়। অতএব পরিণামবাদ অগ্রাহ্য। সর্প নাই, তথাপি অজ্ঞানতাবশতঃ একটী রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় ও সেই ভয় হইতে নানা প্রকার ফলোৎপত্তি হয়। জগৎ সেইরূপ। জগৎ নাই, অথচ অজ্ঞানে যে জগৎকে বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই বিবর্ত্ত। ইহা মানিলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা বিবর্ত্তবাদ স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, বিবর্ত্তবাদের স্থল নাই। জীব জড়দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, তাহাতে রজ্জু-সর্পের উদাহরণ লগ্ন হয় এবং তাহাই বিবর্ত্ত। কিন্তু জড়দেহ মিথ্যা নয়, অতএব ঈশ্বর বিবর্ত্তভাবে জড়দেহ বা জড়জগৎ হইয়াছেন অথবা জীব-স্বরূপ হইয়াছেন—এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয়। **ব্যাসসূত্রে পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে।** পরিণাম পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বজ্ঞ-ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিতে হয়। বস্তুতঃ দুগ্ধ যেরূপ দধিরূপে পরিণত হয়, ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি সেইরূপ ঈশ্বর ইচ্ছায় জীব ও জড়রূপে পরিণত হইয়াছে। **ঈশ্বর বা ব্রহ্মের পরিণাম নাই, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির বিচিত্র প্রভাব অনুসারে পরিণতি কখনই ঈশ্বরকে বিকারী করিতে পারে না। যদিও প্রাকৃত-বস্তু অপ্রাকৃত-তত্ত্বের উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি তাহা কোন অংশে উদাহৃত হইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বকে স্পষ্ট করিতে পারে।** এইরূপ কথিত আছে যে, **প্রাকৃত চিন্তামণি নানারত্নরাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে।** অপ্রাকৃত-তত্ত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সেইরূপ মনে করুন। অনন্ত জীবময় জৈবজগৎ এবং চতুর্দ্দশ লোকান্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা ইচ্ছামাত্র সৃজন করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বিকারশূন্য থাকেন) 'বিকারশূন্য' শব্দদ্বারা এরূপ মনে করিবেন না

যে, তিনি কেবল নির্ব্বিশেষ। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ। কেবল নির্ব্বিশেষ বলিলে তাঁহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না। অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা তিনি নিত্য সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। কেবল নির্ব্বিশেষ মানিলে অর্দ্ধস্বরূপমাত্র মানা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই পরতত্ত্বে **অপাদান, করণ ও অধিকরণরূপ তিনটি কারকত্ব বিশেষরূপে শ্রুতিগণ-কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ; যথা—**

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম। (তৈত্তিরীয় ৩।১)

'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে',—এতদ্দ্বারা **ঈশ্বরের অপাদান-কারকত্ব** সিদ্ধ হয়। যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে' —এই বাক্যদ্বারা **করণ-কারকত্ব** লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে'—এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের **অধিকরণ-কারকত্ব** বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণদ্বারা 'পরতত্ত্ব' বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ। এরূপ ভগবান্ কখনই কেবল নিরাকার হইতে পারে না। **ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপই তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত-আকার।**

শ্রীজীবগোস্বামী তদীয় ভগবৎ-সন্দর্ভে (১৬শ সংখ্যায়) ভগবত্তত্ত্ব-বিচারে বলিয়াছেন যে,—

একমেব পরং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্য্যান্তর-মণ্ডলস্থিত তেজ ইব, মণ্ডল তদ্বহির্গত তদ্রশ্মি, তৎপ্রতিচ্ছবি-রূপেণ।

পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ. তদ্রূপবৈভব, জীবও প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজঃ, সূর্য্য-মণ্ডল, তাহার বহির্গত-রশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন, এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণ-স্থল। সচ্চিদানন্দমাত্র-বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপবৈভব। নিত্যমুক্ত, নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই জীব। মায়া, প্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতই 'প্রধান'-শব্দবাচ্য। এই চতুর্দ্ধা প্রকাশ নিত্য-পরমতত্ত্বের একত্ব-প্রতিপাদক। পরমতত্ত্বে নিত্যবিরুদ্ধ-ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে ?

উত্তর এই যে, জীব-বুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব. কেননা জীববুদ্ধি সীমাবিশিষ্ট। পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।

শ্রীজীব গোস্বামী এই মতকে "সর্ব্বসম্বাদিনী"-গ্রন্থে অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্বার্ক-মতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মত তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। **শ্রীমধ্ব-মতে যে 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ' স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন।** পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিকভেদে সম্প্রদায়-ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত **শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত, তদীয়-সর্ব্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'নিত্যদ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক-মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। স্বল্পদিনের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বে একটীমাত্র সম্প্রদায় থাকিবে, তাহার নাম হইবে—"শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়"। আর সকল সম্প্রদায়ই এই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে পর্য্যবসান লাভ করিবে।** অতএব কারিকা,—

সর্ব্বত্র শ্রুতিবাক্যেষু তত্ত্বমেকং বিনিশ্চিতম্।
নাবিদ্যাকল্পিতং বিশ্বং ন জীবনির্ম্মিতং কিল॥
অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধিবিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।
সতত্ত্বে বিশ্ব এতস্মিন্ বিবর্ত্তো ন প্রবর্ত্ততে॥
অচিন্ত্যশক্তিযুক্তস্য পরেশস্যেক্ষণাৎ কিল।
মায়ানাম্ন্যা পরাশক্তিঃ সূয়তে সচরাচরম্॥
ভেদাভেদাত্মকং বিশ্বং সত্যং কিন্তু বিনশ্বরম্।
ন তত্র জীবজাতানাং নিত্যসম্বন্ধ এব চ॥
ন ব্রহ্ম-পরিণামো বৈ শক্তেঃ পরিণতিঃ কিল।
স্থূল-লিঙ্গাত্মকং বিশ্বং ভোগায়তনমাত্মনঃ॥

সমস্ত শ্রুতিবাক্য আলোচনা করিয়া দেখিলে, একটী সনাতন-তত্ত্ব জানা যায়। তাহা এই যে, **এই বিশ্ব সত্য, অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা বস্তু নয়।** ইহা পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা হইতেই হইয়াছে, **জীব-নির্ম্মিত নয়।** মিথ্যা- বস্তুতে সত্যজ্ঞান করার নাম 'বিবর্ত্ত'। এই বিশ্ব নশ্বর হইলেও সত্য, অচিন্ত্য-শক্তিমান্ ঈশ্বরের ঈক্ষণ অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই হইয়াছে, ইহাতে বিবর্ত্তের স্থল নাই। পরমেশ্বরের মায়ানাম্নী অপরাশক্তি তদিচ্ছাক্রমে এই স্থাবর-জঙ্গমময় জড়জগৎকে প্রসব করিয়াছে। বিশ্ব সমস্তই অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক। বিশ্ব সত্য হইলেও নিত্যসত্য নয়। "নিত্যো নিত্যানাং" (কঠ ২।২৩ ও শ্বেঃ ৬।১৩) এই শ্রুতিতে ইহা প্রতিপন্ন হয়। কেবল ভেদ বা কেবল অভেদবাদ তথা শুদ্ধাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এ সকলই শ্রুতিশাস্ত্রের এক-দেশসম্মত, অন্যদেশবিরুদ্ধ; কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-মত বেদের সর্ব্বদেশসম্মত-সিদ্ধান্ত, জীবের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার আস্পদ এবং সাধুযুক্তি-সম্মত। এই জড়-জগতে জীবের নিত্য সম্বন্ধ নাই। জগৎ পরব্রহ্মের শক্তি পরিণাম, বস্তু-পরিণাম নয়। এই স্থূল-লিঙ্গাত্মক বিশ্ব জীবের ভোগায়তন মাত্র।

—জগদ্‌গুরু **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

ভক্তি

মহাদেবের প্রতি দেবর্ষি নারদের উক্তি—

ব্রূহি মে ভগবন্ বিষ্ণোর্ভক্তিভেদং সদাশিব।
যজ্‌জ্ঞাত্বা হ্যঞ্জসা বিষ্ণোঃ সাম্যং যাতি জনাঃ প্রভো॥

হে প্রভো! সদাশিব! ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তিভেদ সম্বন্ধে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। যাহা জানিয়া জনগণ সত্বর বিষ্ণুর সমতালাভ করিতে পারে।

শ্রীশিবের উক্তি—

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সাধো পরং গুহ্যতমং যতঃ।
অন্যস্মৈ ন ময়া প্রোক্তং বিনা ভাগবতান্নরাৎ॥
যদৈবাবোচং মাং কৃষ্ণো ধ্যানাত্তুষ্টমনা বিভুঃ।
তদৈবাহং নিষিদ্ধোঽস্মি অভক্তোক্তৌ কৃপালুনা॥
তদা চাহং তস্য পাদপঙ্কজে শিরসা নতঃ।
বভাষ এতদ্‌ভগবান্ ভক্তান্নির্দ্দেষ্টুমর্হসি॥

তদা প্রীতমনা দেবো মামুবাচ সতাং গতিঃ।
শৃণুষ্ব শিব ভদ্রং তে ভক্তান্ বক্ষ্যামি সাত্বতান্ ॥
মদ্ধ্যাননিষ্ঠান্ মৎপ্রাণান্ মদ্‌যশঃশ্রবণোৎসুকান্।
ভক্তান্ জানীহি মে দেব সর্ব্বলোকপ্রণামকান্ ॥
তেভ্যঃ পরমসন্তুষ্টো ভক্তিভেদং সসাধনম্।
ব্রবীমি শিব তে ভক্তি স্তেনৈব সম্প্রসিধ্যতি ॥
যদি ত্বদ্‌বাক্যনিষ্ঠঃ স্যাদ্ যোঽপি কোঽপি সদাশিব।
তস্মৈ প্রীতমনা বাচ্যো ভক্তিভেদঃ সসাধনঃ ॥
তদিদং তে প্রবক্ষ্যামি ভক্তিভেদং সসাধনং।
যতো ভাগবতশ্রেষ্ঠো ভগবৎকীর্ত্তনপ্রিয়ঃ ॥

(সাত্বত তন্ত্র ৪র্থ পটল)

শিব বলিলেন—হে সাধো! তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ। ইহা পরম গুহ্যতম ভাগবত নর ব্যতীত অন্যের নিকট ইহা বলা যায় না। আমি যখন ভগবদ্ধ্যানে ভগবানকে তুষ্ট করিয়াছিলাম, কৃপালু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন আমি যেন ইহা অভক্তের নিকট কীর্ত্তন না করি। তখন আমি শ্রীহরিপাদপদ্মে মস্তক নত করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আপনি ভক্তগণের সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করুন। তখন সাধুগণের একমাত্র গতি বলিয়াছিলেন—হে শিব! তোমার কল্যাণ হউক, আমি তোমার নিকট ভক্তগণের নির্দ্দেশ করিতেছি। যাহারা আমার ধ্যান-নিষ্ঠ, আমার জন্যই প্রাণধারণকারী, আমার যশঃশ্রবণে উৎসুক, সকল লোকে আমার স্থিতি জানিয়া আমাকে প্রণাম করে, সেই ভক্তগণ সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতেছি। তন্মধ্যে সাধনসহ ভক্তিভেদ বলিতেছি, যাহাদ্বারা ভক্তি সিদ্ধ হইবে। যে কেহ তোমার বাক্যে শ্রদ্ধালু হইবে, তাহাকেই সাধনসহ ভক্তিভেদ উপদেশ করিবে। যেহেতু তুমি ভাগবতশ্রেষ্ঠ, অতএব তোমার নিকট ইহা বলিতেছি।

একৈব ভক্তিঃ শ্রীবিষ্ণোঃ প্রীতিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
নির্গুণত্বাদখণ্ডত্বাদানন্দত্বাদ্দ্বিজোত্তম ॥
কিন্তু জ্ঞানক্রিয়ালীলাভেদৈঃ সা ত্রিবিধা মতা।
তান্ শৃণুষ্বানপূর্ব্বেণ মত্তঃ সাবহিতো দ্বিজ ॥
সর্ব্বান্তর্যামিনি হরৌ মনোগতিরবিচ্যুতা।
সা নির্গুণজ্ঞানময়ী সাক্ষাদপি গরীয়সী ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং সর্ব্বেশে বিষ্ণৌ গতিরনুত্তমা।
স্বাভাবিকী ভাগবতা কর্ম্মজা মুক্তিহেলিনী॥
হরিলীলা-শ্রুতোচ্চারে জাতা প্রেমময়ী তু যা।
সৎসঙ্গজান্ যা স্যাদ্‌গ্রাহ্যা সা হ্যনুত্তমা॥
তাসাং সাধনসামগ্রীং ক্রমতঃ শৃণু সত্তম।
যামাশ্রিত্য সমাপ্নোতি জনো ভক্তিং জনার্দ্দনে॥
স্বানুরূপ-স্বধর্ম্মেণ বাসুদেবার্পণেন বা।
হিংসারহিতযোগেন ভগবৎপ্রতিমাদিষু॥
শ্রুতি দৃষ্টি স্পর্শপূজাস্তুতি প্রত্যভিনন্দনৈঃ।
বিষয়ানাং বিরাগেন স্বগুরোঃ পরিচর্য্যয়া॥
নিবৃত্তিশাস্ত্রশ্রবণৈরুত্তমেষু ক্ষমাদিভিঃ।
সমেষু মিত্রভাবেন দীনেষু দয়য়া তথা
ভগবন্মূর্ত্যভিধ্যানৈর্যশসাং শ্রুতিকীর্ত্তনাৎ।
ভূতেষু ভগবদ্দৃষ্ট্যা নির্গুণা ভক্তিরুচ্যতে॥
লব্ধ্বা তাং নির্গুণাং ভক্তিং মুক্তিং বাপি ন মন্যতে।
মুক্তিঃ সৈবেত্যভিহিতা ভগবদ্ভাবকারিণী॥

শ্রীবিষ্ণুতে একমাত্র প্রীতিকেই পণ্ডিতগণ ভক্তি বলিয়া থাকেন। তাহা নির্গুণ, অখণ্ড ও আনন্দস্বরূপ। কিন্তু জ্ঞানক্রিয়া ও লীলাভেদে তাহা ত্রিবিধ। তাহা তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীহরিতে অবিচ্যুতা মনোগতি নির্গুণ জ্ঞানময়ী ভক্তি। শ্রীবিষ্ণুতে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে স্বাভাবিকী মতি মুক্তিহেলিনী ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। হরিলীলা শ্রবণকীর্ত্তনে তাহা প্রেমময়ী হইয়া থাকে। যাহা সৎসঙ্গ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই অতি উত্তম। তাহাদের সাধন সামগ্রী শ্রবণ কর। যাহা আশ্রয় করিলে জীবগণ জনার্দ্দনে ভক্তি লাভে সমর্থ হইবে।

অথ ভাগবতীভক্তেঃ সাধনং শৃণু সত্তম।
যৎ সর্ব্বযত্নতঃ কার্য্যং পুরুষেণ মনীষিণা॥

অতঃপর ভগবদ্ভক্তির সাধন বিষয়ে শ্রবণ কর, যাহা সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত আচরণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরোরুপদেশেন ভগবদ্ভক্তিতৎপরৈঃ।
যথাকার্য্যং স্বকরণৈর্ভগবৎপাদসেবনম্॥

বাচোচ্চারো হরে র্নাম্নাং কর্ণাভ্যাং কর্ম্মণাং শ্রুতিঃ।
হস্তাভ্যাং ভগবদ্দেহপ্রতিমাদিষু সেবনম্॥
জিহ্বয়া ভগবদ্দত্তনৈবেদ্যাহরণং মুদা।
নাসয়া কৃষ্ণপাদাব্জলগ্নগন্ধানুজিঘ্রণম্॥
ভগবদ্গাত্রনির্ম্মাল্যাহরণং শিরসা তথা।
দৃষ্ট্যা বিষ্ণুজনাদীনামীক্ষণেন সাদরেণ চ॥
মনসা ভগবদ্রূপচিন্তনং শিরসোরসা।
বাহুপাদাদিভির্বিষ্ণোর্বন্দনং পরয়া মুদা॥
অর্থাদীনামানয়নমীশ্বরার্থেন সর্ব্বশঃ,
এতৈঃ স্বসাধনৈ র্নিত্যং ভগবৎপাদসেবনম্
আশু সম্পদ্যতে ভক্তিঃ কৃষ্ণে ভাগবতী সতী॥

শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুসারে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ জনগণের নিজইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীভগবৎপাদসেবন। রসনায় ভগবানের নাম-উচ্চারণ, কর্ণদ্বারে ভগবল্লীলাদি শ্রবণ, হস্তদ্বারা ভগবৎপ্রতিমাদির সেবা. জিহ্বাতে ভগবানে অর্পিত নৈবেদ্যের আস্বাদন, নাসাতে কৃষ্ণপাদপদ্মলগ্ন তুলসীপুষ্পাদির ঘ্রাণগ্রহণ, মস্তকে ভগবৎ-পাদপদ্মার্পিত নির্ম্মাল্য ধারণ, চক্ষুদ্বারা বিষ্ণুজনের সাদর ঈক্ষণ, মনের দ্বারা ভগবদ্রূপচিন্তা, মস্তক, বক্ষ, বাহু, পদাদিদ্বারা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম এবং ভগবৎসেবার্থ অর্থাদি আহরণ—এই সকল সাধনের দ্বারা নিত্যভগবৎপাদপদ্ম সেবা করিলে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিত্যভক্তি সম্পাদিত হইবে।

যদেন্দ্রিয়াণাং সর্ব্বেষাং কৃষ্ণেপরমপুরুষে।
স্বাভাবিকীরতিরভূৎ সা বৈ ভাগবতী মতা॥
এতদ্ভক্তিপরো বিপ্র চাতুর্ব্বর্গ্যং ন মন্যতে।
তস্যামন্তঃ সর্ব্বসুখমধিকং বাপি লভ্যতে॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্রে মতিই স্বাভাবিকী রতি জানিবে। এই প্রকার ভক্তিমান ধর্ম্মার্থকামাদি চতুর্ব্বর্গের বহুমানন করে না। তাহাপেক্ষা অন্য কোন বস্তুতে অধিক সুখলাভ হয় না। (ক্রমশঃ)

—সাত্বততন্ত্র, ৪র্থ পটল।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

বেদান্ত-সূত্র, ব্রহ্ম-সূত্র, উত্তরমীমাংসা-সূত্র বা বেদান্তদর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৮ পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্মবিদ্যা গুরুপারম্পর্য্যে জগতে অবতীর্ণ হন। তজ্জন্য প্রত্যেক গুরুদেব তাঁহার নিজগুরু ও পারম্পর্য্য কীর্ত্তন ও প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রদায় সৎ হইলে পারম্পর্য্যদ্বারা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত লভ্য হওয়া সম্ভব, নচেৎ অসৎ সম্প্রদায়ে বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত লভ্য হয় না। বর্ত্তমান কালে কোন কোন যোগাদি প্রভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া কিছু অসাধারণ যাদু প্রদর্শন অথবা দেহরোগের প্রশমন করিয়া বহু শিষ্যসংগ্রহ ও সদগুরু বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন। প্রকৃত গুরু কিম্প্রকার গুণবান্ ও ক্রিয়াবান্ হইয়া থাকেন, আধুনিক সমাজ তাহার বিচার করিতে সক্ষম হন না। একারণ সমাজে কল্যাণার্থ পদ্মপুরাণ বলেন—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥

অর্থাৎ-সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রাদিদ্বারা সফলতা বা সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব কলিকালে চারিটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইবেন। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক নামক এই চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় উৎকলদেশে শ্রীপুরুষোত্তম হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া জগতকে নিস্তার প্রদান করিবেন। এই সম্প্রদায়গুলির প্রবর্ত্তক ও মূল আচার্য্য সম্বন্ধেও পরিদৃষ্ট হওয়া যায়, যথা—

রামানুজং শ্রীঃস্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীরামানুজকে, শ্রীব্রহ্মা শ্রীমধ্বাচার্য্যকে, শ্রীরুদ্র শ্রীবিষ্ণু-স্বামীকে এবং চতুঃসন শ্রীনিম্বাদিত্যকে স্বীকার অর্থাৎ মূল আচার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ ভক্তিভাব ও বিচার জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

সুতরাং এবম্প্রকার সম্প্রদায়ানুগত্যহীন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বৈদান্তিকগণ স্বীকার করেন নাবলিয়াই গল্‌তা গদীতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তথা শ্রীগৌড়ীয়-

সম্প্রদায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং শ্রীল বিদ্যাভূষণ শ্রুতি-ন্যায়-স্মৃতি প্রস্থান-ত্রয়ের ভাষ্য প্রদর্শন করিয়া সম্প্রদায়ানুগত্যের প্রমাণ দর্শাইয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বে কিঞ্চিদ্ নিবেদন করিয়াছি। তাঁহার প্রদত্ত পূর্ণ স্বগুরু-পরম্পরা এইরূপ—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মদেবর্ষিবাদরায়ণসংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্ হরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তমব্রহ্মণ্যব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারদ, বাদরায়ণ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীনৃহরি, মাধব, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ, শ্রীজ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি, শ্রীবিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম্ম, পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য ও ব্যাসতীর্থকে ক্রমানুসারে স্তব করিতেছি, তৎপরে লক্ষ্মীপতি ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি। শ্রীমাধবেন্দ্রের শিষ্য জগদ্গুরু শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দকে এবং শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দান করত জগতকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভজনা করিতেছি। সুতরাং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুগত।

শাস্ত্রোক্ত এই চারিটি সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের নামাদির সামান্য সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বিবেচনা করি। ১। শ্রী-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীরামানুজ **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ** প্রচার করেন। এইমতে ব্রহ্ম এক অদ্বয়তত্ত্ব এবং ইহা চিৎ ও অচিৎ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। যথা—"চিদচিদ্বিশিষ্টাদ্বৈতং তত্ত্বম্"। তাঁহার ভাষ্যের নাম—**শ্রীভাষ্য**। ২। শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমধ্ব **দ্বৈতবাদ** প্রচার করেন। তাঁহার মতে ভেদের নিত্যত্ব এবং এই ভেদ পঞ্চপ্রকার উক্ত হইয়াছে। পঞ্চভেদ যথা—ক) ঈশ্বর ও জীবে ভেদ, খ) ঈশ্বর ও জড়ে ভেদ, গ) জীব ও জীবে ভেদ, ঘ) জীব ও জড়ে ভেদ এবং ঙ) জড়

ও জড়ে ভেদ। তাঁহার ভাষ্যগুলির নাম—**শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্, অণুভাষ্যম্ এবং অনুব্যাখ্যানম্**। ৩। শ্রীরুদ্র-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী **শুদ্ধাদ্বৈতবাদ** প্রচার করেন। তাঁহার প্রচারিত ভাষ্য **সর্ব্বজ্ঞসূক্তি** বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার মতে ঈশ্বরের, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের ও ভক্তের শুদ্ধত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। জীব, জগৎ ও মায়া তদাশ্রিতরূপে নিত্য ও অদ্বয়। যদিচ বল্লাভাচার্য্যকে এই মতের আচার্য্য বলা হয়, কিন্তু শ্রীল শ্রীধরস্বামী এই সম্প্রদায়ের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ আচার্য্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লভভট্টের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন এবং শ্রীল শ্রীধরস্বামীর আনুগত্য করিবার উপদেশ প্রদান করেন। বল্লভাচার্য্য সৌভাগ্যক্রমে সেই তিরস্কারকে পরম মঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করিতে সক্ষম হন এবং জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামীর আনুগত্য অঙ্গীকার করেন। অধিকন্তু উল্লেখ্য যে, শ্রীবল্লভাচার্য্য এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎসম্প্রদায়ের মহত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীবালগোপালের উপাসনার পরিবর্ত্তে কিশোর-গোপালের ভজন-প্রয়াসী হন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশ ভিক্ষা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাতে অনুমোদন করায় শ্রীভট্টজী শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট কিশোর-গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত হন—এ বিষয়টি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত রহিয়াছে। ৪। শ্রীসনক-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য **ভেদাভেদবাদ** প্রচার করেন। তাঁহার ভাষ্যের নাম—**'বেদান্তপারিজাতসৌরভ'**। তিনি ভেদ ও অভেদের যুগপৎ বর্ত্তমানতা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ স্বরূপ ও ধর্ম্মবিষয়ে ভেদ ও অভেদযুক্ত—ইহাই তাঁহার প্রচারিত মত। শ্রীনিম্বাদিত্যের এই ভেদাভেদবাদকে অনেকানেক আচার্য্য 'চিন্ত্যভেদাভেদবাদ' নামেও অভিহিত করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বোত্তম ও পরম সত্য **"শ্রীঅচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত"** জগতকে প্রদান করেন; অর্থাৎ এই ভেদাভেদত্ব বদ্ধ মানবের চিন্তাগম্য নহে, ইহা উপনিষদ্বাক্য—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইহার উদ্দিষ্ট বস্তু। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বাচার্য্যের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ'রূপ মত স্বীকার করিয়াও ভেদত্ব ও একত্বের অচিন্ত্যত্বরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত বলিতে শাস্ত্রের প্রকৃত সত্য মতকেই বুঝায়; তীক্ষ্ণ মেধা, বাগ্মিতা ও প্রবল যুক্তিদ্বারা যে মতবাদ স্থাপন করা যায়, তাহা অধিকতর মেধাবী ও বাগ্মী ব্যক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে, পরন্তু সিদ্ধান্ত বলিতে সর্ব্বপ্রকার বিচারসহ ও অখণ্ডনীয় সত্যকে বুঝায়।

এতাবদ্ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৈদান্তিক মতের কিছু আলোচনা করিলাম। এক্ষণে অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবমতের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপ আচার্য্যশঙ্কর-প্রচারিত **কেবলাদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ** বা **শারীরকভাষ্যের** কিছু আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যক্তি শুধু ভারত নহে পাশ্চাত্যাদি দেশেও এই মতকেই বেদান্ত-মত বলিয়া ধারণা করেন। তাঁহাদের অনেকেই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ-প্রচারিত বেদান্তভাষ্যগুলির পরিচয়ও অবগত নহেন। যুক্তি-স্থলে তজ্জন্য অনেকে বলিতে পারেন যে, সর্ব্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির যাহা রুচিকর বা গ্রাহ্য তাহাই নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট। **Vox populi, vox Dei** জনগণের বাণীই ঈশ্বরের বাণী। পরন্তু এরূপ বিচার কখনই সমীচীন হইতে পারে না। যাহা যতদূর উৎকৃষ্ট তাহার সংখ্যা ততই অল্প ও দুর্লভ হইয়া পড়ে। নিম্নমানের ব্যক্তি বা বস্তুরই আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। এবং তদ্রূপ ব্যক্তিগ্রাহ্য বস্তু শ্রেষ্ঠ হয় না। সমাজের নেতা হইবার যোগ্যতা বিচার করিয়া এক জনকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়, সর্ব্বোত্তমের সংখ্যা কখনই বহু হয় না। যাহা হউক, শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রুতি ও ন্যায়ের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করত গৌণার্থ স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে আচার্য্যের কোন দোষ নাই। শ্রীভগবানের আদেশ-পালনার্থেই শাস্ত্রের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ ও গৌণার্থের কল্পনা আচার্য্যের কার্য্য। বহির্মুখ অসুরদিগকে ফক্কাকার জ্ঞানে মোহিত করিয়া শুদ্ধ বৈদিক-বিচারকে কলুষমুক্ত রাখিবার নিমিত্তই তাঁহার এই কাল্পনিক মায়াবাদ-ভাষ্য প্রচার। এ সম্বন্ধে মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের **"মায়াবাদের জীবনী"** গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ সম্ভবপর হইল না। সুধীপাঠকবর্গ এতদংশ পাঠ করিলে মায়াবাদ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অবশ্যই লাভ করিবেন।

"বাদরায়ণ ঋষি বেদ-বিভাগ করিতে গিয়া 'ভেদ'-সূচক বাক্যের সর্ব্বতোমুখী বিবিধ প্রমাণ লক্ষ্য করিলেও 'অভেদে'র ইঙ্গিতও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বেদের ঐ প্রকার অভেদ-ইঙ্গিত হইতে মায়া-বাদের সৃষ্টি হইতে পারে, ইহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়া-ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ত্রিকালজ্ঞ আচার্য্যবর্গের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নহে। অদ্বৈত-ভাব বেদের অসম্পূর্ণ একদেশ মাত্র। বস্তুর পূর্ণত্বের বিচার না করিয়া আংশিক বিচার করিলে তাহাকে সৎ-বিচার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পরন্তু আংশিক সত্য—সত্য নহে; তাহাকে পূর্ণ-সত্যরূপে

দেখাইবার চেষ্টাকে অসতী চেষ্টা বা বঞ্চনা বলা হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মায়াবাদকে তাঁহার স্বরচিত পুরাণে 'অসৎ' ও 'অবৈদিক' বলিয়া জানাইয়াছেন।

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।"

(পদ্মপুরাণ– উঃ খঃ, ২৫ অঃ, ৭ শ্লোক)

পদ্মপুরাণের বিভিন্নস্থানে, কূর্ম্মপুরাণের পূর্ব্বভাগে ও অন্যান্য বহু পুরাণে এই মায়াবাদের ভাবী আবির্ভাবের উক্তিসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। মায়াবাদ-মত যে অবৈদিক-মত তাহাও তিনি পদ্মপুরাণে ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈদিক-যুগে অর্থাৎ বেদে যে মায়াবাদ নাই, তাহা আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে এরূপ উক্তি আছে,—

'বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং **মায়াবাদমবৈদিকম্**।
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশ-কারণাৎ॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে মায়াবাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—'অসুরগণ ভক্তিপথ গ্রহণ করতঃ দুষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া করুণাময় ভগবান্ সরলহৃদয় জীবদিগের প্রতি ভক্তবাৎসল্য-প্রযুক্ত, ঐ অসুরগণ যাহাতে ভক্তিপথকে ভ্রষ্ট করিতে না পারে, তাহা চিন্তা করিয়া মহাদেবকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন—হে শম্ভো! তামস-বৃত্তিবিশিষ্ট অসুরগণের নিকট আমার শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলে জৈব-জগতের মঙ্গল হইবে না। তুমি অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য এমন একটী শাস্ত্র প্রচার কর, যাহাতে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশিত হয়; আসুরিক চিন্তামগ্ন জীবসকল শুদ্ধভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার সহৃদয় ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি নিঃসংশয়ে আস্বাদন করিবেন। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু রুদ্রকে বলিতেছেন,—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

(পদ্ম পুঃ, উঃ খঃ ৪২।১১০)

এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥ (বরাহ-পুরাণ)

[হে শম্ভো! তুমি কলিযুগে মনুষ্যাদি জীবের মধ্যে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া কল্পিত মতে অর্থাৎ মিথ্যানির্ম্মিত নিজ তন্ত্রাদি শাস্ত্রদ্বারা মনুষ্যকুলকে আমা হইতে বিমুখ কর; সেই কল্পিত-শাস্ত্রে আমার নিত্য-ভগবৎ-স্বরূপের বিষয় গোপন করিও—তাহা দ্বারা জগতের বহির্ম্মুখ-সৃষ্টি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।"

আমি এইরূপ মোহসৃষ্টি করিতেছি, যাহা জনগণকে মোহিত করিবে; হে মহাবাহো রুদ্র! তুমিও মোহশাস্ত্র প্রণয়ন কর; হে মহাভুজ! অন্যায় ও ভগবৎ-স্বরূপ-প্রকাশের বিরোধী অক্ষজ যুক্তিজাল প্রদর্শন কর; তোমার রুদ্ররূপ (আত্মবিনাশরূপ সংহার-মূর্ত্তি) প্রকাশ কর, আর, আমার নিত্য ভগবৎস্বরূপকে আবৃত কর।] (ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদকৃত 'জৈবধর্ম্ম', ১৮শ অধ্যায়)।

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মনে করেন, পদ্মপুরাণে ঐ প্রকার উক্তিসমূহ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ঈর্ষামূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্য-যোগী বা সমন্বয়-বাদী বিজ্ঞান ভিক্ষু তাঁহার 'সাংখ্য'—ভাষ্যের ভূমিকায় পদ্মপুরাণের ঐ প্রকার উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

অস্তু বা পাপিনাং জ্ঞানপ্রতিবন্ধার্থমাস্তিকদর্শনেষ্বপ্যংশতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থ-ব্যবস্থাপনম্ তেষু তেষ্বংশেষ্বপ্রামাণ্যং চ। শ্রুতিস্মৃত্যবিরুদ্ধেষু তু মুখ্যবিষয়েষু প্রামাণ্যমস্ত্যেব। অতএব পদ্মপুরাণে ব্রহ্মযোগ-দর্শনাতিরিক্তানাং দর্শনানাং নিন্দাপ্যুপপদ্যতে। যথা তত্র পার্ব্বতীং প্রতীশ্বরবাক্যম্—

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্ব্বিপ্রৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃ পরম্॥
কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন বৈ॥
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদময়ার্থতঃ।
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতম্।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥

বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ ॥
ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্।
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে।
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে ॥
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে।
ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া ॥
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ ॥

ইতি—অধিকং তু ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রপঞ্চিতমস্মাভিরিতি। (সাংখ্য-দর্শনম্—বিজ্ঞানভিক্ষু-বিরচিতভাষ্য)—শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত—২য় সংস্করণ, ভূমিকা—৫-৬ পৃঃ)

সকল দর্শনের সামঞ্জস্য স্থাপন করাই বিজ্ঞান ভিক্ষুর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শঙ্করের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন না, বরং নিরপেক্ষভাবে তাঁহার গুণ ও দোষ উভয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। বাস্তবদর্শী মহাজনগণ সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়াই জানেন; সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানেন না। কাহারও কল্পিত মতের দোষ প্রদর্শন করাকেই যদি ঈর্ষামূলক ব্যবহার বলিতে হয়, তাহা হইলে আচার্য্য শঙ্করও তদ্দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন না। তিনি শাক্যসিংহ বুদ্ধকে 'পাগল' আখ্যায় আখ্যাত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে—**'সুগত বুদ্ধ'** অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি অর্থাৎ মতিচ্ছন্নের ন্যায় প্রলাপ বকিয়াছেন—এইরূপ বলিয়াছেন। উক্ত ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'বাহ্যার্থ-বিজ্ঞান-শূন্যবাদ-ত্রয়মিতরেতর-বিরুদ্ধমুপদিশতা 'সুগতেন' স্পষ্টী-কৃতমাত্মনোঽসম্বদ্ধপ্রলাপিত্বম্। (ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্য-২।২।৩২) [ক্রমশঃ]

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ**

"এসেছে ভবে গোলোকনাথের দাস"

এসেছে ভবে গোলোক হ'তে
গোলোকনাথের দাস,
মন ভুলানো নামটি তাঁহার
শ্রীবামন মহারাজ

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-বাণী
সদা তাঁহার কাছে শুনি।
দেখ্‌লে তাঁরে, সংসারী-লোক
ভুলে গৃহের কাজ।

তাঁর কণ্ঠে রাজে সর্ব্বশাস্ত্র,
বপু তাঁর নামময়,
তাঁরে ঘেরি' সদাই ওঠে
হরিনামের জয়।

পাপী-তাপী-উদ্ধারিতে
ভ্রমে তিনি আচার্য্যরূপে,
'ঠাকুর' বলি' তাঁহার যশঃ
রটে জগৎময়।

তাঁহার গুরু-সেবা-নিষ্ঠা
অতি চমৎকার;
শুধু গুরুর তুষ্টি-বিধান
জীবন-ব্রত তাঁর।

কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগীগণে
লুটায় তাঁর শ্রীচরণে,
তাঁর করুণা ছাড়া জীবের
নাইকো গতি আর।

—**শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল,** কবিভূষণ

কিছুক্ষণ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

অপরিচিত কুলিয়া (কোলদ্বীপ) বর্ত্তমান নবদ্বীপ, কি যেন একটা রহস্য আমাদের চোখে, তার শেষ হয় না। ঘুরতে ঘুরতে তেঘরিপাড়ায় আসি। এইটী·····কি·····মঠ ? শ্রী দে বা ন ন্দ গৌ ড়ী য় মঠ। মঠে ঢুক্‌তেই গেটের সাম্‌নে একটা লোকের মূর্ত্তি, ছেঁড়া বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শিল্পির এ কি রকম আর্ট! দেবানন্দ কে ? এর প্রতিষ্ঠাতা কে ? গৌড়ীয় কেন ? নবদ্বীপ তো বৈষ্ণবদের প্রাণকেন্দ্র, মহাপ্রভুর জন্মভূমি ও লীলাক্ষেত্র।

নিশ্চয়ই···বৈষ্ণবদের···কিছু,···মঠটা। মঠের ভিতরটা তো খুব সুন্দর ! কি শান্ত ! স্থির, নিস্তব্ধ—এককথায় কে যেন একটি অদৃশ্য হাতে শান্তি ও পবিত্রতার লেপন দিয়েছে। ঐ যে বিগ্রহ ! পকেটে হাত দিয়ে দেখি পয়সা আছে কি না ?—"ভেট" যদি চায় ! তবে ফেরৎ যেতে হবে আমাকে। বেকার ছাত্রী হিসাবে কন্সেসান দিবে না ? না—কে-উ বসে নেই ভেট নেওয়ার জন্য ; ভেট এখানে লাগে না। বেশ সুন্দর এই বিগ্রহটি কার ? ও, উনি **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ**।

কোনও সময়ে নবদ্বীপ ছিল—রাজা বা বাদশার দেশ। ইনি কি রাজা—বাদশা ?

·····না, এঁরা অন্য মহারাজ। পৃথিবীর মানুষ নীরবে পরাজয় স্বীকার করে নিজ-জীবনকে উৎসর্গ করে এঁদের কাছে ; যন্ত্রণাময় সংসার থেকে উদ্ধার হয় ও স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হয়,—এইরূপ মহদ্ব্যক্তিগণের নিকট হ'তে কৃপা লাভ করে। পাপযুক্ত পৃথিবীর মুক্তি ও বিশুদ্ধপ্রেম দান করার জন্য এঁরা আসেন। লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, যুদ্ধ-বিগ্রহের অঙ্ক কষতে এঁরা নয়।

এখানে 'মহারাজ' অর্থে শান্তির প্রতীক।

ফুল বাগান টা তো বেশ সুন্দর ! বর্দ্ধমানের গোলাপ-বাগের মতো, আর এগুলি চাইনিস্ বা শান্তিনিকেতনের গোলাপ মনে হয়।

আমার সাদা কোটের উপর লাল গোলাপটি বেশ মানাবে। আর সাদাটি চুলের খোপায় পরি না ? লোক জন তো কেউ নেই। মানুষের মনে কুমতি-সুমতি সব সময় ঝগড়া করে সতীনের মতো—কোন কাজ করতে গেলেই। যা বাবা : —এই তো একটা বুড়ী মালা জপ করছে। বলি, ও মাতাজী, বাবাজী কোথায় ? বুড়ি আমার কথা শুনে, মা কালীর মত জিব বের করে বলে, ছিঃ, ছিঃ এ আবার কি ?

ছিঃ করার কি আছে? তোমরা তো বৈষ্ণব, বৈষ্ণব বলে পরিচয় দেয় এরূপ বাবাজীদের তো মাতাজী বা সেবাদাসী থাকে। বুড়ি চোখ লাল করে তাকিয়ে আমার শাড়ী, ক্যামেরা, কোট প্রভৃতির দিকে নজর বুলিয়ে বল্লে তুমি কি যা-তা বলছো, এটা গৌড়ীয় মঠ, এইরূপ ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি কেন বিদ্রূপ কর্‌ছো? যাও ঐ অফিস ঘরে ম্যানেজার আছেন, যদি কিছু জানার ইচ্ছা থাকে তাঁকে জিজ্ঞেস্ কর। মনে মনে ভাবি বুড়ি হিংসুটে কম নয়? আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী—মাতাজী হতে আসি নি—এসেছি কিছু ছবি তুলতে। রুমের মধ্যে ভদ্রলোক কি সব লিখছেন। পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকালেন। স্মিতভাবে বললেন, আসুন, কি চান? নিজ পরিচয় দিতেই চেয়ারে বসতে বল্লেন ···।

ভদ্রলোকের নাম শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী। রুমটা বইপত্রে সাজানো, গৈরিক বসনে একটি বিছানা গুটানো, চারিদিকে কাগজ-পত্র। জানলাম এখান থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই রুমটি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তথা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার অফিস। উক্ত ব্রহ্মচারিজীকে প্রশ্ন করলাম—

আচ্ছা আপনারা তো বৈষ্ণব?

না—আমরা বৈষ্ণবের দাসানুদাস।

মানে?

অর্থাৎ, আমি-স্বরূপতঃ শুদ্ধ জীবাত্মা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নহি। পরন্তু নিত্যোদীয়মান নিখিল পরমানন্দপূর্ণামৃত সাগরস্বরূপ গোপীজনবল্লভের শ্রীচরণকমলের দাসানুদাসের দাস। ইহাই আমাদের পরিচয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥

—আচ্ছা ঐ বুড়িকে মাতাজী বলায় ছিঃ ছিঃ করলো কেন? বাবাজীদের তো মাতাজী বা সেবাদাসী থাকে শুনি, অথচ বৈরাগী বৈষ্ণব বলে, কোথাওতো মাতাজী বা সেবাদাসীরূপ স্ত্রী-সঙ্গীর কথা মহাপ্রভু বলেন নাই।

ব্রহ্মচারীজী অত্যন্ত গম্ভীর সুরে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"যারা জীবনে অবৈধ নারীসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে না, আবার বৈরাগী বলে

নিজেকে পরিচয় দেয়—এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব-পদবাচ্য হইতে পারে না, পরন্তু, উক্ত অনাচারী ও অনভিজ্ঞ মানব প্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিজেকে বৈষ্ণব অভিমানে প্রতিষ্ঠিত করায় শ্রীভাগবদ্বাক্যের বিচারানুসারে তাহারা অধঃপতিত, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ঐ প্রকার বিকৃত জীবনকেই উহারা বৈষ্ণব-জীবন বলিয়া প্রচার করে। এই প্রকার অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গীকে শাস্ত্র কুত্রাপিও প্রভুর দাস বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইহারা বৈষ্ণব-সমাজের কলঙ্ক ও আগাছাস্বরূপ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ড ২২শ অধ্যায়ে—

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু,—কৃষ্ণাভক্ত আর॥

* * * * *

আপনাকে একটি ছোট ঘটনা বলি;—ছোট হরিদাসের কথা হয়তো শুনে থাকবেন? তিনি একজন, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। কোন সময়ে তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবার জন্য পরম বৈষ্ণবী বৃদ্ধা শ্রীমাধবীদেবীর নিকট সুন্দর মিহি চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই কথা অবগত হইয়া জগতে ত্যাগীগণের আদর্শ আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ করেন।

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন॥

ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধেও মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে আর গ্রহণ করিলেন না। ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর পরিত্যাজ্য হয়ে অবশেষে আত্মগ্লানি নিয়ে ত্রিবেণী-সঙ্গমে (এলাহাবাদ) প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

আচ্ছা, বৈষ্ণব বল্‌তে কি বুঝায়?

'বৈষ্ণব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, 'বিষ্ণু'-শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'ষ্ণ' প্রত্যয় করিলে 'বৈষ্ণব' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত সদাচারী এবং বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব। শ্রীপদ্মপুরাণে বর্ণিত রয়েছে—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ সদাচারী ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব—ইহাই বৈষ্ণবের সংজ্ঞা।

ব্রহ্মচারীজী! দেবানন্দ পণ্ডিত কে? এখানে তাঁর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করার কি উদ্দেশ্য? তাঁহার হাতেই বা ছেঁড়া বই কেন?

উত্তরে ব্রহ্মচারিজী, বল্লেন শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক, কুলিয়া-নগরে (বর্ত্তমানের নবদ্বীপ শহর) শ্রীমদ্ভাগবতের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বা অধ্যাপক ছিলেন। ইঁনি ঐ সময়ে তাঁহার বাটীতে ছাত্রগণকে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইতেন; অধ্যয়নকালে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের সুন্দর ব্যাখ্যাও করিতেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীবাসপণ্ডিত তাঁহার ভাগবদ্ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার প্রকটিত হইল ও তদ্দর্শনে ভগবত্তত্ত্ব এবং প্রেমভক্তি-বিষয়ে অনভিজ্ঞ মূর্খ-পড়ুয়াগণ তাহাদের অধ্যয়নে বাধাস্বরূপ জানিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে ঐ বাটী হইতে জোরপূর্ব্বক বাহির করিয়া দিল। ভক্তিরসানভিজ্ঞ দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীবাসের অপমান দেখিয়াও কোনরূপ প্রতিকার করিলেন না পরন্তু পড়ুয়াদের ঐ অপরাধমূলক কার্য্যকে অনুমোদনই করিলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু পরমভাগবত এবং রসিকপ্রবর শ্রীবাসপণ্ডিতের ঐ প্রকার অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, দেবানন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ জানে না, সে শ্রীমদ্ভাগবত কি ব্যাখ্যা করিবে? ভাগবত-রসিক শ্রীবাসপণ্ডিতকে দেবানন্দ অবজ্ঞা করিয়া মহা অপরাধ করিয়াছে। সে ভাগবত পাঠের অধিকারী নয় এবং সে যে-ভাগবত পড়ায় তাহা শ্রীমদ্ভাগবত নয়—আমি তাহার সেই ভাগবত ছিঁড়ে ফেলব। স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যেকটি সঙ্কল্পই সত্য হয়।

পরবর্ত্তিকালে দেবানন্দ পণ্ডিত তাহার ত্রুটী এবং অপরাধ বুঝিতে পারিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাসনবাক্য অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। বদান্যবর শ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দ পণ্ডিতকে ক্ষমা করিলে মহাপ্রভুও তখন তাঁহাকে ক্ষমা করেন। এইজন্য এই স্থানকে অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলা হয়। ঐ স্মৃতির জন্য মহাভাগবত শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীমূর্ত্তি ঐ স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনার্থী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এঁর প্রতিষ্ঠাতা কে?

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ।

বর্ত্তমান সভাপতি কে ?

—পরিব্রাসকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ।

উনি এইখানে আছেন ? উনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

না...তিনি বর্ত্তমানে এইস্থানে নেই।

পত্রিকার সম্পাদক কে ?

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ।

এমন সময় একটি ছেলে ঐ গৃহে প্রবেশ করেন—সাদা পোশাকে একবাটী দুধ হিটারে বসানোর জন্য।

আচ্ছা, আপনার গৈরিকবসন আর ঐ ছেলেটির সাদা বসন—এরূপ কেন ? ব্রহ্মচারীজী উত্তর দিলেন শ্রীল গুরুদেব শিষ্যগণের নানা প্রকারের অধিকার ও যোগ্যতা অনুসারে তাদের ভজনের উন্নতির জন্য তাদের অনুকূল কষায় বসন বা সাদা বসন প্রদান করেন।

আচ্ছা ভাই, তোমার নাম কি ?

নম্র ও বিনয়ের সুরে বল্লেন, ত্রৈলোক্যনাথ দাস।

"বিনয়-নম্র" ভাব, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের হয়তো নীতি।

"শ্রীল", মানে কি ?

—'শ্রী' মানে সৌন্দর্য্য, শোভা ঐশ্বর্য্য, ভগবদ্-ভক্তি, ভগবৎ-সেবা ইত্যাদিকে বুঝায়। ভক্তিরাজ্যে যাঁহারা ভক্তিরূপী বা ভগবৎ-সেবারূপী সৌন্দর্য্যে সুশোভিত, তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' বা 'শ্রীল' যুক্ত করা হয়। তবে 'শ্রীল' বিশেষ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আচ্ছা, এই ত্রৈলোক্য ভাইটির পিতৃগৃহে পূর্ব্বে একটা নাম ছিল তো ?

ছিল বৈ কি ?—শ্রীল গুরুদেব নামদেবার পর, পূর্ব্বের নাম আর স্মরণ করি না! এতে পূর্ব্বের স্মৃতির প্রতি টান শিথিল হয়।

তাতো সব বুঝলাম মহাশয়! কিছু.....একটা কথা,.....আচ্ছা আপনারা জাতিভেদ মানেন ? ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবরা তো সব লোকের হাতে খায় না, ছোঁব না—ছোঁব না করে ?

আমরা বর্ত্তমান সমাজের অদৈব বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত বিচার মানি না। শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতিতে দৈববর্ণাশ্রমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্ম-বিভাগানুসারে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার-বশত বর্ত্তমান জন্মের উদিত স্বভাব এবং জন্মাদির বিচার করিয়া বর্ণাশ্রম নিরূপিত করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কেবলমাত্র বর্ণশ্রেষ্ঠের শৌক্রে উৎপন্ন হইলেই (তার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব বিপরীত থাকিলে) তাহাকে ঐ বর্ণের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা ব্রহ্মস্বভাব-বিশিষ্ট এবং আত্ম-অনাত্ম জ্ঞানসম্পন্ন, ভক্তিযুক্ত, এইরূপ ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আদির গুণের কথা উল্লেখিত আছে! অতএব যে ব্যক্তির মধ্যে যে জাতির গুণ আছে, সে সেই জাতির অন্তর্গত। এছাড়া জাতির বিচার শাস্ত্রসম্মত নহে।

আচ্ছা এই যে, অনেকে গোস্বামী, গোস্বামী বলে? গোস্বামী শব্দের অর্থ কি?

'গো' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, 'স্বামী' শব্দের অর্থ প্রভু অর্থাৎ যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়গণকে ভগবদনুশীলনে নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহারাই **গোস্বামী** পদবাচ্য হন; ইহা কোন শৌক্র বংশের একচ্ছত্র সম্পত্তি নহে।

আপনারা তো মঠবাসী ব্রহ্মচারী,—সংসারী হ'তে পারেন না?

ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ব্বণ। যাঁহারা গুরুগৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া নিষ্ঠার সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করত ভগবদ্ভজনে স্থির থাকেন বা কোন দিনও গৃহস্থ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই—তাঁহারাই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। আর যাঁহারা শিক্ষালাভ করত গৃহস্থ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবদ্ভজন করেন তাঁহাদিগকে উপকুর্ব্বণ ব্রহ্মচারী বলা হয়! আমাদের মঠেও এইরূপ বিধান আছে তবে, এখানকার প্রায় সকল ব্রহ্মচারীই 'গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না'—এইরূপ সঙ্কল্প নিয়াই আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষা-দীক্ষাদি লাভ করত মঠের আদর্শানুসারে জীবনযাপন করেন।

আচ্ছা, বিদেশী "এমেরিকান" মঠ সম্বন্ধে আপনাদের কি মত?

—"এমেরিকান"-মঠ নয়, ইহা গৌড়ীয়-ধারায় ভারতীয়দেরই মঠ। এই এমেরিকান মঠ যে বল্‌ছেন, এঁর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ। ইঁনি একদিক থেকে গুরুবর্গ, অপর একদিক থেকে অগ্রজ সতীর্থ। অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী মহারাজ উভয়েই জগদ্‌গুরু পরমহংসকুল চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আশ্রিত। শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

গোস্বামী মহারাজ তাঁহাকে ১৯৫৯ সালে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস দান করেন এবং পাশ্চাত্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারার্থে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রীমৎ স্বামী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তিকালে অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে তিনি (স্বামী মহারাজ) নিউইয়র্কে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থে যাত্রা করেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিদেশে কেন? এর ফল কি?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্রই প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই কথা মহাপ্রভু স্বয়ংই বলেছিলেন। এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও পরবর্ত্তিকালে সেই উক্তিকে অনুবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী বা বৈষ্ণব-ফিলোসপি একদিন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচার হইবে। * * * তাই পরবর্ত্তি আচার্য্যগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশ্যে দূরদেশে গমনাগমন করেন।

শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বিদেশে প্রচার হচ্ছে, ভারতাত্মার উন্নত চিন্তাধারা বিদেশীরা জানিবার সুযোগ পাইতেছেন, এবং এই ধর্ম্মের প্রতি বিদেশীরা আকৃষ্ট হওয়ায় ভারত তথা ভারতীয়-চিন্তাধারাকে যে-ভাবে আপন করিতে প্রয়াসী হইতেছেন তাহা কি আনন্দ বা গৌরবের বিষয় নয়? শুধু তাই নয়, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক-দিক থেকেও আদান-প্রদান সুলভ হইতেছে।

এই সময় হঠাৎ মুখ দিয়ে একটা কথা বের হ'ল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহামিলন তীর্থ এই নবদ্বীপধাম।

সভাপতি মহারাজ এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক মহারাজের সহিতও কথা বলার ইচ্ছা ছিল। অনুপস্থিতির জন্য হ'ল না। পরবর্ত্তী কালে এঁদের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা রইল। * * * * *

—কুমারী রত্না দত্ত
সাংবাদিক-বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯১ পৃষ্ঠার পর)

তটস্থা শক্তি না থাকিলে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ শক্তির পরিচয় কাহার নিকট হইত ? আর শক্তিমানেরই বা সুষ্ঠু পরিচয় ও সার্থকতা কি থাকিত ? মনে কর, এই ধন-ধান্য-ভরা বসুন্ধরায় যদি কেবল প্রচুর সামগ্রী থাকিত, আর এক জনও প্রাণী না থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল বস্তুর পরিচয় কি কেবল ব্যর্থ হইত না ?—ঐ সকলের কি সার্থকতা হইত ? হয় ত' ঐরূপ ধন-ধান্যাদির সৃষ্টিই হইত না। বহিরঙ্গা শক্তি শক্তিমানের উপর ক্রিয়াবতী হইতে পারে না—তাহার ক্রিয়া তটস্থা শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াই বহিরঙ্গা শক্তি ব্যতিরেকভাবে শক্তিমানের সেবা করে। কাজেই তটস্থা শক্তি না থাকিলে বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় প্রতিফলিত হইত না। শক্তিমানের বহিরঙ্গ না থাকিলে অন্তরঙ্গের পরিচয়ও পাওয়া যাইত না। বহিরঙ্গ—অন্তরঙ্গেরই বিকৃত প্রতিফলন। অন্তরঙ্গ—বিম্ব ; বহিরঙ্গ—প্রতিবিম্ব। বিম্ব আছে—প্রতিবিম্ব নাই, ইহা বিম্বের অস্তিত্বের যুক্তি নহে। তটস্থ যেমন বিম্বের পরিচয় প্রদান করে, তেমনি প্রতিবিম্বেরও পরিচয় করাইয়া দেয়। মনে করুন, একটী তড়াগে কতকগুলি আম্রবৃক্ষের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। আম্রবৃক্ষশ্রেণী—বিম্ব, তড়াগের জলপ্রবাহস্থ দৃশ্য—প্রতিবিম্ব। তড়াগ-তটস্থ ব্যক্তির নিকটেই এই বিম্ব ও প্রতিবিম্বের পরিচয়। তটস্থ ব্যক্তির প্রতিবিম্ব ও বিম্ব উভয়েরই প্রতি মুখ ফিরাইবার যোগ্যতা আছে। যে তটস্থ-ব্যক্তি প্রতিবিম্ব দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া থাকিল, প্রতিবিম্বের নিকটই আত্মবিসর্জ্জন করিল, তাহার আর বাস্তব সুমিষ্ট আম্র আস্বাদনের সৌভাগ্য হইল না—সে মায়া-মরিচীকায়, মায়া-ছায়ায় মুগ্ধ হইয়াই থাকিল। আর যে তটস্থ ব্যক্তি বিম্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়ের ধর্ম্মজ্ঞ কোনও অবঞ্চক উপদেষ্টার নিকট বিম্বের বাস্তব অস্তিত্বের কথা জ্ঞাত হইলেন, আর বিম্বের বিকৃত প্রতিফলন প্রতিবিম্বকে 'ছায়া'রূপে বুঝিতে পারিলেন, তিনি বিম্বের প্রতি উন্মুখ হইয়া সুমিষ্ট ফলাস্বাদন করিতে থাকিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আর একটি কথা বলিয়াছেন,—

জীব—"ভেদাভেদ-প্রকাশ"

জীব কেবল অভেদ-প্রকাশ নয়—শক্তিমানের কেবল অভেদ-প্রকাশ হইলে তিনি শক্তিমানেরই ন্যায় 'মায়াধীশ' হইতেন। আর কেবল ভেদ-প্রকাশ হইলে কখনও 'মায়া' জয় করিয়া শক্তিমানের ক্রোড়ীভূত, আলিঙ্গিত,

সেবাময়-বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না—কখনও অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত মিলিত হইয়া শক্তিমানের সেবা করিতে পারিতেন না। জীব 'ভেদ-প্রকাশ' বলিয়া মায়ার দ্বারা অভিভাব্য—শক্তিমানের সেবা হইতে বিচ্যুত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট; আবার যুগপৎ 'অভেদ-প্রকাশ' বলিয়া তাহাতে, মায়া জয় করিবার যোগ্যতাও দৃষ্ট হয়। 'ভেদ-প্রকাশ' বলিয়া জীব—'অণু' আর 'অভেদ-প্রকাশ' বলিয়া জীব—'চেতন'; ভেদ-প্রকাশ বলিয়া জীব—'মায়াবশযোগ্য', আর অভেদ-প্রকাশ বলিয়া জীব—'মায়াজয়-কারী'; ভেদ-প্রকাশ বলিয়া জীব—'অস্বতন্ত্র' অভেদ-প্রকাশ বলিয়া জীব—'পরিমিত স্বতন্ত্র'। যেমন পঞ্চহস্ত পরিমিত রজ্জুবদ্ধ গাভী। কোনও গাভীকে যদি পঞ্চহস্ত পরিমাণ একটি রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া রাখা যায়, তবে গাভীটী যেরূপ পঞ্চহস্ত পরিমিত ব্যাসার্দ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে, কিন্তু উহার বাহিরে বিচরণ করিতে পারে না, তদ্বৎ।

এই পরিমিত স্বতন্ত্রতাটুকু না থাকিলে জীবকে 'জীব' অর্থাৎ জীবনীশক্তি-বিশিষ্ট বলা যাইত না—তাহাকে অচেতনের পর্য্যায়ে স্থাপিত করা হইত। পরমেশ্বর জীবের এই চেতনশক্তি বা স্বতন্ত্রতা বিলুপ্ত না করিয়া—একদিকে যেরূপ 'জীব' নামের স্বার্থকতা সংরক্ষণ করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি অদ্বিতীয় করুণার পরিচয় দিয়াছেন। 'জীব'কে জড়ের পর্য্যায়ভুক্ত করিলে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে অস্বতন্ত্র বা অচেতন করিলে কি জীবের প্রতি পরমেশ্বরের কোনও করুণার লক্ষণ প্রকাশ পাইত? জীব কি আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেন? এখানে প্রশ্ন হইতে পারে পরমেশ্বর জীবকে 'চেতন' করিয়া সেই চেতনকে অচেতনরাজ্যে পতন-যোগ্যতা না দিলেই ত' পারিতেন। এরূপ প্রশ্নে দুইটী উত্তরের অবকাশ হয়। প্রথমতঃ "চেতন, অথচ মায়াবশ-যোগ্যতার অভাব"—এই কথাটী 'স্বতন্ত্রতা'র অভাব-দ্যোতক। স্বতন্ত্র বস্তুতে সবদিকে গমন-যোগ্যতা থাকিবে। যদি কোনও ব্যক্তি কেবল দাঁড়াইতে পারেন, বসিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি স্বতন্ত্র নহেন, সেরূপ অস্বতন্ত্র অবস্থা কষ্টকর। যাঁহার উভয় প্রকার যোগ্যতাই আছে, তিনি স্বতন্ত্র। অণুচেতন জীবের পক্ষে সেই স্বতন্ত্রতা পরিমিত বটে। দ্বিতীয়তঃ সাধন-প্রভাবে যে ফল লাভ হয়—নানাবিধ অপ্রতিকূলতার মধ্যে যে আনুকূল্যময় ফল প্রসূত হয়, তাহাতে যে পরিতৃপ্তি জড়পিণ্ড বস্তুর অনুভূতির যোগ্য নহে। মনে করুন কোন পরীক্ষার্থী বালককে যদি পাঠ বা পরীক্ষার ক্লেশে প্রবিষ্ট হইতে না

দিয়া তাহাকে অধ্যাপক পরীক্ষোত্তীর্ণের ভলভোগ করিতে দেন, তাহা হইলে বালকের সুখ-বোধ হয় না। বালক শিক্ষক বা অধ্যাপকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া নিজে যখন পাঠাভ্যাস-পরিশ্রম স্বীকার-পূর্ব্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখনই তাহার বিপুল আনন্দ অনুভূত হয়। বালক কিছু করিবে না, জড়-পিণ্ডবৎ অবস্থান করিবে, আর জড়পিণ্ডে চেতনের সমস্ত ফলপ্রাপ্তি আরোপিত হইবে, এইরূপ কল্পনাও নিতান্ত অস্বাভাবিক। সুতরাং চেতন-জীবে স্বতন্ত্রতা থাকায় জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকে যাহারা পরমেশ্বরের দোষ (?) বা তজ্জন্য পরমেশ্বরকে মূলত দায়ী (?) করিতে চাহেন, অথচ মুখে স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতাই কাম্য ও করণীয় বস্তু বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা পরমেশ্বরের প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহী—নির্ব্বিশেষবাদীর একপ্রকার কপটমিত্র এবং জীবকে প্রথম প্রতিজ্ঞায় 'চেতন' বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক চরমে জীবকে 'অচেতন' বা 'শূন্য' করিবার পক্ষপাতী। জীব যদি অণুচেতনই হইল, তাহা হইলে সর্ব্বক্ষণ চেতনের ক্রিয়াই উহাতে ব্যাপ্ত ও প্রকাশিত থাকিবে। জীব স্বরূপগঠনে অণুচেতন, সুতরাং স্বরূপ-গঠনজ স্বভাবেও সেই পরিণামে স্বতন্ত্র। সেই স্বরূপ-গঠন-স্বভাব-জনিত স্বতন্ত্রতার অপলাপ করিয়া পরমেশ্বর জীবে কোনও সময়েই অচেতন স্বরূপ-গঠনের স্বভাব অর্থাৎ অস্বাভাবিক ভাব বা অভাব আরোপিত করিতে পারেন না, তাহা পরমেশ্বরের অত্যন্ত করুণার অভাব, জীব-পীড়ন বা জীবদ্রোহ প্রমাণিত করে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিপ্র কৃষ্ণদাসের প্রসঙ্গ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু-কর্ত্তৃক কৃষ্ণদাস-বিপ্রের উদ্ধার-লীলা ও সেবাদান-প্রসঙ্গ পাঠ করিতে করিতে বর্ত্তমান যুগেও গৌর-নিজজন, শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ কোনও অতিমর্ত্ত্য পরদুঃখদুঃখী মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ কৃপারাশি স্মরণ-পথের পথিক হইয়া পড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে ভট্টথারিগণের কবল হইতে একবার মাত্র কেশাকর্ষণে উদ্ধার করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বর্জ্জন-লীলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর নিকট পুনরায় আবেদন করিয়া বিপ্র কৃষ্ণদাসকে কিঞ্চিৎ সেবা প্রদানপূর্ব্বক গৌড়-দেশে মহাপ্রভুর বার্ত্তা বিজ্ঞাপনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের এমন পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শন করিয়াও অভূতপূর্ব্ব মহাসৌভাগ্য হইয়াছে—যে মহাপুরুষ, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ-প্রভুর আনুগত্যে মহৌদার্য্য-লীলা নিত্য প্রকট করিয়া মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ-প্রভুর পূর্ণতমা সেবা ও

পূর্ণতম মনোভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর নিজজন, শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নবিগ্রহ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম অনুক্ষণ আমার ন্যায় যে কত কত আবৃত কৃষ্ণদাসকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছেন. তাহার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণদাস-বিপ্র একবার মাত্র অসৎসঙ্গের কবলে কবলিত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই মহাপ্রভু বিপ্র কৃষ্ণদাসকে বর্জ্জন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন—নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সঙ্গ ও সেবা হইতে **সুদূরে** রাখিয়া কৃষ্ণদাসের প্রতি কৃপা-প্রদর্শনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার ন্যায় দুরাচার শত সহস্রবার পুনঃ পুনঃ বিপ্র কৃষ্ণদাসের পতনোন্মুখতার আদর্শ অনুসরণ করিলেও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অভিন্নতনু যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহাবদান্যস্বভাব আমার দুর্দ্দশা-দুর্দ্দৈবে একান্ত দুঃখিত হইয়া আমার পুনঃ পুনঃ দুরাচারের জন্য আমাকে বর্জ্জন করিবার পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ কেবল সঙ্গ ও সেবা প্রদানপূর্ব্বক আমাকে শোধন এবং কৃতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঔদার্য্যসীমার কথা আর কি বলিব ? আমার জীবন কতবার যে বিপ্র কৃষ্ণদাস, ছোট হরিদাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, বাউলিয়া বিশ্বাস, স্বতন্ত্র অদ্বৈত-সন্তানব্রুব, রামচন্দ্রপুরী, জগাই-মাধাই প্রভৃতির দৃষ্টান্ত ও আদর্শ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই ; তথাপি যিনি আমাকে দুর্জ্জনজ্ঞানে বর্জ্জন না করিয়া স্বজনের ন্যায় কর্ণে নিয়ত শ্রীচৈতন্যবাণী সঞ্চার ও সেবা-প্রদান-পূর্ব্বক স্ব-পদান্তিকে অনুক্ষণ আকর্ষণ করিতেন, সেই অভূতপূর্ব্ব, কৃপাময় শ্রীগুরু-পাদপদ্ম নিত্যকাল আমার অনর্থ-নির্ম্মুক্ত নির্ম্মল হৃদয়ের নিত্য সেব্য বিগ্রহ-রূপে সম্প্রতিষ্ঠিত হউন। আমি যেন সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আবৃত কৃষ্ণদাসের আদর্শের পরিবর্ত্তে—অনাবৃত কৃষ্ণদাস, বাউলিয়া বিশ্বাসের আদর্শের পরিবর্ত্তে—প্রকৃতিস্থ. স্বরূপস্থ গুরুপাদপদ্মসৈবৈক বিশ্বাস, 'ছোট' হরিদাসের আদর্শের পরিবর্ত্তে—'বড়' 'মহান্' হরিদাসের দাসানুদাসগণের আদর্শতৎপর হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় উদ্বুদ্ধ হইতে পারি—নিষ্কপট গৌর-কৃষ্ণদাস-সঙ্ঘ এইরূপ কৃপা করুন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা
ও
শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৮২ (ইং ১১ই মার্চ্চ, ১৯৭৬) বৃহস্পতিবার হইতে ৩রা চৈত্র (ইং ১৭।৩।৭৬) বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে ষোলক্রোশ ধাম-পরিক্রমা করা হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি— ১৩ই মাঘ, ১৩৮২।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৭শে ফাল্গুন (১১ই মার্চ্চ), বৃহস্পতিবার ; (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামুনপুরা, হংসবাহন।

২। ২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ্চ), শুক্রবার ; (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ২৯শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ্চ), শনিবার ; (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ৩০শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ্চ), রবিবার ; (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) —রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা।

৫। ১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ্চ), সোমবার ; (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ২রা চৈত্র (১৬ই মার্চ্চ), মঙ্গলবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ্চ), বুধবার—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট পূর্ব্বপৃষ্ঠায় লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

জ্ঞাতব্য—রাত্রিবাসে ইচ্ছুক যাত্রিগণ বিছানা ও মশারী সঙ্গে আনিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৭'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'৭৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক'**, **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়**, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)— ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্)—১২'০০, ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) —বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাঃ, ৩। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ) —৪'০০ টাঃ, ৪। সাংখ্য-বাণী—২০ পঃ, ৫। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়—৩'০০ টাঃ। ৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu—1'00. ৭। প্রেম-প্রদীপ—২'৫০ টাঃ, ৮। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী —২'৫০ টাঃ, ৯। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলীসহ)—৭৫ পঃ, ১০। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ—৫০ পঃ, ১১। জৈবধর্ম্ম (বাংলা,)—৯'০০ টাঃ, ১২। ঐ (হিন্দী-সংস্করণ)—১০'০০, ১৩। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—২'৫০টাঃ, ১৪। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১'০০ টাঃ, ১৫। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা—১'৫০ টাঃ, ১৬। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড)—২'০০, ১৭। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী (প্রাচীন-কাব্য)—১'২৫ টাঃ, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—২'৭৫ টাঃ, ১৯। শ্রীদামোদরাষ্টকম্—১'০০ টাঃ, ২০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—১'০০ টাঃ।

Regd. No. WB/NDA-13 SHRI GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ।

৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুরা, (মথুরা), ইউ. পি.
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাড়সাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীবংশীবদনানন্দদাস বাবাজী মহারাজ।

৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ।

৬। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ—পিছলদা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ব্রজবাসী।

৭। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।

৮। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩।২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

৯। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (জলপাইগুড়ি)
রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

১০। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র, কোরণ্ট, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।

১১। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.।

১২। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ।

১৩। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ।

১৪। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়াড়াপাড়া রোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবসুদেবদাস ব্রজবাসী।